মুসলিম শরীফ

ষষ্ঠ (শেষ) খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃত অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মুসলিম শরীফ [ষষ্ঠ (শেষ) খণ্ড]
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৫৬/২
ইফা প্রকাশনা ঃ ১৮৫৯/২
ইফা গ্রন্থাকার ঃ ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 984-06-0487-2

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৪

দ্বিতীয় প্রকাশ
মে ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০১০
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
জমাদিউস সানী ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিমউদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ২৩২.০০ (দুইশত বত্রিশ) টাকা মাত্র।

MUSLIM SHARIF (6th Volume) : Compilation of Hadith Sharif by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushaire An-Nishapuri (Rh) in Arabic, translated and edited by the Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka- 1207.

June 2010

Website : www.islamicfoundation.bd.org
E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

Price : Tk 232.00; US Dollar : 6.60

মহাপরিচালকের কথা

মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফেযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) মুসলিম শরীফের এই সংকলন প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি ছাড়া) তাঁর সহীহ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীআতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীআতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো তাতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীআতের মৌলিক দুটি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলেমদের দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এক্ষণে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রম কবুল করেন এবং পবিত্র হাদীস ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীআতের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহ্র বাণী–পবিত্র কুরআনের পর মহানবী (সা)-এর বাণী–পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এইসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেয আবূ বকর আল খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস সম্বলিত (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই 'সহীহ' সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্ম, তাহারাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন এবং অতি সহজভাবে পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস, সূত্র এবং ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর পুনঃ সম্পাদনাকৃত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। এবার পাঠক মহলের ক্রয়ের সুবিধার্থে পুস্তকটি সাত খণ্ডের স্থলে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তাওফীক দিন। আমীন!

নূরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস্ সালাম	সদস্য
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
মাওলানা রুহুল আমীন খান	সদস্য
মাওলানা এ. কে. এম আবদুস সালাম	সদস্য
মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

তৃতীয় সংস্করণ : পরিমার্জনে ও সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল

অনুবাদকবৃন্দ

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

২. মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক

সূচিপত্র

অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার (আদব-কায়দা)

অধ্যায় : তাকদীর

অধ্যায় ঃ ইল্‌ম

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অধ্যায় : যিকির, দু'আ, তাওবা ও ইসতিগফার

অধ্যায় : জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামত ও জান্নাতবাসিগণের বিবরণ

অধ্যায় : ফিতনা ও দুর্যোগসমূহ এবং কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

অধ্যায় : যুহদ ও দুনিয়ার প্রতি অনীহা

অধ্যায় : তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

অধ্যায় : সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত

[অবশিষ্টাংশ]

٢٦- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

২৬. পরিচ্ছেদ : হযরত জাবির (রা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন হারাম (রা)-এর ফযীলত

٦١٣٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جِئَ بِاَبِيْ مُسَجًّى وَقَدْ مُثِّلَ بِهٖ قَالَ فَاَرَدْتُ اَنْ اَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ ثُمَّ اَرَدْتُ اَنْ اَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَرَفَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ اَمَرَ بِهٖ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ اَوْ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا بِنْتُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ وَلِمَ تَبْكِيْ فَمَازَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ -

৬১৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারীরী ও আমর আন-নাকিদ (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন আমার পিতাকে কাপড়ে আবৃত করে আনা হলো, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করা (কান-নাক, হাত-পা কেটে ফেলা) হয়েছে। আমি তাঁর কাপড় সরাতে চাইলে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমায় নিষেধ করলো। আবার আমি কাপড় সরাতে চাইলে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাপড় সরালেন অথবা তিনি সরানোর আদেশ দেওয়ায় সরানো হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন ক্রন্দনকারিণী অথবা চিৎকার (বিলাপ) কারিণীর আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, ইনি কে? লোকেরা বললো, আম্রের মেয়ে অথবা আমরের বোন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে কাঁদছে কেন ? উঠিয়ে নেওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা পাখা মেলে তাঁকে ছায়া দিয়েছে।

٦١٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أُصِيْبَ اَبِيْ يَوْمَ اُحُدٍ فَجَعَلْتُ اَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهٖ وَاَبْكِيْ وَجَعَلُوْا يَنْهَوْنَنِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْهَانِيْ قَالَ وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبْكِيْهِ اَوْ لاَتَبْكِيْهِ مَازَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رَفَعْتُمُوْهُ -

৬১৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা উহুদের দিন শহীদ হলেন, আমি তাঁর মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকি। লোকেরা আমাকে বারণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করলেন না। আর আমরের মেয়ে ফাতিমাও তাঁর জন্য কাঁদতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে (কেউ) তার জন্য কাঁদুক বা নাই কাঁদুক, ফেরেশতাগণ তাঁর উপর তাঁদের পাখার ছায়া বিস্তার করে রয়েছে, যতক্ষণ না তোমরা তাকে উঠিয়ে নিয়েছ।

٦١٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهٖ ذِكْرُ الْمَلاَئِكَةِ وَبُكَاءُ الْبَاكِيَةِ -

৬১৩২. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... জাবির (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে জুরায়জের বর্ণনায় ফেরেশতা ও ক্রন্দনকারিণীর কান্নার উল্লেখ নেই।

٦١٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ احْمَدَ بْنِ اَبِيْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِئَ بِاَبِيْ يَوْمَ اُحُدٍ مُجَدَّعًا فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ -

৬১৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবূ খালফ (রা) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে নাক-কান কাটা অবস্থায় আনা হলো এবং নবী ﷺ-এর সম্মুখে রাখা হলো .... অতঃপর তাদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٧- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

২৭. পরিচ্ছেদ : হযরত আবূ জুলায়বীব (রা)-এর ফযীলত

٦١٣٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيْطٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ مَغْزًى لَهُ فَاَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لاَصْحَابِهٖ هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ اَحَدٍ قَالُوْا نَعَمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ اَحَدٍ قَالُوْا نَعَمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ اَحَدٍ قَالُوْا لاَ قَالَ لٰكِنِّيْ اَفْقِدُ جُلَيْبِيْبًا فَاطْلُبُوْهُ فَطُلِبَ فِي الْقَتْلٰى فَوَجَدُوْهُ اِلٰى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوْهُ فَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوْهُ هٰذَا مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ هٰذَا مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ قَالَ فَوَضَعَهُ عَلٰى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ اِلاَّ سَاعِدَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِيْ قَبْرِهٖ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً -

৬১৩৪. ইসহাক ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সালীত (র) ... আবূ বারযাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক জিহাদে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে গনীমতের সম্পদ দিলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, অমুক, অমুক ও অমুককে। তিনি বললেন, তোমরা কি কাউকে

হারিয়েছ ? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, অমুক, অমুক এবং অমুককে। তিনি আবার বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? (শহীদ হয়েছে?) লোকেরা বললো, জী–না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি জুলায়বীব (রা)-কে হারিয়েছি। তোমরা তাঁকে খোঁজ কর। তখন নিহতদের মধ্যে তাঁকে খোঁজ করা হল। এরপর তারা সাতটা লাশের পাশে তাঁকে পেলো। তিনি এই সাতজনকে হত্যা করেছিলেন। এরপর দুশমনরা তাঁকে হত্যা করে। তখন নবী ﷺ তাঁর কাছে এলেন এবং ওখানে দাঁড়িয়ে বললেন, সে সাতজন হত্যা করেছে; এরপর দুশমনরা তাঁকে হত্যা করে। সে আমার, আর আমি তাঁর। সে আমার, আর আমি তাঁর। অতঃপর তাঁকে দু'বাহুর উপর তুলে ধরলেন। একমাত্র নবী ﷺ-এর বাহুই তাঁকে বহন করছিল। তাঁর কবর খোঁড়া হল এবং তাঁকে তাঁর কবরে রাখা হল। বর্ণনাকারী তাঁর গোসলের উল্লেখ করেননি।

٢٨ـ بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

২৮. পরিচ্ছেদ : হযরত আবূ যার (রা)-এর ফযীলত

٦١٣٥ـ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ وَكَانُوْا يُحِلُّوْنَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ فَخَرَجْتُ اَنَا وَاَخِىْ اُنَيْسٌ وَاُمُّنَا فَنَزَلْنَا عَلٰى خَالٍ لَنَا فَاَكْرَمَنَا خَالُنَا وَاَحْسَنَ اِلَيْنَا فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوْا اِنَّكَ اِذَا خَرَجْتَ عَنْ اَهْلِكَ خَالَفَ اِلَيْهِمْ اُنَيْسٌ فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِىْ قِيْلَ لَهُ فَقُلْتُ اَمَّا مَامَضٰى مِنْ مَعْرُوْفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلَاجِمَاعَ لَكَ فِيْمَا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا وَتَغَطّٰى خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِىْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ فَنَافَرَ اُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا فَاَتَيَا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ اُنَيْسًا فَاَتَانَا اُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا قَالَ وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ اَخِىْ قَبْلَ اَنْ اَلْقٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ قُلْتُ لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ قُلْتُ فَاَيْنَ تُوَجِّهُ قَالَ اَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ اُصَلِّىْ عِشَاءً حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اُلْقِيْتُ كَاَنِّىْ خِفَاءٌ حَتّٰى تَعْلُوَنِى الشَّمْسُ فَقَالَ اُنَيْسٌ اِنَّ لِىْ حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِىْ فَانْطَلَقَ اُنَيْسٌ حَتّٰى اَتٰى مَكَّةَ فَرَاثَ عَلَىَّ ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ مَا صَنَعْتَ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلٰى دِيْنِكَ يَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَهُ قُلْتُ فَمَا يَقُوْلُ النَّاسُ قَالَ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ وَكَانَ اُنَيْسٌ اَحَدَ الشُّعَرَاءِ قَالَ اُنَيْسٌ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلٰى اَقْرَاءِ الشُّعَرَاءِ فَمَا يَلْتَئِمُ عَلٰى لِسَانِ اَحَدٍ بَعْدِىْ اَنَّهُ شِعْرٌ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَصَادِقٌ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ قَالَ قُلْتُ فَاكْفِنِىْ حَتّٰى اَذْهَبَ فَاَنْظُرَ قَالَ فَاَتَيْتُ مَكَّةَ فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْتُ اَيْنَ هٰذَا الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ الصَّابِئَ فَاَشَارَ اِلَىَّ فَقَالَ الصَّابِئُ فَمَالَ عَلَىَّ اَهْلُ الْوَادِىْ بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ حَتّٰى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَىَّ قَالَ فَارْتَفَعْتُ حِيْنَ ارْتَفَعْتُ كَاَنِّىْ نُصُبٌ اَحْمَرُ قَالَ فَاَتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّى الدِّمَاءَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا وَلَقَدْ

لَبِثْتُ يَا ابْنَ اَخِي ثَلاَثِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَاكَانَ لِيْ طَعَامٌ اِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتّٰى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِيْ وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِيْ سُخْفَةَ جُوْعٍ قَالَ فَبَيْنَا اَهْلُ مَكَّةَ فِيْ لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ اِضْحِيَانٍ اِذْ ضُرِبَ عَلٰى اَشْمِخَتِهِمْ فَمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اَحَدٌ وَامْرَاَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ اِسَافًا وَنَائِلَةَ قَالَ فَاَتَتَا عَلَيَّ فِيْ طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ اَنْكِحَا اَحَدَهُمَا الْاُخْرٰى قَالَ فَمَاتَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا قَالَ فَاَتَتَا عَلَيَّ فَقُلْتُ هَنٌ مِثْلُ الْخَشَبَةِ غَيْرَ اَنِّيْ لاَ اَكْنِيْ فَانْطَلَقَتَا تُوَلْوِلاَنِ وَتَقُوْلاَنِ لَوْ كَانَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ اَنْفَارِنَا قَالَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ قَالَ مَالَكُمَا قَالَتَا اَلصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَاَسْتَارِهَا قَالَ مَا قَالَ لَكُمَا قَالَتَا اِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلأُ الْفَمَ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ فَكُنْتُ اَنَا اَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْاِسْلاَمِ قَالَ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ اَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ قَالَ فَاَهْوٰى بِيَدِهٖ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ كَرِهَ اَنِ انْتَمَيْتُ اِلٰى غِفَارٍ فَذَهَبْتُ اٰخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَعَنِيْ صَاحِبُهُ وَكَانَ اَعْلَمَ بِهٖ مِنِّيْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ مَتٰى كُنْتَ هٰهُنَا قَالَ قُلْتُ قَدْكُنْتُ هٰهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيْ طَعَامٌ اِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتّٰى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِيْ وَمَا اَجِدُ عَلٰى كَبِدِيْ سَخْفَةَ جُوْعٍ قَالَ اِنَّهَا مُبَارَكَةٌ اِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ائْذَنْ لِيْ فِيْ طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَفَتَحَ اَبُوْ بَكْرٍ بَابًا فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيْبِ الطَّائِفِ فَكَانَ ذٰلِكَ اَوَّلَ طَعَامٍ اَكَلْتُهُ بِهَا ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِيْ اَرْضٌ ذَاتُ نَخْلٍ لاَ اُرَاهَا اِلاَّ يَثْرِبَ فَهَلْ اَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّيْ قَوْمَكَ عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيْهِمْ فَاَتَيْتُ اُنَيْسًا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ صَنَعْتُ اَنِّيْ قَدْ اَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ قَالَ مَابِيْ رَغْبَةٌ عَنْ دِيْنِكَ فَاِنِّيْ قَدْ اَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ فَاَتَيْنَا اُمَّنَا فَقَالَتْ مَابِيْ رَغْبَةٌ عَنْ دِيْنِكُمَا فَاِنِّيْ قَدْ اَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ فَاحْتَمَلْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا فَاَسْلَمَ نِصْفُهُمْ وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ اِيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ وَكَانَ سَيِّدَهُمْ وَقَالَ نِصْفُهُمْ اِذَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَسْلَمْنَا فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَاَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِيْ وَجَاءَتْ اَسْلَمُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِخْوَتُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِيْ اَسْلَمُوْا عَلَيْهِ فَاَسْلَمُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ ـ

৬১৩৫. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ আযদী (র) ... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের গিফার গোত্র থেকে বের হলাম। তারা হারাম মাসগুলোকে হালাল গণ্য করত। আমি আমার ভাই উনায়স এবং

আমাদের মা সহ বের হলাম এবং আমরা আমাদের এক মামার কাছে উঠলাম। আমাদের মামা খুব সমাদর দেখালেন এবং আমাদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলেন। এতে তাঁর গোত্রের লোকেরা আমাদের প্রতি হিংসা করতে লাগল। তারা বলল, তুমি যখন তোমার পরিবার থেকে বের হও তখন উনায়স (রা) তোমার অনুপস্থিতিতে তাদের কাছে যাতায়াত করে। এরপর আমাদের মামা আসলেন এবং তাঁকে যা বলা হয়েছে তিনি তা আমাদের নিকট প্রকাশ করে দিলেন। তখন আমি বললাম, আপনি আমাদের সাথে অতীতে যে সদ্ব্যবহার করেছেন তাকে ম্লান করে দিলেন। এরপর আপনার সঙ্গে আমাদের একত্রে থাকার অবকাশ নেই। তারপর আমরা আমাদের উটগুলোকে নিকটবর্তী করলাম এবং তাদের উপর আরোহণ করলাম। তখন আমাদের মামা তাঁর কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন। আমরা রওনা হয়ে মক্কার নিকটে অবতরণ করলাম। উনায়স আমাদের পশুগুলো এবং সে পরিমাণ পশুর মধ্যে (কবিতা রচনার) বাজি ধরল। তারপর তারা উভয়ে এক গণকের কাছে গেল। গণক উনায়সকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করল। এরপর উনায়স আমাদের উটগুলো এবং তার সমপরিমাণ উট নিয়ে আমাদের নিকট ফিরে এল। আবূ যার (রা) বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের তিন বছর পূর্বে সালাত আদায় করেছি। আমি (রাবী) বললাম, কার জন্যে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্যে। আমি (রাবী) বললাম, কোন্ দিকে মুখ ফিরাতেন? তিনি বললেন, আমার মহান প্রতিপালক যে দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দিতেন সে দিকে মুখ ফিরাতাম। আমি ইশা'র সালাত আদায় করতে করতে রাতের শেষ অংশে একটা কাপড়ের ন্যায় (নিদ্রার চাদরে) ঢলে পড়তাম, যতক্ষণ না সূর্য কিরণ আমার উপর পড়ত।

তারপর উনায়স (রা) বললেন, মক্কায় আমার একটু প্রয়োজন আছে। কাজেই আপনি আমার সংসার তত্ত্বাবধান করবেন। তারপর উনায়স (রা) চলে গেল এবং মক্কায় পৌঁছলো এবং সে বিলম্বে আমার কাছে ফিরে এল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কী করলে? (খবরাখবর কি) সে বলল, আমি মক্কায় এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যিনি আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি দাবী করেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে (রাসূল হিসেবে) প্রেরণ করেছেন। আমি [আবূ যার (রা)] বললাম, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে কী বলে? সে বলল, তারা তাঁকে কবি, গণক ও যাদুকর বলে। উনায়স (রা) নিজেও একজন কবি ছিল। উনায়স (রা) বলল, আমি অনেক গণকের কথা শুনেছি; কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথা গণকের মত নয়। আমি তাঁর বাক্যকে কবিদের রচনার ধরন-প্রকারণের সাথে তুলনা করে দেখেছি; কিন্তু কোন কবির ভাষার সাথে তার কোন মিল নেই। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই তিনি সত্যবাদী এবং ওরা মিথ্যাবাদী। তিনি বললেন, আমি বললাম, তুমি আমার সংসার দেখাশোনা কর এবং আমি গিয়ে একটু দেখে নিই। তিনি বললেন, আমি মক্কায় এলাম এবং তাদের এক দুর্বল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললাম, সে ব্যক্তি কোথায়, যাকে তোমরা সাবী (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলে ডাক? সে আমার প্রতি ইশারা করল এবং বলল, এ-ই সাবী। এরপর মক্কা উপত্যকার লোকেরা ঢিল ও হাড়সহ আমার উপর চড়াও হল, এমন কি আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমি যখন উঠলাম তখন আমি যেন একটি লাল মূর্তি (অর্থাৎ রক্তে রঞ্জিত)। তিনি বলেন, এরপর আমি যমযম কূপের কাছে এসে আমার রক্ত ধুয়ে নিলাম। এরপর তার পানি পান করলাম। হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি সেখানে ত্রিশ রাত-দিন অবস্থান করেছিলাম। সে সময় যমযমের পানি ছাড়া আমার কাছে কোন খাদ্য ছিল না। অতঃপর আমি স্থূলদেহী হয়ে গেলাম। এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল। আমি আমার কলিজায় ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করিনি।

তিনি বললেন, ইতিমধ্যে মক্কাবাসীরা যখন এক উজ্জ্বল চাঁদনী রাতে ঘুমিয়ে পড়ল, তখন কেউ বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছিল না। সে সময় দেখলাম তাদের মধ্য থেকে দু'জন মহিলা তাওয়াফ করছে ও ইসাফ[১] ও

১. ইসাফ ও নায়েলা নামে সাফা ও মারওয়াতে দু'টি মূর্তি ছিল। ইসাফ ছিল পুরুষ এবং নায়েলা নারী। মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল যে, এরা উভয়ে হরমে যিনায় লিপ্ত হয়েছিল বলে শাস্তিস্বরূপ ওদের বিকৃত করে পাথরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। কিন্তু তারা প্রতীমা হিসেবে এগুলোর পূজা করত।

নায়েলাকে ডাকছিল। তিনি বললেন, তারা তাওয়াফ করতে করতে আমার কাছে এসে পড়ল। আমি বললাম, তাদের একজনকে অপরজনের সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। তিনি বললেন, তবু তারা তাদের কথা থেকে বিরত হল না। তিনি বলেন, তারা আবার আমার সম্মুখ দিয়ে এল। আমি (বিরক্ত হয়ে) বললাম, (ওদের) লজ্জাস্থল পুরুষাংগ ও যোনী দ্বার কাঠের মত। তিনি বললেন, আমি আর প্রচ্ছন্নতার আশ্রয় নিলাম না। এতে তারা অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল এবং বলতে লাগল, এখানে যদি আমাদের লোকদের কেউ থাকত (তাহলে এই বে-আদবকে শাস্তি দিত)! পথিমধ্যে এই দুই মহিলার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর সাক্ষাৎ হল। তখন তাঁরা দু'জনে নীচে (অর্থাৎ বাইরে থেকে কা'বা চত্বরে) অবতরণ করছিলেন। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন, তোমাদের কী হয়েছে? তাঁরা বলল, কা'বা ও তার পর্দার মাঝখানে এক বিধর্মী অবস্থান করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে তোমাদের কী বলেছে? তারা বলল, সে এমন কথা বলেছে যাতে মুখ ভরে যায় (মুখে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে তাঁর সঙ্গীসহ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহ্'র তাওয়াফ করে সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি তাঁর সালাত সমাপন করলেন (তখন আবূ যার (রা) বললেন,) আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তাঁকে ইসলামী কায়দায় সালাম জানিয়ে বললাম, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক)। উত্তরে তিনি বললেন, ওয়া আলায়কা ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্ (তোমার প্রতিও শান্তি ও রহ্মত বর্ষিত হোক)। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি গিফার গোত্রের লোক। তিনি বললেন, তখন তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন এবং তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো কপালে রাখলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, গিফার গোত্রের প্রতি আমার সম্পর্ককে তিনি অপছন্দ করছেন। এরপর আমি তাঁর হাত ধরতে চাইলাম। তাঁর সঙ্গী আমাকে বাধা দিলেন। তিনি তাঁকে আমার চাইতে অনেক বেশি ভাল জানতেন। তারপর তিনি মাথা তুলে তাকালেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতদিন যাবত এখানে আছ? আমি বললাম, আমি এখানে ত্রিশটি রাতদিন অবস্থান করছি। তিনি বললেন, তোমাকে কে খাওয়াত? আমি বললাম, যমযম কূপের পানি ছাড়া আমার জন্য কোন খাদ্য ছিল না। এই পানি পান করেই আমি মোটাতাজা হয়ে গেছি, এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে এবং আমি কখনো জঠর জ্বালা অনুভব করি নি। তিনি বললেন, তা তো বরকতময় এবং তা অনেক খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ খাবার।

এরপর আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! তার আজ রাতের খানার (মেহমানদারীর) জন্য আমাকে অনুমতি দিন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) রওনা হলেন এবং আমিও তাঁদের সাথে চললাম। আবূ বকর (রা) একটি দরজা খুললেন এবং আমাদের জন্য তিনি মুষ্টি ভরে তায়েফের কিশমিশ পরিবেশন করলেন। এটাই ছিল আমার প্রথম খাদ্য যা সেখানে (মক্কায়) আমি খেলাম। তারপর যতদিন থাকার ততদিন রইলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, আমাকে খেজুর গাছ সমৃদ্ধ একটি দেশের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আমার ধারণা সেটি ইয়াস্রিব (মদীনার পূর্ব নাম) ছাড়া অন্য কোন স্থান নয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি আমার পক্ষ থেকে তোমার গোত্রের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবে? হয়ত তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের উপকৃত করবেন এবং এদের (হিদায়াতের) কারণে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। এরপর আমি উনায়সের কাছে ফিরে এলাম। সে বলল, আপনি কী করেছেন? আমি বললাম, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং বিশ্বাস করেছি। সে (উনায়স) বলল, আপনার দীন সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করছি এবং বিশ্বাস করছি। এরপর আমরা উভয়ে মায়ের কাছে এলাম। তিনি বললেন, তোমাদের দীন সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং বিশ্বাস করলাম। তারপর আমরা সাওয়ার হয়ে আমাদের গিফার গোত্রের কাছে এলাম। তাদের অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল এবং

ঈমা' ইব্‌ন রাহাদা গিফারী তাঁদের ইমামত করেন। তিনি ছিলেন তাঁদের সরদার। তাদের বাকী অর্ধেক বলল, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসবেন তখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাতে আসলেন এবং তাঁদের (গিফার গোত্রের) অবশিষ্ট অর্ধেক লোক ইসলামে দীক্ষিত হল। তারপর আসলাম গোত্রের লোকেরা এল। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের ভাইয়েরা (মিত্রেরা) যার উপরে ইসলাম কবূল করছেন আমরাও তাঁদের মত ইসলাম গ্রহণ করলাম। এভাবে তাঁরাও ইসলামে দীক্ষিত হল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা 'মাগফিরাত' দান করুন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা 'সালামাত' (নিরাপত্তা) দান করুন।

٦١٣٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ قُلْتُ فَاكْفِنِىْ حَتّٰى اَذْهَبَ فَاَنْظُرَ قَالَ نَعَمْ وَكُنْ عَلٰى حَذَرٍ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَاِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوْا لَهُ وَتَجَهَّمُوْا -

৬১৩৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র) .... হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল (রা) থেকে এই সনদে (রাবী) আবূ যার (রা)-এর কথা "আমি বললাম, তুমি এখানে অবস্থান কর, আমি গিয়ে সে ব্যক্তিকে দেখে নিই।" এরপরে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বললেন, আচ্ছা, তবে মক্কাবাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। তারা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কঠোর ও রূঢ় আচরণ করে।

٦١٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا ابْنَ اَخِىْ صَلَّيْتُ سَنَتَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ فَاَيْنَ كُنْتَ تُوَجَّهُ قَالَ حَيْثُ وَجَّهَنِىَ اللّٰهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ فَتَنَافَرَا اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْكُهَّانِ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ اَخِىْ اُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتّٰى غَلَبَهُ قَالَ فَاَخَذْنَا صِرْمَتَهُ فَضَمَمْنَاهَا اِلٰى صِرْمَتِنَا وَقَالَ اَيْضًا فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَاِنِّىْ لَاَوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْاِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَنْ اَنْتَ وَفِىْ حَدِيْثِهِ اَيْضًا فَقَالَ مُنْذُ كَمْ اَنْتَ هٰهُنَا قَالَ قُلْتُ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِيْهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَتْحِفْنِىْ بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ -

৬১৩৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না আনাযী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যার (রা) বলেছেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! নবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে আমি দুই বছর সালাত আদায় করেছি। রাবী বললেন, আমি বললাম, আপনি কোন্ দিকে মুখ করতেন। তিনি [আবূ যার (রা)] বললেন, আল্লাহ্ যে দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দিতেন সেদিকে। ..... এরপর তিনি সুলায়মান ইব্‌ন মুগীরা (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর তিনি হাদীসে বলেছেন, এরপর তারা (কাব্য রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের বাজি ধরেন) উভয়ে এক জ্যোতিষীর কাছে গেলেন। তিনি [আবূ যার (রা)] বলেন, আমার ভাই উনায়স কবিতায় এই জ্যোতিষীর প্রশংসা

করতে লাগল, অবশেষে প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হল। রাবী বলেন, তারপর আমরা তার পশুগুলো নিলাম এবং আমাদের পশুগুলোর সাথে মিলিয়ে ফেললাম। তিনি তাঁর হাদীসে আরও বলেছেন, তারপর নবী ﷺ আসলেন এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করলেন। এরপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তিনি [আবূ যার (রা)] বলেন, আমি তাঁর [নবী (সা)]-এর নিকটে এলাম এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তাঁকে ইসলামী নিয়মে সালাম করলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, আস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! (হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) তিনি (নবী ﷺ) বললেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম' (তোমার প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক)। তুমি কে? তার বর্ণিত হাদীসে আরও আছে যে, তারপর তিনি বললেন, তুমি এখানে কতদিন যাবৎ আছ? আমি বললাম, পনের (দিন) ধরে অবস্থান করছি। এই হাদীসে আরও আছে, তারপর আবূ বকর (রা) বললেন, তাঁকে এক রাত্রির মেহমানদারীর সুযোগ আমাকে দিন।

٦١٣٨- وَحَدَّثَنِي اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَتَقَارَبَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيْثِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَاتِمٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ اَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ لاَخِيْهِ ارْكَبْ اِلٰى هٰذَا الْوَادِيْ فَاعْلَمْ لِيْ عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعَمُ اَنَّهُ يَأْتِيْهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِيْ فَانْطَلَقَ الْاٰخَرُ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَبِيْ ذَرٍّ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْاَخْلاَقِ وَكَلاَمًا مَاهُوَ بِالشِّعْرِ فَقَالَ مَاشَفَيْتَنِيْ فِيْمَا اَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيْهَا مَاءُ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلاَ يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ اَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتّٰى اَدْرَكَهُ يَعْنِيْ اللَّيْلَ فَاضْطَجَعَ فَرَاٰهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ اَنَّهُ غَرِيْبٌ فَلَمَّا رَاٰهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَتَهُ وَزَادَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلاَيَرَى النَّبِيَّ ﷺ حَتّٰى اَمْسٰى فَعَادَ اِلٰى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا اَنٰى لِلرَّجُلِ اَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَاَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ وَلاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَلاَ تُحَدِّثُنِيْ مَا الَّذِيْ اَقْدَمَكَ هٰذَا الْبَلَدَ قَالَ اِنْ اَعْطَيْتَنِيْ عَهْدًا وَمِيْثَاقًا لَتُرْشِدَنِيْ فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ فَاِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِيْ فَاِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا اَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَاَنِّيْ اُرِيْقُ الْمَاءَ فَاِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِيْ حَتّٰى تَدْخُلَ مَدْخَلِيْ فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوْهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِن قَوْلِهِ وَاَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِرْجِعْ اِلٰى قَوْمِكَ فَاَخْبِرْهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَكَ اَمْرِيْ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَثَارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوْهُ حَتّٰى اَضْجَعُوْهُ فَاَتَى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ

فَقَالَ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَاَنَّ طَرِيْقَ تُجَّارِكُمْ اِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ فَاَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا وَثَارُوْا اِلَيْهِ فَضَرَبُوْهُ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَاَنْقَذَهُ ـ

৬১৩৮. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা সামী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ যার (রা)-এর কাছে খবর পৌঁছল যে, মক্কায় নবী ﷺ প্রেরিত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, তুমি সওয়ারীতে আরোহণ করে সেই (মক্কা সফর করে) উপত্যকায় যাও এবং সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জানাও, যিনি দাবী করেন যে, আসমান থেকে তাঁর কাছে খবর (ওহী) আসে। তাঁর কথা ভাল করে শুনবে এবং তারপর তুমি আমার কাছে আসবে। তখন অপর ব্যক্তি (তাঁর ভাই) রওনা হয়ে মক্কা পৌঁছল এবং তাঁর কথা শুনল। তারপর সে আবূ যার (রা)-এর কাছে ফিরে এল এবং সে বলল, আমি তাঁকে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি অনুপম নৈতিক বিষয়সমূহের নির্দেশ দেন এবং এমন বাণী শোনান, যা কবিতা নয়। তখন তিনি (আবূ যার -রা) বললেন, তুমি আমার চাহিদা মেটাতে পারলে না। তারপর তিনি পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি পানি ভর্তি মশক নিলেন। অবশেষে মক্কায় পৌঁছে তিনি মাসজিদুল হারামে এলেন। সেখানে নবী ﷺ-কে তালাশ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে চিনতেন না। আর তাঁর সম্পর্কে (কারও কাছে) জিজ্ঞাসা করাও অপছন্দ করলেন। অবশেষে রাত হয়ে গেল। তিনি শুয়ে পড়লেন। তখন আলী (রা) তাঁকে দেখলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইনি একজন আগন্তুক যখন তিনি তাঁকে দেখলেন তখন (তার আহবানে) তাঁর (আলী রা) অনুসরণ করলেন; কিন্তু কেউ কারও কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। এমনকি (এভাবে) ভোর হয়ে গেল। এরপর তিনি (আবূ যার -রা) তাঁর আসবাবপত্র ও মশক মসজিদে রাখলেন এবং সেদিনটি সেখানে অতিবাহিত করলেন। তিনি নবী ﷺ-কে দেখতে পেলেন না, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর তিনি তার শোবার জায়গায় ফিরে এলেন। আলী (রা) তাঁর কাছে এলেন। তিনি বললেন, এখনও সময় আসেনি, যে সে ব্যক্তি (আপনি) তার উদ্দীষ্ট স্থান সম্পর্কে অবগত হবে। এরপর তিনি তাঁকে উঠিয়ে সংগে নিয়ে চললেন। তবে কেউ কারোর কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন না। এমনকি তৃতীয় দিন এসে গেল। এই দিনও সেইরূপ করলেন। আলী (রা) তাঁকে তাঁর সংগে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাকে জানাবেন না, কিসে আপনাকে এই শহরে এনেছে? তিনি (আবূ যার -রা) বললেন, আপনি যদি আমাকে সঠিক পথ দেখানোর প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা দেন তাহলে আমি আপনার কাছে বলব। তিনি (ওয়াদা) করলেন। তখন তিনি (আবূ যার -রা) তাঁকে সব অবহিত করলেন। এরপর আলী (রা) বললেন, তিনি (নবী ﷺ) সত্য এবং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। সকাল হলে আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন। আমি যদি এমন কিছু দেখতে পাই যাতে আপনার আশংকা আছে, তখন আমি দাঁড়িয়ে যাব, যেন আমি পানি ত্যাগ করছি। আর যদি আমি চলতে থাকে তাহলে আমাকে অনুসরণ করবেন। অবশেষে আমার প্রবেশ স্থলে আপনি ঢুকে পড়বেন। তিনি তাই করলেন। তিনি তাঁর পেছনে চললেন, শেষ পর্যন্ত তিনি (আলী -রা) নবী ﷺ-এর নিকটে প্রবেশ করলেন। আরও ইনিও আবূ যার (রা) তাঁর সংগে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি তাঁর (নবী ﷺ) কথা শুনলেন এবং সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছে (দীনের) খবর জানিয়ে দাও। এ আমার নির্দেশ তোমার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত (এভাবে থাকবে)। এরপর তিনি (আব যার -রা) বললেন, সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তা মক্কাবাসীদের মাঝে চীৎকার করে ঘোষণা করব। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং মসজিদে (হারামে) প্রবেশ করলেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল।". এতে লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রহার করে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আব্বাস (রা) সেখানে এলেন এবং ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখলেন। তিনি (আব্বাস -রা) বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি জান না যে, ইনি গিফার গোত্রের লোক? তোমাদের সিরিয়া দেশে বাণিজ্যের যাতায়াত-রাস্তা তাদের এলাকায়। তারপর তিনি তাঁকে তাদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। পরের দিন তিনি আবার আগের দিনের মতই করলেন। লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে প্রহার করল। আব্বাস (রা) তাঁকে আড়াল করলেন এবং তাঁকে তিনি মুক্ত করলেন।

٢٩- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلٰى عَنْهُ

২৯. পরিচ্ছেদ : হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর ফযীলত

٦١٣٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ اَبِىْ حَازِمٍ يَقُوْلُ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلَارَئنِىْ اِلاَّ ضَحِكَ -

৬১৩৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী ও আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান (র) ... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (তাঁর কাছে প্রবেশে) বাধা দেননি। আর তিনি আমার প্রতি হাসিমুখে ছাড়া তাকাতেন না।

٦١٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ح وَحَدَّثَنَا اِبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَاحَجَبَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَانِىْ اِلاَّ تَبَسَّمَ فِى وَجْهِىْ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اَنِّىْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا -

৬১৪০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ উসামা ও ইব্ন নুমায়র (র) .... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (প্রবেশে) বাধা দেন নি। তিনি আমার চেহারায় মৃদু হাসি ছাড়া আমার চেহারার দিকে দেখেননি। ইব্ন নুমায়র (র) তাঁর হাদীসে ইব্ন ইদরীস (র) থেকে অধিক বর্ণনা করেছেন, "আমি তার কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে দৃঢ়ভাবে থাকতে পারি না। তখন তিনি তাঁর হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে দু'আ করলেন : " اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا " হে আল্লাহ্! তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন। "

٦١٤١- حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُوْالْخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ اَنْتَ مُرِيْحِيْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ فَنَفَرْتُ اِلَيْهِ فِىْ مِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ مِنْ اَحْمَسَ فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَا لَنَا وَلاَحْمَسَ ـ

৬১৪১. আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান (র) ... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে একটি ঘর ছিল, যেটিকে 'যুলখালাসা' বলা হত এবং এটাকে ইয়ামানী কা'বা আর (প্রকৃত) কা'বা কেবলা হত 'শামিয়া'র (ঝঞ্ঝাট)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (জারীরকে) বললেন, তুমি কি আমাকে যুল্খালাসা এবং ইয়ামানী কা'বা ও শামী কা'বা থেকে চিন্তা মুক্ত করতে পারবে? তখন আমি গোত্রের একশ পঞ্চাশজনসহ আহ্মাসকে সংগে নিয়ে রওনা হলাম। যুল্খালাসাকে ভেংগে ফেললাম এবং সেখানে যাদের পেলাম তাদের হত্যা করলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করলাম। রাবী বলেন, তখন তিনি আমাদের জন্য ও আহ্মাসের জন্য দু'আ করলেন।

٦١٤٢ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا جَرِيْرُ اَلاَ تُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ بَيْتٍ لِخَثْعَمَ كَانَ يُدْعٰى كَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ قَالَ فَنَفَرْتُ اِلَيْهِ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ وَكُنْتُ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَرَبَ يَدَهُ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَانْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيْرٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُبَشِّرُهُ يُكْنٰى اَبَا اَرْطَاةَ مِنَّا فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا جِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ اَجْرَبُ فَبَرَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ـ

৬১৪২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে জারীর! তুমি কি আমাকে খাছ'আম গোত্রের গৃহ (প্রতিমা মন্দির) যুলখালাসা থেকে চিন্তা মুক্ত করবে না? যেটিকে ইয়ামানী কা'বাও বলা হত। জারীর বলেন, আমি দেড়শ অশ্বারোহীসহ সেদিকে রওনা হলাম। আমি অশ্বপৃষ্ঠে স্থিরভাবে থাকতে পারতাম না। আমি এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আমার বুকে তাঁর হাত মারলেন এবং দু'আ করলেন : اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا "হে আল্লাহ্! তাকে (অশ্বপৃষ্ঠে) স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন।" রাবী বলেন, এরপর তিনি চলে গেলেন এবং সেটি (যুল্ খালাসা মন্দির) আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর জারীর (রা) আমাদের মধ্য থেকে আবূ আরতাত (রা) নামে এক ব্যক্তিকে সুসংবাদ পৌছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বললেন, আমরা যুলখালাসাকে পাঁচড়ার কারণে আলকাতরার প্রলেপযুক্ত (কালো) উটের মত করে দিয়ে আপনার কাছে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আহ্মাস'-এর ঘোড়া সওয়ার ও পদাতিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করলেন।

٦١٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِى الْفَزَارِىَّ) ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ مَرْوَانَ فَجَاءَ بَشِيْرُ جَرِيْرٍ اَبُوْ اَرْطَاةَ حُصَيْنُ بْنُ رَبِيْعَةَ يُبَشِّرُ النَّبِىَّ ﷺ

৬১৪৩. বিভিন্ন সনদে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) ইব্ন আবূ উমর (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... ইসমাঈল (র) সূত্রে উক্ত সনদে (পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণিত) মারওয়ান (র) থেকে ইব্ন আবূ উমরের হাদীসে বলেছেন যে, জারীর (রা)-এর সুসংবাদদাতা আবূ আরতাত হুসায়ন ইব্ন রাবীআ (রা) নবী ﷺ-কে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসলেন।

٣٠- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

৩০. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ফযীলত

٦١٤٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالاَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَى الْخَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوْءًا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا فِىْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالُوْا وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قُلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ (فِى الدِّيْنِ) -

৬১৪৪. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আবূ বকর ইব্ন নযর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইসতিন্জায় গেলেন। আমি তাঁর জন্য উযূর পানি রাখলাম। তিনি হাজত সেরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পানি কে রেখেছে? (যুহায়র (র)-এর বর্ণনায়) 'তারা বলল' অথবা (এবং আবূ বকর (রা)-এর বর্ণনায়) 'আমি বললাম,' ইব্ন আব্বাস (রা) (রেখেছে)। নবী ﷺ দু'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ "হে আল্লাহ্! তাকে দীনের 'ফিক্‌হ' (সূক্ষ্ম গভীর জ্ঞান) দান করুন।"

٣١- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعٰلىٰ عَنْهُمَا

৩১. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর ফযীলত

٦١٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ فِىْ يَدِىْ قِطْعَةَ اِسْتَبْرَقٍ وَلَيْسَ مَكَانٌ أُرِيْدُ مِنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ طَارَتْ بِىْ اِلَيْهِ قَالَ فَقَصَصْتُهُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرٰى عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلاً صَالِحًا -

৬১৪৫. আবুর রা'বী 'আতাকী, খালাফ ইব্ন হিশাম ও আবূ কামিল জাহদারী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে মোটাদার রেশমী বস্ত্রের একটি টুকরা এবং

জান্নাতের যেথায় আমি ইচ্ছা করতাম সেই (বস্ত্র খণ্ড)-টি আমাকে সেখানেই উড়িয়ে নিয়ে যেত। তিনি বলেন, এরপর আমি হাফসা (রা)-এর কাছে তা (স্বপ্নটি) বর্ণনা করলাম। হাফসা (রা) তা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আবদুল্লাহ্‌কে একজন সৎলোক দেখতে পাচ্ছি।

٦١٤٦ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ) قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاٰى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَرٰى رُؤْيَا اَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا وَكُنْتُ اَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُ فِي النَّوْمِ كَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَخَذَانِيْ فَذَهَبَابِيْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَاِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ وَاِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِيْ لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ لاَيَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً

৬১৪৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হায়াতকালে কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করতেন। আমার বাসনা ছিল যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখে নবী ﷺ-এর নিকট তা বর্ণনা করি। রাবী বলেন, সে সময় আমি নওজোয়ান অবিবাহিত যুবক ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমি মসজিদে নিদ্রা যেতাম। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন দুইজন ফেরেশতা আমাকে পাকড়াও করলেন এবং তাঁরা আমাকে জাহান্নামের নিকট নিয়ে গেলেন। তখন দেখলাম যে, সেটি কূপের পাড় বাঁধানোর মত পাড় বাঁধানো। তাতে দুইটি কাষ্ঠখণ্ড দেখলাম যেমন কূপের উপরে দু'টি কাঠ থাকে। সেখানে কিছু লোক ছিল যাদের আমি চিনলাম। আমি তখন বলতে শুরু করলাম 'اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ' -"আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চাই, আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই"। রাবী বলেন, তখন সে দুই ফেরেশতার সঙ্গে আরও একজন ফেরেশতা মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। তারপর আমি তা (স্বপ্নের কথা) হাফসা (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। হাফসা (রা) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, আবদুল্লাহ্ কতই না ভাল লোক! যদি সে রাতে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করত। সালিম (রা) বলেন, এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) রাত্রে খুব কম সময়ই নিদ্রা যেতেন।

٦١٤٧ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنْ لِيْ اَهْلٌ فَرَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّمَا انْطُلِقَ بِيْ اِلٰى بِئْرٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ ـ

৬১৪৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে রাত্রি যাপন করতাম। সে সময় আমার কোন পরিবার-পরিজন (স্ত্রী) ছিল না। একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমাকে একটি কূপের নিকট নেয়া হয়েছে। অতঃপর রাবী (উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর) সালিম (র) তার পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যুহরীর হাদীসের মর্মে বর্ণনা করেন।

٣٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلىٰ عَنْهُ

৩২. পরিচ্ছেদ : হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর ফযীলত

٦١٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّهَا قَالَت يَارَسُوْلَ اللّٰهِ خَادِمُكَ اَنَسٌ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ -

৬১৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আনাস (রা) সূত্রে উম্মু সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার খাদিম আনাসের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি দু'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ "ইয়া আল্লাহ্! তাকে ধন-সম্পদ ও তার সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং আপনি তাঁকে যা দান করবেন তাতে বরকত দিন।"

٦١٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ خَادِمُكَ اَنَسٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

৬১৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (রা) ... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনার খাদিম আনাস ...... তারপর তাঁর পূর্বানুরূপ উল্লেখ করেন।

٦١٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ -

৬১৫০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, ... অনুরূপ।

٦١٥١- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَمَاهُوَ اِلاَّ اَنَا وَاُمِّيْ وَاُمُّ حَرَامٍ خَالَتِيْ فَقَالَتْ اُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خُوَيْدِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِيْ بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِيْ اٰخِرِ مَادَعَالِيْ بِهِ اَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْهِ -

৬১৫১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। সে সময় আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মু হারাম ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না। আমার মা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনার ছোট খাদিমের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। রাবী বলেন, তিনি আমার জন্য সব রকমের কল্যাণের দু'আ করলেন। তিনি আমার জন্য যে দু'আ করেছিলেন তার শেষাংশ ছিল -اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْهِ "হে আল্লাহ্! তাঁকে ধনে-জনে বাড়িয়ে দিন এবং তাতে তাঁকে বরকত দিন।'

٦١٥٢- حَدَّثَنِى اَبُوْ مَعْنِ الرَّقَاشِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ جَاءَتْ بِىْ اُمِّىْ اُمُّ اَنَسٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَزَّرَتْنِىْ بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِىْ بِنِصْفِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اُنَيْسٌ اِبْنِىْ اَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ اللّٰهَ لَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ قَالَ اَنَسٌ فَوَاللّٰهِ اِنَّ مَالِىْ لَكَثِيْرٌ وَاِنَّ وَلَدِىْ وَوَلَدَ وَلَدِىْ لَيَتَعَادُّوْنَ عَلٰى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ -

৬১৫২. আবূ মা'আনি রাকাশী (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা উম্মু আনাস (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি তাঁর ওড়নার অর্ধেক দিয়ে আমার ইযার (লুঙ্গী) এবং বাকী অর্ধেক দিয়ে আমার চাদর বানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই আমার বালক ছেলে উনায়স (ছোট আনাস), আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, সে আপনার খিদমত করবে। তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি দু'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ "ইয়া আল্লাহ্! তাঁর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন।" আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার ধন-সম্পদ প্রচুর আর আজ আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান-সন্ততি গণনায় একশ'র মত।

٦١٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ (يَعْنِىْ ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنِ الْجَعْدِ اَبِىْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَتْ اُمِّىْ اُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ فَقَالَتْ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُنَيْسٌ فَدَعَالِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَرْجُوْ الثَّالِثَةَ فِى الْاٰخِرَةِ -

৬১৫৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাচ্ছিলেন। তখন আমার মা উম্মু সুলায়ম (রা) তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এই ছোট আনাস। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জন্য তিনটি দু'আ করলেন। এর দু'টি আমি দুনিয়াতেই পেয়েছি এবং তৃতীয়টি পাওয়ার দৃঢ় আশা রাখি।

٦١٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِىْ اِلٰى حَاجَةٍ فَاَبْطَاْتُ عَلٰى اُمِّىْ فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَاحَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَاحَاجَتُهُ قُلْتُ اِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَاتُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدًا قَالَ اَنَسٌ وَاللّٰهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ اَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَاثَابِتُ -

৬১৫৪. আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র) ... ছাবিত (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তখন বালকদের সাথে খেলছিলাম। তিনি বলেন, তিনি আমাদের সালাম জানালেন। তিনি আমাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরতে দেরী করলাম। আমি মায়ের কাছে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কিসে আটকিয়েছিল? আমি বললাম,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, প্রয়োজনটি কী? আমি বললাম, তা গোপনীয়। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোপন তথ্য কখনো কাউকে বলবে না। আনাস (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, হে ছাবিত! সেই গোপন তথ্য কারও কাছে ব্যক্ত করলে তা তোমাকে অবশ্যই জানাতাম।

٦١٥٥- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَسَرَّ إِلَيَّ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي عَنْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ -

৬১৫৫. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি গোপনীয় বিষয় আমার কাছে বলেছিলেন। পরে আমি কারও কাছে তা ব্যক্ত করিনি এমনকি (আমার মা) উম্মু সুলায়ম (রা) সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁকেও তা অবহিত করিনি।

٣٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

৩৩. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা)-এর ফযীলত

٦١٥٦- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عِيسٰى حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِحَيٍّ يَمْشِي إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ -

৬১৫৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) ব্যতিরেকে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন জীবিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতে (যাবে)।

٦١٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ وَدَخَلْتُ فَتَحَدَّثْنَا فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَالاَ يَعْلَمُ قَالَ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعُشْبَهَا وَخُضْرَتَهَا وَوَسْطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلاَهُ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِي ارْقَهْ فَقُلْتُ لَهُ لاَ أَسْتَطِيعُ فَجَاءَنِي مِنْصَفٌ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَالْمِنْصَفُ الْخَادِمُ فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ

خَلْفِهٖ بِيَدِهٖ فَرَقِيْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِىْ اَعْلَى الْعَمُوْدِ فَاَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيْلَ لِىَ اسْتَمْسِكْ فَلَقَدِ اسْتَيْقَظْتُ وَاِنَّهَا لَفِىْ يَدِىْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الاِسْلاَمُ وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْاِسْلاَمِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقٰى وَاَنْتَ عَلَى الْاِسْلاَمِ حَتّٰى تَمُوْتَ قَالَ وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ -

৬১৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (রা) ... কায়স ইব্‌ন আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনাতে এমন লোকদের মধ্যে ছিলাম, যাঁদের মাঝে নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। সে সময় এক ব্যক্তি এল, যার মুখমণ্ডলে ভয়-ভীতির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তখন লোকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, এই ব্যক্তি জান্নাতীদের একজন, এই ব্যক্তি জান্নাতীদের একজন। তিনি সেখানে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তা সংক্ষেপ করলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করলাম। তারপর আমরা আলাপ-আলোচনা করলাম। যখন তিনি অন্তরঙ্গ হলেন তখন আমি তাকে বললাম, আপনি যখন একটু আগে (মসজিদে) প্রবেশ করেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এইরূপ এইরূপ বলেছিল (এ ব্যক্তি জান্নাতীদের একজন)। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! কারো পক্ষে এমন কিছু বলা উচিত নয়, যা সে (নিশ্চিত) জানে না। তিনি বললেন, আমি আপনাকে বলছি, কেন এরূপ বলে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে একবার আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি সেই স্বপ্নের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলাম। আমি আমাকে একটি বাগানে দেখতে পাই। এই বাগানের প্রশস্ততা, ঘাসপাতা (সজীবতা) ও সৌন্দর্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই বাগানের মধ্যভাগে একটি লৌহস্তম্ভ ছিল যার নিম্নভাগ ছিল মাটির মধ্যে এবং উপরিভাগ ছিল আকাশে। এর উপরিভাগে ছিল একটি রজ্জু (ধরনী)। তখন আমাকে বলা হল, তুমি এতে আরোহণ কর। আমি বললাম, আমি (আরোহণ করতে) পারব না। এরপর একজন 'মিনসাফ' (সেবক) আসলো। তিনি বলেন, ইব্‌ন আউন (র) বলেন, মিনসাফ (মানে খাদিম)। তিনি বলেন, তিনি পেছন থেকে আমার কাপড় ধরলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, সে (খাদিম) তার হাত দ্বারা তাঁর পেছন থেকে তাঁকে তুলে দিল। আমি আরোহণ করলাম, এমনকি সেই স্তম্ভের চূড়ায় পৌঁছলাম, এরপর রজ্জুটি ধরলাম। তারপর আমাকে বলা হল, একে মযবূত করে ধর। যখন আমি জাগ্রত হলাম, তখনও ঐ রজ্জুটি আমার হাতে। আমি নবী ﷺ-এর কাছে এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, সেই বাগানটি হচ্ছে ইসলাম। আর সে স্তম্ভটি হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ এবং সেই রজ্জুটি হচ্ছে মযবূত দৃঢ় রজ্জু। তুমি আমৃত্যু ইসলামের উপরে থাকবে। রাবী বলেন, আর সে ব্যক্তিই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)।

٦١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِىْ حَلْقَةٍ فِيْهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُمْ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا مَالَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّمَا رَأَيْتُ كَاَنَّ عَمُوْدًا وُضِعَ فِىْ وَسْطِ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيْهَا وَفِىْ رَأْسِهَا عُرْوَةٌ فِىْ اَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ

وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيْفُ فَقِيْلَ لِيْ ارْقَهْ فَرَقِيْتُ حَتّٰى اَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمُوْتُ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ـ

৬১৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জাবালা ইব্ন আবূ রাওয়াদ (র) ... কায়স ইব্ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সমাবেশে ছিলাম, যেখানে সা'দ ইব্ন মালিক (রা) ও ইব্ন উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) যাচ্ছিলেন। তাঁরা বললেন, এই লোকটি জান্নাতীদের একজন। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, তাঁরা আপনাকে এরূপ এরূপ বলেছেন। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তাঁদের এমন কথা বলা উচিত নয়, যে বিষয় তাঁদের (নিশ্চিত) জানা নেই। একবার (স্বপ্নে) আমি দেখতে পেলাম, যেন একটি সবুজ শ্যামল উদ্যানের মাঝখানে একটি স্তম্ভ রাখা হয়েছে, এর চূড়ায় ছিল একটি রজ্জু। এর নিম্নভাগে একজন 'মিনসাফ' (দণ্ডায়মান) ছিল। মিন্সাফ (মানে খাদিম)। তখন আমাকে বলা হল, এতে আরোহণ কর। আমি তাতে আরোহণ করলাম। শেষ পর্যন্ত রজ্জুটি দৃঢ়ভাবে ধরলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তা বর্ণনা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মযবূত রজ্জুটি আঁকড়ে ধরা অবস্থায় আবদুল্লাহ্ (রা) ইন্তিকাল করবে।

٦١٥٩ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ حَلْقَةٍ فِيْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ وَفِيْهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيْثًا حَسَنًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَتْبَعَنَّهُ فَلَاَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهٖ قَالَ فَتَبِعْتُهُ فَانْطَلَقَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لِيْ فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ اَخِيْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُوْلُوْنَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا فَاَعْجَبَنِيْ اَنْ اَكُوْنَ مَعَكَ قَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَاُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوْا ذَاكَ اِنِّيْ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ اِذْ اَتَانِيْ رَجُلٌ فَقَالَ لِيْ قُمْ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَاِذَا اَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِيْ قَالَ فَاَخَذْتُ لِاٰخُذَ فِيْهَا فَقَالَ لِيْ لَاتَأْخُذْ فِيْهَا فَاِنَّهَا طُرُقُ اَصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ فَاِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلٰى يَمِيْنِيْ فَقَالَ لِيْ خُذْهٰهُنَا فَاَتٰى بِيْ جَبَلًا فَقَالَ لِيْ اصْعَدْ قَالَ فَجَعَلْتُ اِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلٰى اُسْتِيْ قَالَ حَتّٰى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ حَتّٰى اَتٰى بِيْ عَمُوْدًا رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَاَسْفَلُهُ فِي الْاَرْضِ فِيْ اَعْلَاهُ حَلْقَةٌ فَقَالَ لِيْ اصْعَدْ فَوْقَ هٰذَا قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْعَدُ هٰذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَزَجَلَ بِيْ قَالَ فَاِذَا اَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُوْدَ فَخَرَّ قَالَ وَبَقِيْتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتّٰى اَصْبَحْتُ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ اَمَّا الطُّرُقُ الَّتِيْ

رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَلَنْ تَنَالَ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ وَلَنْ تَزَالُ مُتَمَسِّكًا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ ـ

৬১৫৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... খারাশা ইব্‌ন হুর্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে একটি মজলিসে বসা ছিলাম। তিনি বলেন, সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট একজন প্রবীণ লোক। তিনিই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)। তিনি (রাবী) বলেন, তিনি তাঁদের সামনে সুন্দর সুন্দির কথা বলছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, যখন তিনি মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ালেন তখন লোকেরা বলল, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখে আনন্দিত হতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে। তিনি (খারাশ -রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই আমি তাঁর অনুসরণ করব, যেন আমি তাঁর আবাস স্থল জেনে নিতে পারি। তিনি (রাবী) বললেন, তারপর আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি রওনা হলেন এবং মদীনা (শহর) থেকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমিও তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তারপর বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার প্রয়োজন? রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, যখন আপনি মজলিস থেকে উঠে আসছিলেন তখন আমি আপনার সম্পর্কে লোকদের বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখে খুশি হতে চায়, সে যেন এই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। তখন আমার মনে আপনার সাহচর্য লাভের আগ্রহ জাগে। তিনি বললেন, জান্নাতীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত আছেন। তবে লোকদের এই কথা বলার কারণ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। একবার আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। সে আমাকে বলল, উঠ। তারপর সে আমার হাত ধরল। আমি তার সংগে রওনা করলাম। আমি আমার বাম দিকে কয়েকটি রাস্তা দেখতে পেলাম এবং আমি সে পথ ধরে চলতে চাইলাম। সে আমাকে বলল, ও-পথে চলবে না। কেননা, এটা হচ্ছে বামপন্থীদের (জাহান্নামীদের) রাস্তা। তিনি বলেন, তারপর আমি আমার ডানদিকে কয়েকটি উজ্জ্বল সরল পথ দেখতে পেলাম। তারপর সে বলল, এই পথে চল। তিনি বলেন, তারপর সে আমাকে একটি পাহাড়ের কাছে নিয়ে এল। এরপর আমাকে পাহাড়ে উঠতে বলল। আমি যখনই (পাহাড়ে) উঠতে চেষ্টা করছিলাম তখন (হোঁচট খেয়ে) পাছার উপর পড়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, আমি বেশ ক'বার এরূপ চেষ্টা করলাম। তিনি বলেন, তারপর সে আমাকে নিয়ে রওনা হল এবং একটি স্তম্ভের কাছে পৌঁছল, যার মাথা ছিল আকাশে এবং নিম্নভাগ ভূ-পৃষ্ঠের নীচে। স্তম্ভটির চূড়ায় একটি কড়া ছিল। সে বলল, এর উপরে আরোহণ কর। তিনি বলেন, আমি বললাম, কিভাবে এতে আরোহণ করব? এর মাথা তো আকাশের উপরে। তিনি বলেন, তারপর সে আমার হাত ধরল এবং আমাকে উপরে নিক্ষেপ করল। হঠাৎ আমি দেখলাম যে, আমি কড়ার সাথে ঝুলন্ত আছি। তিনি বলেন, তারপর সে স্তম্ভের উপর আঘাত হানল এবং তা পড়ে গেল। তিনি বলেন, আর আমি কড়ার সাথে ঝুলন্ত রয়ে গেলাম। এভাবে আমার প্রভাত হল। তিনি বলেন, এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে স্বপ্নের কথা (সবিস্তারে) বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার বাম দিকে যে রাস্তাগুলো দেখেছ, তা হচ্ছে বামপন্থীদের (কাফিরদের) পথ এবং তোমার ডানদিকে যে সব রাস্তা দেখেছ, তা হচ্ছে আসহাবুল ইয়ামীন (বা জান্নাতিগণের) রাস্তা। তুমি যে পাহাড়টি দেখেছিলে তা হচ্ছে শহীদগণের বাসস্থান, তা তুমি পাবে না। তুমি যে স্তম্ভটি দেখেছিলে সেটা হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ। যে কড়াটি তুমি দেখেছিলে সেটা হচ্ছে ইসলামের কড়া। আর তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

٣٤- بَابُ فَضَائِلِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ

৩৪. পরিচ্ছেদ : হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর ফযীলত

٦١٦٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُوٌ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللّٰهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَجِبْ عَنِّي اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ -

৬১৬০. আমর নাকিদ, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর (রা) হাস্‌সান (রা)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। উমর (রা) তাঁর প্রতি কটাক্ষপাত করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তো কবিতা আবৃত্তি করতাম, যখন মসজিদে আপনার চাইতে উত্তম ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ্! তাকে পবিত্র আত্মা (জিবরীল) দ্বারা সাহায্য কর।" আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, "ইয়া আল্লাহ্! আল্লাহ্‌রে হ্যাঁ।"

٦١٦١- حَدَّثَنَاه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ فِي حَلْقَةٍ فِيْهِمْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللّٰهَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৬১৬১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত যে, একবার হাস্‌সান (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-এর উপস্থিতিতে সম্পন্ন এক সমাবেশে বলেছিলেন, হে আবূ হুরায়রা, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন? ...... এরপর তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦١٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللّٰهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَاحَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ -

৬১৬২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা)-কে আবূ হুরায়রা (রা)-কে সাক্ষী করে বলতে শুনেছেন যে, হে আবূ হুরায়রা! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, হে হাস্‌সান!

তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ্! তাঁকে পবিত্র আত্মা (জিব্রীল) দ্বারা মদদ করুন। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ।

٦١٦٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اُهْجُهُمْ اَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرَئِيْلُ مَعَكَ * حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬১৬৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাস্সান ইব্ন ছাবিতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তুমি তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা কর, অথবা বলেছেন, তুমি তাদের ব্যঙ্গ কবিতার উত্তর দাও। জিব্রীল (আ) তোমার সংগে রয়েছেন। যুহায়র ইব্ন হার্ব, আবূ বাকর ইব্ন নাফি', ইব্ন বাশ্শার (র) ভিন্ন ভিন্নরূপে ... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦١٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَبَبْتُهُ فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ دَعْهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬১৬৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... হিশাম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) সেসব লোকের মধ্যে শামিল ছিলেন, যাঁরা আয়েশা (রা) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছিলেন। তাই আমি তাকে গালাগালি করেছিলাম। তখন আয়েশা (রা) বললেন, হে আমার ভগ্নিপুত্র! তাকে ছেড়ে দাও। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের বিরুদ্ধে (ব্যঙ্গ) কবিতা দ্বারা প্রতিরোধ করতেন।

٦١٦٥- حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬১৬৫. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... হিশাম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٦١٦٦- حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِاَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لٰكِنَّكَ لَسْتَ كَذٰلِكَ قَالَ مَسْرُوْقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَاْذَنِيْنَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَقَالَتْ فَاَىُّ عَذَابٍ اَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى اِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ اَوْ يُهَاجِىْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬১৬৬. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) ... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে সময় তাঁর জন্য কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন এবং তাঁর কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি দ্বারা (নবীর) স্তুতিকাব্য আবৃত্তি করছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

"তিনি সতী (আত্মা)! বুদ্ধিমতী, কোন সন্দেহ দ্বারা তাঁকে অপবাদ দেয়া যায় না।

তিনি উদাসীনদের গোশত থেকে অভুক্ত থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করেন (কারো গীবত করেন না)।"

তখন আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, কিন্তু আপনি তো এমন নন। মাসরূক (রা) বলেন, আমি তাঁকে (আয়েশাকে) বললাম, আপনি তাঁকে আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি দেন কেন ? অথচ আল্লাহ্ বলেছেন- وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ "এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে (আয়েশা রা)-র দুর্নাম করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি" (২৪ : ১১) তখন আয়েশা (রা) বললেন, এর চাইতে কঠিন শাস্তি আর কি হতে পারে যে, সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে? এরপর তিনি বললেন, তিনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে কবিতা দ্বারা প্রতিরোধ (যুদ্ধ) করতেন অথবা ব্যঙ্গ কবিতার দ্বারা বাকযুদ্ধ করতেন।

٦١٦٧- حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ قَالَتْ كَانَ يَذُبُّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ حَصَانٌ رَزَانٌ -

৬১৬৭. ইব্‌ন মুসান্না (র) ... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতেন। তবে তিনি এই বর্ণনায় 'حَصَانٌ' ও 'رَزَانٌ' উল্লেখ করেননি।

٦١٦٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ائْذَنْ لِىْ فِىْ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ كَيْفَ بِقَرَابَتِىْ مِنْهُ قَالَ وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ لَاَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْخَمِيْرِ فَقَالَ حَسَّانُ :

وَاِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ اٰلِ هَاشِمٍ * بَنُوْ بِنْتِ مَخْزُوْمٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ - قَصِيْدَتَهُ هٰذِهِ -

৬১৬৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাস্‌সান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমাকে আবূ সুফিয়ানের (ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব) বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, তার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা অবস্থায় তা কিভাবে (করবে)? তখন তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, আটার খামির থেকে যেভাবে চুল সন্তর্পণে বের করে নেওয়া হয়, আমি আপনাকে সেভাবে তাদের ভেতর থেকে বের করে নেব। এরপর হাস্‌সান (রা) বললেন : "মান-সম্মান ও আভিজাত্যের শীর্ষ চূড়া বানূ হাশিমের বংশধরদের মধ্যে বিন্‌তে মাখযূমের সন্তানদের জন্য। আর তোমার বাপ তো গোলাম ছিল।" এই হচ্ছে তার কাসীদাহ।

٦١٦٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَتْ اسْتَاْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَا سُفْيَانَ وَقَالَ بَدَلَ الْخَمِيْرِ الْعَجِيْنَ -

৬১৬৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (রা)-এর সূত্রে এই সনদে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বলেন, হাসসান ইব্‌ন সাবিত (রা) নবী ﷺ-এর কাছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার অনুমতি চাইলেন। তবে তাঁরা এই বর্ণনায় আবূ সুফিয়ানের কথা উল্লেখ করেননি। 'আবদার বর্ণনায় ' اَلْخَمِيْرِ '-এর স্থলে ' اَلْعَجِيْنَ ' রয়েছে।

٦١٧٠۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اهْجُوْا قُرَيْشًا فَاِنَّهُ اَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ فَاَرْسَلَ اِلٰى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ اُهْجُهُمْ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ فَاَرْسَلَ اِلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ قَدْ اٰنَ لَكُمْ اَنْ تُرْسِلُوْا اِلٰى هٰذَا الاَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ ثُمَّ اَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِىْ فَرْىَ الاَدِيْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَعْجَلْ فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ اَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِاَنْسَابِهَا فَاِنَّ لِىْ فِيْهِمْ نَسَبًا حَتّٰى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِىْ فَاَتَاهُ حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ لَخَّصَ لِىْ نَسَبَكَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَاتُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِحَسَّانَ اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ لاَيَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفٰى وَاشْتَفٰى قَالَ حَسَّانُ :

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَاَجَبْتُ عَنْهُ * وَعِنْدَ اللّٰهِ فِىْ ذَاكَ الْجَزَاءُ

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا * رَسُوْلَ اللّٰهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَاِنَّ اَبِىْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِىْ * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِىْ اِنْ لَمْ تَرَوْهَا * تُثِيْرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَىْ كَدَاءِ

يُبَارِيْنَ الاَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ * عَلٰى اَكْتَافِهَا الاَسَلُ الظِّمَاءُ

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ * تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

فَاِنْ اَعْرَضْتُمُوْعَنَّا اعْتَمَرْنَا * وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ

وَاِلاَّ فَاصْبِرُوْا لِضِرَابِ يَوْمٍ * يُعِزُّ اللّٰهُ فِيْهِ مَنْ يَشَاءُ

وَقَالَ اللّٰهُ قَدْ اَرْسَلْتُ عَبْدًا * يَقُوْلُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ

وَقَالَ اللّٰهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا * هُمُ الْاَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

يُلَاقِى كُلَّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ * سِبَابٌ اَوْ قِتَالٌ اَوْ هِجَاءٌ

فَمَنْ يَهْجُوْ رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْكُمْ * وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ

وَجِبْرِيْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْنَا * وَرُوْحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءٌ

৬১৭০. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লাইস (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুরায়শদের বিরুদ্ধে তোমরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা কর। কেননা, তা তাদের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। এরপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাকে বললেন, ওদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা কর। তিনি ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করলেন। কিন্তু তিনি তাতে খুশি হলেন না। তখন তিনি কা'ব ইব্ন মালিককে ডেকে পাঠালেন। এরপর তিনি হাস্‌সান ইব্ন সাবিতের কাছে লোক পাঠালেন। সে যখন তার কাছে গেল তখন হাস্‌সান (রা) বললেন, তোমাদের জন্য সঠিক সময় এসেছে যে, তোমরা সেই পশুরাজ সিংহকে ডেকে পাঠিয়েছ, যে তার লেজ দ্বারা সাবাড় করে দেয়। এরপর তিনি তার জিহ্বা বের করে নাড়াতে লাগলেন। এরপর বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আমার জিহ্বা দ্বারা ওদেরকে ফেড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেব, যেমনিভাবে হিংস্র বাঘ তার থাবা দিয়ে চামড়া খসিয়ে ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে হাস্‌সান! তুমি তড়িঘড়ি করো না। কেননা, আবূ বকর (রা) কুরায়শদের বংশলতিকা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। কারণ, তাদের মধ্যে আমারও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং তিনি এসে আমার বংশ তোমাকে পৃথক করে বাতলে দেবেন। এরপর হাস্‌সান (রা) তাঁর (আবূ বকর -রা)-এর কাছে গেলেন এবং (বংশলতিকা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে) ফিরে এলেন। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি আপনার বংশপঞ্জী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনাকে তাদের মধ্য থেকে এমন সুকৌশলে বের করে আনব, যেমনিভাবে আটার মণ্ড থেকে সূক্ষ্ম কেশাগ্র বের করা হয়। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হাস্‌সান সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'রূহুল কুদ্স' অর্থাৎ জিবরীল (আ) সারাক্ষণ তোমাকে সাহায্য করতে থাকবেন। আর তিনি (আয়েশা -রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হাস্‌সান তাদের (বিরুদ্ধে) নিন্দাবাদ করলেন। তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দিলেন এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। হাসসান (রা) বললেন :

তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিন্দাবাদ করেছ, আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছি।

এতে আছে আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার ও প্রতিদান।

তুমি ব্যাংগ করেছ এমন মুহাম্মদকে, যিনি পুণ্যবান, একনিষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরহিযগার;

তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল, যাঁর চরিত্র মাধুর্য অনুপম।

আমার পিতা ও তার পিতা, আমার ইয্যত-আবরু

মুহাম্মদের সম্মানের জন্য রক্ষাকবচ (অতন্দ্র প্রহরী)।

আমি কসম করে বলছি, কাদা (পার্বত্য ঘাঁটি)-র দুই প্রান্তে (মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর) বিজয় ধূলি উড়বে
তা তোমরা দেখতে পাবে, নতুবা আমার জন্য মাতম করা হবে (আমি ধ্বংস হয়ে যাব)।
যুদ্ধাভিযানকালে সে অশ্বারোহী বাহিনী লাগামের সাথে দৌড় পাল্লা দেয়
(অথবা বল্লম নিয়ে ঠোকাঠুকি করে)
(আর) তাঁদের কাঁধের উপরে রয়েছে রক্তের তৃষ্ণার্ত বর্শা (অথবা ক্ষুধার্ত সিংহ)।
আমাদের অশ্বারোহীরা ছুটে চলে দ্রুতবেগে দুরন্ত।
আর মহিলারা আদর ও সম্মান করে নিজেদের ওড়না দিয়ে তাদের (ঘোড়াদের) মুছে দেয়।
তোমরা যদি আমাদের (ইসলামের) বিমুখ হও, (জনশূন্যকর)
তাহলেও আমরা উমরা পালন করবই এবং ইসলামের বিজয় নিশান উড়বে
আর আবরণ উন্মুক্ত হয়ে যাবে (অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদূরিত হয়ে যাবে)।
নতুবা তোমরা প্রতীক্ষায় থাক ঐ সময়ের, যে দিন (মুসলমানদের সাথে কাফিরদের) মুকাবিলা হবে;
আর সেদিন আল্লাহ্ যাকে চান বিজয় মাল্য পরিয়ে দেবেন।
আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার বান্দাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি;
যিনি সত্য বলেন (সর্বদা লোকদের সত্যের দিকে আহ্বান জানান,) যাঁর মধ্যে নেই কোন কপটতা, অস্পষ্টতা।
আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,
আমি এমন এক বাহিনী তৈরি করেছি, যারা আনসার।
যাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শত্রু মুকাবিলা করা।
(প্রত্যহ তারা শত্রু মুকাবিলায় থাকে সতত প্রস্তুত।)
প্রতিদিন আমাদের ভাগ্যে জুটে মা'আদ (কুরায়শ গোষ্ঠী)-এর পক্ষ থেকে
কখনো বা গাল-মন্দ, যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা নিন্দাবাদ।
তোমাদের মধ্যে যে, আল্লাহ্র রাসূলের নিন্দাবাদ করে;
অথবা তাঁর, প্রশংসা ও সাহায্য-সহায়তা করে—এ দুইই সমান।
(কেননা,) জিব্‌রাঈল (আ) আমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্বাচিত সম্মানিত বাণীবাহক (দূত)
এবং তিনি রূহুল কুদ্‌স (পূতঃ-পবিত্র আত্মা) যাঁর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই।

٣٥- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ

৩৫. পরিচ্ছেদ : হযরত আবূ হুরায়রা আদ্-দূসী (রা)-এর ফযীলত

٦١٧١- حَدَّثَنَا عَمْرُوُ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِىُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اَبِى كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَدْعُوْ اُمِّىْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَاَسْمَعَتْنِىْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكْرَهُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ !

اِنِّىْ كُنْتُ اَدْعُوْ اُمِّىْ اِلَى الْاِسْلاَمِ فَتَأْبٰى عَلَىَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَاَسْمَعَتْنِىْ فِيْكَ مَا اَكْرَهُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَهْدِىَ اُمَّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اهْدِ اُمَّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ اِلَى الْبَابِ فَاِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ اُمِّىْ خَشْفَ قَدَمَىَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَاَنَا اَبْكِىْ مِنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللّٰهُ دَعْوَتَكَ وَهَدٰى اُمَّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يُحَبِّبَنِىْ اَنَا وَاُمِّى اِلٰى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيُحَبِّبَهُمْ اِلَيْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هٰذَا يَعْنِىْ اَبَاهُرَيْرَةَ وَاُمَّهُ اِلٰى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَحَبِّبْ اِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِىْ وَلاَ يَرَانِىْ اِلاَّ اَحَبَّنِىْ ـ

৬১৭১. আমর নাকিদ (র) .. আবূ কাসীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতাম, তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। একদিন আমি তাকে ইসলাম কবূলের জন্য আহবান জানালাম। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে আমাকে এমন কথা শোনালেন, যা আমার কাছে খুবই অপ্রিয় ছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম। আর তিনি অস্বীকার করে আসছিলেন। এরপর আমি তাকে আজ দাওয়াত দেওয়াতে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কথা শোনালেন, যা আমি পছন্দ করি না। সুতরাং আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : "হে আল্লাহ্! আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান কর।" নবী ﷺ-এর দু'আর কারণে আমি খুশি মনে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি (ঘরের) দরজায় পৌঁছলাম তখন তা বন্ধ দেখতে পেলাম। আমার মা আমার পায়ের আওয়ায শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা! একটু দাঁড়াও (থাম)। তখন আমি পানির কলকল শব্দ শুনছিলাম। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আমার মা) গোসল করলেন এবং গায়ে চাদর পরলেন। আর তড়িঘড়ি করে দোপাট্টা ও ওড়না জড়িয়ে নিলেন, এরপর ঘরের দরজা খুলে দিলেন। এরপর বললেন, "হে আবূ হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে রওনা হলাম। এরপর তাঁর কাছে গেলাম এবং আমি তখন আনন্দে কাঁদছিলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ আপনার দু'আ কবূল করেছেন এবং আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেছেন। তখন তিনি আল্লাহ্র শুক্র আদায় করলেন ও তাঁর প্রশংসা করলেন এবং ভাল ভাল (কথা) বললেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এবং আমার মাকে মু'মিন বান্দাদের কাছে প্রিয় করেন এবং তাদের ভালবাসা আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : "হে আল্লাহ্! তোমার এই বান্দা (আবূ হুরায়রা)-কে এবং

তাঁর মাকে মু'মিন বান্দাদের কাছে প্রিয়ভাজন করে দাও এবং তাঁদের কাছেও মু'মিন বান্দাদের প্রিয় করে দাও।" এরপর এমন কোন মু'মিন বান্দা সৃষ্টি হয়নি, যে আমার কথা শুনেছে অথবা আমাকে দেখেছে অথচ আমাকে ভালবাসেনি।

٦١٧٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ كُنْتُ رَجُلاً مِسْكِيْنًا اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلْئِ بَطْنِىْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسٰى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّىْ فَبَسَطْتُ ثَوْبِىْ حَتّٰى قَضٰى حَدِيْثَهُ ثُمَّ ضَمَمْتُهُ اِلَىَّ فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ -

৬১৭২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা বলে থাক যে, আবূ হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বেশি হাদীস বর্ণনা করছে। এর হিসাব নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছেই হবে। আমি ছিলাম একজন গরীব লোক। আমি কোন রকমে পেট পুরে খেয়ে না খেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমত করতাম (তাঁর সাহচর্যে থাকতাম)। তখন মুহাজিরগণ বাজারে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মশগুল থাকতেন এবং আনসারগণ তাঁদের ধন-সম্পদের (ক্ষেত-খামার) রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাযতে ব্যস্ত থাকতেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি তার কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে দেবে সে আমার কাছ থেকে যা কিছু শুনবে তা ভুলবে না। আমি আমার কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে দিলাম এবং তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন। এরপর আমি সেই (কাপড়টি) আমার বুকের সংগে মিলিয়ে নিলাম। তখন থেকে আমি তাঁর নিকট হতে যা কিছু শুনেছি তার কিছুই ভুলিনি।

٦١٧٣- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّ مَالِكًا انْتَهٰى حَدِيْثُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قَوْلِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ حَدِيْثِهِ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ اِلٰى اٰخِرِهِ -

৬১৭৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আ'রাজ (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর হাদীস আবূ হুরায়রা (রা)-এর বক্তব্য পর্যন্ত শেষ হয়েছে এবং তিনি তাঁর হাদীসে নবী ﷺ থেকে "যে তার কাপড় বিছাবে" শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেননি।

٦١٧٤- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَلاَ يُعْجِبُكَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَتِىْ

يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْمِعُنِيْ ذٰلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ اَنْ اَقْضِىَ سُبْحَتِىْ وَلَوْ اَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ اَكْثَرَ وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُوْلُوْنَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ لاَ يَتَحَدَّثُوْنَ مِثْلَ اَحَادِيْثِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اِنَّ اِخْوَانِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ اَرَاضِيْهِمْ وَاِنَّ اِخْوَانِىْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَكُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلْءِ بَطْنِىْ فَاَشْهَدُ اِذَا غَابُوْا وَاَحْفَظُ اِذَا نَسُوْا وَلَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا اَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيْثِىْ هٰذَا ثُمَّ يَجْمَعُهُ اِلٰى صَدْرِهِ فَاِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَىَّ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ حَدِيْثِهِ ثُمَّ جَمَعْتُهَا اِلٰى صَدْرِىْ فَمَا نَسِيْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ شَيْئًا حَدَّثَنِىْ بِهِ وَلَوْ لاَ اٰيَتَانِ اَنْزَلَهُمَا اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ مَاحَدَّثْتُ شَيْئًا اَبَدًا اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَتَيْنِ ـ

৬১৭৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আশ্চর্য বলে মনে হয় না যে, তিনি বলেন, (হে উরওয়া!) তোমার কাছে কি আবূ হুরায়রা (রা)-এর আচরণে সে আমার হুজরার পাশে বসে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন এবং তা আমাকে শোনাতে লাগালেন? কিন্তু আমি সে সময় নফল সালাতে মশগুল ছিলাম। সে আমার নফল সম্পন্ন করার পূর্বেই উঠে চলে গেল। আমি যদি তখন তাকে পেতাম তাহলে তাকে প্রতিবাদ জানাতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই রকম তড়িঘড়ি (কড়াকড়ি) কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না যেমন তোমরা তড়িঘড়ি কর।

ইব্ন শিহাব ও ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, আবূ হুরায়রা অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করেন আর আল্লাহ্র কাছেই এ অভিযোগের বিচার। তিনি বলেন যে, লোকেরা এই মর্মে আরও বলাবলি করে যে, মুহাজির ও আনসারগণ আবূ হুরায়রার মত বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করেন না কেন? এর জবাবে আমি তোমাদের অবহিত করতে চাই যে, আমার আনসার ভাইয়েরা তাদের জমিজমার (কৃষি) কাজ ব্যস্ত থাকতো। আর আমার মুহাজির ভাইয়েরা হাট-বাজারে ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যপদেশে বেচা-কেনায় ব্যস্ত থাকতো। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুহবত আমার জন্য অপরিহার্য করে নিতাম এবং কোন রকমে পেট পুরে (খেয়ে না খেয়ে) তাঁর সাহচর্যে থাকতাম। তাঁরা যখন অনুপস্থিত থাকতেন তখন আমি হাযির থাকতাম এবং তাঁরা ভুলে যেতেন, আমি মুখস্থ করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন বললেন : তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে তার কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে দেবে, আর আমার এ হাদীস গ্রহণ করবে? এরপর তা (কাপড়) নিজের বুকে মিলিয়ে নিলে সে যা শুনবে কখনো ভুলবে না। আমি আমার চাদর পেতে দিলাম এবং তিনি তাঁর হাদীস বর্ণনার সমাপ্তি টানলেন। এরপর আমি চাদরখানি আমার বুকে মিলিয়ে নিলাম। সেদিন হতে আমি কোন বিষয়ই বিস্মৃত হইনি যা তিনি বলেছেন (সবটুকুই স্মরণে আছে)। আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে দু'টি আয়াত যদি নাযিল না করতেন তাহলে আমি কখনো কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। আয়াত দু'টি এই - اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَتَيْنِ "আমি যে স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি

মানুষের জন্য, কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীরাও অভিশাপ দেয়; কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর (সত্যকে) সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এ সকল লোক তারাই যাদের তাওবা আমি কবূল করি। (কারণ) আমি তো তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।" (২ : ১৫৯-১৬০)

٦١٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ -

৬১৭৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব ও আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, তোমরা বলাবলি করছ যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। ...... হাদীসের বাকী অংশ তাঁদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٣٦- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ وَاَهْلِ بَدْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

৩৬. পরিচ্ছেদ : হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আ (রা) এবং বদরী সাহাবিগণ (রা)-এর ফযীলত

٦١٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ رَافِعٍ وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ ائْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا فَاِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَامَعِيْ كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيِنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاحَاطِبُ مَاهٰذَ قَالَ لَاتَعْجَلْ عَلَيَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ حَلِيْفًا لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ وَلَمْ اَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبْ

عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اِطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ ذِكْرُ الْاٰيَةِ وَجَعَلَهَا اِسْحٰقُ فِىْ رِوَايَتِهِ مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ ـ

৬১৭৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... আলী (রা)-এর কাতিব উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাফি' (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার এবং যুবায়র, মিকদাদ (রা)-কে (বিশেষ কাজে) পাঠালেন এবং বললেন : তোমরা 'রাওযা খাখ' (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম) যাও। সেখানে উষ্ট্রারোহিণী এক নারী আছে। তার কাছে একখানা (গোপন) চিঠি আছে। তোমরা তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে এসো। আমরা চললাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে ছুটে চলল। সেখানে আমরা একজন স্ত্রী লোককে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, চিঠি বের করে দাও। সে বলল, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম, তোমাকে চিঠি বের করতেই হবে, অন্যথা তোমার পোশাকাদি খুলে ফেলতে হবে। এরপর সে তার চুলের বেণীর মধ্য থেকে তা (চিঠি) বের করে দিল। তখন আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম। চিঠিতে দেখা গেল যে, হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতক মুশরিকের প্রতি লেখা ছিল। তিনি (এই চিঠিতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কতিপয় বিষয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করছিলেন (গুরুত্বপূর্ণ কার্যের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে হাতিব! তুমি একি (কাজ) করলে ? সে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ব্যাপারে (মেহেরবানী করে) দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরায়শ সংযুক্ত একজন লোক। সুফয়ান (র) বলেন, তিনি তাদের (চুক্তিবদ্ধ) মিত্র ছিলেন, তাদের (বংশোদ্ভূত) গোত্রভুক্ত ছিলেন না। আর আপনার মুহাজির সাহাবীদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন সেখানে রয়েছে, যাদের বদৌলতে তাঁদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছিল। তাই আমি মনস্থ করলাম যে, কুরায়শের সঙ্গে যখন আমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই তখন তাদের প্রতি এমন কোন (কাজ) উপকার করি যার কারণে তারা আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবে। আমি এ কাজটি এজন্য করিনি যে, আমি কাফির হয়ে গেছি কিংবা দীন থেকে মুরতাদ হয়েছি। আমি ইসলাম গ্রহণের পরে কুফরের প্রতি আসক্তও হইনি। এরপর নবী ﷺ বললেন : সে সত্যই বলেছে। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন তিনি বললেন, সেতো বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিল এবং তুমি কি জান যে, (এমন হতে পারে যে) আল্লাহ্ বদরী (সাহাবী)-দের প্রতি দর্শন দিয়ে বলেছেন : اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "তোমরা যা খুশী করতে পার, আমি তোমাদের (অগ্রিম) ক্ষমা করে দিয়েছি।" এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ "হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" (সূরা মুমতাহানা : ১)

আবূ বকর ও যুহায়র বর্ণিত হাদীসে আয়াতের উল্লেখ নেই। আর ইসহাক তাঁর বর্ণনায় আয়াতটিকে সুফিয়ানের তিলাওয়াত হিসেবে গণ্য করেছেন।

٦١٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ) كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا مَرْثَدِ الْغَنَوِىَّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ -

৬১৭৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আবূ মারসাদ গানাবী ও যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-কে পাঠালেন। আমরা সবাই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা 'রাওযা খাখ'-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাও। সেখানে এক মুশরিক নারীকে পাবে। তার কাছে হাতিবের পক্ষ থেকে মুশরিকদের কাছে লেখা একখানা চিঠি আছে। ..... এরপর তিনি (বর্ণনাকারী) আলী (রা) থেকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি' বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦١٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْكُوْ حَاطِبًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبُ النَّارَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبْتَ لاَيَدْخُلُهَا فَاِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ -

৬১৭৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাতিবের এক গোলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি মিথ্যা বলেছ, সে সেখানে (জাহান্নামে) যাবে না। কেননা, সে বদর ও হুদায়বিয়ায় শরীক হয়েছিল।

٣٧- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

৩৭. পরিচ্ছেদ : বায়আতে রিদ্ওয়ানে অংশগ্রহণকারী (বৃক্ষতলে উপস্থিত) 'আসহাবুশ শাজারা' (রা)-এর ফযীলত

٦١٧٩ - حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ مُبَشِّرٍ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ حَفْصَةَ لاَيَدْخُلُ النَّارَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اَحَدُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا تَحْتَهَا قَالَتْ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا -

৬১৭৯. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন যে, আমাকে উম্মু মুবাশ্‌শির (রা) অবহিত করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে হাফসা (রা)-এর কাছে বলতে শুনেছেন, ইনশা আল্লাহ্ (আল্লাহ্ চাহে) তো (হুদায়বিয়ায় বাবলা) গাছের নীচে বায়আত (রিদওয়ানে) অংশগ্রহণকারীদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তিনি (হাফসা) বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! (কেন যাবে না)। তখন তিনি তাকে ধমক দিলেন। হাফসা (রা) বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাতে (জাহান্নামে) অবতরণ না করবে। তখন নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তো এও বলেছেন : ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا। অতঃপর "যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে আমি তাদের নাজাত দেব এবং যালিমদের অধমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"

٣٨- بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ اَبِىْ مُوْسٰى وَاَبِىْ عَامِرِ الْاَشْعَرِيَّيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

৩৮. পরিচ্ছেদ : আবূ মূসা আশআরী ও আবূ আমির আশআরী (রা)-এর ফযীলত

٦١٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ قَالَ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهٖ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ اَلَا تُنْجِزُلِىْ يَامُحَمَّدُ مَاوَعَدْتَنِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْشِرْ فَقَالَ لَهُ الْاَعْرَابِىُّ اَكْثَرْتَ عَلَىَّ مِنْ اَبْشِرْ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرٰى فَاَقْبَلَا اَنْتُمَا فَقَالَا قَبِلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ وَاَفْرِغَا عَلٰى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا وَاَبْشِرَا فَاَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا مَااَمَرَهُمَا بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَتْهُمَا اُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ اَفْضِلَا لِاُمِّكُمَا مِمَّا فِىْ اِنَائِكُمَا فَاَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً -

৬১৮০. আবূ আমির আশআরী ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে ছিলাম। সে সময় তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জিইররানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সংগে বিলাল (রা)-ও ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক আরব বেদুঈন এল। সে বলল, ইয়া মুহাম্মাদ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কি পূরণ করবেন না? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন সে তাঁকে (রাসূলুল্লাহ্কে) বলল, আপনি তো অনেকবারই বলেছেন : "সুসংবাদ গ্রহণ কর।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আবূ মূসা ও বিলাল (রা) প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, দেখ এই ব্যক্তি সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তোমরা দুইজন (তা) গ্রহণ কর। তখন তাঁরা দুইজনে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা (সুসংবাদ) কবূল করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি পানি ভর্তি পেয়ালা আনালেন। তিনি তাঁর দুই হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং তাতে কুলি করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা দুইজনে এ থেকে পানি পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বক্ষদেশে ঢেলে দাও। আর

তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা দুজনে পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ মুতাবিক কাজ করলেন। তখন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) পর্দার অন্তরাল থেকে তাঁদের ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্য তোমাদের পাত্রে কিছু পানি রেখে দাও। তখন তাঁরা তাঁর জন্য সামান্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত রাখলেন।

٦١٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ اَبُوْ عَامِرِ الْاَشْعَرِيُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِاَبِيْ عَامِرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ اَبَا عَامِرٍ عَلٰى جَيْشٍ اِلٰى اَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنِ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللّٰهُ اَصْحَابَهُ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى وَبَعَثَنِيْ مَعَ اَبِيْ عَامِرٍ قَالَ فَرُمِيَ اَبُوْ عَامِرٍ فِيْ رُكْبَتِهِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ جُشَمٍ بِسَهْمٍ فَاَثْبَتَهُ فِيْ رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَاَشَارَ اَبُوْ عَامِرٍ اِلٰى اَبِيْ مُوْسٰى فَقَالَ اِنَّ ذَاكَ قَاتِلِيْ تَرَاهُ ذٰلِكَ الَّذِيْ رَمَانِيْ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَاٰنِيْ وَلّٰى عَنِّيْ ذَاهِبًا فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ اَقُوْلُ لَهُ اَلَا تَسْتَحْيِيْ أَلَسْتَ عَرَبِيًّا اَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَالْتَقَيْتُ اَنَا وَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا اَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلٰى اَبِيْ عَامِرٍ فَقُلْتُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ انْطَلِقْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ يَقُوْلُ لَكَ اَبُوْ عَامِرٍ اسْتَغْفِرْ لِيْ قَالَ وَاسْتَعْمَلَنِيْ اَبُوْ عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ وَمَكَثَ يَسِيْرًا ثُمَّ اِنَّهُ مَاتَ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيْ بَيْتٍ عَلٰى سَرِيْرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ وَقَدْ اَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيْرِ بِظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَنْبَيْهِ فَاَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ اَبِيْ عَامِرٍ وَقُلْتُ لَهُ قَالَ قُلْ لَهُ يَسْتَغْفِرْ لِيْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِيْ عَامِرٍ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبِطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ اَوْ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَاَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيْمًا قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ اِحْدَاهُمَا لِاَبِيْ عَامِرٍ وَالْاُخْرٰى لِاَبِيْ مُوْسٰى -

৬১৮১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাররাদ আবূ আমির আশআরী ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... আবূ বুরদাহ (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হুনায়ন যুদ্ধ সম্পন্ন করেন তখন আবূ আমির (রা)-কে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে 'আওতাস' অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি দুরায়দ ইব্‌ন সিম্মাহ্-এর মুখোমুখী হলেন। দুরায়দ নিহত হল এবং আল্লাহ্ তার বাহিনীকে পরাস্ত করলেন। এরপর আবূ মূসা (রা) বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) আমাকে আবূ আমিরের সংগে পাঠিয়ে ছিলেন। আবূ আ'মিরের হাঁটুতে তীরের আঘাত লেগেছিল। জুছাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সেই তীরটি নিক্ষেপ করেছিল। এই তীরটি তার ঘাড়ে বিদ্ধ হয়েছিল। তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, চাচাজান! কে আপনাকে তীর বিদ্ধ করেছে? তখন আবূ আমির

ইশারায় আবূ মূসা (রা)-কে জানালেন, ঐ আমার ঘাতক, যাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ, সেই আমাকে তীরবিদ্ধ করেছে। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি তাকে আক্রমণ করে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করলাম। আমি তার মুখোমুখী হলাম। সে আমাকে দেখামাত্র পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধাওয়া করলাম এবং বলছিলাম, হে বেহায়া, বেশরম! পালাচ্ছ কেন? তুই কি আরবী নও? বীরত্ব আছে তো দাঁড়িয়ে যা, ভাগছ কেন? তখন সে থামল। এরপর সে ও আমি কাছাকাছি হলাম। আমরা পরস্পরে দুইবার আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ করলাম। আমি তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে ধরাশায়ী করলাম এবং শেষাবধি হত্যা করলাম। এরপর আমি আবূ আমির (রা)-এর কাছে ফিরে এলাম এবং তাকে বললাম, আল্লাহ্ আপনার ঘাতককে হত্যা করেছেন। তখন আবূ আমির (রা) বললেন, এই তীরটি বের করে নাও। আমি সেটি তুলে ফেললাম। তখন তা থেকে পানি (ফুটে) বের হচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিও। আর তাঁর কাছে গিয়ে আরয করবে, আবূ আমির আপনাকে তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ চেয়েছেন। তিনি (আবূ মূসা) বলেন, আবূ আমির আমাকে লোকের উপর কর্মকর্তা শাসক (আমিল) নিয়োগ করলেন এবং কিছু সময় এ অবস্থায় থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি চাটাইপাতা খাটের উপর ছিলেন এবং ঐ খাটের উপর চাদর বিছানো ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিঠে ও পাঁজরে চাটাইর দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি তাঁর কাছে আমাদের ও আবূ আমিরের খবর দিলাম এবং আমি তাঁকে বললাম, তিনি (আবূ আমির) বলেছেন, তাঁর জন্য আপনাকে মাগফিরাতের দু'আ করতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি আনালেন এবং তা দিয়ে উযূ করলেন। এরপর দু'হাত তুলে বললেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِىْ عَامِرٍ "হে আল্লাহ্! উবায়দ আবূ আমিরকে ক্ষমা করে দাও।" (হাত উঁচু করার কারণে) তখন আমি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখছিলাম। পুনরায় তিনি বললেন, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ اَوْ مِنَ النَّاسِ "হে আল্লাহ্! তাকে কিয়ামতের দিন তোমার মাখলূকের অনেকের উপরে অথবা অনেক মানুষের উপরে স্থান দিও।" তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যও মাগফিরাতের দু'আ করুন। তখন নবী ﷺ বললেন : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَاَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيْمًا "হে আল্লাহ্! আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়সের গোনাহ ক্ষমা করে দাও এবং তাকে কিয়ামত দিবসে সম্মানজনক জান্নাতে প্রবেশ করাও।" আবূ বুরদাহ (রা) বলেন, একটি দু'আ আবূ আমিরের জন্য এবং অন্যটি আবূ মূসা আশআরীর জন্য।

٣٩ـ بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

৩৯. পরিচ্ছেদ : আশআরী গোত্রের লোকজনের ফযীলত

٦١٨٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْاٰنِ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ وَاَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ اَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ وَاِنْ كُنْتُ لَمْ اَرَ مَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوْا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيْمٌ اِذَا لَقِىَ الْخَيْلَ اَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ اِنَّ اَصْحَابِىْ يَأْمُرُوْنَكُمْ اَنْ تَنْظُرُوْهُمْ

৬১৮২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি অবশ্যই আশআরী বন্ধুদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায চিনতে পারি যখন

তারা রাতে প্রবেশ করে। আর রাতের বেলা তাদের কুরআন পাঠের কণ্ঠস্বর দ্বারা তাদের চিনে ফেলি যদিও দিনের বেলা আমি তাদের আবাসসমূহ দেখিনি। তাদের মধ্যে রয়েছে একজন প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী ব্যক্তি। যখন সে অশ্বারোহী কিংবা (তিনি বলেছেন) শত্রুর সাক্ষাত লাভ করে তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলে আমাদের লোকজন তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, একটু অপেক্ষা কর।

٦١٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ أُسَامَةَ قَالَ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنِى بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ اَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّى وَاَنَا مِنْهُمْ -

৬১৮৩. আবূ আমির আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আশআরী গোত্রের লোকজন যখন যুদ্ধের ময়দানে অনটনগ্রস্ত হয় অথবা মদীনাতে তাঁদের পরিবার-পরিজনের যখন খাদ্য সংকট দেখা দেয় তখন তাঁদের কাছে যা কিছু থাকে তা এক কাপড়ে জড়ো করে নেয়। এরপর তা নিজেদের একটি পাত্র দ্বারা সমানভাবে বন্টন করে দেয়। তখন তিনি বললেন, তাঁরা আমার থেকে এবং আমি তাঁদের থেকে। (অর্থাৎ আমি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট)।

٤٠- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

৪০. পরিচ্ছেদ : আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব (রা)-এর ফযীলত

٦١٨٤- حَدَّثَنِى عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِىُّ) حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لاَيَنْظُرُوْنَ اِلٰى اَبِىْ سُفْيَانَ وَلاَيُقَاعِدُوْنَهُ فَقَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ثَلاَثُ اَعْطِنِيْهِنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِىْ اَحْسَنُ الْعَرَبِ وَاَجْمَلُهُ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ اَبِىْ سُفْيَانَ اُزَوِّجُكَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُؤَمِّرُنِىْ حَتّٰى اُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ اُقَاتِلُ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَبُوْ زُمَيْلٍ وَلَوْلاَ اَنَّهُ طَلَبَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ مَا اَعْطَاهُ ذٰلِكَ لاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْئَلُ شَيْئًا اِلاَّ قَالَ نَعَمْ -

৬১৮৪. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীয আল্ আম্বারী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, মুসলমানরা আবূ সুফিয়ানের দিকে তাকাতেন না এবং তাঁর সঙ্গে উঠাবসা করতেন না (অর্থাৎ সমীহ করতেন না)। তখন তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ্। তিনটি জিনিস আমাকে দান করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (আবূ সুফিয়ান) বললেন : আমার কাছে আরবের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সুন্দরী উম্মু হাবীবা বিন্‌তে আবূ সুফিয়ান (রা) (আমার কন্যা), তাকে আমি আপনার সংগে বিয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ।[১] আবূ সুফিয়ান (রা) আবার বললেন, (আমার পুত্র) মুআবিয়া। তাকে আপনার ওহী লিখক নিযুক্ত করবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

---
১. এ বিষয়টি মুহাদ্দিছগণের মতে প্রশ্ন যুক্ত।

বললেন, হ্যাঁ। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিন, যেমন আমি (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলাম। তিনি বললেন, বেশ তো, হ্যাঁ। আবূ যুমায়ল (রা) বলেন, যদি তিনি এই সব বিষয়ে নবী ﷺ-এর কাছে না চাইতেন তাহলে তিনি তা দিতেন না। কেননা, তাঁর কাছে যা চাওয়া হত (তা দিয়ে দিতেন)।

٤١- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَاَهْلِ سَفِيْنَتِهِمْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

৪১. পরিচ্ছেদ : জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব, আসমা বিন্ত উমায়স (রা) ও তাদের নৌযান সংগীদের ফযীলত

٦١٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِىْ بُرَيْدٌ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ اَنَا وَاَخَوَانِ لِىْ اَنَا اَصْغَرُهُمَا اَحَدُهُمَا اَبُوْ بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ رُهْمٍ اِمَّا قَالَ بِضْعًا وَاِمَّا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ اَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِىْ قَالَ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنَا هٰهُنَا وَاَمَرَنَا بِالْاِقَامَةِ فَاَقِيْمُوْا مَعَنَا فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًا قَالَ فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا اَوْ قَالَ اَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِاَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا اِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اِلَّا لِاَصْحَابِ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَاَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ لَنَا يَعْنِىْ لِاَهْلِ السَّفِيْنَةِ نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ قَالَ فَدَخَلَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِىَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلٰى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ اِلَى النَّجَاشِىِّ فِيْمَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلٰى حَفْصَةَ وَاَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ رَاٰى اَسْمَاءَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ اَلْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ اَلْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ فَقَالَتْ اَسْمَاءُ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ اَحَقُّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلِمَةً كَذَبْتَ يَاعُمَرُ كَلَّا وَاللّٰهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِىْ دَارٍ اَوْ فِىْ اَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِى الْحَبَشَةِ وَذٰلِكَ فِى اللّٰهِ وَفِىْ رَسُوْلِهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَا اَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا اَشْرَبُ شَرَابًا حَتّٰى اَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذٰى وَنُخَافُ وَسَاَذْكُرُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَسْاَلُهُ وَوَاللّٰهِ لَا اَكْذِبُ وَلَا اَزِيْغُ وَلَا اَزِيْدُ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ

بِاَحَقَّ بِىْ مِنْكُمْ وَلَهُ وَلاَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَكُمْ اَنْتُمْ اَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ اَبَا مُوْسٰى وَاَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ يَأْتُوْنِىْ اَرْسَالاً يَسْأَلُوْنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَىْءٌ هُمْ بِهِ اَفْرَحُ وَلاَ اَعْظَمُ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ فَقَالَتْ اَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ اَبَا مُوْسٰى وَاِنَّهُ لَيَسْتَعِيْدُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنِّىْ ـ

৬১৮৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাররাদ আশআরী ও মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা আল্-হামদানী (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিজরতের খবর পৌঁছল তখন আমরা ইয়ামানে ছিলাম। তখন আমরা– আমি ও আমার দুই ভাই তাঁর কাছে হিজরত করার জন্য রওনা হলাম। আমি ছিলাম সে দুইজনের ছোট। তাঁদের একজনের নাম ছিল আবূ বুরদাহ (রা), অপরজন ছিলেন আবূ রুহ্‌ম (রা)। তিনি হয়ত বলেছেন, আমাদের গোত্রের (কিছু লোক) তিপ্পান্ন জন কিংবা বায়ান্নজন ছিল। আমরা একটি (পালের) জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজটি আমাদের নিয়ে আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপনীত হল, যেখানের বাদশাহ্ ছিলেন নাজ্জাশী। তখন আমরা তাঁর কাছে জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের দেখা পেলাম। এরপর জা'ফর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনারা আমাদের সংগে অবস্থান করুন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর সংগে থাকতে লাগলাম, অবশেষে আমরা সবাই একত্রে ফিরে এলাম। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খায়বর বিজয়ের সময়ে মিলিত হলাম। তিনি আমাদেরও গনীমতের মালের অংশ দিলেন অথবা তিনি বলেছেন, তিনি তা থেকে আমাদেরও দান করেছেন। খায়বার বিজয়ে অনুপস্থিত কাউকে তিনি 'হিস্‌সা' দেন নি। শুধু যার তাঁর সংগে যারা যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন (তাদের দিয়েছেন) তাদের ব্যতীত কাউকে গনীমতের হিস্‌সা দেননি। তবে জা'ফর ও তাঁর সংগীদের সংগে আমাদের জাহাজের আরোহী সাথীদেরও তাঁদের সংগে হিস্‌সা প্রদান করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকদের কেউ কেউ আমাদের অর্থাৎ জাহাজের আরোহীদের বলে বেড়াত যে, আমরা হিজরতে তোমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমাদের জাহাজে সফর সংগিনী আসমা বিনত উমায়স (রা) নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা)-এর সংগে দেখা করার জন্য গমন করেন। যাঁরা নাজ্জাশীর কাছে হিজরত করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতমা। ইত্যবসরে উমর (রা) হাফসার কাছে এলেন। আসমা বিন্‌ত উমায়স (রা) যখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। হাফসা (রা তখন উমর (রা)-এর কাছে গেলেন। উমর (রা) আসমাকে দেখে বললেন, ইনি কে? হাফসা (রা) বললেন, ইনি আসমা বিন্‌ত উমায়স উমর (রা) বললেন। "الحبشية هذه" "البحرية هذه" এ-ই কি হাবশায় হিজরতকারিণী, জাহাজে আরোহণকারিণী? তখন আসমা (রা) বললেন, জী হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, হিজরতে আমরা তোমাদের চাইতে অগ্রগামী। সুতরাং তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যাপারে অধিক হক্‌দার। তখন আসমা (রা) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে উমর। কথাটি সঠিক নয়। কখনো নয়। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্যে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তদের আহার দান করতেন, জ্ঞানহীনদের জ্ঞানের আলো বিলাতেন। আর আমরা আবিসিনিয়ায় প্রবাসে অনাত্মীয়দের মাঝে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করছিলাম। এটা ছিল কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যা বলেছ তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আলোচনা না করা পর্যন্ত আমি কোন আহার গ্রহণ করব না এবং পানীয় দ্রব্য স্পর্শ করব না। আমরা (বিদেশ বিভুঁইয়ে) সারাক্ষণ বিপদ ও ভয়ভীতির মধ্যে থাকতাম। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পেশ করব এবং জিজ্ঞাসা করব। আল্লাহ্‌র কসম!

আমি মিথ্যা বলব না, কোন কিছু বিকৃত করব না এবং এর চাইতে বাড়িয়ে বলব না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন নবী ﷺ আসলেন তখন আসমা (রা) বললেন, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ্! উমর (রা) এই এই বলেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমার প্রতি তোমাদের চেয়ে সে বেশি হকদার নয়। কেননা, তাঁর ও তাঁর সংগীদের জন্য রয়েছে একটি মাত্র হিজরত। আর তোমাদের জাহাজ আরোহীদের জন্য রয়েছে দু'টি হিজরত। আসমা (রা) বলেন, পরে আমি আবূ মূসা (রা) ও জাহাজের আরোহীদের দলে দলে এসে আমার কাছে এই হাদীসখানি জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি। তাঁদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন তাঁদের কাছে এর চাইতে অধিক আনন্দদায়ক ও মাহাত্মপূর্ণ কোন বিষয় দুনিয়াতে ছিল না। আবূ বুরদাহ (রা) বলেন যে, আসমা (রা) বলেছেন, আমি আবূ মূসা (রা)-কে দেখেছি, তিনি আমার কাছ থেকে বারবার এই হাদীসখানি শুনতেন।

٤٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

৪২. পরিচ্ছেদ : সালমান ফারসী (রা) সুহায়ব (রা) ও বিলাল (রা)-এর ফযীলত

٦١٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَتٰى عَلٰى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِىْ نَفَرٍ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا اَخَذَتْ سُيُوْفُ اللّٰهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللّٰهِ مَأْخَذَهَا قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَتَقُوْلُوْنَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ اَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ اَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ اَغْضَبْتَ رَبَّكَ فَاَتَاهُمْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اِخْوَتَاهُ اَغْضَبْتُكُمْ قَالُوْا لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا اَخِىْ -

৬১৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... আইয ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান (রা) একদল লোকের সাথে সালমান ফারসী (রা), সুহায়ব (রা) ও বিলাল (রা)-এর কাছে এলেন। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র তরবারিসমূহ আল্লাহ্র দুশমনদের গর্দান হতে তার যথাপ্রাপ্য আদায় করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ বকর (রা) বললেন, তোমরা কি একজন প্রবীণ কুরায়শ নেতাকে এমন কথা বলছ? এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : হে আবূ বকর! তুমি বোধ হয় তাদের রাগিয়েছ। যদি তুমি তাদের রাগিয়ে থাক, তাহলে তুমি তাদের রবকেই রাগিয়েছ। এরপর আবূ বকর (রা) তাঁদের কাছে এলেন এবং বললেন, হে ভাই সকল! আমি কি তোমাদের রাগিয়েছি? তারা বললেন, না, হে ভাই! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করে দিন।

٤٣- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْاَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

৪৩. পরিচ্ছেদ : আনসার (রা)-গণের ফযীলত

٦١٨٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (وَاللَّفْظُ لِاِسْحٰقَ) قَالَا اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فِيْنَا نَزَلَتْ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا بَنُوْ سَلَمَةَ وَبَنُوْ حَارِثَةَ وَمَا نُحِبُّ اَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا -

৬১৮৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী ও আহ্মাদ ইব্ন আবদা (র) ....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِذْهَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا "তোমাদের দু'টি গোত্র যখন স্খলিত হতে (পলায়ন করতে) যাচ্ছিল, আর আল্লাহ্ই তাদের অভিভাবক (বন্ধু)" এই আয়াতটি আমাদের অর্থাৎ বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। আর আমরা চাই না যে, এই আয়াতটি নাযিল না হত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "আল্লাহ্ এদের দু'দলের অভিভাবক (বন্ধু)।"

٦١٨٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلاَنْصَارِ وَلاَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَاَبْنَاءِ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ * وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৬১৮৮. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র) ... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "হে আল্লাহ্! আনসারদের ক্ষমা করুন, (ক্ষমা করে দিন) পুত্রদের এবং তাদের পুত্রদের পুত্রদের।" ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) ...... সূত্রে শু'বা (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

٦١٨٩ـ حَدَّثَنِى اَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاسِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ) اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلاَنْصَارِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلِذَرَارِىِّ الْاَنْصَارِ وَلِمَوَالِى الْاَنْصَارِ لاَاَشُكُّ فِيْهِ ـ

৬১৮৯. আবূ মাআন রাকাশী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন তালহার পুত্র ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, আনাস (রা) তাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি যে, তিনি বলেছেন : "আনসারদের সন্তান-সন্ততি ও তাদের 'মাওলা' (আযাদকৃত গোলাম)-দের জন্য আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের মাগফিরাতের দু'আ করেছেন। আমি তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করছি না।

٦١٩٠ـ حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ مُمْثِلاً فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ يَعْنِى الْاَنْصَارَ ـ

৬১৯০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কতক বালক ও মহিলাকে কোন এক উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে আসতে দেখেন। তখন তিনি (তাদের জন্য সটান) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন : "আল্লাহ্র কসম! তোমরা (আনসাররা) আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ, তোমরা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ।"

٦١٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَخَلاَبِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -

حَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى ابْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬১৯১. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না ও ইবনুল বাশ্শার (র) ...... হিশাম ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সংগে নির্জনে আলাপ করলেন এবং বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার কসম, তোমরা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ। তিনি এই কথাটি তিনবার বলেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র), অন্য সূত্রে বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... শু'বার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٦١٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاَنْصَارَ كَرِشِىْ وَعَيْبَتِىْ وَاِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّوْنَ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

৬১৯২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আনসারিগণ আমার পাকস্থলী ও সিন্দুক তুল্য। আমার একান্ত ও বিশিষ্ট জন। আর মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়বে এবং তাদের (আনসারদের) সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। সুতরাং তাদের ভাল আচরণকারীদের গ্রহণ করবে এবং তাদের মন্দ আচরণকারীদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

٤٤- بَابُ فِىْ خَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

৪৪. পরিচ্ছেদ : আনসারীদের (রা) শ্রেষ্ঠ পরিবার (গোত্র) প্রসংগ

٦١٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ -

৬১৯৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আনসার গোত্রসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র হচ্ছে বনূ নাজ্জার, এরপর বনূ আশহাল, এরপর বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ, এরপর হচ্ছে বনূ সাইদাহ গোত্ররই। আনসারীদের সকল গোত্রের কল্যাণ নিহিত আছে। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাঁকে) বলা হল, তোমাদেরকেও অনেকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।

٦١٩٤- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى أُسَيْدِ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

৬১৯৪. ইবনুল মুসান্না (র) ... আবূ উসায়দ আনসারী (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٦١٩٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَيَذْكُرُ فِى الْحَدِيْثِ قَوْلَ سَعْدٍ -

৬১৯৫. কুতায়বা ও ইব্‌ন রুমহ্, অন্য সূত্রে কুতায়বা, অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তিনি তার বর্ণিত হাদীসে সা'দ (রা)-এর কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ عَبَّادٍ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا أُسَيْدٍ خَطِيْبًا عِنْدَ ابْنِ عُتْبَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِى النَّجَّارِ وَدَارُ بَنِى عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَدَارُ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَدَارُ بَنِى سَاعِدَةَ وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بِهَا اَحَدًا لاَثَرْتُ بِهَا عَشِيْرَتِى -

৬১৯৬. মুহাম্মদ ইবনুল আব্বাদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিহরান (র) ... ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উসায়দ (রা)-কে ইব্‌ন উতবার কাছে ভাষণ দিতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আনসারদের ঘরসমূহের মধ্যে উত্তম গোত্র হচ্ছে বনূ নাজ্জার, বনূ আবদুল আশহাল, বনূ হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ এবং বনূ সাইদাহ।

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এই বিষয়ে কাউকে (মর্যাদায়) প্রাধান্য দিতাম তাহলে আমার গোত্রকে অগ্রাধিকার দিতাম।

٦١٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ شَهِدَ اَبُوْ سَلَمَةَ لَسَمِعَ اَبَا أُسَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ يَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِى كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ

خَيْرٌ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ اَتَّهِمُ اَنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَبَدَأْتُ بِقَوْمِىْ بَنِىْ سَاعِدَةَ وَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَوَجَدَ فِىْ نَفْسِهِ وَقَالَ خُلِّفْنَا فَكُنَّا اٰخِرَ الاَرْبَعِ اَسْرِجُوْا لِىْ حِمَارِىْ اٰتِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَلَّمَهُ ابْنُ اَخِيْهِ سَهْلُ فَقَالَ أَتَذْهَبُ لِتَرُدَّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمُ أَوَلَيْسَ حَسْبُكَ اَنْ تَكُوْنَ رَابِعَ اَرْبَعٍ فَرَجَعَ وَقَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ وَاَمَرَ بِحِمَارِهِ فَحُلَّ عَنْهُ ـ

৬১৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী (র) ... আবূ সালামা (র) সাক্ষ্য দেন যে, তিনি আবূ উসায়দ আনসারী (রা)-কে সাক্ষ্য দিতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আনসারীদের গোত্রসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে বনূ নাজ্জার, এরপর বনূ আবদুল আশহাল, এরপর বনূ হারিছ ইব্ন খাযরাজ, এরপর বনূ সাঈদার ঘর। এ ছাড়া প্রত্যেক আনসারীর ঘরেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আবূ সালামা (র) বলেন, আবূ উসায়দ (রা) বলেছেন, যদি আমি মিথ্যাবাদী হতাম তাহলে আমি আমার গোত্র বানূ সাইদাহ দিয়ে শুরু করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর মিথ্যাবাদী আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত হব ? বিষয়টি সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি মনঃকষ্ট পেলেন এবং তিনি বললেন, আমাদের পেছনে রাখা হয়েছে। আমরা চার জনের মধ্যে শেষ স্থানে (পড়ে গেছি)? আমার গাধার পিঠে গদি লাগাও। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাব। তখন তাঁর সঙ্গে আমার ভাইপো সাহ্ল কথা বলল। সে বলল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রতিবাদ জানানোর জন্য যাবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিক জ্ঞাত? চার জনের মধ্যে চতুর্থ হওয়া কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তখন তিনি থামলেন এবং বললেম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। এরপর তিনি তার গাধার জিন খুলতে নির্দেশ দিলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।

٦١٩٨ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا اُسَيْدِ الاَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الاَنْصَارِ اَوْ خَيْرُ دُوْرِ الاَنْصَارِ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ فِىْ ذِكْرِ الدُّوْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

৬১৯৮. আমর ইব্ন আলী ইব্ন বাহ্র (র) ..... আবূ উসায়দ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, خَيْرُ الاَنْصَارِ 'সর্বোত্তম আনসার' অথবা خَيْرُ دُوْرِ الاَنْصَارِ 'আনসারদের সর্বোত্তম গোত্র' الدُّوْرِ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তাদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি তার বর্ণনায় সা'দ ইব্ন উবাদার ঘটনা উল্লেখ করেননি।

٦١٩٩ـ وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ مَجْلِسٍ عَظِيْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الاَنْصَارِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَنُوْ عَبْدِ الاَشْهَلِ قَالُوْا

ثُمَّ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ بَنُوْ النَّجَّارِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ فِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُغْضَبًا فَقَالَ أَنَحْنُ اٰخِرُ الْاَرْبَعِ حِيْنَ سَمَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَارَهُمْ فَاَرَادَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ اِجْلِسْ اَلَا تَرْضَى اَنْ سَمَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَارَكُمْ فِى الْاَرْبَعِ الدُّوْرِ الَّتِىْ سَمَّى فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ اَكْثَرُ مِمَّنْ سَمَّى فَانْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৬১৯৯. আমর নাকিদ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আবূ সালামা ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদের এক বিরাট গণজমায়েতে বললেন : আমি কি তোমাদের কাছে আনসারদের সর্বাপেক্ষা উত্তম গোত্র সম্পর্কে বর্ণনা করবো? তখন তারা বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বনূ আবদুল আশহাল। তাঁরা বললেন, এরপর কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, এরপর বনূ নাজ্জার। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারপর কারা? তিনি বললেন : এরপর বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ। তাঁরা বললেন, এরপর কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : বনূ সাইদাহ্। তাঁরা বললেন, এরপর কারা? তখন তিনি বললেন, আনসারীদের প্রত্যেক গোত্রেই কল্যাণ নিহিত আছে। তখন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) মনক্ষুণ্ন হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমরা কি চারের মধ্যে সর্বশেষ? যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নাম উল্লেখ করলেন তখন তিনি তাঁর সাথে কথা বলার ইচ্ছা করছিলেন। তখন তাঁর গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি বসে পড়ুন। আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে চারটি গোত্রের কথা বলেছেন তাঁর মধ্যে আপনার গোত্রকে স্থান দিয়েছেন? এমন অনেক ঘরই রয়েছে, যাদের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। তখন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন।

٤٥ـ بَابُ فِىْ حُسْنِ صُحْبَةِ الْاَنْصَارِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

৪৫. পরিচ্ছেদ : আনসার (রা)-গণের উত্তম সান্নিধ্য

٦٢٠٠ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَرْعَرَةَ (وَاللَّفْظُ لِلْجَهْمِيِّ) حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ فِىْ سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِىْ فَقُلْتُ لَهُ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ اِنِّىْ قَدْ رَأَيْتُ الْاَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا اٰلَيْتُ اَنْ لَا اَصْحَبَ اَحَدًا مِنْهُمْ اِلاَّ خَدَمْتُهُ زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ فِىْ حَدِيْثِهِمَا وَكَانَ جَرِيْرٌ اَكْبَرَ مِنْ اَنَسٍ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ اَسَنَّ مِنْ اَنَسٍ ـ

৬২০০. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা)-এর সংগে এক সফরে বের হলাম।

(এই সফরে) তিনি আমার খিদমত আঞ্জাম দিতেন। তখন আমি তাকে বললাম, এরূপ করবে না। তিনি বললেন, আমি আনসারদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এরূপ কিছু (খিদমত) করতে দেখেছি। যাতে আমি কসম করেছি যে, যখন আমি আনসারীদের কারো সাথী হব তখন তাঁর খিদমত করব। ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার তাদের বর্ণিত হাদীসে আরো বলেছেন, وَكَانَ جَرِيْرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ أَسَنَّ مِنْ أَنَسٍ অর্থাৎ জারীর আনাসের চাইতে বড় ছিলেন। আর ইব্‌ন বাশ্‌শার বলেছেন, তিনি আনাসের তুলনায় প্রবীণ ও অধিক বয়স্ক ছিলেন।

٤٦- بَابُ دُعَاءُ النَّبِيِّ ﷺ لِغِفَارَ وأَسْلَمَ

৪৬. পরিচ্ছেদ : গিফার, আসলাম গোত্রের জন্য নবী ﷺ -এর দু'আ

٦٢٠١- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ ـ

৬২০১. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করুন। (ক্ষমা করে দিয়েছেন) এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদান করেছেন (নিরাপদ রাখুন)।

٦٢٠٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ائْتِ قَوْمَكَ فَقُلْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا ـ

৬২০২. উবায়দুল্লাহ্ আল্ কাওয়ারীরী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : তুমি তোমার গোত্রের কাছে যাও এবং বলে দাও যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আসলাম গোত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপত্তা দান করেছেন এবং গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

٦٢٠٣- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ ـ

৬২০৩. ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... শু'বার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

٦٢٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِيْ وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عَاصِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا ـ

৬২০৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার, সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন আবূ উমর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য সনদে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র), অন্য সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র), আরেক সনদে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র), অন্য সনদে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র), আরেক সনদে সালামা ইব্ন শাবীব (র).... এসব সনদে জাবীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ থেকে যে, তিনি বলেছেন : আসলাম গোত্র আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিরাপত্তা বিধান করুন এবং গিফার গোত্রর আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিন।

٦٢٠٥ـ وَحَدَّثَنِى حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا اَمَّا اِنِّى لَمْ اَقُلْهَا وَلٰكِنْ قَالَهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ـ

৬২০৫. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আসলাম গোত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপত্তা দান করেছেন (দান করুন) এবং গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন (ক্ষমা করুন)। শোন এ কথা আমি বলি নি বরং মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলাই ইরশাদ করেছেন।

٦٢٠٦ـ حَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلاَةٍ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ بَنِىْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ ـ

৬২০৬. আবূ তাহির (র) ..... খুফাফ ইব্ন ঈমা' আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সালাতের দু'আয় বলেছেন : "হে আল্লাহ্! বানূ লিহ্য়ান, রি'ল্ ও যাকওয়ান গোত্রের উপর লা'নত বর্ষণ কর। আর উসাইয়্যা (গোত্র) তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আর গিফারকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিন এবং আসলামকে নিরাপত্তা দান করুন।

٦٢٠٧ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

৬২০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গিফার গোত্র তাদের আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করুন। আসলাম গোত্র তাদের আল্লাহ্ নিরাপত্তা দান করুন। আর উসায়্যাহ গোত্র তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

٦٢٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَأُسَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ * وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ هٰؤُلَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

৬২০৮. ইবনুল মুসান্না (র) .... অন্য সূত্রে আমর ইব্ন সাওয়াদ (র), আরেক সূত্রে যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত। তবে সালিহ্ ও উসামা (র) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করে এই কথা বলেছেন।

হাজ্জাজ ইব্ন শাঈর (র) ... আবূ সালামা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ....উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٤٧- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةَ وَتَمِيمٍ وَدَوْسٍ وَطَيِّئٍ

৪৭. পরিচ্ছেদ : গিফার, আসলাম, জুহায়না, আশজা', মুযায়না, তামীম, দাউস ও তাঈ গোত্রের ফযীলত

٦٢٠٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (وَهُوَ ابْنُ هٰرُونَ) أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللّٰهِ مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ -

৬২০৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আনসার, মুযায়না, জুহায়না, গিফার, আশজা' এবং বনূ আবদুল্লাহ্ আমার একান্ত আপনজন, অন্যরা নয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এদের অভিভাবক (বন্ধু)।

٦٢١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ -

৬২১০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুরায়শ, আনসার, মুযায়না, জুহায়না, আসলাম, গিফার, আশজা' আমার আপনজন। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ব্যতিরেকে তাদের কোন অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক নেই।

٦٢١١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ الْحَدِيْثِ قَالَ سَعْدُ فِىْ بَعْضِ هٰذَا فِيْمَا اَعْلَمُ -

৬২১১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ... সা'দ ইব্ন ইবরাহীম (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে সা'দ তাঁর বর্ণিত হাদীসে কোন কোনটি সম্পর্কে বলেছেন, 'فِيْمَا اَعْلَمُ' ("আমার জানা মতে।")

٦٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ اَوْ جُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَبَنِىْ عَامِرٍ وَالْحَلِيْفَيْنِ اَسَدٍ وَغَطْفَانَ -

৬২১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং যারা জুহায়নার অন্তর্ভুক্ত অথবা (বলেছেন) জুহায়না গোত্র, বনূ তামীম, বনূ আমির এবং দুই মিত্র আসাদ ও গাতফানের চাইতে উত্তম।

٦٢١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِى الْحِزَامِىَّ) عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنِىْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغِفَارُ وَاَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ اَوْ قَالَ جُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَسَدٍ وَطَيِّئٍ وَغَطْفَانَ -

৬২১৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... অন্য সূত্রে আমর নাকিদ, হাসান আল্ হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আ'রাজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সেই সত্তার কসম যাঁর নিয়ন্ত্রণে মুহাম্মাদের জীবন! অবশ্যই গিফার, আসলাম, মুযায়না এবং যারা জুহায়নার অন্তর্ভুক্ত অথবা (বলেছেন,) জুহায়ন গোত্র এবং যারা মুযায়নার অন্তর্ভুক্ত তাঁরা আল্লাহ্র নিকট কিয়ামত দিবসে আসাদ, তাঈ ও গাতফান গোত্র থেকে উত্তম বলে বিবেচিত হবেন।

٦٢١٤- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِيَانِ ابْنَ عُلَيَّةَ) حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْئٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ اَوْ شَيْئٌ مِّنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَسَدٍ وَغَطْفَانَ وَهَوَازِنَ وَتَمِيْمٍ -

৬২১৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইয়াকূব আদ্-দাওরাকী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই আসলাম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়নার কিছু অংশ অথবা (বলেছেন) জুহায়না ও মুযায়নার কিছু অংশ আল্লাহ্র নিকট-বর্ণনাকারী বলেন যে, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আসাদ, গাতফান, হাওয়াযিন ও তামীম গোত্রের চাইতে উত্তম (বলে গণ্য হবে)।

٦٢١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ الاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيْجِ مِنْ اَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَاَحْسِبُ جُهَيْنَةَ مُحَمَّدُ الَّذِىْ شَكَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةُ وَاَحْسِبُ جُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَبَنِىْ عَامِرٍ وَاَسَدٍ وَغَطْفَانَ أَخَابُوْا وَخَسِرُوْا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُمْ لاَخْيَرُ مِنْهُمْ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ مُحَمَّدُ الَّذِىْ شَكَّ -

৬২১৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকরা ইব্ন হাবিস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। এরপর তিনি বললেন, আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। হাজীদের মাল-সামান চুরিতে অভ্যস্ত আসলাম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়নার লোকেরা। (জুহায়নার উল্লেখের ব্যাপারে রাবী মুহম্মদের সন্দেহ)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি মনে কর? যদি আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং জুহায়না (নামটি উল্লেখে রাবীর সন্দেহ) ও বনূ তামীম, বনূ আমির, আসাদ ও গাতফানের চাইতে উত্তম হলে (কেমন হয়)। আর তাহলে এরা লোকসানের সম্মুখীন হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে কে ? তখন তিনি (আবার) বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : সেই সত্তার কসম যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, নিশ্চয়ই এরা তাদের তুলনায় উত্তম। তবে ইব্ন আবূ শায়বার হাদীসে রাবী মুহাম্মদের সন্দেহের কথাটির উল্লেখ নেই।

٨٢١٦- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ سَيِّدُ بَنِىْ تَمِيْمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ الضَّبِّىُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ وَجُهَيْنَةُ وَلَمْ يَقُلْ اَحْسِبُ -

৬২১৬. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ... বনূ তামীম গোত্রের দলপতি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াকূব দাবীয়্যা (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় রাবী " وَجُـهَيْنَةُ " (এবং জুহায়না নিশ্চিত রূপে বলেছেন) এবং ' اَحْسِبُ' (আমি মনে করি) বলেন নি।

٦٢١٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَمِنْ بَنِىْ عَامِرٍ وَالْحَلِيْفَيْنِ بَنِىْ اَسَدٍ وَغَطْفَانَ -

৬২১৭. নাসর ইব্ন আলী আল্ জাহযামী (র) ... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আসলাম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়না গোত্র, বনূ তামীম, বানূ আমির এবং তাদের দু'মিত্র আসাদ ও গাতফানের চাইতে উত্তম।

٦٢١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৬২১৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ... অন্য সূত্রে আমর নাকিদ (র) ... আবূ বিশ্র (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

٦٢١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَاَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَبَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطْفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ فَاِنَّهُمْ خَيْرٌ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كُرَيْبٍ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسْلَمُ وَغِفَارُ ـ

৬২১৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা বলতো যে, যদি জুহায়না, আসলাম, গিফার গোত্র বনূ তামীম, বনূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন গাতফান ও আমির ইব্ন সা'সা'আহ্ এর চাইতে উত্তম হয়? (এ কথা বলার সময়) তিনি তাঁর আওয়ায বুলন্দ করলেন। তখন তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এরা তাদের চাইতে উত্তম। তবে আবূ কুরায়ব (র)-এর বর্ণিত হাদীসে "তোমরা বলতো যে, যদি জুহায়না, মুযায়না, আসলাম ও গিফার"- এভাবে কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

٦٢٢٠- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِىْ اِنَّ اَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَوُجُوْهَ اَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ جِئْتُ بِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৬২২০. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আদী ইব্ন হাতিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, প্রথম যে সাদাকা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের চেহারা (আনন্দে) উজ্জ্বল করেছিল তা হচ্ছে তাঈ গোত্রের সাদাকা- যা আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এসেছিলাম অথবা যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল।

٦٢٢١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَاَصْحَابُهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ـ

৬২২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফায়ল ও তাঁর সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! দাওস গোত্র কুফরী (ইখ্‌তিয়ার) করেছে এবং (ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। সুতরাং আপনি তাদের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করুন। তখন বলা হল, দাওস নিপাত হয়ে গেল। তিনি বললেন, اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ "হে আল্লাহ্! দাওসকে হিদায়াত নসীব করুন এবং তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন!"

٦٢٢٢ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لاَ اَزَالُ اُحِبُّ بَنِىْ تَمِيْمٍ مِنْ ثَلاَثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هُمْ اَشَدُّ اُمَّتِىْ عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا قَالَ وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ ـ
وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ اَزَالُ اُحِبُّ بَنِىْ تَمِيْمٍ بَعْدَ ثَلاَثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا فِيْهِمْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৬২২২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ যুরআ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি তিনটি কারণে বনূ তামীমকে ভালবাসতে থাকব। যা (তিনটি বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এরা আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তাদের সাদাকা এল তখন নবী ﷺ বললেন : এটা আমাদের সম্প্রদায়ের সাদাকা। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের গোত্রের কোন বন্দিনী আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একে মুক্তি দাও। কেননা, সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর।

যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ তামীম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তিনটি কথা শোনার পর আমি তাদের ভালবাসতে থাকব। ..... এরপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦٢٢٣ـ وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِىُّ اِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلاَثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَنِىْ تَمِيْمٍ لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُمْ بَعْدُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِهٰذَا الْمَعْنٰى غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ هُمْ اَشَدُّ النَّاسِ قِتَالاً فِى الْمَلاَحِمِ وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّجَّالَ ـ

৬২২৩. হামিদ ইব্ন উমর আল-বাকরাবী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বনূ তামীম সম্পর্কে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছি। এরপর থেকে আমি তাদের ভালবাসতে শুরু করি। এরপর তিনি এই উপরোক্ত অর্থযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনায় দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেননি। এর স্থলে هُمْ اَشَدُّ النَّاسِ قِتَالاً فِى الْمَلاَحِمِ "তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ লড়াকু" কথাটি বলেছেন।

٤٨- بَابُ خِيَارُ النَّاسِ

৪৮. পরিচ্ছেদ : সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের বর্ণনা

٦٢٢٤- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا وَتَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ اَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ فِيْهِ وَتَجِدُوْنَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ -

৬২২৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা লোকদের মৌলিক গুণাবলী সম্পন্ন (খনিজ ও গুপ্ত ধনের মত) দেখতে পাবে। সুতরাং যারা জাহিলিয়াত যুগে উত্তম ছিল তারা ইসলামেও উত্তম হবে, যখন তার দীনী সমঝদার হবে। অথবা তোমরা এই বিষয়ে অর্থাৎ ইসলামে উত্তম লোক দেখতে পাবে যারা এতো প্রবিষ্ঠ হওয়ার আগে চরম ইসলাম বিদ্বেষী ছিল, আর তোমরা সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হিসাবে দেখতে পাবে সে সব মানুষকে, যারা দু'মুখো এরা এই দলের কাছে একমুখে কথা বলে আবার আরেক দলের কাছে এসে আরেক মুখে কথা বলে।

٦٢٢٥- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ زُرْعَةَ وَالْاَعْرَجِ تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ اَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ -

৬২২৫. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা লোকদের মৌলিক গুণাবলী ভূষিত (খনির মত) পাবে। ..... এরপর যুহরীর হাদীসের অনুরূপ। তবে আবূ যুর'আ ও আ'রাজের বর্ণিত হাদীস : تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ اَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ অর্থাৎ "তোমরা এ (ইসলামের) বিষয়ে উত্তম লোকদের মধ্যে পাবে তাদের যারা এতে প্রবিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ পোষণকারী।

٤٩- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ

৪৯. পরিচ্ছেদ : কুরায়শী মহিলাদের ফযীলত

٦٢٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ قَالَ اَحَدُهُمَا صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْاٰخَرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى يَتِيْمٍ فِيْ صِغَرِهِ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ -

৬২২৬. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম নারী, যারা উটে সওয়ার হয়। বর্ণনাকারীদের একজন বলেন, কুরায়শী পুণ্যবতী মহিলারা। অন্য জন বলেন, কুরায়শী মহিলারা যারা ইয়াতীমের প্রতি তাদের শৈশবে অত্যন্ত মায়াবতী এবং যারা তাদের স্বামীর ধন-সম্পদের অত্যন্ত হিফাযতকারিণী।

٦٢٢٧- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَلَمْ يَقُلْ يَتِيْمٍ-

৬২২৭. আমর নাকিদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন (অর্থাৎ মারফূ‘ করেছেন) এবং ইব্‌ন তা'উস (র) থেকে যা তিনি নবী ﷺ-এর পর্যন্ত পৌছিয়েছেন (মারফূ‘ করেছেন)। তবে এ বর্ণনায় এইটুকু পার্থক্য রয়েছে- اَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهِ وَلَمْ يَقُل يَتِيْمٍ "তারা তাদের শিশুদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল, তাদের শৈশবে" এবং তিনি 'ইয়াতীম' শব্দটি বলেন নি।

٦٢٢٨- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ اَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَاَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهِ قَالَ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَى اِثْرِ ذٰلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ-

৬২২৮ . হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কুরায়শী মহিলারা সর্বোত্তম মহিলা, যারা উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে থাকেন। (অর্থাৎ আরবী মেয়ে) তারা শিশুদের প্রতি অধিক মমতাময়ী এবং স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অধিক যত্নবান। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর পরে বলতেন, মারয়াম বিন্‌ত ইমরান (রা) কখনো উটের পিঠে আরোহণ করেননি।

٦٢٢٩- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ كَبِرْتُ وَلِىْ عِيَالٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهِ-

৬২২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবূ তালিবের কন্যা উম্মু হানীকে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এবং আমার সন্তান-সন্ততি আছে। এরপর রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন : সর্বাপেক্ষা উত্তম নারী। যারা উটে আরোহণ করে .....। এরপর মা'মার (র) ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তার বর্ণনায় এতটুকু পার্থক্য যে, তিনি বলেন, اَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهِ অর্থাৎ "তারা শিশুর শৈশবে তার প্রতি অতি মমতাময়ী হয়ে থাকেন"।

٦٢٣٠- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ -

৬২৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উত্তম মহিলা, যারা উটে সাওয়ার হয়ে থাকে (তারা হচ্ছে) কুরায়শীয় পুণ্যবতী মহিলা। তাঁরা সন্তানের প্রতি তার শৈশবে অতি মমতাময়ী এবং স্বামীর ধন-সম্পদের প্রতি অধিক যত্নবান।

٦٢٣١- حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِيْ ابْنَ مَخْلَدٍ) حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ) حَدَّثَنِيْ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ هٰذَا سَوَاءً -

৬২৩১. আহমাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম আল-আওদী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে .... মা'মার-এর এ হাদীসের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

٥٠- بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

৫০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ কর্তৃক তার সাহাবী (রা)-গণের মধ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার বর্ণনা

٦٢٣٢- حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِيْ ابْنَ سَلَمَةَ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ آخٰى بَيْنَ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِيْ طَلْحَةَ -

৬২৩২. হাজ্জাজ ইব্‌ন শা'ইর (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) ও আবূ তালহা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব (বন্ধন) স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

٦٢٣٣- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ قِيْلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَنَسٌ قَدْ حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِيْ دَارِهِ -

৬২৩৩. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) ... আসিম আল আহ্ওয়াল (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার কাছে এ মর্মে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে কি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইসলামে কোন হিল্‌ফ-(মৈত্রী বন্ধন নেই)? তখন আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে তাঁর ঘরে বসেই মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

٦٢٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِىْ دَارِهِ الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ -

৬২৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে মদীনাতে তাঁর ঘরে বসেই মৈত্রী বন্ধন ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।

٦٢٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحِلْفَ فِى الْاِسْلاَمِ وَاَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْاِسْلاَمُ اِلاَّ شِدَّةً -

৬২৩৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইসলামে কোন হিল্‌ফ (জাহিলী যুগে প্রচলিত মৈত্রতা চুক্তি) নেই। তবে জাহিলী যুগে ভাল কাজের জন্য যে সব (মৈত্রী চুক্তি) হিল্‌ফ করা হয়েছে তাকে ইসলাম আরও দৃঢ় ও মযবুত করেছে।

٥١- بَابُ بَيَانِ أَنْ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لأَصْحَابِهِ وَبَقَاءُ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِلأُمَّةِ

৫১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর জীবনাবস্থিতি তাঁর সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তা এবং সাহাবীগণের জীবন উপস্থিতি সমগ্র উম্মাতের জন্য নিরাপত্তা

٦٢٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتّٰى نُصَلِّىَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَازِلْتُمْ هٰهُنَا قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتّٰى نُصَلِّىَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ اَحْسَنْتُمْ اَوْ اَصَبْتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيْرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النُّجُوْمُ اَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَاِذَا ذَهَبَتِ النُّجُوْمُ اَتَى السَّمَاءَ مَاتُوْعَدُ وَاَنَا اَمَنَةٌ لاَصْحَابِىْ فَاِذَا ذَهَبْتُ اَتٰى اَصْحَابِىْ مَايُوْعَدُوْنَ وَاَصْحَابِىْ اَمَنَةٌ لاُمَّتِىْ فَاِذَا ذَهَبَ اَصْحَابِىْ اَتٰى اُمَّتِىْ مَايُوْعَدُوْنَ -

৬২৩৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবান (র) ... আবূ বুরদাহ (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। এরপর আমরা বললাম, যদি আমরা তাঁর সংগে ইশার সালাত আদায় করা পর্যন্ত বসে থাকি

(তাহলে ভাল হত)। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বসে থাকলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। এরপর তিনি বললেন : তোমরা এখানেই বসে আছ? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার সংগে মাগরিবের সালাত আদায় করেছি। এরপর আমরা বললাম যে, ইশার সালাত আপনার সংগে আদায় করার জন্যে বসে আছি। তিনি বললেন : তোমরা বেশ ভাল করেছ অথবা (বললেন,) তোমরা ঠিকই করেছ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করলেন এবং তিনি অনেক সময়ই তাঁর মাথা আসমানের দিকে তুলতেন। এরপর তিনি বললেন : তারকারাজি আসমানের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন তারকারাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন আসমানের জন্য প্রতিশ্রুত বিপদ আসন্ন হবে (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে)। আর আমি আমার সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন আমি বিদায় নেব তখন আমার সাহাবীদের উপর প্রতিশ্রুত বিপদ সমুপস্থিত হবে (অর্থাৎ ফিতনা-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যাবে)। আর আমার সাহাবিগণ সমগ্র উম্মাতের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন আমার সাহাবিগণ বিদায় হয়ে যাবেন তখন আমার উম্মাতের উপর প্রতিশ্রুত বিপদ উপস্থিত হবে (অর্থাৎ শির্ক, বিদ'আত ছড়িয়ে পড়বে, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে, শয়তানের শিং উদয় হবে, নাসারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, মক্কা ও মদীনার অবমাননা করা হবে ইত্যাদি)।

٥٢- بَاب فَضْلُ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

৫২. পরিচ্ছেদ : সাহাবা, অতঃপর যারা তাদের সন্নিকট, অতঃপর যারা তাদের সন্নিকট (অর্থাৎ তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈগণের) ফযীলত

٦٢٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُوٌ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُم فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ -

৬২৩৭. আবূ খায়সামা যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আহ্মাদ ইব্ন আব্দা আদ-দাবিয়্যু (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মানুষের উপর এমন যুগ আসবে, যখন তাদের একদল জিহাদ করবে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছেন? তারা বলবে, জী হ্যাঁ। তখন তাঁরা বিজয় লাভ করবে। এরপর মানুষের মধ্যে এমন একদল যুদ্ধ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবিগণকে দেখেছেন? তারা বলবে, জী হ্যাঁ। তখন তারা বিজয় লাভ করবে। এরপর মানুষের বহু দল জিহাদ করবে। তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ সাহাবীদের সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ তাবিঈদের দেখেছেন? তখন লোকেরা বলবে, জী হ্যাঁ। তখন বিজয় তাদের মুঠোয় এসে যাবে। এরপর আরেকদল যুদ্ধরত থাকবে। তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভকারীদের (তাবিঈনের সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ তাবি-তাবিঈকে) দেখেছেন? লোকেরা বলবে, জ্বি হ্যাঁ। তখন তাঁদের বিজয় দেয়া হবে।

٦٢٣٨- حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ زَعَمَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُوْلُوْنَ أُنْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ فِيْكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِيْ فَيَقُوْلُوْنَ هَلْ فِيْهِمْ مَنْ رَأٰى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ أُنْظُرُوْا هَلْ تَرَوْنَ فِيْهِمْ مَنْ رَأٰى مَنْ رَأٰى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَكُوْنُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ أُنْظُرُوْا هَلْ تَرَوْنَ فِيْهِمْ أَحَدًا رَأٰى مَنْ رَأٰى أَحَدًا رَأٰى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ -

৬২৩৮. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ উমাবী (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের উপর এমন যুগ আসবে, যখন তাদের মধ্য থেকে কোন যোদ্ধা দল প্রেরণ করা হবে। এরপর লোকেরা বলাবলি করবে, খুঁজে দেখ, তোমাদের মধ্যে নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের কাউকে পাও কি না। তখন একজন (সাহাবী) পাওয়া যাবে। এরপর তাঁর বদৌলতে তাদের বিজয় অর্জিত হবে। এরপর দ্বিতীয় সেনাদল পাঠানো হবে। তখন লোকেরা বলবে, তাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের দেখেছেন? [তখন একজন (তাবিঈ)-কে পাওয়া যাবে]। তখন এর বদৌলতে তাদের বিজয় অর্জিত হবে। এরপর তৃতীয় সেনাদল পাঠানো হবে। তখন জিজ্ঞাসা করা হবে, অনুসন্ধান করে দেখ, এদের মধ্যে তাদের কাউকে দেখতে পাও কি না, যারা এমন কাউকে দেখেছেন যিনি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের দেখেছেন (অর্থাৎ তাবিঈ)? এরপর চতুর্থ সেনাদল পাঠানো হবে। তখন বলা হবে দেখ, তোমরা এদের মধ্যে এমন কাউকে পাও কি-না, যারা এমন কাউকে দেখেছেন, যিনি এমন কাউকে দেখেছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের দেখেছেন অর্থাৎ কোন তাবে-তাবিঈকে দেখেছে? তখন (এমন) এক ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে। এরপর তার বদৌলতে তাদের বিজয় অর্জিত হবে।

٦٢٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِيْنَ يَلُوْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادُ الْقَرْنَ فِيْ حَدِيْثِهِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يَجِيْءُ أَقْوَامٌ -

৬২৩৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই যারা আমার যুগের সংযুক্ত (অর্থাৎ সাহাবিগণ)। এরপর তাদের নিকটবর্তী সন্নিহিত যুগ (অর্থাৎ তাবিঈগণ)। এরপর তাদের সন্নিহিত যুগ (অর্থাৎ তাবে-তাবিঈন)। এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে যারা কসমের আগে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্যের আগে কসম করবে। আর হান্নাদ তার হাদীসে ' اَلْقَرْنُ ' (যুগ বা সময়) শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং কুতায়বা বলেছেন, ثُمَّ يَجِيْءُ أَقْوَام অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে।

٦٢٤٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِىْءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَتَبْدُرُ يَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ كَانُوْا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ ـ

৬২৪০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আল-হানযালী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ কারা? তিনি বললেন, আমার যুগ। এরপর তাদের নিকটবর্তী যুগ, এরপর তাদের নিকটবর্তী যুগ। এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যাদের কসম সাক্ষ্যের আগেই ত্বরান্বিত হবে এবং সাক্ষ্য কসমের আগেই সংঘটিত হবে। ইবরাহীম বলেছেন, আমাদের শৈশবে তারা (মুরুব্বিগণ) আমাদেরকে কথায় কথায় কসম ও সাক্ষ্যদান থেকে নিষেধ করতেন।

٦٢٤١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادِ اَبِى الْاَحْوَصِ وَجَرِيْرٍ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمَا وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৬২৪১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবুল আহ্‌ওয়াস ও জারীর (র)-এর সনদে মানসূর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তাদের দুই জনের হাদীসে : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল) উল্লেখ নেই।

٦٢٤٢- وَحَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ فَلاَ اَدْرِىْ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الرَّابِعَةِ قَالَ ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ ـ

৬২৪২. হাসান ইব্‌ন আলী আল্-হুলওয়ানী (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ আমার যুগ (অর্থাৎ সাহাবিগণ)। এরপর যারা তাদের সাথে সংযুক্ত (অর্থাৎ তাবিঈগণ)। এরপর যারা তাদের সংগে সংযুক্ত (অর্থাৎ তাবে-তাবিঈন)। এরপর তিনি বলেন, আমি সঠিক জানি না তৃতীয় কিংবা চতুর্থটি সম্পর্কে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তাদের পরবর্তীতে এমন লোক আসবে, যাদের কেউ কেউ কসমের আগে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্যের আগে কসম করবে।

٦٢٤٣- حَدَّثَنِى يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

خَيْرُ اُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِيْنَ بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ اَمْ لاَ قَالَ ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّوْنَ السَّمَانَةَ يَشْهَدُوْنَ قَبْلَ اَنْ يُسْتَشْهَدُوْا

৬২৪৩. ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বাপেক্ষা ভাল মানুষ তারা, যাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবিগণ)। এরপর তাদের সংগে সম্পৃক্ত লোকজন (অর্থাৎ তাবিঈন)। আর আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত যে, এরপর তিনি তৃতীয়টি উল্লেখ করেছেন কি করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা মোটাতাজা হওয়া (বিলাসিতাপূর্ণ পানাহার ও জীবন যাপন পছন্দ করবে এবং সাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য দান করবে।

٦٢٤٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلاَ اَدْرِىْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً ـ

৬২৪৪. ভিন্ন ভিন্ন সনদে মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র) এজাজ ইব্ন শাইর (র)...... আবূ বিশ্র (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে শু'বা বর্ণিত হাদীসে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি জানি না যে, তিনি দু'বার কিংবা তিনবার বলেছেন।

٦٢٤٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ اَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِىْ زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ اَدْرِىْ أَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُتَّمَنُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلاَيُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ ـ

৬২৪৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমার যুগ এর লোকেরা। এরপর তারা যারা তাদের সন্নিহিত। এরপর যারা তাদের সন্নিহিত যুগ। এরপর তারা যারা তাদের সন্নিহিত যুগ। ইমরান (রা) বলেন, আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তাঁর যুগের পর দুবার না কি তিনবার উল্লেখ করেছেন। এরপর তাদের পরবর্তীতে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। আর তারা খিয়ানত করবে এবং তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা মানত করবে অথচ তা পূরণ করবে না। আর তাদের মধ্যে স্থূলতা (বিলাসিতা) প্রকাশ পাবে।

٦٢٤٦ـ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُم عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِمْ

قَالَ لاَ اَدْرِيْ أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ اَوْثَلاَثَةً وَفِي حَدِيْثِ شَبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ وَجَاءَنِيْ فِيْ حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ فَحَدَّثَنِيْ اَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَفِيْ حَدِيْثِ يَحْيٰى وَشَبَابَةَ يَنْذُرُوْنَ وَلاَيُوْفُوْنَ وَفِي حَدِيْثِ بَهْزٍ يُوْفُوْنَ كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ـ

৬২৪৬. ভিন্ন ভিন্ন সনদে মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্‌র আব্‌দী (র), মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ... শু'বা (রা) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। আর তাদের (অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, বাহয ও শাবাবাহ) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন : "আমি জানি না যে, তিনি কি তাঁর যুগের পরে দু'যুগ অথবা তিন যুগের কথা উল্লেখ করেছেন ? "শাবাবাহ বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন, আমি যাহ্দাম ইব্ন মুদাররাব থেকে শুনেছি। তিনি আমার কাছে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে কোন প্রয়োজনে এসেছিলেন। এরপর তিনি আমাকে হাদীস শোনান যে, তিনি ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে শুনেছেন। আর ইয়াহ্ইয়া ও বাহয বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে- يَنْذُرُوْنَ وَلاَيَفُوْنَ -"তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না।" আর বাহ্য বর্ণিত হাদীসে ইব্ন জা'ফর -এর বর্ণনা অনুযায়ী ' يُوْفُوْنَ ' আছে।

٦٢٤٧ـ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِيْنَ بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ زَادَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ عَوَانَةَ قَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ اَمْ لاَبِمِثْلِ حَدِيْثِ زَهْدَمٍ عَنْ عِمْرَانَ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ وَيَحْلِفُوْنَ وَلاَ يُسْتَحْلَفُوْنَ

৬২৪৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক উমাবী (র) ... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীসখানি বর্ণিত। এই বর্ণনায় আছে, এই উম্মাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে সে যুগ, যাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবিগণ)। এরপর তারা যারা এদের সন্নিহিত। আবূ আওয়ানা বর্ণিত হাদীসে অধিক আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তিনি তৃতীয়টি উল্লেখ করেছেন কি না? ইমরান (র) থেকে যাহ্দাম (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। কাতাদা (র)-এর সূত্রে হিশাম বর্ণিত হাদীসে এতটুকু বেশি আছে যে, 'يَحْلِفُوْنَ وَلاَ يُسْتَحْلَفُوْنَ ' অর্থাৎ "তারা হলফ করবে অথচ তাদের কাছে হলফ চাওয়া হবে না।"

٦٢٤٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِيْ بَكْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (وَهُوَ ابْنُ عَالِيِّ الْجُعْفِيُّ) عَنْ زَائِدَةَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ اَلْقَرْنُ الَّذِيْ اَنَا فِيْهِ ثُمَّ الثَّانِيْ ثُمَّ الثَّالِثُ ـ

৬২৪৮ . আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও শুজা' ইব্ন মাখলাদ (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞসা করল, সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন : সেই যুগ, যাতে আমি প্রেরিত হয়েছি। এরপর দ্বিতীয় (যুগ), এরপর তৃতীয় (যুগ)।

٥٣ـ بَابُ قَوْلِهِ لاَ تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ الْيَوْمَ

৫৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : একশ' বছরের মাথায় বর্তমান কোন ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে জীবিত থাকবে না।

٦٢٤٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِيْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ عَلٰى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَيَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُوْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَاِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبْقٰى مِمَّنْ هُوَالْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنْ يَنْخَرِمَ ذٰلِكَ الْقَرْنُ ـ

৬২৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে একরাতে আমাদের সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাম শেষে দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা এই রাত সম্পর্কে লক্ষ্য করেছো ? (শোন) এর একশ' বছরের মাথায়, আজ যারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তাদের কেউ জীবিত থাকবে না। ইব্ন উমর (রা) বললেন, তখন লোকেরা একশ' বছর সংক্রান্ত এই সব হাদীসের বর্ণনায় ভ্রান্তিতে পড়ে গেল। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "আজ যারা পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্তমান আছে তাদের কেউ বাকী থাকবে না" দ্বারা এই যুগের পরিসমাপ্তির কথা বুঝাতে চেয়েছেন।

٦٢٥٠ـ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ كِلَ هُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِ مَعْمَرٍ كَمِثْلِ حَدِيْثِهِ ـ

৬২৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (রা) ... থেকে যুহরী (র) থেকে মা'মার (র) তাঁর সনদে হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٢٥١ـ حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُوْنِي عَنِ السَّاعَةِ وَاِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ *

حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَبلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ـ

৬২৫১. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর ওফাতের এক মাস পূর্বে বলতে শুনেছি যে, তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ, অথচ তার জ্ঞান তো আল্লাহ্‌রই কাছে। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে, পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণধারী জীব নেই, যার উপর একশ' বছর পূর্ণ হবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) ...ইব্ন জুরায়জ (র) সূত্রে এই সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'তাঁর ওফাতের এক মাস পূর্বে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٢٥٢- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى كِلاَهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ قَبْلَ مَوْتِهٖ بِشَهْرٍ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ مَامِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ الْيَوْمَ تَأْتِىْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِىَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ * وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَاحِبِ السِّقَايَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ نَقْصُ الْعُمُرِ ـ

৬২৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)- সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ওফাতের একমাস পূর্বে বা অনুরূপ সময়ে বলেছেন যে, যেসব প্রাণধারী আজ জীবিত আছে, তাদের উপর একশ' বছর অতিবাহিত হতেই তারাও সেদিন জীবিত থাকবে না। 'সিকায়া' গ্রন্থকার আবদুর রহমান (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত। আবদুর রহমান (র) 'আয়ু হ্রাস' পাওয়া দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন।

٦٢٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا مِثْلَهُ ـ

৬২৫৩ . আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... সুলায়মান তাইমী (র) সূত্রে দুই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٢٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ تَبُوْكَ سَأَلُوْهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَأْتِىْ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ الْيَوْمَ ـ

৬২৫৪. ইব্ন নুমায়র (র), অন্য সূত্রে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাবূক অভিযান থেকে ফিরে এলে লোকেরা তাঁকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একশ' বছর অতিক্রান্ত হলে এখনকার কোন ব্যক্তি জীবিত থাকবে না।

٦٢٥٥- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ تَبْلُغُ مِائَةَ سَنَةٍ فَقَالَ سَالِمٌ تَذَاكَرْنَا ذٰلِكَ عِنْدَهُ اِنَّمَا هِىَ كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوْقَةٍ يَوْمَئِذٍ ـ

৬২৫৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন জীবন (ব্যক্তি) শতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছবে না। তখন সালিম (র) বললেন, আমরা বিষয়টি তাঁর (জাবির) নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এই কথা দ্বারা আজকের সৃষ্ট সকল প্রাণধারীকে বুঝানো হয়েছে।

٥٤- بَابُ تَحْرِيمُ سَبِّ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

৫৪. পরিচ্ছেদ : সাহাবী (রা)-গণকে গালমন্দ করা হারাম

٦٢٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسُبُّوْا اَصْحَابِى لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَانَصِيْفَهُ -

৬২৫৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তামিমী, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করবে না। তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ ব্যয় করে তাহলেও তাঁদের কারোর এক মুদ্দ (সের) অথবা অর্ধ মুদ্দের সমান হবে না।

٦٢٥٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَئٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسُبُّوْا اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِى فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَوْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَانَصِيْفَهُ -

৬২৫৭. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটেছিল। তখন খালিদ (রা) তাঁকে গালি দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা আমার সাহাবীদের কাউকে গালি দিবে না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে তাহলেও তাঁদের এক মুদ্দ কিংবা অর্ধ মুদ্দের সমান হবে না।

٦٢٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِ جَرِيْرٍ وَاَبِى مُعَاوِيَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَوَكِيْعٍ ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ -

৬২৫৮. আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও আবূ কুরায়ব (র) ... অন্য সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) ... আরেক সূত্রে ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আ'মাশ (র) থেকে জারীর ও আবূ মুআবিয়ার সনদে তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা ও ওয়াকী' -এর হাদীসে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর উল্লেখ নেই।

٥٥- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُوَيْسِ الْقَرْنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

৫৫. পরিচ্ছেদ : উওয়াস করনী (র)-এর ফযীলত

٦٢٥٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هٰهُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ فَجَاءَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لاَ يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللّٰهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ -

৬২৫৯. যুহায়র ইব্ন হারব (রা) ... উসায়র ইব্ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, কূফার একটি প্রতিনিধি দল উমর (রা)-এর কাছে এলো। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিল, যে উওয়াস (র)-কে উপহাস করত। তখন উমর (রা) বললেন, এখানে কারানী গোত্রের কোন লোক আছে কি? তখন সেই লোকটি এলো। এরপর উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাছে ইয়ামান থেকে এক ব্যক্তি আসবে, যে উওয়াস নামে পরিচিত। ইয়ামানে তাঁর মা ব্যতীত কেউ থাকবে না। তার শ্বেতরোগ হয়েছিল। সে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করার বদৌলতে আল্লাহ্ তাকে শ্বেত রোগ মুক্ত করে দেন। তবে মাত্র এক দীনার অথবা এক দিরহাম পরিমাণ স্থান বাকী থাকে। তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পায় সে যেন তোমাদের জন্য (তাঁর কাছে) মাগফিরাতের দু'আ কামনা করে।

٦٢٦٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ) عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ -

৬২৬০. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই তাবিঈনগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে উওয়াস নামে পরিচিত। তাঁর একমাত্র মা আছেন এবং তাঁর শ্বেত রোগ হয়েছিল। তোমরা তাঁর কাছে অনুরোধ করবে যেন সে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে।

٦٢٦١- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ

اَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ أَفِيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ حَتّٰى اَتٰى عَلٰى أُوَيْسٍ فَقَالَ اَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ اِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِى عَلَيْكُم أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ اَمْدَادِ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ اِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَاسْتَغْفِرْلِىْ فَاسْتَغْفَرَلَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ الْكُوْفَةَ قَالَ اَلاَ اَكْتُبُ لَكَ اِلَى عَامِلِهَا قَالَ اَكُوْنُ فِىْ غَبْرَاءِ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيَّ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ اُوَيْسٍ قَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيْلَ الْمَتَاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ اَمْدَادِ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ اِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَاَتَى اُوَيْسًا فَقَالَ اِسْتَغْفِرْلِىْ قَالَ اَنْتَ اَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْلِى قَالَ اسْتَغْفِرْ لِى قَالَ اَنْتَ اَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْلِى قَالَ لَقِيْتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ فَاسْتَغْفَرْلَه فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلٰى وَجْهِهِ قَالَ أُسَيْرُ وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً فَكَانَ كُلَّمَا رَاٰهُ اِنْسَانٌ قَالَ مِنْ اَيْنَ لاُوَيْسٍ هٰذِهِ الْبُرْدَةُ ـ

৬২৬১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... উসায়র ইব্ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিয়ম ছিল, যখন ইয়ামানের কোন সাহায্যকারী সেনাদল তাঁর কাছে আসত তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের মধ্যে কি উওয়াস ইব্ন আমির আছে? অবশেষে তিনি উওয়াসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি উওয়াস ইব্ন আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, কেবলমাত্র এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : "তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের উওয়াস ইব্ন 'আমির ইয়ামানের সাহায্যকারী সেনাদলের সঙ্গে আসবে। তাঁর ছিল শ্বেত রোগ। পরে তা নিরাময় হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতিরেকে। তাঁর মা রয়েছেন। সে তাঁর প্রতি অতি বাধ্য (সেবাপরায়ণ)। সে এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কসম করলে আল্লাহ্ তা পূর্ণ করে দেন। কাজেই যদি তুমি তোমার জন্য তার কাছে মাগফিরাতের দু'আ কামনার সুযোগ পাও তাহলে তা করবে।" সুতরাং আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ কর। তখন উওয়াস (র) তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কূফা এলাকায়। উমর (রা) বললেন, আমি কি তোমার জন্য কূফার গভর্নরের কাছে চিঠি লিখে দেব? তিনি বললেন, আমি সাধারণ গরীব মানুষদের মধ্যে থাকাই পছন্দ করি। বর্ণনাকারী বলেন,

পরবর্তী বছরে তাঁদের অভিজাত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাজ্জ করতে এলো এবং উমর (রা)-এর সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তখন তিনি তাকে উওয়াস কারানী (র)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি তাঁকে জীর্ণ ঘরে সম্পদহীন অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের উওয়াস ইব্ন আমির (রা) ইয়ামানের সাহায্যকারী সেনাদলের সঙ্গে আসবে। তাঁর শ্বেত রোগ ছিল। সে তা থেকে আরোগ্য লাভ করে, এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত। তাঁর মা রয়েছেন, সে তাঁর অতি সেবাপরায়ণ। যদি সে আল্লাহ্র নামে কসম খায় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য তাঁর কাছে মাগফিরাতের দু'আ চাওয়ার সুযোগ পেলে তা করবে। পরে অভিজাত সে ব্যক্তি উওয়াস (র)-এর কাছে এল এবং বলল, আমার জন্য মাগফিরাত-এর দু'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর (হজ্জের সফর) থেকে সদ্য আগত। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। সে ব্যক্তি বলল, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। উওয়াস (র) বললেন, আপনি সদ্য নেক সফর করে এসেছেন, আপনি আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। এরপর তিনি বললেন, আপনি কি উমর (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন। তখন লোকেরা তাঁর (মর্যাদা) সম্পর্কে অবহিত হল। তারপর তিনি যেদিকে মুখ সেদিকে চললেন (অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন)। উসাইর (র) বলেন, আমি তাঁকে একখানি ডোরাদার চাদর (পরিধেয়রূপে) দিয়েছিলাম। এরপর যখন কোন ব্যক্তি তাঁকে দেখত তখন বলত, উওয়াসর (র)-এর এই চাদরখানি কোথায় গেল?

٥٦. بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ مِصْرَ

৫৬. পরিচ্ছেদ : মিসরবাসীদের ব্যাপারে নবী ﷺ -এর ওসীয়্যত

٦٢٦٢- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ حَرْمَلَةُ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ (وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التُّجِيْبِيُّ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوْا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِيْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَمَرَّ بِرَبِيْعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ يَتَنَازَعَانِ فِيْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا -

৬২৬২. আবূ তাহির ও হারূন ইব্ন সাঈদ আইলী (র) ..... আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অচিরেই তোমরা এমন একটি দেশ জয় করবে, যেখানে কীরাতের প্রচলন রয়েছে। তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। কেননা (তোমাদের উপর) তাদের প্রতি রয়েছে যিম্মাদারী দায়বোধ এবং আত্মীয়তা। যদি তোমরা সেখানে দু'ব্যক্তিকে একখানি ইটের জায়গার ব্যাপারে ঝগড়া করতে দেখ তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি (আবূ যার) সুরাহ্বীল ইব্ন হাসানার দুই পুত্র রাবীআ' ও আবদুর রহমানের নিকট দিয়ে যাবার সময় একটি ইটের জায়গা নিয়ে ঝগড়া করতে দেখলেন। তখন তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

٦٢٦٣- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ اَبِيْ بَصْرَةَ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ وَهِيَ اَرْضٌ يُسَمّٰى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَاَحْسِنُوا اِلٰى اَهْلِهَا فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا اَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا فَاِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيْهَا فِيْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ وَاَخَاهُ رَبِيْعَةَ يَخْتَصِمَانِ فِيْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا -

৬২৬৩. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অচিরেই তোমরা মিসর জয় করবে। সেটা এমন একটি দেশ, যেখানে 'কীরাত' নামের মুদ্রা প্রচলিত। যখন তোমরা সেই দেশ জয় করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের সংগে সদাচরণ করবে। কেননা, তাদের জন্য রয়েছে দায়িত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক। অথবা তিনি বলেছেন : যিম্মাদারী ও দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে। যখন তোমরা সেখানে দু'ব্যক্তিকে একখানি ইটের জায়গা নিয়ে ঝগড়া করতে দেখবে তখন সেখান থেকে সরে পড়বে। রাবী আবূ যার (রা) বলেন, এরপর আমি যখন আবদুর রহমান ইব্‌ন শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসান ও তাঁর ভাই রাবী'আকে একখানি ইটের জায়গা নিয়ে ঝগড়া করতে দেখলাম তখন আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

٥٧- بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ

৫৭. পরিচ্ছেদ : উমানের অধিবাসিগণের ফযীলত

٦٢٦٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِي الْوَازِعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو الرَّاسِبِيِّ سَمِعْتُ اَبَا بَرْزَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً اِلٰى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَسَبُّوْهُ وَضَرَبُوْهُ فَجَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَهْلَ عُمَانَ اَتَيْتَ مَاسَبُّوْكَ وَلاَضَرَبُوْكَ -

৬২৬৪. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ...আবূ বারযাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে কোন এক আরব গোত্রের কাছে পাঠালেন। তারা তাঁকে গালি গালাজ ও মারপিট করল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে ঘটনা অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তুমি উমানের অধিবাসীদের কাছে যেতে তাহলে তারা তোমাকে গালি দিত না এবং প্রহার করত না।

٥٨- بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيْفٍ وَمُبِيْرِهَا

৫৮. পরিচ্ছেদ : ছাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও দুর্ধর্ষ খুনীর বর্ণনা

٦٢٦٥- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِي ابْنَ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيُّ) اَخْبَرَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْ نَوْفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلٰى عَقَبَةِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَجَعَلَتْ

قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتّٰى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُوْلاً لِلرَّحِمِ اَمَا وَاللّٰهِ لاُمَّةٌ اَنْتَ اَشَرُّهَا لاُمَّةٌ خَيْرٌ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ اَلْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَوْلُهُ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَاُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَاُلْقِىَ فِى قُبُوْرِ الْيَهُوْدِ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى اُمِّهِ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ فَاَبَتْ اَنْ تَأْتِيَهُ فَاَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُوْلَ لَتَأْتِيَنِّى اَوْ لاَبْعَثَنَّ اِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُوْنِكِ قَالَ فَاَبَتْ وَقَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اٰتِيْكَ حَتّٰى تَبْعَثَ اِلَىَّ مَنْ يَسْحَبُنِى بِقُرُوْنِى قَالَ فَقَالَ اَرُوْنِى سِبْتَىَّ فَاَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتِنِى صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللّٰهِ قَالَتْ رَأَيْتُكَ اَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَاَفْسَدَ عَلَيْكَ اٰخِرَتَكَ بَلَغَنِى اَنَّكَ تَقُوْلُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ اَنَا وَاللّٰهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكُنْتُ اَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَطَعَامَ اَبِى بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَاَمَّا الاٰخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِى لاَتَسْتَغْنِى عَنْهُ اَمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا اَنَّ فِى ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَمُبِيْرًا فَاَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَاَمَّا الْمُبِيْرُ فَلاَ اِخَالُكَ اِلاَّ اِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا ـ

৬২৬৫. উকবা ইব্‌ন মুক্‌রাম আল-আম্মী (র) ... আবূ নাওফাল (র) বলেন যে, আমি (মক্কায়) আকাবাতুল মদীনা নামক ঘাঁটিতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে (শুলীকাষ্ঠে ঝুলতে) দেখতে পেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন কুরায়শী ও অন্যান্য লোকজন তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় থামলেন এবং বললেন, আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া আবূ খুবায়ব, আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া আবূ খুবায়ব, আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া আবূ খুবায়ব। আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্য আপনাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম, আমি অবশ্য আপনাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম, আমি অবশ্য আপনাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যতদূর জানি আপনি ছিলেন অত্যধিক (নফল) সিয়াম পালনকারী, অত্যধিক সালাত আদায়কারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক রক্ষাকারী। আল্লাহ্‌র কসম, যে উম্মতের আপনি নিকৃষ্ট ব্যক্তি (যদি তা-ই বাস্তব হয়) তবে সে উম্মতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ উম্মত। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সেখান থেকে চলে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর এই অবস্থান (থামা) ও তাঁর বক্তব্য হাজ্জাজের কাছে পৌঁছল। তখন সে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে লোক পাঠাল এবং তাঁকে শূলীর উপর থেকে নামানো হল। এরপর ইয়াহূদীদের কবরস্থানে তাঁকে নিক্ষেপ করা হল। এরপর সে তাঁর মা আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা)-কে ডেকে পাঠাল। তিনি তাঁর কাছে আসতে অস্বীকার করলেন। হাজ্জাজ পুনরায় তাঁর কাছে লোক পাঠাল, তাঁকে তাঁর কাছে আসার জন্য এই বলে যে, তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে। অন্যথায় তোমার কাছে এমন লোক পাঠাব যে তোমাকে তোমার চুলের বেণী ধরে টেনে আনবে। বর্ণনাকারী বললেন, এরপরও তিনি অস্বীকার

করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি সে পর্যন্ত তোমার কাছে আসব না যতক্ষণ না তুমি আমার কাছে এমন লোক পাঠাবে, যে আমার চুলের বেণী ধরে টেনে নিয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হাজ্জাজ বলল, আমার জুতা মোজা আন। তারপর সে জুতা পরিধান করল এবং দ্রুতগতিতে আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা)-এর কাছে পৌঁছল এবং সে বলল, তুমি তো দেখলে আল্লাহ্র দুশমন (তোমার পুত্র ইব্ন যুবায়র রা)-এর সংগে আমি কী আচরণ করেছি। তিনি বললেন, "হ্যাঁ আমি তোকে দেখছি, তুই তার দুনিয়া নষ্ট করে দিয়েছিস। আর সে তোর আখিরাত বরবাদ করে দিয়েছে। আমি জানতে পেরেছি যে, তুই তাকে (তিরস্কার স্বরূপ) দুই কোমরবন্দ পরিহিতার পুত্র বলে সম্বোধন করে থাকিস। আল্লাহ্র কসম! আমিই দুই কোমরবন্দ পরিহিতা। এর একটির মধ্যে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা)-এর আহার্য সামগ্রী বেঁধে তুলে রাখতাম, বাহনের পশু থেকে। আরেকটি হল যা স্ত্রীলোকের জন্য অপরিহার্য। জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে এবং এক রক্ত প্রবাহকারী (খুনীর)। মিথ্যুককে তো আমরা সবাই দেখেছি, আমি রক্ত প্রবাহকারী তোকে ছাড়া আর কাউকে মনে করছি না।" একথা শুনে সে (হাজ্জাজ) উঠে দাঁড়াল এবং তাঁর [আসমা (রা)-এর] কথার কোন প্রতি উত্তর করল না।

٥٩ـ بَابُ فَضْلِ فَارِسَ

৫৯. পরিচ্ছেদ : পারস্যবাসীর ফযীলত

٦٢٦٦ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ اَوْ قَالَ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ حَتّٰى يَتَنَاوَلَهُ ـ

৬২৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি দীন (আসমানের দূরবর্তী) ছুরায়য়া (ধ্রুব) নক্ষত্রের কাছে থাকত, তাহলেও পারস্যের কিছুলোক; অথবা তিনি বলেছেন, পারস্যের সন্তানরা তা নিয়ে এসে (তা) আত্মস্থ করত।

٦٢٦٧ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِيْ ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَاَ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْابِهِمْ قَالَ رَجُلٌ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى سَاَلَهُ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا قَالَ وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلٰى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ ـ

৬২৬৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তাঁর উপর সূরাতুল জুমু'আ নাযিল হল। যখন তিনি এই আয়াত পড়লেন وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْابِهِمْ (এবং অন্য একদল যারা আজও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি (পরে আসবে) .....তখন এক ব্যক্তি

বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! এরা কারা? নবী ﷺ তার কোন উত্তর দিলেন না। এমন কি সে একবার অথবা দু'বার কিংবা তিনবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। রাবী বলেন, তখন আমাদের মধ্যে সালমান ফারসী (রা) ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ তাঁর হাত সালমান (রা)-এর উপর রাখলেন; এরপর বললেন, যদি ঈমান ছুরায়য়া তারকার কাছে (অর্থাৎ বহু দূরে) থাকত তাহলে অবশ্যই এদের লোকেরা তা আহরণ করত।

٦٠ـ بَابُ قَوْلِهِ ﷺ اَلنَّاسُ كَابِلٍ مِائَةٍ لاَ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً

৬০. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী : মানুষ সেই একশ' উটের মত, যার মধ্যে সাওয়ারীর উপযুক্ত একটিও (হয়ত) তুমি পাবে না

٦٢٦٨ـ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ) قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ النَّاسَ كَابِلٍ مِائَةٍ لاَيَجِدُ الرَّجُلُ فِيْهَا رَاحِلَةً ـ

৬২৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা লোকদের পাবে সেরূপ একশ' উটের মত, যার মধ্যে মানুষ ভার বহনকারী একটি (উট)-ও পায় না।

كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ

অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার (আদব-কায়দা)

١- بَابُ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاَيُّهُمَا اَحَقُّ بِهِمَا

১. পরিচ্ছেদ : মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং দু'জনের মধ্যে কে তার বেশি হকদার

٦٢٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَمِيْلِ بْنِ طَرِيْفٍ الثَّقَفِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ وَفِىْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ -

৬২৬৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ইব্ন জামীল ইব্ন তারীফ সাকাফী ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাধিক অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপর তোমার পিতা। আর কুতায়বা বর্ণিত হাদীসে "আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য কে"-এর উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর বর্ণনায় মানুষ (الناس) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٦٢٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبُوْكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ -

৬২৭০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা হামদানী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষের মধ্যে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য কে? তিনি বললেন, তোমার মা। এরপরও তোমার মা। এরপরও তোমার মা। এরপর তোমার পিতা। এরপর (ক্রমান্বয়ে) তোমার নিকটবর্তী জন। এরপর তোমার নিকটবর্তী জন।

٦٢٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُمَارَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَزَادَ فَقَالَ نَعَمْ وَاَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّ -

৬২৭১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এলো। ..... এরপর তিনি জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন। এতে তিনি অধিক বলেছেন, এরপর সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তোমার পিতার দোহাই...। তোমাকে অবশ্যই অবগত করা হচ্ছে।

٦٢٧٢- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِىْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ مَنْ اَبَرُّ وَفِىْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ اَىُّ النَّاسِ اَحَقُّ مِنِّىْ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ -

৬২৭২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আহমাদ ইব্ন খিরাশ (র) .. ইব্ন শুবরমা (র) থেকে এই সনদে উহায়ব বর্ণিত হাদীসে (সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার যোগ্য কে-?) উল্লেখ রয়েছে। আর মুহাম্মাদ ইব্ন তালহার হাদীসে — মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার কে রয়েছে। .... এরপর তিনি জারীর (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٦٢٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ) عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَىٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ -

৬২৭৩ . আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে (তাঁর কাছে) জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন : তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে তাদের উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জনের জিহাদ-সাধনা (চেষ্টা) কর।

٦٢٧٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ * قَالَ مُسْلِمُ اَبُوْ الْعَبَّاسِ اِسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخَ الْمَكِّىُّ -

৬২৭৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ... আবুল আব্বাস (র) বলেন যে, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে আসল! .... এরপর রাবী আগের মত উল্লেখ করেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবুল আব্বাসের নাম সাইব ইব্ন ফাররূখ মাক্কী (র)।

٦٢٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الاَعْمَشِ جَمِيعًا عَنْ حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬২৭৫. আবূ কুরায়ব (র) ... অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... আরেক সূত্রে কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) হাবীব (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٢٧٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ اَنَّ نَاعِمًا مَوْلَى اُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلَى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَىٌّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاَهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ اِلَى وَالِدَيْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا -

৬২৭৬. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এল। এরপর সে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য বায়আত করব। এতে আমি আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন : তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, বরং দু'জনই জীবিত আছেন। তিনি বললেন : তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র কাছে বিনিময় আকাঙ্ক্ষা করছ? সে বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন : তাহলে তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু'জনের সংগে সদাচরণপূর্ণ জীবন যাপন কর।

٢- بَابُ تَقْدِيْمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا

২. পরিচ্ছেদ : নফল সালাত ইত্যাদির উপর মাতাপিতার খিদমত অগ্রগণ্য

٦٢٧٧- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِى صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ اُمُّهُ قَالَ حُمَيْدٌ فَوَصَفَ لَنَا اَبُوْ رَافِعٍ صِفَةَ اَبِى هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُمَّهُ حِيْنَ دَعَتْهُ كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَافَوْقَ حَاجِبِهَا ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا اِلَيْهِ تَدْعُوْهُ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ اَنَا اُمُّكَ كَلِّمْنِى فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّى فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّىْ وَصَلاَتِى فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِى الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ يَاجُرَيْجُ اَنَا اُمُّكَ فَكَلِّمْنِى قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّىْ وَصَلاَتِى فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا جُرَيْجُ وَهُوَ ابْنِىْ وَاِنِّى كَلَّمْتُهُ فَاَبَى اَنْ يُكَلِّمَنِى اَللّٰهُمَّ فَلاَتُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ الْمُوْمِسَاتِ قَالَ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ اَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ قَالَ وَكَانَ رَاعِى ضَأْنٍ يَأْوِىْ اِلَى دَيْرِهِ قَالَ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِىْ فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقِيْلَ

لَهَا مَا هٰذَا قَالَتْ مِنْ صَاحِبِ هٰذَا الدَّيْرِ قَالَ فَجَاؤُوْا بِفُؤُسِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوْهُ يُصَلِّيْ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ قَالَ فَاَخَذُوْا يَهْدِمُوْنَ دَيْرَهُ فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ نَزَلَ اِلَيْهِمْ فَقَالُوْا لَهُ سَلْ هٰذِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فَقَالَ مَنْ اَبُوْكَ قَالَ اَبِيْ رَاعِي الضَّأْنِ فَلَمَّا سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْهُ قَالُوْا نَبْنِيْ مَاهَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ لاَوَلٰكِنْ اَعِيْدُوْهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلاَهُ ـ

৬২৭৭. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুরায়জ (বনী ইসরাঈলের এক আবিদ) তাঁর ইবাদতখানায় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। (একবার) তাঁর মাতা তাঁর কাছে এলেন। হুমায়দ (র) বলেন, আমাদের কাছে আবূ রাফি' এমন আকারে ব্যক্ত করেন, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মায়ের ডাকের আকার আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে ব্যক্ত করেছেন। কিরূপ তাঁর হাত তাঁর ভ্রূর উপর রাখছিলেন। এরপর তাঁর দিকে মাথা উঁচু করে তাঁকে ডাকছিলেন। বললেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। এই কথা এমন অবস্থায় বলছিলেন, যখন জুরায়জ সালাতে মশগুল ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্! (একদিকে) আমার মা আর (অপর দিকে) আমার সালাত (আমি কী করি?)"। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি তাঁর সালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন।এবং তাঁর মা ফিরে গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার আসলেন এবং বললেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা, তুমি আমার সংগে কথা বল। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্! আমার মা, আমার সালাত। তখন তিনি তাঁর সালাতে মশগুল রইলেন। তখন তাঁর মা বললেন, "হে আল্লাহ্! এই জুরায়জ আমারই ছেলে। আমি তার সংগে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সে আমার সংগে কথা বলতে অস্বীকার করল। হে আল্লাহ্! তার মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত না তাকে ব্যভিচারিণীর অপবাদ দেখাও।" নবী ﷺ বলেন, যদি তাঁর মাতা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বদ্ দু'আ করতেন তাহলে সে অবশ্যই সেই বিপদে পতিত হত। নবী ﷺ বলেন : এক মেষ রাখাল জুরায়জের ইবাদতখানায় (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। তিনি বলেন, এরপর গ্রাম থেকে মেয়েলোক বের হয়েছিল। উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এতে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাকে বলল, এই (সন্তান) কোথা থেকে? সে বলল, এই ইবাদতখানায় যে বাস করে, তার থেকে। তিনি বলেন, এরপর তারা শাবল-কোদাল ইত্যাদি নিয়ে এল এবং চীৎকার করে ডাক দিল। তখন জুরায়জ সালাতে মশগুল ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। তিনি বলেন, এরপর তারা তাঁর ইবাদতখানা ভাঙ্গতে লাগল। তিনি এ অবস্থা দেখে নীচে নেমে এলেন। এরপর তারা বলল, এই নারীকে জিজ্ঞাসা কর (সে কী বলছে)। তিনি বলেন, তখন জুরায়জ মৃদু হেসে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলল, আমার পিতা (সেই) মেষ-রাখাল। যখন তারা সে শিশুটির মুখে একথা শুনতে পেল তখন তারা বলল, (হে দরবেশ) আমরা তোমার ইবাদতখানার (গির্জার) যেটুকু ভেঙ্গে ফেলেছি তা সোনা-রূপা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না; বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করে দাও। এরপর তিনি তার ইবাদতখানায় উঠে গেলেন।

٦٢٧٨ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ اِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيْهَا فَاَتَتْهُ اُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَقَالَتْ

يَاجُرَيْجُ فَقَالَ يَارَبِّ اُمِّىْ وَصَلاَتِىْ فَاَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ يَاجُرَيْجُ فَقَالَ يَارَبِّ اُمِّىْ وَصَلاَتِىْ فَاَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ اَىْ رَبِّ اُمِّىْ وَصَلاَتِىْ فَاَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَتُمِتْهُ حَتّٰى يَنْظُرَ اِلَى وُجُوْهِ الْمُوْمِسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِىٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتُمْ لاَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ قَالَ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهَا فَاَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِىْ اِلٰى صَوْمَعَتِهِ فَاَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوْهُ وَهَدَمُوْا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَهُ فَقَالَ مَاشَأْنُكُمْ قَالُوْا زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِىِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ فَقَالَ اَيْنَ الصَّبِىُّ فَجَاؤُا بِهِ فَقَالَ دَعُوْنِىْ حَتّٰى اُصَلِّىَ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ اَتَى الصَّبِىَّ فَطَعَنَ فِىْ بَطْنِهِ وَقَالَ يَاغُلاَمُ مَنْ اَبُوْكَ قَالَ فُلاَنُ الرَّاعِىْ قَالَ فَاَقْبَلُوا عَلٰى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُوْنَهُ وَيَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ وَقَالُوْا نَبْنِى لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لاَ اَعِيْدُوْهَا مِنْ طِيْنٍ كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُوْا : وَبَيْنَا صَبِىٌّ يَرْضَعُ مِنْ اُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ اُمُّهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَ هٰذَا فَتَرَكَ الثَّدْىَ وَاَقْبَلَ اِلَيْهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِى مِثْلَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ قَالَ فَكَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِىْ ارْتِضَاعَهُ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِى فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا قَالَ وَمَرُّوْا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِىَ تَقُوْلُ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَتْ اُمُّهُ اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلِ ابْنِى مِثْلَهَا فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيْثَ فَقَالَتْ حَلْقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهُ فَقُلْتَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ وَمَرُّوْا بِهٰذِهِ الْاَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلِ ابْنِى مِثْلَهَا فَقُلْتَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا قَالَ اِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ وَاِنَّ هٰذِهِ يَقُوْلُوْنَ لَهَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا ـ

৬২৭৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তিনজন ব্যতীত কেউ দোলনায় কথা বলেনি। তার মধ্যে একজন ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ), আরেকজন জুরায়জ (রা)-এর ঘটনার শিশু। জুরায়জ (রা) ছিলেন একজন ইবাদতগুযার ব্যক্তি। তিনি একটি ইবাদতখানা তৈরি করে সেখানে অবস্থান করতেন। তখন তাঁর কাছে তাঁর মা আসলেন। তিনি সে সময় সালাতে মশগুল ছিলেন। মা ডাকলেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বলতে লাগলেন, হে পরওয়ারদিগার! (একদিকে) আমার মা ও (অপর দিকে) আমার সালাত। এরপর তিনি সালাতে মশগুল রইলেন। মা ফিরে গেলেন। পরের দিন তিনি আবার

তাঁর কাছে আসলেন। তখনও তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বললেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! একদিকে আমার মা (আমাকে ডাকছেন) আর (অন্য দিকে) আমার সালাত। এরপর তিনি সালাতে মশগুল রইলেন। তখন মা বললেন, হে আল্লাহ্! বদ্কার (পতিতা) স্ত্রীলোকের চেহারা দেখার আগে তুমি তার মৃত্যু দিয়ো না। এরপর বনূ ইসরাঈলদের মধ্যে জুরায়জ ও তার ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগল। (বনী ইসরাঈলের মধ্যে) সৌন্দর্যে উপমেয় এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ছিল। সে বলল, যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের সামনে তাকে (জুরায়জকে) ফিতনায় ফেলতে পারি। তিনি বলেন, এরপর সে সাজসজ্জা করে জুরায়জের সামনে উপস্থিত হয় (এবং তাঁকে ফুসলাতে চেষ্টা করে)। কিন্তু জুরায়জ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি। অবশেষে সে এক মেষ রাখালের কাছে এল। সে জুরায়জের ইবাদতখানায় আশ্রয় নিত। সে (পতিতা) তাকে নিজের দিকে প্রলুব্ধ করল। সে (রাখাল) তার উপর উপগত হল। এতে সে গর্ভবর্তী হয়ে গেল। যখন সে সন্তান প্রসব করল তখন বলে দিল যে, এই সন্তান জুরায়জের। লোকেরা (একথা শুনে) তাঁর কাছে এসে জড়ো হল এবং তাঁকে নীচে নেমে আসতে বাধ্য করল এবং তারা তার ইবাদতখানা ধ্বংস করে দিল আর তাকে প্রহার করতে লাগল। তখন তিনি (জুরায়জ) বললেন, তোমাদের ব্যাপার কী? তারা বলল, তুমি তো এই দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করেছ এবং তোমার পক্ষ থেকে সে সন্তান প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, শিশুটি কোথায়? তারা শিশুটি নিয়ে এলো। এরপর তিনি বললেন, আমাকে একটু অবকাশ দাও, আমি সালাত আদায় করে নেই। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং সালাত শেষে শিশুটির কাছে এলেন। এরপর তিনি শিশুটির পেটে টোকা দিয়ে বললেন, হে বৎস! তোমার পিতা কে? সে বলল, অমুক রাখাল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা জুরায়জের দিকে এগিয়ে আসল এবং তাঁকে চুম্বন করতে এবং তাঁর গায়ে হাত বুলাতে লাগল। এরপর বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানা স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না বরং পুনরায় মাটি দিয়ে তৈরি করে দাও, যেমন ছিল। লোকেরা তাই করল।

একদা এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। তখন উত্তম পোশাকে সজ্জিত এক লোক একটি হৃষ্টপুষ্ট সাওয়ারীর উপর সাওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তার মা বলল, হে আল্লাহ্! তুমি আমার ছেলেকে এর মত বানিয়ে দাও। তখন শিশুটি মাতৃস্তন ছেড়ে তার প্রতি লক্ষ্য করে বলল, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এর মত বানিও না।" এরপর সে আবার স্তনের দিকে ফিরে দুধ পান করতে লাগল। রাবী বলেন, মনে হয় যেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এখনো দেখছি যে, তিনি তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলি নিজ মুখে দিয়ে তা চুষে সেই শিশুটির দুধ পানের দৃশ্য দেখাচ্ছেন।

এরপর তিনি বর্ণনা করলেন যে, কিছু লোক একজন যুবতীকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তাকে তারা প্রহার করছিল এবং বলাবলি করছিল যে, তুই যিনা করেছিস, তুই চুরি করেছিস। সে বলছিল, حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'আল্লাহ্রই উপর আমার ভরসা; আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।' তখন তার মা বলল, হে আল্লাহ্! তুমি আমার পুত্রকে এর (দাসীর) মত বানিও না। তখন শিশুটি দুধপান ছেড়ে তার (দাসীর) প্রতি লক্ষ্য করে বলল, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এর (এই দাসীর) মত বানিয়ে দাও।" সে সময় মা ও পুত্রের মধ্যে আলাপ হল। তখন মা বলল, ঠাটা পড়ুক (দুর্ভাগা! এ কেমন কথা)। সুদর্শন এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহ্! তুমি আমার ছেলেকে এর মত বানিও"। তুমি বললে "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এর মত বানিও না"। এরপর লোকেরা এই দাসীকে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা তাকে প্রহার করছিল এবং বলছিল, তুই যিনা করেছিস, চুরি করেছিস। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্! তুমি আমার পুত্রকে তার মত বানিও না। আর তুমি বললে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তার মত বানাও। সে বলল, সেই আরোহী ব্যক্তি ছিল অত্যাচারী। তাই আমি বলেছি, হে

আল্লাহ্! তুমি আমাকে তার মত বানিও না। আর যে দাসীকে ওরা বলছিল, তুই যিনা করেছিস। আসলে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি এবং বলেছিল, চুরি করেছিস, অথচ সে চুরি করেনি। তাই আমি বললাম, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তার মত বানিয়ে দাও"।

٣- بَابُ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

৩. পরিচ্ছেদ : ধ্বংস সে ব্যক্তির, যে বার্ধক্যে পিতা-মাতা তাদের একজনকে পেয়েও জান্নাত পেল না

٦٢٧٩- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

৬২৭৯. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, আবার সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক! (দুঃখ-লজ্জায় মরে যাক!) বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কার ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করল না।

٦٢٨٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

৬২৮০. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞাসা করা হল, কার ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, এরপরও সে জান্নাতে প্রবেশ করল না।

٦٢٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِىْ سُهَيْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৬২৮১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তার নাক ধূলিমলিন হোক-কথাটি তিনবার বলেছেন। ..... এরপর তিনি উক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٤- بَابُ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَنَحْوِهِمَا

৪. পরিচ্ছেদ : পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব প্রমুখের সাথে সম্পর্ক রক্ষা

٦٢٨٢- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا

مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَاَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ فَقُلْنَا لَهُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ اِنَّهُمُ الْاَعْرَابُ وَاِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا هٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ ـ

৬২৮২. আবূ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন সারহ্ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা মুয়ায্যমার এক রাস্তায় আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সংগে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হল। আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার পিঠে সাওয়ার হতেন, সে গাধা তাকে সাওয়ারীর জন্য দিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ী তাকে দান করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) তাঁকে বললেন যে, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। (এত দেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল?) তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুজনের সংগে সদাচরণের সম্পর্ক রক্ষা করা।

٦٢٨٣ـ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ اَبِيْهِ ـ

৬২৮৩. আবূ তাহির (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম সদাচরণ (পুণ্য) হল পিতার বন্ধুর সংগে সদাচরণের সম্পর্ক বজায় রাখা।

٦٢٨٤ـ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ وَاللَّيْثُ بْنُ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ اِذَا مَلَّ رُكُوْبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّبِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذٰلِكَ الْحِمَارِ اِذْ مَرَّ بِهِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَالَ بَلَى فَاَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هٰذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اُشْدُدْبِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اَصْحَابِهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ اَعْطَيْتَ هٰذَا الاَعْرَابِىَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّبِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُوَلِّىَ وَاِنَّ اَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ ـ

৬২৮৪. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হতেন তখন তাঁর সংগে একটি গাধা থাকত। উটের সাওয়ারীতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে স্বস্তি লাভের জন্য তাতে

আরোহণ করতেন। আর তাঁর সাথে একটি পাগড়ী থাকত, যা তিনি মাথায় বেঁধে নিতেন। একদা তিনি উক্ত গাধায় আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে একজন বেদুঈন অতিক্রম করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি অমুকের পুত্র অমুকের পুত্র নও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এতে আরোহণ কর। তিনি তাকে পাগড়ীটিও দান করলেন এবং বললেন, এটি দ্বারা তোমার মাথা বেঁধে নাও। তখন তাঁর সংগীদের কেউ কেউ তাঁকে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি এই বেদুঈনকে গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর সাওয়ার হয়ে আপনি স্বস্তি লাভ করতেন এবং পাগড়ীটিও দান করলেন, যার দ্বারা আপনার মাথা বাঁধতেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হল কোন ব্যক্তির পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবের সংগে সদ্ভাব রাখা। আর এই বেদুঈনের পিতা ছিলেন উমর (রা)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

٥- بَابُ تَفْسِيْرُ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ

৫. পরিচ্ছেদ : পুণ্য ও পাপের ব্যাখ্যা

٦٢٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ -

৬২৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র) ... নাওয়াস ইব্ন সাম'আন আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি বললেন, পুণ্য হচ্ছে সচ্চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে যা তোমার বুকে (অন্তরে) খট্কা সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।

٦٢٨٦- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ (يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ اَقَمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِىْ مِنَ الْهِجْرَةِ اِلاَّ الْمَسْأَلَةُ كَانَ اَحَدُنَا اِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَىْءٍ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ -

৬২৮৬. হারূন ইব্ন সাঈদ আইলী (র) ... নাওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে এক বছর অবস্থান করি। আর একটি মাত্র কারণ আমাকে (স্থায়ীরূপে) হিজরত করা থেকে বিরত রাখে। তা হল দীনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ। আমাদের কেউ যখন হিজরত করে আসতো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করতো না। তিনি বলেন, অতএব আমি তাঁকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সদাচারণই পুণ্য আর যা তোমার অন্তরে খট্কা সৃষ্টি করে এবং যা লোকের সম্মুখে প্রকাশ করতে তুমি অপছন্দ কর, তাই পাপ।

٦- بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيمُ قَطِيعَتِهَا

৬. পরিচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তা বিচ্ছিন্ন করা হারাম

٦٢٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُعَاوِيَةَ (وَهُوَ ابْنُ اَبِى مُزَرِّدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ) حَدَّثَنِى عَمِّى اَبُوْ الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى اِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَذَاكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمَى اَبْصَارَهُم أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلَى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا -

৬২৮৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জামীল ইব্‌ন তারীফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ছাকাফী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন মাখলূক সৃষ্টি করে তা সমাপ্ত করলেন, তখন 'রাহিম' (আত্মীয়তা ও রক্ত-সম্বন্ধ) দাঁড়িয়ে বলল, এ হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। তিনি (আল্লাহ্‌র রাসূল) বললেন : হ্যাঁ। তুমি কি এতে তুষ্ট নও যে, যে তোমাকে সংযুক্ত রাখবে আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব, আর যে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব ? তখন সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার জন্য তাই হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইচ্ছা করলে তোমরা তিলাওয়াত করতে পার : "তোমরা কি অস্বীকার করতে পারবে যে, তোমাদের দায়িত্ব (ক্ষমতা)-প্রাপ্ত করা হলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেবে, এরাই তারা–যাদের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। এরপর তিনি তাদের বধির করে দিয়েছেন ও তাদের চোখগুলো দৃষ্টিহীন করে দিয়েছেন। তারা কি কুরআন সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"

٦٢٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِاَبِى بَكْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى مُزَرِّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِى وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِى قَطَعَهُ اللّٰهُ -

৬২৮৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'রিহ্‌ম' (আত্মীয়তার সম্বন্ধ) আল্লাহ্‌র আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন। আর যে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ্ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

٦٢٨٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ-

৬২৮৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ইব্‌ন আবূ উমর (রা) বলেন, সুফিয়ান বলেছেন, অর্থাৎ আত্মীয়তা সম্বন্ধ ছিন্নকারী।

٦٢٩٠- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ-

৬২৯০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসমা দুবাঈ (র) ... জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٦٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ -

৬২৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... যুহরীর সূত্রে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

٦٢٩٢- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اَوْ يُنْسَأَ فِي اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

৬২৯২. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যাকে এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, তার রিযিক (জীবিকায়) স্বচ্ছলতা দেয়া হোক অথবা (এবং) তার অবদান আলোচিত হোক (দীর্ঘায়ু দেয়া হোক) সে যেন তার আত্মীয়তার সম্বন্ধ সংযুক্ত রাখে।

٦٢٩٣- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

৬২৯৩. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়স (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার জীবিকার স্বচ্ছলতা চায় এবং সে দীর্ঘায়ু (তার অবদানের স্বীকৃতি) কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্বন্ধ সংযুক্ত রেখে চলে।

٦٢٩٤- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِيْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِيْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَيَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَيَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ -

৬২৯৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার আত্মীয়-স্বজন আছেন। আমি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ রক্ষা করি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি তাদের উপকার করি; কিন্তু তারা আমার অপকার করে। আমি তাদের সঙ্গে সহনশীলতার ব্যবহার করি আর তারা আমার সঙ্গে মূর্খতার আচরণ করে। তখন তিনি বললেন : তুমি যা বললে, যদি প্রকৃত অবস্থা তাই হয় তাহলে তুমি যেন তাদের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) থাকবে যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় বহাল থাকবে।

٧- بَابُ تَحْرِيْمِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُرِ

৭. পরিচ্ছেদ : পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও পশ্চাতে শত্রুতা হারাম

٦٢٩٥- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ -

৬২৯৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পর হিংসা করবে না, বিদ্বেষ করবে না এবং পরস্পর পশ্চাতে শত্রুতা করবে না। তোমরা সবই আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকবে আর কোন মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে তার ভাই এর সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা পরিত্যাগ করা হালাল নয়।

٦٢٩٦- حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ح وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ -

৬২৯৬. হাজিব ইবনুল ওয়ালীদ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦٢٩٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَلاَتَقَاطَعُوْا -

৬২৯৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, ইব্‌ন আবূ উমর ও আমর নাকিদ (র) ... যুহরী (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে ইব্‌ন উয়ায়না وَلاَتَقَاطَعُوْا (এবং তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না) অধিক বলেছেন।

٦٢٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِيْ ابْنَ زُرَيْعٍ) ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا رِوَايَةُ يَزِيْدَ عَنْهُ فَكَرِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ يَذْكُرُ الْخِصَالَ الاَرْبَعَةَ جَمِيْعًا وَاَمَّا حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَلاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَقَاطَعُوْا وَلاَتَدَابَرُوْا -

৬২৯৮. আবূ কামিল মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি‘ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... যুহরী থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে যুহরী সূত্রে ইয়াযীদের বর্ণনা, যুহরী থেকে সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ। তিনি চারটি বিষয় একত্রে উল্লেখ করেছেন। আর আবদুর রায্‌যাক (র)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : وَلاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَقَاطَعُوْا وَلاَتَدَابَرُوْا (তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে না, পরস্পর পশ্চাতে শত্রুতা করবে না)

٦٢٩٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَانَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا *

حَدَّثَنِيْهِ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ -

৬২৯৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা একে অপরের সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে না এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকবে।

আলী ইব্‌ন নাসর জাহযামী (র) ... শু‘বা (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অধিক বলেছেন, كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ (যে ভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন)।

٨- بَابُ تَحْرِيْمُ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلاَثٍ بِلاَ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ

৮. পরিচ্ছেদ : শরীআতসম্মত ওযর ব্যতিরেকে কোন মুসলমানের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম

٦٣٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ -

৬৩০০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাই এর সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়।

পথে-ঘাটে দু'জনের সাক্ষাত হলে একজন এই দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, অন্যজন ঐ দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। আর তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে প্রথমে সালাম করে।

٦٣٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِاِسْنَادِ مَالِكٍ وَمِثْلِ حَدِيْثِهِ اِلاَّ قَوْلَهُ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا فَاِنَّهُمْ جَمِيْعًا قَالُوْا فِىْ حَدِيْثِهِمْ غَيْرَ مَالِكٍ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا -

৬৩০১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... অন্য সূত্রে হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আরেক সূত্রে হাজিব ইবনুল ওয়ালীদ (র) ... অন্য সূত্রে ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল হানযালী মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি', আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... সবাই যুহরী (রা) থেকে মালিকের সনদে ও তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাঁর বক্তব্য 'فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا' এর পরিবর্তে মালিক ব্যতীত তাঁদের সকলেই বর্ণনা করেন 'فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا'। (দুই বাক্যই অভিন্ন অর্থে)

٦٣٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ -

৬৩০২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাফি' (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ঈমানদারের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা হালাল নয়।

٦٣٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِىْ ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَهِجْرَةَ بَعْدَ ثَلاَثٍ -

৬৩০৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন দিনের পরে সম্পর্ক পরিত্যাগ নেই (বৈধ নয়)।

٩- بَابُ تَحْرِيْمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا

৯. পরিচ্ছেদ : কু-ধারণা, দোষ অনুসন্ধান, (পার্থিব) লোভনীয় বিষয়ে প্রতিযোগিতা, ধোঁকাবাজী ইত্যাদি হারাম

٦٣٠٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

৬৩০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কু-ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কু-ধারণা সর্বাপেক্ষা মিথ্যা। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না, (গোয়েন্দাগিরী করে) গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না, তোমরা পরস্পর পার্থিব বিষয়ে সীমাহীন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না; পরস্পর পশ্চাতে শত্রুতা করো না বরং তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা রূপে ভাই ভাই হয়ে থাক।

٦٣٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَهَجَّرُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَيَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

৬৩০৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা সম্পর্ক ছিন্ন করো না। একে অন্যের পেছনে শত্রুতা করো না, একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করো না, অন্যের বেচা-কেনার উপর তুমি বেচা-কেনার চেষ্টা করো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা রূপে ভাই ভাই হয়ে থাক।

٦٣٠٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

৬৩০৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পরে হিংসা করবে না, একে অপরের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে না, ছিদ্রান্বেষণ করবে না, গুপ্ত দোষ অনুসন্ধান করো না এবং পরস্পর ধোঁকাবাজী (পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির) করবে না। আর তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা রূপে ভাই ভাই হয়ে থাক।

٦٣٠٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الْحُلْوَانِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ -

৬৩০৭. হাসান ইব্‌ন আলী হালওয়ানী ও আলী ইব্‌ন নাসর জাহযামী (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত যে, তোমরা একে অপরের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো না, একে অপরের পেছনে শত্রুতা করো না, পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করো না। আর তোমরা (আল্লাহ্‌র বান্দা রূপে) ভাই ভাই হয়ে থাক, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আদেশ করেছেন।

٦٣٠٨- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَتَنَافَسُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

৬৩০৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ দারিমী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অন্যের পেছনে শত্রুতায় লিপ্ত হবে না, পরস্পরে (পার্থিব বিষয়ে) লোভের প্রতিযোগিতা করবে না এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকবে।

١٠- بَابُ تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ

১০. পরিচ্ছেদ : মুসলমানের উপর যুলুম করা, তাকে অপদস্থ করা, তুচ্ছ জ্ঞান করা হারাম এবং তার খুন, ইয্‌যত-আবরু ও মালও (অমর্যাদাপূর্ণ হারাম)

٦٣٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ (يَعْنِىْ ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَتَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَيَخْذُلُهُ وَلاَيَحْقِرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ -

৬৩০৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, পরস্পর ধোঁকাবাজী করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ-করো না, একে অপরের (ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে) পশ্চাতে শত্রুতা করো না এবং একের বেচাকেনার উপর অন্যে বেচা-কেনার চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা রূপে ভাই ভাই হয়ে থাক। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং হেয় করবে না। তাক্‌ওয়া এইখানে, এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সীনার প্রতি ইশারা করলেন তিনবার। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় করে। কোন মুসলমানের উপর (প্রত্যেক) মুসলমানের সবকিছুই— জান-মাল ও ইয্‌যত-আবরু হারাম।

٦٣١٠- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اُسَامَةَ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَنَحْوَ حَدِيْثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَنْظُرُ اِلَى اَجْسَادِكُمْ وَلاَ اِلَى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ اِلَى صَدْرِهِ -

৬৩১০. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ... এরপর উসামা ইব্‌ন যায়দ দাঊদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে এই বর্ণনায় তিনি কিছুটা কমবেশি করেছেন। তারা উভয়ে যেটুকু অধিক উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের শরীর ও বাহ্যিক আকৃতির প্রতি নযর করেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এ সময় তিনি তাঁর আংগুলের দ্বারা নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন।

٦٣١١- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ -

৬৩১১. আমর নাকিদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি নযর করেন না; বরং তিনি নযর করেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।

١١- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الشَّحْنَاءِ وَالتَّهَاجُرِ

১১. পরিচ্ছেদ : শত্রুতা ও সম্পর্ক ত্যাগ করার নিষেধাজ্ঞা

٦٣١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا *

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِىِّ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ بِاِسْنَادِ مَالِكٍ نَحْوَ حَدِيْثِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ الدَّرَاوَرْدِىِّ اِلاَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ اِلاَّ الْمُهْتَجِرَيْنِ -

৬৩১২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছু শরীক করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার দীনী ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এই দু'জনকে আপোষ রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ রফার জন্য অবকাশ দাও।

যুহায়র ইব্ন হারব (র).... অন্য সূত্রে কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আহ্মাদ ইব্ন আবাদাহ দাব্বী (র) .... সুহায়ল (রা)-এর পিতার সূত্রে মালিকের সনদে তার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে দারাওয়ার্দী (র) বর্ণিত হাদীসে ইব্ন আবদাহ এর বর্ণনায় اِلاَّ الْمُتَهَاجِرَيْنَ আছে। আর কুতায়বা (র) বলেছেন, اِلاَّ الْمُهْتَجِرِيْنَ।

٦٣١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ تُعْرَضُ الاَعْمَالُ فِىْ كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ امْرأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ارْكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ارْكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ـ

৬৩১৩. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... মারফূ' রূপে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার আমলের ফিরিস্তি উপস্থাপন করা হয়। তখন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু সেদিন প্রত্যেক এমন বান্দাকে ক্ষমা করেন, যারা তাঁর সংগে কোন কিছুকে শরীক করে না। তবে এমন ব্যক্তিকে নয়, যার (দীনী) ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা আছে। তখন বলা হবে, এই দু'জনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে ফিরে আসে, এই দু'জনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে ফিরে আসে।

٦٣١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا اَوِ ارْكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا ـ

৬৩১৪. আবূ তাহির ও আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (রা) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মানুষের আমলনামা সপ্তাহে দু'বার - সোমবার ও বৃহস্পতিবার উপস্থাপন করা হয়। এরপর প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই-এর সাথে তার শত্রুতা আছে। তখন বলা হবে, এই দু'জনকে রেখে দাও অথবা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

١٢- بَابُ فِىْ فَضْلِ الْحُبِّ فِىْ اللّٰهِ

১২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসার ফযীলত

٦٣١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِى الْحُبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّىْ ـ

৬৩১৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলবেন, আমার মাহাত্ম্যের নিমিত্ত যারা পরস্পরকে ভালবেসেছে তারা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া দান করব। আজ এমন দিন, যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই।

٦٣١٦- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا

فَلَمَّا اَتَى عَلَيْهِ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ أُرِيْدُ اَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهُ فِىْ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ *

قَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ اَحْمَدَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوْيَةَ الْقُشَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهٰذَ الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৩১৬. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার ভাইকে দেখার জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফেরেশতা মোতায়েন করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশতার কাছে পৌঁছল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইরাদা করেছ? সে বলল, আমি এই গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখার জন্য যেতে চাই। ফেরেশতা বললেন, তার প্রতি কি তোমার কোন অনুগ্রহ আছে, যা তুমি আরো বৃদ্ধি করতে চাও? সে বলল, না। আমি তো শুধু মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্র জন্যই তাকে ভালবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই জন্য ভালবেসেছ।

١٣- بَابُ فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

১৩. পরিচ্ছেদ : রোগীর দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষার ফযীলত

٦٣١٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِيَانِ ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِدُ الْمَرِيْضِ فِىْ مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ -

৬৩১৭. সাঈদ ইব্ন মানসূর ও আবূ রাবী' (র) ... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ রাবী' (র) বলেছেন, তিনি হাদীসটি মারফূ' রূপে (অর্থাৎ নবী ﷺ থেকে) বর্ণনা করেছেন। আর সা'দ (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় সে বেহেশ্তের বাগানে অবস্থান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে না ফিরে আসে।

٦٣١٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ -

৬৩১৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী (র) ... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জান্নাতের ফলমূলের (বাগানে) অবস্থান করে।

٦٣١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ -

৬৩১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিছী (র) ... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন মুসলমান তার মুসলমান ভাইকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে যায় তখন সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জান্নাতের ফলমূলে (বাগানে) অবস্থান করে।

٦٣٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ زَيْدٍ (وَهُوَ اَبُوْ قِلَابَةَ) عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءِ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَاخُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا -

৬৩২০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের 'খুরফায়' (خرفة) অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! خُرْفَةُ الْجَنَّةِ (জান্নাতের খুরফায় অবস্থান করা) কী? তিনি বললেন, তার ফলমূল (বাগান)।

٦٣٢١- حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬৩২১. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র) ... আসিম আহ্ওয়াল (র) থেকে এই সনদে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٢٢- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ قَالَ يَارَبِّ وَكَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ -

৬৩২২. মুহম্মাদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ

হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার খোঁজ-খবর রাখনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করে আপনার খোঁজ-খবর করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, আপনি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে তার কাছেই আমাকে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে আপনাকে আহার করাতে পারি? অথচ আপনি সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে আপনাকে পান করাব, অথচ আপনি সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তা আমার কাছে পেতে।

١٤- بَابُ ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيْمَا يُصِيْبُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ حَتّٰى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا

১৪. পরিচ্ছেদ : মু'মিন ব্যক্তি কোন রোগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে পতিত হলে এমন কি তার গায়ে কাঁটা বিঁধল তার সাওয়াব

٦٣٢٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ مَكَانَ الْوَجَعِ وَجَعًا -

৬৩২৩. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাইতে রোগ যন্ত্রণার অধিক তীব্রতা আমি অন্য কোন ব্যক্তির উপর দেখিনি। উসমানের বর্ণনায় ' اَلْوَجَعُ ' এর স্থলে ' وَجَعًا ' উল্লেখ আছে।

٦٣٢٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ ح وَحَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِىْ ابْنَ جَعْفَرٍ) كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِ جَرِيْرٍ مِثْلَ حَدِيْثِهِ -

৬৩২৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয, ইবনুল মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার, বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ, আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আ'মাশ থেকে জারীর (র)-এর সনদে তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ

اللّٰه قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعَكًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ اِنِّي اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مِّنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِى۔

৬৩২৫. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি ছিলেন জ্বরাক্রান্ত। আমি তাঁকে আমার হাতে স্পর্শ করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি তো ভীষণভাবে জ্বরাক্রান্ত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, আমি এমন জ্বরাক্রান্ত হয়েছি, যেমন তোমদের দু'জনের হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমি বললাম, তা এ কারণে যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, কোন মুসলমান ব্যক্তির জ্বর কিংবা অন্য কোন কারণে বিপদ আপতিত হলে তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে তার গোনাহসমূহ মাফ করে দেন যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরায়। তবে যুহায়র বর্ণিত হাদীসে 'আমি আমার হাতে তাকে স্পর্শ করি', অংশটুকু নেই।

٦٣٢٦۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى غَنِيَّةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِ جَرِيْرٍ نَحْوَ حَدِيْثِهِ وَزَادَ فِى حَدِيْثِ اَبِى مُعَاوِيَةَ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسْلِمٌ۔

৬৩২৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আ'মাশ থেকে জারীর (রা)-এর সনদে তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর আবূ মুআবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসে অধিক আছে, তিনি বলেন, "হ্যাঁ, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, পৃথিবীতে যে কোন মুসলমান ..... ' (শেষ পর্যন্ত)।

٦٣٢٧۔ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ زُبَيْرُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلٰى عَائِشَةَ وَهِىَ بِمِنًى وَهُمْ يَضْحَكُوْنَ فَقَالَتْ مَا يُضْحِكُكُمْ قَالُوْا فُلاَنٌ خَرَّ عَلَى طُنُبِ فُسْطَاطٍ فَكَادَتْ عُنُقُهُ اَوْ عَيْنُهُ اَنْ تَذْهَبَ فَقَالَتْ لاَتَضْحَكُوْا فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ۔

৬৩২৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় কুরায়শী যুবক আয়েশা (রা)-এর কাছে গেল। তখন তিনি মিনায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় তারা

হাসছিল। আয়েশা (রা) বললেন, তোমাদের হাসির কারণ কি? তারা বলল, অমুক ব্যক্তি তাঁবুর রশির উপর পড়ে গেছে। ফলে তার ঘাড় কিংবা চোখ নিষ্পিষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি বললেন, তোমরা হেসো না। কেননা আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে কোন মুসলমানের গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয় কিংবা তার চাইতে অধিক (কোন আঘাত লাগে), তার পরিবর্তে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সে কারণে তার একটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٦٣٢٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً اَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً -

৬৩২৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব ও ইসহাক-হানজালী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ঈমানদার ব্যক্তির গায়ে একটি কাঁটার কিংবা তার চাইতে অধিক কোন আঘাত লাগলে আল্লাহ্ তা'আলা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন কিংবা তার একটি গোনাহ্ মাফ করে দেন।

٦٣٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةُ فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ قَصَّ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطِيْئَتِهٖ -

৬৩২৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তির শরীরে একটি কাঁটা বিদ্ধ হলে কিংবা তার চাইতে বড় কোন মুসীবত আপতিত হলে তার বদলে আল্লাহ্ তা'আলা তার একটি গোনাহ কর্তন করে (মাফ করে) দেন।

٦٣٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬৩৩০. আবূ কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣٣١- حَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَيُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُصِيْبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ اِلاَّ كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا -

৬৩৩১. আবূ তাহির (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের উপর যে কোন বিপদ আপতিত হলে তার বিনিময়ে তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়, এমনকি ক্ষুদ্র কোন কাঁটা বিদ্ধ হলেও।

٦٣٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيْبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ اِلاَّ قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ اَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ لاَيَدْرِىْ يَزِيْدُ اَيَّتَهُمَا قَالَ عُرْوَةُ -

৬৩৩২. আবূ তাহির (র) ...... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তির উপর যে কোন বিপদ আপতিত হলে, এমন কি একটি কাঁটা বিদ্ধ হলে, তার বিনিময়ে তার গোনাহ্ কর্তন করা হয় কিংবা (রাবী বলেছেন,) তার গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। ইয়াযীদ সঠিক বলতে পারেন না যে, উরওয়া (র) কোন্ শব্দটি উল্লেখ করেছেন, (' قُصَّ ' না ' كُفِّرَ ')।

٦٣٣٣- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ شَىْءٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيْبُهُ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً اَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ -

৬৩৩৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ঈমানদার ব্যক্তির উপর যে কোন বিপদ আপতিত হলে, এমনকি কোন কাঁটা বিঁধলেও আল্লাহ্ তার বিনিময়ে তার জন্য একটি সাওয়াব লিখেছেন; কিংবা তার একটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٦٣٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَايُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلاَنَصَبٍ وَلاَسَقَمٍ وَلاَحَزَنٍ حَتَّى الْهَمَّ يَهُمُّهُ اِلاَّ كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ -

৬৩৩৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, কোন ঈমানদার ব্যক্তি যে কোন ব্যথা-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ ভোগ করে, এমনকি যে দুর্ভাবনায় চিন্তাগ্রস্ত হয়। তার বিনিময়ে তার কোন গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

٦٣٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ (اَبِىْ) مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ يَعْمَلْ سُوْاً يُجْزَبِهِ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَبْلَغًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا فَفِىْ كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا اَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا * قَالَ مُسْلِمُ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ -

৬৩৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত مَنْ يَعْمَلْ سُوْأً يُجْزَبِهِ (যে ব্যক্তি কোনও মন্দ কাজ করে, তাকে তার শাস্তি দেয়া হবে। অবতীর্ণ হল কতক মুসলমানরা ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং সঠিক পন্থায় চলমান থাক। মুসলমানের প্রতিটি বিপদের বিনিময়ে এমনকি সে আছাড় খেলে কিংবা তার শরীরে কোন কাঁটা বিদ্ধ হলেও তাতে তার (গোনাহের) কাফ্ফারা হয়ে যায়। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, সনদের মধ্যবর্তী রাবী ইব্ন আবূ মুহায়সিন ছিলেন মক্কার অধিবাসী উমর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুহায়সিন (র)।

٦٣٣٦- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى اُمِّ السَّائِبِ اَوْ اُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَالَكِ يَا اُمَّ السَّائِبِ اَوْيَا اُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِيْنَ قَالَتِ الْحُمَّى لاَبَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا فَقَالَ لاَ تَسُبِّى الْحُمّٰى فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ ـ

৬৩৩৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল্ কাওয়ারীরী (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন উম্মু সাইব কিংবা উম্মুল মুসায়্যিব (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে হে উম্মু সাইব অথবা হে উম্মুল মুসায়্যিব! তুমি কাঁপছো কেন? তিনি বললেন, ভীষণ জ্বর, এতে আল্লাহ্ বরকত না দিন! তখন তিনি বললেন : তুমি জ্বরকে গালি দিয়ো না। জ্বর আদম সন্তানের গোনাহসমূহ বিদূরীত করে দেয়, যেভাবে (কামরের) হাঁপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।

٦٣٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالاَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اُرِيْكَ اِمْرَأَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّىْ اُصْرَعُ وَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُعَافِيَكِ قَالَتْ اَصْبِرُ قَالَتْ فَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَ اَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا ـ

৬৩৩৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল্ কাওয়ারীরী (র) ... আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী মহিলাকে দেখাবো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এই কৃষ্ণকায় মহিলা নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে বলেছিল, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং এই অবস্থায় আমি বিবস্ত্র হয়ে পড়ি। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও, যে ধৈর্যধারণ করবে তাহলে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে নিরাময় করে দেন। তখন সে বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। তবে আমি যে সে অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে পড়ি! কাজেই আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন আমি বিবস্ত্র না হই। তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন।

١٥- بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ

১৫. পরিচ্ছেদ : জুলুম করা হারাম

٦٣٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيْ ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا رَوٰى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ يَاعِبَادِيْ اِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا يَاعِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ اَهْدِكُمْ يَاعِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ اُطْعِمْكُمْ يَاعِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ اَكْسُكُمْ يَاعِبَادِيْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ اَغْفِرْلَكُمْ يَاعِبَادِيْ اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ يَاعِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا يَاعِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا يَاعِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَانَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ اِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ يَاعِبَادِيْ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَالَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ - قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ -

حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ مَرْوَانَ اَتَمُّهُمَا حَدِيْثًا -

قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا بِشْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ فَذَكَرُوْا الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ -

৬৩৩৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন বাহরাম দারিমী (র) ..... আবূ যার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যা তিনি আল্লাহ্ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেন, (অর্থাৎ হাদীছে কুদসী) ওহে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের উপর জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও তা হারাম সাব্যস্ত করছি। কাজেই তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ছিলে পথহারা, আমি যাকে সুপথ দেখিয়েছি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে আহার্য চাও, আমি তোমাদের আহার দান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন উলঙ্গ, আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র পরিধান করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন গোনাহ করে থাক। আর আমিই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত কামনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অনিষ্ট করার মত কিছুই খুঁজে পাবে না যা দিয়ে তোমরা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তোমরা কখনো আমার উপকার করার মত কোন কিছু খুঁজে পাবে না। যা দিয়ে করতে পারবে না, আমার উপকার করবে। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম ব্যক্তি– হতে তোমাদের শেষ ব্যক্তি, তোমাদের সকল মানুষ ও জ্বিন তোমাদের মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচাইতে বেশি ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মত হয়ে যাও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম, তোমাদের শেষ, তোমাদের সকল মানুষ, সকল জ্বিন তোমাদের মধ্যে যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ তার মত হয়ে যাও তাহলে আমার রাজত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বিন যদি কোন বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে চায় আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি তাহলে আমার কাছে যা আছে তাতে এর চাইতে বেশি ঘাটতি হবে না, (যদি আদৌ ঘাটতি হয়) যেমন কেউ সমুদ্রে একটি সূচ ডুবিয়ে দিলে যতটুকু ঘাটতি হয়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের আমলই তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি। এরপর পুরোপুরিভাবে তার বিনিময় দান করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। আর যে তা ব্যতীত অন্য কিছু (অকল্যাণ) পায়, তবে সে যেন নিজকেই দোষারোপ করে। সাঈদ (র) বলেন, আবূ ইদরীস খাওলানী (র) যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি দু'হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসতেন।

আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) ... সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে মারওয়ান (র) তাদের মধ্যে অধিক পূর্ণাঙ্গ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক (র) বলেন, বিশ্‌র (র)-এর পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসায়ন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, আমাদের কাছে আবূ মুসহির হাদীছ বর্ণনা করেছেন .... এই হাদীসটি পুরোপুরি উল্লেখ করেছেন।

٦٣٣٩- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهٖ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنِّىْ حَرَّمْتُ عَلٰى نَفْسِى الظُّلْمَ وَعَلٰى عِبَادِىْ فَلاَ تَظَالَمُوْا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهٖ وَحَدِيْثُ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الَّذِىْ ذَكَرْنَاهُ اَتَمُّ مِنْ هٰذَا -

৬৩৩৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তাঁর বরকতময় মহিমান্বিত পরওয়ারদিগার (থেকে হাদীছে কুদসী রূপে) বর্ণনা করেন, আমি আমার নিজের উপর ও বান্দাদের উপর যুলুমকে হারাম করে নিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরকে যুলুম করো না। এরপর রাবী হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ ইদরীস (র) বর্ণিত যে হাদীস আমরা বিবৃত করেছি তা এর চাইতে পূর্ণাঙ্গ।

٦٣٤٠ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ (يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوْا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ ـ

৬৩৪০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা জুলুমকে ভয় কর (জুলুম করা থেকে আত্মরক্ষা কর)। কেননা কিয়ামত দিবসে জুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা চরম লোভ-লালসা থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা এই লোভ-লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। তাই তাদের খুন-খারাবী ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করতে প্রলুব্ধ করেছে।

٦٣٤١ـ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُوْنُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ـ

৬৩৪১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই জুলুম কিয়ামত দিবসে বেশি অন্ধকারে পরিণত হবে।

٦٣٤٢ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُوْا الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَيُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৬৩৪২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... সালিমের পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করে না এবং তাকে দুশমনের হাতে সোপর্দও করে না। যে ব্যক্তি তার ভাই-এর প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে কিয়ামত দিবসে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।

٦٣٤٣ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَدِرْهَمَ لَهُ وَلاَمَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ

وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَن يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ـ

৬৩৪৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি বলতে পার, দরিদ্র (দেউলিয়া) কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও আসবাবপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো দরিদ্র। তখন তিনি বললেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত দরিদ্র, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, এর রক্ত ঝরিয়েছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, একে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

٦٣٤٤ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ـ

৬৩৪৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরীর নিকট থেকে শিং বিহীন বকরীর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

٦٣٤٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِىْ لِلظَّالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ـ

৬৩৪৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ জালিমকে অবকাশ দেন। এরপর তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে ছাড়েন না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন, "এভাবেই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও -যখন কোন জালিম জনপদবাসীকে তিনি পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তার পাকড়াও অত্যন্ত মর্মান্তিক, কঠোর।"

١٦ـ بَابُ نَصْرُ الْاَخِ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

১৬. পরিচ্ছেদ : (দীনী) ভাই জালিম হোক কিংবা মাজলূম তাকে সাহায্য করা

٦٣٤٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اقْتَتَلَ غُلاَمَانِ غُلاَمٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَغُلاَمٌ مِنَ الاَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ اَوِ الْمُهَاجِرُوْنَ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ وَنَادَى الاَنْصَارِ يَالَلاَنْصَارِىْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا دَعْوٰى اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوْا لاَ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اَنَّ غُلاَمَيْنِ اقْتَتَلاَ فَكَسَعَ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ قَالَ فَلاَبَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ اَخَاهُ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا اِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَاِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَاِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَلْيَنْصُرْهُ ـ

৬৩৪৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনূস (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি কিশোর একটি আনসার ও একটি মুহাজির কিশোর মারামারি করছিল। তখন মুহাজির কিশোর এ বলে ডাক দিল, হে মুহাজিরগণ! এবং আনসারী কিশোরও ডাকল হে আনসারগণ! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন এবং বললেন : এ কী ব্যাপার, জাহিলি যুগের লোকদের মত হাঁক-ডাক করছ? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! না, দু'টি কিশোর ঝগড়া করেছে। তাদের একজন অপরজনের নিতম্বে আঘাত করেছে। তখন তিনি বললেন : (ঠিক আছে) অসুবিধা নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত (তবে) তার ভাইয়ের সাহায্য করা, সে জালিম হোক কিংবা মাজলূম। যদি সে জালিম হয় তাহলে তাকে (জুলুম থেকে) বিরত রাখবে। এই হচ্ছে তার জন্য সাহায্য। আর যদি সে মাজলূম হয় তাহলে তাকে সাহায্য করবে।

٦٣٤٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ) قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُوْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الاَنْصَارِىُّ يَالَلاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىِّ فَقَالَ قَدْ فَعَلُوْهَا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الاَعَزُّ مِنْهَا الاَذَلَّ قَالَ عُمَرُ دَعْنِىْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ دَعْهُ لاَيَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ ـ

৬৩৪৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব, আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবাদা দাব্বিয়্যু ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন যে, আমর (র) জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা এক যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তখন একজন মুহাজির একজন আনসারের নিতম্বে আঘাত করল। সে সময় আনসারী চীৎকার করে বলল, হে আনসারীরা! আর মুহাজির ব্যক্তি ডাক দিল, হে মুহাজিরগণ! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কী ব্যাপার! জাহিলি যুগের মত হাঁক-ডাক কেন? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ একজন মুহাজির একজন আনসারীকে পাছায় আঘাত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা এসব (এরূপ কথাবার্তা) ছেড়ে দাও। কেননা, এ-তো দুর্গন্ধময়ী (ন্যাক্কারজনক)। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ঘটনাটি শুনে বলল, তারা কি এরূপ কাণ্ড ঘটিয়েছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার প্রবলরা (দেশীর) অবশ্যই দুর্বলকে (বিদেশীদের) বহিষ্কৃত করে দেবে। উমর (রা) বললেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ!) আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন তিনি বললেন, এটা ছেড়ে দাও, যাতে লোকেরা বলাবলি না করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাহাবীদের কতল করেন।

٦٣٤٨ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ فِىْ رِوَايَةِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا ـ

৬৩৪৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, ইসহাক ইব্ন মানসূর ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুহাজির একজন আনসারীকে পাছায় থাপ্পড় মেরেছিল। এরপর সে নবী ﷺ-এর কাছে এল এবং তাঁর কাছে প্রতিশোধ চাইল। তখন নবী ﷺ বললেন : এটা ছেড়ে দাও। কেননা, এ-তো নোংরা কাজ। আম্‌র সূত্রের হাদীসে ইব্ন মানসূর (র) বলেছেন যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে 'শুনেছেন'।

١٧ـ بَابُ تَرَاحُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ

১৭. পরিচ্ছেদ : মু'মিনদের পারস্পরিক দয়ার্দ্রতা সহমর্মিতা ও সহযোগিতা

٦٣٤٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ عَامِرِ الْاَشْعَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ اِدْرِيْسَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ

৬৩৪৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ আমির আশআরী, আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিন (ব্যক্তিগণ) ইমারত সদৃশ, যার এক অংশ আরেক অংশকে (এক ইঁট অন্য ইঁটিকে) মযবূত করে।

٦٣٥٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى ـ

৬৩৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়ার্দ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহ তাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে।

٦٣٥١ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ ـ

৬৩৫১. ইসহাক হানযালী (র)... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣٥٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمّٰى وَالسَّهَرِ

৬৩৫২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিনরা একজন ব্যক্তির ন্যায়। যখন তার মাথা অসুস্থ হয় তখন সমগ্র দেহই তাপ ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

٦٣٥٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَاِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

৬৩৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সমস্ত মুসলমান একজন ব্যক্তির মত। যদি তার চক্ষু পীড়িত হয় তবে তার সমগ্র দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদি তার মাথা অসুস্থ হয় তাহলে তার সমগ্র শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

٦٣٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

৬৩৫৪. ইব্ন নুমায়র (র) .. নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ السِّبَابِ

১৮ . পরিচ্ছেদ : গালি-গালাজ নিষিদ্ধ হওয়া

٦٣٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَاقَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ -

৬৩৫৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দু'ব্যক্তি যখন গালি-গালাজে লিপ্ত হয় তখন তাদের উভয়ের গোনাহ তার উপরই বর্তাবে যে প্রথমে শুরু করেছে; যতক্ষণ না মাজলূম সীমালংঘন করে।

١٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُعِ

১৯. পরিচ্ছেদ : ক্ষমা ও বিনয় পসন্দনীয়

٦٣٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ -

৬৩৫৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সাদাকা করলে সম্পদের ঘাটতি করে না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে দেন।

٢٠- بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ

২০. পরিচ্ছেদ : গীবত করা হারাম

٦٣٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ -

৬৩৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জান, গীবত কী জিনিস? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, (গীবত হল) তোমার ভাই -এর সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে। প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই-এর মধ্যে থেকে, থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তা হলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।

٢١- بَابُ بِشَارَةِ مَنْ سَتَرَاللّٰهُ تَعَالَى عَيْبَهُ فِيْ الدُّنيَا بِاَنْ يُسْتَرَ عَلَيْهِ فِيْ الْاٰخِرَةِ

২১. পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতে আল্লাহ্ যার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন আখিরাতেও তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার সু-সংবাদ

٦٣٥٨- حَدَّثَنِيْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عِنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَسْتُرُ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৫৮. উমাইয়া ইব্ন বিস্তাম আয়শী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে যে বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রেখেছেন, কিয়ামাত দিবসেও তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

٦٣٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنا سُهَيْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِيْ الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৫৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যদি অপর কারো দোষ-ত্রুটি দুনিয়াতে গোপন রাখে আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি কিয়ামত দিবসে গোপন রাখবেন।

٢٢- بَابُ مُدَارَاةِ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ

২২. পরিচ্ছেদ : কারো দুরাচরণের ভয়ে সহনশীলতা প্রদর্শন

٦٣٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ اَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ اَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ لَهُ الَّذِىْ قُلْتَ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ اَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ـ

৬৩৬০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন : তোমরা তাকে আসার অনুমতি দাও। সে তো সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তি (অথবা বললেন,) তার গোত্রের সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক। সে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করল তখন তিনি তার সংগে নম্র ভাষায় কথা বললেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি তো তার সম্বন্ধে যা বলার বললেন। এরপর তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললেন? তিনি বললেন, হে আয়েশা! কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌র কাছে ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্তরের বলে গণ্য হবে, যাকে লোকজন তার দুর্ব্যবহারের জন্য পরিত্যাগ করে।

٦٣٦١- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بِئْسَ اَخُو الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيْرَةِ ـ

৬৩৬১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি‘ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ইব্‌ন মুন্‌কাদির থেকে এই সনদে এ মর্মে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ‘بِئْسَ اَخُو الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيْرَةِ’ (গোত্রের মন্দ সদস্য এবং সমাজের নিকৃষ্ট লোক) বলেছেন।

٢٣- بَاب فَضْلِ الرِّفْقِ

২৩. পরিচ্ছেদ : নম্র ব্যবহারের ফযীলত

٦٣٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ ـ

৬৩৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে প্রকৃত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

٦٣٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ (يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ) كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِىِّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ -

৬৩৬৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) অন্য সনদে যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম .... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

٦٣٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ اَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ -

৬৩৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নম্রতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। কিংবা বলেছেন, যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হবে সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

٦٣٦٥- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ حَدَّثَنِىْ ابْنُ الْهَادِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ (يَعْنِى بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَايُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِىْ عَلٰى مَاسِوَاهُ -

৬৩৬৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজায়বী (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার জন্য এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার জন্য দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর জন্যও তা দান করেন না। (অথবা নম্রতা এমন কিছু অর্জন করা যায় যা কর্কশতা দিয়ে করা যায় না।)

٦٣٦٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ (وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىٍّ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرِّفْقَ لَايَكُوْنُ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا شَانَهُ -

৬৩৬৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয আম্বরী (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : নম্রতা যে কোন বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যেকোন বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে।

٦٣٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيْرًا فَكَانَتْ فِيْهِ صُعُوْبَةٌ فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

৬৩৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... শু'বা মিকদাম ইব্‌ন শুরায়হ্ ইব্‌ন হানী (র)-কে এই সনদে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি তাঁর হাদীসে অধিক বলেছেন, আয়েশা (রা) একটি উটের পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন। উটটি ছিল কঠোর স্বভাবের। তাই তিনি তাকে শক্তভাবে ফিরাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তোমার উচিত নম্র ব্যবহার করা। ..... পরবর্তী অংশ রাবী উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا

২৪. পরিচ্ছেদ : চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদিকে লা'নত করা নিষিদ্ধ

٦٣٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَاَمْرَأَةٌ مِنَ الاَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ خُذُوْا مَاعَلَيْهَا وَدَعُوْهَا فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَاَنِّي اَرَاهَا الْاٰنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَايَعْرِضُ لَهَا اَحَدٌ -

৬৩৬৮. আবূ বকর আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। সে সময় এক আনসারী মহিলা একটি উষ্ট্রীর পিঠে সাওয়ার ছিলেন। তিনি (তার আচরণে) বিরক্ত হয়ে তার উপর লা'নত করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এর উপরে যা আছে তা নিয়ে নাও এবং একে ছেড়ে দাও। কেননা, সে তো অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে। ইমরান (রা) বলেন, আমি যেন সেই উষ্ট্রীটি এখনও দেখছি, যে মানুষের মাঝে হাঁটছে; অথচ কেউ তাকে বিরক্ত করছে না।

٦٣٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادِ اِسْمَاعِيْلَ نَحْوَ حَدِيْثِهِ اِلاَّ اَنَّ فِي حَدِيْثِ حَمَّادٍ قَالَ عِمْرَانُ فَكَاَنِّي اَنْظُرُ اِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ وَفِي حَدِيْثِ الثَّقَفِيِّ فَقَالَ خُذُوْا مَاعَلَيْهَا وَاَعْرُوْهَا فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ -

৬৩৬৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ রাবী' ও ইব্‌ন আবূ উমর (রা) .... ইসমাঈল (র)-এর সনদে আইউব (র) থেকে তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদ (র) বর্ণিত হাদীসে ইমরান (র) বলেছেন, " فَكَأَنِّى اَنْظُرُ الَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ " (আমি যেন সেই মেটো রং এর উষ্ট্রীটি এখানো দেখতে পাচ্ছি); আর সাকাফী (র) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ' خُذُوْا مَاعَلَيْهَا وَاَعْرُوْهَا فَانَّهَا مَلْعُوْنَةٌ ' 'এর উপর যা কিছু আছে তা নামিয়ে ফেল এবং তাকে খালি করে দাও। কেননা, সে তো অভিশপ্ত।'

٦٣٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ اِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلَ فَقَالَتْ حَلْ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهَا قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ -

৬৩৭০. আবূ কামিল জাহদারী ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন (র) ... আবূ বারযাহ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক কিশোরী একটি উটনীর উপর আরোহিত ছিল। সেটির উপরে তার গোত্রের কিছু মালামাল ছিল। হঠাৎ সে নবী ﷺ-কে দেখতে পেল এবং তাদের জন্য রশি সংকীর্ণ হলে বলল, حَلْ اَللّٰهُمَّ اَلْعَنْهَا 'হাল' (উট চালনার শব্দ) 'হে আল্লাহ্! এর উপর লা'নত বর্ষণ করুন'। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : যে উট্‌নীর উপর লা'নত করা হয়েছে, সেটি যেন আমাদের সংগে না থাকে।

٦٣٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ) جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ الْمُعْتَمِرِ لَا اَيْمُ اللّٰهِ لَاتُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللّٰهِ اَوْ كَمَا قَالَ -

৬৩৭১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও সুলায়মান তায়মী (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মু'তামির (র) বর্ণিত হাদীসে এইটুকু বেশি বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের সংগে যেন সেই উটনীটি না থাকে, যার উপর আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে, (কিংবা তিনি যেভাবে বলেছেন)।

٦٣٧٢- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَنْبَغِىْ لِصِدِّيْقٍ اَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا -

حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬৩৭২. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একজন সিদ্দীকের পক্ষে লা'নতকারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

আবূ কুরায়ব (র) ... 'আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣٧٣- حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ اِلَى اُمِّ الدَّرْدَاءِ بِاَنْجَادٍ (با بجاد) مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا اَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا خَادِمَهُ فَكَاَنَّهُ اَبْطَاَ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ اُمُّ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِيْنَ دَعَوْتَهُ فَقَالَتْ سَمِعْتُ اَبَاالدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَشُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৭৩. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)... যায়দ ইব্ন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান উম্মু দারদা (রা)-এর কাছে তার নিজের পক্ষ থেকে কিছু গৃহ সজ্জার সামগ্রী পাঠালেন। রাতে আবদুল মালিক নিদ্রা থেকে জেগে তার খাদিমকে ডাকলেন। সে তার কাছে আসতে দেরী করে ফেলল। এতে তিনি তাকে লা'নত করলেন। সকাল হলে উম্মু দারদা (রা) তাঁকে বললেন, আমি শুনলাম যখন আপনি রাতে আপনার খাদিমকে ডেকেছিলেন তখন তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, আমি আবূ দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারী কিংবা সাক্ষ্যদাতা হতে পারবে না।

٦٣٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنٰى حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ -

৬৩৭৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ গাস্সান মিসমা'ঈ ও আসিম ইব্ন নাযর তায়মী ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ..... যায়দ ইব্ন আসলাম (র) থেকে এই সনদে হাফস ইব্ন মায়সারা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ وَاَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لاَيَكُوْنُوْنَ شُهَدَاءَ وَلاَشُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৭৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবে না।

٦٣٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيَانِ الْفَزَارِىَّ) عَنْ يَزِيْدَ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اِنِّى لَمْ اُبْعَثْ لَعَّانَاوَاِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً -

৬৩৭৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্কে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি মুশরিকদের জন্যে বদ্ দু'আ করুন। তিনি বললেন : আমি তো লা'নতকারী রূপে প্রেরিত হইনি; আমি প্রেরিত হয়েছি রহমত স্বরূপ।

٢٥۔ بَابُ مَنْ لَعْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ سَبَّهُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ اَهْلاً لِذٰلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَاَجْرًا وَرَحْمَةً

২৫. পরিচ্ছেদ : যাদের উপর নবী ﷺ লা'নত করেছেন, তিরস্কার করেছেন অথবা বদ দু'আ করেছেন; অথচ তারা এর যোগ্য নয়, তাদের জন্য তা পবিত্রতা, পুরস্কার ও রহমত স্বরূপ

٦٣٧٧. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاَنِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لاَ اَدْرِىْ مَاهُوَ فَاَغْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا اَصَابَهُ هٰذَانِ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا قَالَ اَوَمَا عَلِمْتِ مَاشَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّى قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ لَعَنْتُهُ اَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَاَجْرًا ۔

৬৩৭৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলো। তারা তাঁর সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করল। তা কী ছিল, আমি জানি না। তারা তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছিল। তিনি তাদের দু'জনকে লা'নত করলেন এবং তিরস্কার করলেন। যখন তারা বের হয়ে গেল আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! যারা আপনার কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করল। তারা তো করল, কিন্তু এরা দু'জনে তো তা পেল না। তিনি বললেন : সে কী ব্যাপার! তিনি (আয়েশা-রা) বললেন, আপনি তো তাদের লা'নত দিয়েছেন এবং তিরস্কার করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি জান না, আমার প্রতিপালকের সঙ্গে আমার কী শর্তাশর্তি হয়েছে ? আমি বলেছি : "হে আল্লাহ্! আমি একজন মানুষ। আমি কোন মুসলমানকে লা'নত করলে কিংবা তিরস্কার করলে তা তুমি তার জন্য পবিত্রতা ও প্রতিদান বানিয়ে দিও।"

٦٣٧٨۔ حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيْعًا عَنْ عِيْسٰى بْنِ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ عِيْسٰى فَخَلَوْا بِهِ فَسَبَّهُمَا وَلَعَنَهُمَا وَاَخْرَجَهُمَا ۔

৬৩৭৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব, আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ঈসা (র) বর্ণিত হাদীসে রাবী বলেন, এরপর তারা (দু'জন) তাঁর সঙ্গে একান্তে মিলিত হল, তখন তিনি তাদের উভয়কে তিরস্কার করলেন এবং তাদের লা'নত দিয়ে বের করে দিলেন।

٦٣٧٩۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ اَوْلَعَنْتُهُ اَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَ رَحْمَةً ۔

৬৩৭৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "হে আল্লাহ্! আমিও তো একজন মানুষ। সুতরাং আমি কোন মুসলমানকে গালি দিলে কিংবা তাকে লা'নত করলে অথবা তাকে চাবুক মারলে তখন তুমি তার জন্য তা পবিত্রতা ও রহমত বানিয়ে দিও।"

٦٣٨٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّ فِيْهِ زَكَاةً وَاَجْرًا ـ

৬৩৮০. ইব্‌ন নুমায়র (র) ... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার হাদীসে ('رَحْمَةً'-এর স্থলে) 'زَكَاةً وَّاَجْرًا' -উল্লেখিত রয়েছে।

٦٣٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ مِثْلَ حَدِيْثِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ عِيْسٰى اجْعَلْ وَاَجْرًا فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَجَعَلَ رَحْمَةً فِىْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ـ

৬৩৮১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আ'মাশ (র) থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ঈসা (র) বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে اجعلْ ও اَجْرا এবং জাবির (রা)-এর হাদীসে تجْعَلْ ও رَحْمَةً আছে।

٦٣٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِىْ اِبْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِىَّ) عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلاَةً وَ زَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৬৩৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হচ্ছি– (আশা করি) আপনি কখনো তার বিপরীত করবেন না। আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং আমি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিলে, গালি দিলে, লা'নত করলে, তাকে চাবুক লাগালে তা তার জন্য রহমত, পবিত্রতা ও নৈকট্য বানিয়ে দিবেন, যার দ্বারা তাকে সে কিয়ামত দিবসে আপনার নৈকট্য প্রদান করবেন।

٦٣٨٣- حَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ اَوْ جَلَدُّهُ قَالَ اَبُو الزِّنَادِ هِىَ لُغَةُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاِنَّمَا هِىَ جَلَدْتُهُ ـ

৬৩৮৩. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... আবূ যিনাদ (র) এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য এইটুকু যে, তিনি বলেছেন, 'اَوْ جَلَدُّهُ' (কিংবা আমি চাবুক মেরেছি) আবূ যিনাদ (র) বলেন, এই শব্দটি আবূ হুরায়রা (রা)-এর বিভিন্ন উচ্চারণ। আসলে এটি 'جَلَدْتُهُ' এর একটি উপভাষ্য।

٦٣٨٤- حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

৬৩৮৪. সুলায়মান ইব্‌ন মা'বাদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ وَاِنِّى قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ اٰذَيْتُهُ اَوْ سَبَبْتُهُ اَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৮৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... নাসরিদের আযাদকৃত গোলাম সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ তো একজন মানুষ। তিনি রাগান্বিত হন যেভাবে একজন মানুষ রাগান্বিত হয়। আর আমি আপনার কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছি, (আমার আশা) আপনি কখনো তার বিপরীত করবেন না। সুতরাং কোন মু'মিনকে আমি কষ্ট দিলে কিংবা তাকে গালি দিলে অথবা তাকে কোড়া লাগালে তা আপনি তার জন্য কাফ্‌ফারা ও নৈকট্য (লাভের ওসীলা) বানিয়ে দিন; যার দ্বারা কিয়ামত দিবসে সে আপনার নৈকট্য দান করবেন।

٦٣٨٦- حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৮৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "হে আল্লাহ্! আমি কোন ঈমানদার বান্দাকে তিরস্কার করলে তুমি তা তার জন্য কিয়ামত দিবসে তোমার নৈকট্য (লাভের মাধ্যম) বানিয়ে দিও।"

٦٣٨٧- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ اَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ كَفَّارَةً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৮৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছি, (আমার আশা ও বিশ্বাস যে,) আপনি কখনো তার বিপরীত করবেন না। (এ মর্মে যে,) আমি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তিরস্কার করলে কিংবা চাবুক মারলে আপনি তার জন্য তা কিয়ামত দিবসে কাফ্‌ফারা বানিয়ে দিন।

٦٣٨٨- حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلٰى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ اَوْ شَتَمْتُهُ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ لَهُ زَكَاةً وَاَجْرًا *

حَدَّثَنِيْهِ ابْنُ اَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬৩৮৮. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) ...জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমি তো একজন মানুষ। আমি আমার প্রতিপালকের সঙ্গে শর্ত (প্রতিশ্রুতি)বদ্ধ হয়েছি যে, কোন মুসলমান বান্দাকে আমি ভর্ৎসনা করলে কিংবা তিরস্কার করলে তা যেন তার জন্য পবিত্রতা ও প্রতিদান (হিসাবে গণ্য) হয়।

٦٣٨٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ اُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيْمَةٌ وَهِيَ اُمُّ اَنَسٍ فَرَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْيَتِيْمَةَ فَقَالَ اَنْتِ هِيَهْ لَقَدْ كَبِرْتِ لاَكَبِرَ سِنُّكِ فَرَجَعَتِ الْيَتِيْمَةُ اِلَى اُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ مَالَكِ يَابُنَيَّةُ قَالَتِ الْجَارِيَةُ دَعَا عَلَيَّ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَيَكْبَرَ سِنِّي فَالاٰنَ لاَيَكْبَرُ سِنِّي اَبَدًا اَوْ قَالَتْ قَرْنِي فَخَرَجَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوْثُ خِمَارَهَا حَتّٰى لَقِيَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكِ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَدَعَوْتَ عَلٰى يَتِيْمَتِي قَالَ وَمَا ذَاكِ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ زَعَمَتْ اَنَّكَ دَعَوْتَ اَنْ لاَيَكْبَرَ سِنُّهَا وَلاَيَكْبَرَ قَرْنُهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ اَمَّا تَعْلَمِيْنَ اَنَّ شَرْطِي عَلٰى رَبِّي اِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلٰى رَبِّي فَقُلْتُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَاَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَاَيُّمَا اَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ اُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِاَهْلٍ اَنْ يَّجْعَلَهَا لَهُ طَهُوْرًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ اَبُوْ مَعْنٍ يُتَيِّمَةٌ بِالتَّصْغِيْرِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلاَثَةِ مِنَ الْحَدِيْثِ -

৬৩৮৯. যুহায়র ইব্ন হার্‌ব ও আবূ মা'আন রাকাশী (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেক বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর মাতা উম্মু সুলায়মের কাছে একটি ইয়াতীম বালিকা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখে

বললেন : এই মেয়ে, তুমি তো বেশ বড় হয়েছ; তবে (আমার বয়স বড় না হোক) তুমি দীর্ঘজীবী না হও। তখন ইয়াতীম বালিকাটি উম্মু সুলায়মের কাছে ফিরে গেল। তখন উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, তোমার কী হয়েছে ? ওহে আমার পিচ্চি মিষ্টি মেয়ে! মেয়েটি বলল, নবী ﷺ আমাকে বদ্ দু'আ করেছেন। তিনি বলেছেন : আমার বয়স যেন বড় না হয় (আমি দীর্ঘজীবী না হই)। সুতরাং এখন থেকে আমি আর বয়সে বড় হব না। অথবা সে ' سِنِّيْ ' এর স্থলে ' قَرْنِيْ ' (আমার চুল) বলেছিল। একথা শুনে উম্মু সুলায়ম (রা) তাড়াতাড়ি ওড়না পরে বেরিয়ে পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁকে (লক্ষ্য করে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কী ব্যাপার, হে উম্মু সুলায়ম! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আপনি কি আমার ইয়াতীম বালিকাটিকে বদ্ দু'আ করেছেন? তিনি বললেন : হে উম্মু সুলায়ম! তা কি ? (কিসের বদ্ দু'আ?) উম্মু সুলায়ম বললেন, সে তো বলছে যে, আপনি তাকে বদ্ দু'আ করেছেন যেন তার বয়স না বাড়ে কিংবা তার চুল বৃদ্ধি না পায়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকী হাসি দিয়ে বললেন : হে উম্মু সুলায়ম! তুমি কি জাননা যে, আমার প্রতিপালকের সঙ্গে এই মর্মে আমি শর্ত (প্রতিশ্রুতি)বদ্ধ হয়েছি এবং আমি বলেছি যে, আমি তো একজন মানুষ। মানুষ যাতে সন্তুষ্ট হয় আমিও তাতে সন্তুষ্ট হই। আমিও অসন্তুষ্ট হই যে ভাবে মানুষ রাগান্বিত হয়ে থাকে। সুতরাং আমি আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তিকে বদ্ দু'আ করলে সে যদি তার যোগ্য না হয় তাহলে তা তার জন্য পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধি ও নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়ে দিন, যা তাকে কিয়ামত দিবসে সে আপনার নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে। আবূ মাআন (র) উল্লেখিত তার হাদীসে তিন জায়গায় (' يَتِيْمَةُ ' -এর স্থলে) ' يُتَيْمَةُ ' (তাসগীর রূপে উল্লেখ করেছেন, (যার অর্থ ছোট ইয়াতীম বালিকা)।

٦٣٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ قَالَ فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً وَقَالَ اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ قَالَ لِيَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لاَ أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قُلْتُ لأُمَيَّةَ مَا حَطَأَنِي قَالَ فَقَدَنِي فَقْدَةً -

৬৩৯০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আনাযী ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি বালকদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে এলেন। সে সময় আমি একটি দরজার আড়ালে আত্মগোপন করলাম। তিনি বলেন : তিনি আমাকে (আদর করে) কাঁধে থাপ্পড় দিলেন এবং বললেন, যাও, মুআবিয়াকে আমার নিকট ডেকে আন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, তিনি আহার করছেন। (আমি ফিরে এল) তিনি বলেন, এরপর তিনি আমাকে আবার বললেন, যাও, মুআবিয়াকে আমার কাছে ডেকে আন। তখন আমি তার কাছে গেলাম এবং (ফিরে এসে) বললাম, তিনি আহার করছেন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্ যেন তার উদর পূর্তি না করেন। ইবনুল মুসান্না (র) বলেন, আমি উমায়্যাকে বললাম, ' حَطَأَنِيْ '-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, ' فَقَدَنِيْ فَقْدَةً ' অর্থাৎ তিনি আমাকে (আদর করে) কাঁধে চাপড় দিলেন।

٦٣٩١- حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَبَأْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

৬৩৯১. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ... আবূ হামযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি বালকদের সঙ্গে খেলছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে এলেন। তখন আমি তাঁর থেকে আত্মগোপন করলাম। ... এরপর তিনি তার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٦- بَابُ ذَمِّ ذِى الْوَجْهَيْنِ وَتَحْرِيْمِ فِعْلِهِ

২৬. পরিচ্ছেদ : দ্বি-মুখী লোক ও তার কাজের নিন্দা প্রসঙ্গে

٦٣٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ -

৬৩৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ দুই মুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে এই দলের কাছে এক চেহারায় আসে এবং অন্য দলের কাছে অন্য চেহারায় যায়।

٦٣٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُوالْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ -

৬৩৯৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন জুরায়জ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : সর্বাপেক্ষা মন্দ মানুষ সে, যে দুই মুখ বিশিষ্ট, একদলের কাছে এক মুখী হয়ে আসে ও অন্য দলের কাছে আরেক মুখী হয়ে যায়।

٦٣٩٤- حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ -

৬৩৯৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) অন্য সনদেও যুহায়র হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হিসেবে দুই চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে পাবে; যে এই দলের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসবে, ঐ দলের কাছে অন্য চেহারা নিয়ে যাবে।

٢٧- بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِذْبِ وَبَيَانُ الْمُبَاحِ مِنْهُ

২৭. পরিচ্ছেদ : মিথ্যাবলা হারাম ও তার মুবাহ্ (বৈধ) হওয়া প্রসঙ্গে

٦٣٩٥- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ اُمَّهُ اُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ اَبِي مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ اَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ كَذِبٌ اِلاَّ فِي ثَلاَثٍ الْحَرْبُ وَالْاِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيْثُ الرَّجُلِ اِمْرَاَتَهُ وَحَدِيْثُ الْمَرْاَةِ زَوْجَهَا -

৬৩৯৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... হিজরতকারিণীদের মধ্যে নবী ﷺ-এর হাতে প্রথম বায়'আত গ্রহণকারী নারীদের অন্যতমা উম্মু কুলসুম (রা) বিন্ত উকবা ইব্ন আবী মু'আয়ত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলছেন : সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে আপোষ মীমাংসা করিয়ে দেয়। সে কল্যাণের জন্যই বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোগলখুরী (কূটনামী) করে।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোন বিষয়ে মিথ্যা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে আমি শুনিনি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে, লোকদের মাঝে আপোষ-মীমাংসার জন্য এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কথা ও স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কথা প্রসঙ্গে।

٦٣٩٦- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ وَقَالَتْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ اِلاَّ ثَلاَثٍ بِمِثْلِ مَاجَعَلَهُ يُوْنُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ -

৬৩৯৬. আমর নাকিদ (র) ... মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সালিহ্ (র) বর্ণিত হাদীসে একটু পার্থক্য রয়েছে। তিনি (রাবী) বলেন, আর লোকেরা যা বলে তাতে তাঁর অন্য কিছুর অনুমতি দানের কথা আমি শুনিনি তিনটি ব্যতীত, যা ইব্ন শিহাব (র)-এর উক্তিরূপে ইউনুস (র) বর্ণনা করেছেন।

٦٣٩٧- وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلَى قَوْلِهِ وَنَمَى خَيْرًا وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ -

৬৩৯৭. আমর নাকিদ (র) ... যুহরী (রা) থেকে এই সনদে তার উক্তি ' نَمَى خَيْرًا ' (কল্যাণের খাতিরেই চোগলখুরী করে) পর্যন্ত বর্ণিত আছে। এর পরের অংশ তিনি উল্লেখ করেননি।

٢٨- بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ

২৮. পরিচ্ছেদ : কূটনামী হারাম হওয়া

٦٣٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِىَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ صِدِّيْقًا وَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ كَذَّابًا ـ

৬৩৯৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন : সাবধান! আমি তোমাদের জানাচ্ছি আযহ (عَضْه) কী? এ হচ্ছে কূটনামী (কুৎসা রটনা) করা, যাতে মানুষের মাঝে বৈরিতার সৃষ্টি হয়। মুহাম্মাদ ﷺ আরও বলেছেন : কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলতে বলতে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেউ মিথ্যা বলতে বলতে 'মিথ্যাবাদী' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।

٢٩- بَابُ قُبْحِ الْكِذْبُ وَحُسْنِ الصِّدْقِ وَفَضْلِهِ

২৯. পরিচ্ছেদ : মিথ্যার কদর্যতা এবং সত্যের সৌন্দর্য ও তার ফযীলত

٦٣٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ لأخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِوَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ كَذَّابًا ـ

৬৩৯৯. যুহায়ব ইব্ন হারব, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সত্যবাদিতা নেকীর দিকে পথ প্রদর্শন করে আর নেকী জান্নাতের পথ নির্দেশ দেয়। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে 'সত্যবাদী' রূপে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়। আর মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে পথ দেখায়। কোন মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে এমনকি আল্লাহ্‌র কাছে তার নাম মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।

٦٤٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكِذْبَ فُجُوْرٌ وَاِنَّ

الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ كَذَّابًا قَالَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِىْ رِوَايَتِهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৪০০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও হান্নাদ ইব্ন সারিঙ্গ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সত্যবাদিতা তো নেকী; আর নেকী জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। কোন বান্দা সত্যের সাধনা করলে অবশেষে 'সত্যবাদী' হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মিথ্যা পাপ এবং পাপ জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। আর কোন বান্দা মিথ্যায় লেগে থাকলে অবশেষে তার নাম 'মিথ্যাবদী' হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইব্ন আবূ শায়বা (র) তার বর্ণিত হাদীসে 'নবী ﷺ থেকে' বলেছেন।

٦٤٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ قَالاَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا -

৬৪০১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সত্য আঁকড়িয়ে ধরা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে, আর নেকী জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করলে ও সত্যের সাধনায় সংকল্পবদ্ধ হলে আল্লাহ্র কাছে সে 'সত্যবাদী'রূপে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সাবধান থাক! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ (নিশ্চিত জাহান্নামের) আগুনের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হলে এবং মিথ্যার খোঁজে সংকল্পবদ্ধ হলে তার নাম আল্লাহ্র কাছে 'মিথ্যাবাদী'রূপে লিপিবদ্ধ হয়।

٦٤٠٢- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ حَدِيْثِ عِيْسٰى وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ -

৬৪০২. মিনজাব ইবনুল হারিছ তামিমী (র) ... ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ঈসা (র)-এর হাদীসে يَتَحَرَّى الصِّدْقَ উল্লেখ করেননি। আর ইব্ন মুসহির (র) বর্ণিত হাদীসে অবশেষে 'يَتَحَرَّى الْكِذْبَ' কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

٣٠- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبِأَيِّ شَىْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ

৩০. পরিচ্ছেদ : ক্রোধের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ফযীলত এবং কিসে ক্রোধ দূর হয় তার বর্ণনা

٦٤٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَعُدُّوْنَ الرَّقُوْبَ فِيْكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّذِىْ لاَيُوْلَدُ لَهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوْبِ وَلٰكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِىْ لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا قَالَ فَمَا تَعُدُّوْنَ الصُّرْعَةَ فِيْكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّذِىْ لاَيَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ لَيْسَ بِذٰلِكَ وَلٰكِنَّهُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ

৬৪০৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও উসমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে 'সন্তানহীন' বলে গণ্য কর? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যার সন্তান হয় না তাকেই সন্তানহীন মনে করি। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি সন্তানহীন নয়, বরং সেই ব্যক্তিই সন্তানহীন, যে তার কোন সন্তানই আগে পাঠায়নি (অর্থাৎ যার জীবদ্দশায় তার সন্তান মৃত্যুবরণ করেনি)। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে পাহ্‌লোয়ান বলে গণ্য কর? আমরা বললাম, যাকে লোকেরা কুস্তিতে হারাতে পারে না। তিনি বললেন : তা নয়; বরং (প্রকৃত বীর সে-ই) যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

٦٤٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ ـ

৬৪০৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আমাশ (র) থেকে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٤٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَعَبْدُ الأَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ كِلاَهُمَا قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ

৬৪০৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবদুল 'আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তিতে বিজয়ী হয়। প্রকৃত বীর সে-ই; যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

٦٤٠٦- حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىْ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ قَالُوْا فَالشَّدِيْدُ أَيُّمَ هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ

৬৪০৬. হাজিব ইবনুল ওয়ালীদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তিতে বিজয়ী হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! তাহলে প্রকৃত বীর কে? তিনি বললেন : প্রকৃত বীর সে-ই , যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

٦٤٠٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৪০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি‘ ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٤٠٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ فَقَالَ وَهَلْ تَرَى وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّجُلَ -

৬৪০৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল ‘আলা (র) ... সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এসে দু'ব্যক্তি ঝগড়া-ঝাটিতে প্রবৃত্ত হল। তখন তাদের একজনের দু'চোখ (রাগে) লাল হয়ে গেল এবং তার শিরা-উপশিরা ফুলে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি এমন একটি ‘কালিমা’ জানি, যা পাঠ করলে তার ক্রোধ দূর হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই)। (এ কথা শুনে) সে ব্যক্তি বলল, আপনি কি আমাকে পাগল দেখতে পাচ্ছেন? ইবনুল ‘আলা (র) বলেন, ‘সে’ বলল, অর্থাৎ তিনি الرَّجُلُ। শব্দটি বলেন নি।

٦٤٠٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آنِفًا قَالَ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَمَجْنُونًا تَرَانِي -

৬৪০৯. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী (র) ... সুলায়মান ইব্‌ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে দু'ব্যক্তি বাকবিতণ্ডা করছিল। তাদের একজন ক্রোধান্বিত হল এবং তার চেহারা রাগে লাল হতে লাগল। তখন নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি এমন একটি কালিমা জানি যা পাঠ করলে তা (ক্রোধ) তার থেকে চলে যাবে। (আর তা হল) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। তখন যারা নবী ﷺ-এর কথা শুনেছেন, তাদের মধ্য থেকে একজন সেই ব্যক্তির দিকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি কি জান, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই মাত্র কী বলেছেন? তিনি বলেছেন : অবশ্যই আমি এমন একটি কালিমা জানি, তা যদি সে পাঠ করে তাহলে তার থেকে তা (গোস্বা) চলে যাবে। (আর তা হল) এই- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ("আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চাই")। তখন সে ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি কি আমাকে পাগল মনে করছ?

٦٤١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৬৪১০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١- بَابُ خَلْقِ الْاِنْسَانِ خَلْقًا لاَ يَتَمَالَكُ

৩১. পরিচ্ছেদ : মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না

٦٤١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللّٰهُ اٰدَمَ فِىْ الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ اِبْلِيْسُ يُطِيْفُ بِهِ يَنْظُرُ مَاهُوَ فَلَمَّا رَاٰهُ اَجْوَفَ عَرَفَ اَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَيَتَمَالَكُ ـ

৬৪১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন জান্নাতে আদম (আ)-এর আকৃতি সৃষ্টি করেন তখন তিনি তাকে যতদিন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা (মা শাআল্লাহ্) ফেলে রেখে দিলেন। আর ইবলীস তার চতুর্দিকে ঘুরাফেরা করতে এবং দেখতে লাগল যে, জিনিসটি কি? সে যখন দেখতে পেল, তার ভেতরটা শূন্য তখন বুঝল যে, (আল্লাহ্) তাকে এমন এক মাখলূক রূপে সৃষ্টি করেছেন, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না।

٦٤١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৬৪১২. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) ... হাম্মাদ (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢- بَابُ النَّهْىِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ

৩২. পরিচ্ছেদ : মুখমণ্ডলে মারার নিষেধাজ্ঞা

٦٤١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِىْ الْحِزَامِىَّ) عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ـ

৬৪১৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার (মানুষ) ভাই এর সঙ্গে মারামারি করে তখন সে যেন তার চেহারা থেকে বেঁচে থাকে (চেহারায় না মারে)।

٦٤١٤- حَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ -

৬৪১৪. আমর নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবূ যিনাদ (র) থেকে এই সনদে (অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)। আর তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কাউকে মারে ...।

٦٤١٥- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ -

৬৪১৫. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার (মানুষ) ভাইয়ের সাথে মারামারি করে তখন সে যেন চেহারা থেকে আত্মরক্ষা করে (চেহারায় আঘাত না করে)।

٦٤١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلاَ يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ -

৬৪১৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আম্বারী (র) .. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার ভাইয়ের সাথে মারামারি করে তাহলে সে যেন তার মুখমণ্ডলে চড়-থাপ্পর না মারে।

٦٤١٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَاِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ -

৬৪১৭. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আর ইব্ন হাতিম বর্ণিত হাদীসে আছে নবী ﷺ থেকে তিনি বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তার (মানব) ভাইকে প্রহার করে সে যেন তার চেহারা আঘাত করা থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

٦٤١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ الْمَرَاغِىِّ (وَهُوَ اَبُوْ اَيُّوْبَ) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ -

৬৪১৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার ভাইকে প্রহার করে, সে যেন তার চেহারা থেকে বেঁচে থাকে।

٣٣- بَابُ الْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ

৩৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লোকদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয় তার জন্য কঠোর সতর্কবাণী

٦٤١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى اُنَاسٍ وَقَدْ اُقِيْمُوْا فِى الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُؤُسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هٰذَا قِيْلَ يُعَذَّبُوْنَ فِى الْخَرَاجِ فَقَالَ اَمَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا -

৬৪১৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... হিশাম ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি একবার সিরিয়ায় কয়েকজন লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সূর্য তাপে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তাদের মাথার উপর গরম তেল ঢালা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, এ কী ব্যাপার? তাকে বলা হল যে, খাজনার জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তখন তিনি বললেন, শোন! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সব লোককে শাস্তি দেবেন, যারা দুনিয়াতে মানুষকে (না হক) শাস্তি দেয়।

٦٤٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى اُنَاسٍ مِنَ الْاَنْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ اُقِيْمُوْا فِى الشَّمْسِ فَقَالَ مَاشَأْنُهُمْ قَالُوْا حُبِسُوْا فِى الْجِزْيَةِ فَقَالَ هِشَامٌ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا -

৬৪২০. আবূ কুরায়ব (র) ... হিশাম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হিশাম ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন হিযাম (র) সিরিয়ায় একদল কৃষকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এদের তীব্র রৌদ্রতাপে দাঁড় করানো হয়েছিল। তিনি বললেন, এদের কী হয়েছে? তারা বলল, জিয্য়ার জন্য এদের পাকড়াও করা হয়েছে। তখন হিশাম (র) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তি দেবেন যারা পৃথিবীতে (অন্যায়ভাবে) মানুষকে শাস্তি দেয়।

٦٤٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ قَالَ وَاَمِيْرُ هُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلِسْطِيْنَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ فَاَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوْا -

৬৪২১. আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... হিশাম (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি জারীর বর্ণিত হাদীসে এইটুকু অধিক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সে সময় ফিলিস্তীনে তাদের প্রশাসক (গভর্নর) ছিলেন উমায়র ইব্‌ন সা'দ। তিনি তাঁর কাছে যান এবং তার সংগে কথাবার্তা বলেন। এরপর তিনি (শাসনকর্তা) তাদের ছেড়ে আদেশ নির্দেশ দিলে তাদের মুক্তি দেয়া হয়।

٦٤٢٢- حَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبْطِ فِىْ اَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَاهٰذَا اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِىْ الدُّنْيَا -

৬৪২২. আবূ তাহির (র) ... হিশাম ইব্ন হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হিম্স এলাকার আমীরকে দেখতে পান যে, তিনি জিয্‌য়া আদায়ের জন্য কিছু লোককে রৌদ্রতাপে শাস্তি দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, এ কী? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোককে শাস্তি দেবেন, যারা দুনিয়াতে মনুষকে (না হক) শাস্তি দেয়।

٣٤- بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلاَحٍ فِىْ مَسْجِدٍ أَوْ سُوْقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يَمْسِكَ بِنِصَالِهَا

৩৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে, বাজারে বা অন্য কোন লোক সমাবেশে অস্ত্রসহ প্রবেশ করে তাকে তার (তীরের) ফলক ধরে রাখার আদেশ

٦٤٢٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ اَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا -

৬৪২৩. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একব্যক্তি তীরসহ মসজিদে হাঁটছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, এর ফলক (ধারাল অংশ) ধরে রাখ।

٦٤٢٣/١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِاَسْهُمٍ فِى الْمَسْجِدِ قَدْ اَبْدٰى نُصُوْلَهَا فَاُمِرَ اَنْ يَأْخُذَ بِنُصُوْلِهَا كَىْ لاَيَخْدِشَ مُسْلِمًا -

৬৪২৩/১ . ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ রাবী' (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিছু তীর নিয়ে মসজিদে এসেছিল। সে এগুলোর ধারালো দিক বের করে রেখেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ধারালো দিক আঁকড়ে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, যাতে কোন মুসলমানকে আঘাত না করে বসে।

٦٤٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ فِىْ الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا -

৬৪২৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি তীরসহ মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : এর ফলকগুলো (ধারালো দিকটা) আঁকড়ে ধরে রেখো।

٦٤٢٥ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِى الْمَسْجِدِ اَنْ لاَيَمُرَّ بِهَا اِلاَّ وَهُوَ اٰخِذٌ بِنُصُوْلِهَا وَقَالَ اِبْنُ رُمْحٍ كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ ـ

৬৪২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... জাবির (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে তীর দান করত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এর (ধারালো দিকটা) আগলে রেখে চলার নির্দেশ দেন। ইব্‌ন রুমহ্ (র) كَانَ رَجُلٌ يَصَّدَّقُ (يتصدق স্থলে) বলেছেন।

٦٤٢٦ـ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِى مَجْلِسٍ اَوْسُوْقٍ وَبِيَدِهٖ نَبْلٌ فَلْيَاْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لِيَاْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لِيَاْخُذْ بِنِصَالِهَا قَالَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى وَاللّٰهِ مَا مُتْنَا حَتّٰى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِى وُجُوْهِ بَعْضٍ ـ

৬৪২৬. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তার হাতে বর্শা নিয়ে কোন মজলিসে কিংবা বাজারে চলাফেরা করে তাহলে সে যেন এর ফলক (ধারালো দিকটা) আগলে রাখে। এরপরও (আবার বলছি) যেন সে তার ধারালো দিকটা আগলে রাখে। আবারও বলছি যেন সে তার ধারালো দিকটা আগলে রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা একে অপরের উপর বর্শা তাক না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলাম না।

٦٤٢٧ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللّٰهِ) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِنَا اَوْ فِى سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا بِكَفِّهٖ اَنْ يُصِيْبَ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَىْءٍ اَوْ قَالَ لِيَقْبِضْ عَلٰى نِصَالِهَا ـ

৬৪২৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাররাদ আশআরী ও মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন সাথে বর্শা নিয়ে আমাদের মসজিদে আসে কিংবা আমাদের বাজারে গমন করে সে যেন এর ফলক (ধারালো দিকটা) নিজের হাতের তালু দ্বারা আগলে রাখে। নতুবা তা দ্বারা কোন মুসলমানের (দেহে) আঘাত লাগতে পারে। অথবা তিনি বলেছেন, সে যেন তার ফলক (ধারালো অংশ) নিয়ন্ত্রণে রাখে।

٣٥- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالسِّلاَحِ اِلَى مُسْلِمٍ

৩৫. পরিচ্ছেদ : কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা নিষিদ্ধ

٦٤٢٨- حَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ اَشَارَ اِلَى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لاَبِيْهِ وَاُمِّهِ -

৬৪২৮. আমর নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) .... ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাই-এর প্রতি (লৌহ নির্মিত) অস্ত্র উত্তোলন করে সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে লা'নত করতে থাকে, যদিও তার সহোদর ভাই হয়।

٦٤٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৪২৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٤٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُشِيْرُ اَحَدُكُمْ اِلَى اَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ فَاِنَّهُ لاَيَدْرِىْ اَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ -

৬৪৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) বলেন, এই হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমদের মধ্যে কেউ যেন তরবারি উঁচিয়ে তার ভাই এর প্রতি ইশারা না করে। কেননা, তোমাদের কেউ জানে না, শয়তান তার হাত নিয়ে টানাটানি করবে এবং সে জাহান্নামের গর্তে পড়ে যাবে।

٣٦- بَابُ فَضْلِ اِزَالَةِ الاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করার ফযীলত

٦٤٣١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ -

৬৪৩১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন সে রাস্তার উপর একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ্ তার এই ভাল কাজটি পছন্দ করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٦٤٣٢- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَيُؤْذِيْهِمْ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ -

৬৪৩২. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি হেঁটে চলার সময় রাস্তার উপরে একটি গাছের শাখা দেখে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই মুসলমানদের (যাতায়াতের পথ) থেকে এটা সরিয়ে ফেলব, যাতে তা তাদের কষ্ট না দেয়। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

٦٤٣٣- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِىْ الْجَنَّةِ فِىْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ -

৬৪৩৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জান্নাতে এক ব্যক্তিকে ঘরে বেড়াতে (আনন্দ উপভোগ করতে) দেখেছি। একটি গাছের কারণে যেটি সে রাস্তার উপর থেকে কেটে অপসারণ করেছিল, যেটি লোকদের কষ্ট দিত।

٦٤٣٤- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ -

৬৪৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একটি গাছ মুসলমানদের (রাস্তায় চলাচল করার সময়) কষ্ট দিত। এক ব্যক্তি এসে সেটি কেটে ফেলে। এর কারণ সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

٦٤٣٥- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْوَازِعِ حَدَّثَنِى اَبُوْ بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اَعْزِلِ الْاَذٰى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ -

৬৪৩৫. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ বারযাহ্ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ্‌র নবী! আপনি আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যার দ্বারা উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন : মুসলমানদের যাতায়াতের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিবে।

٦٤٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ اَبِى الْوَازِعِ الرَّاسِبِىِّ بَرْزَةَ الاَسْلَمِىِّ اَنَّ اَبَا بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَدْرِى لَعَسٰى عَنْ اَبِى اَنْ تَمْضِىَ وَاَبْقٰى بَعْدَكَ فَزَوِّدْنِىْ شَيْئًا يَنْفَعُنِىْ اللّٰهُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْعَلْ كَذَا افْعَلْ كَذَا اَبُوْ بَكْرٍ نَسِيَهُ وَاَمِرَّ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ -

৬৪৩৬. ইয়াহ্ইয়াহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ বারযাহ্ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জানি না, হয়ত আপনি চলে যাবেন। আর আমি বেঁচে থাকব। কাজেই আমাকে এমন কিছু পাথেয় দিয়ে যান যা দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটি করবে, এটি করবে। আবূ বকর (র) তা বিস্মৃত হয়ে গেছেন .... এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলবে।

٣٧- بَابُ تَحْرِيْمِ تَعْذِيْبِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيْوَانِ الَّذِىْ لاَيُؤْذِىْ

৩৭. পরিচ্ছেদ : বিড়াল ও এরূপ জন্তু যা মানুষকে কষ্ট দেয় না, তাদের শাস্তি দেওয়া হারাম

٦٤٣٧- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضُّبَعِىُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ (يَعْنِىْ ابْنَ اَسْمَاءَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَهِىَ اَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا اِذْ هِىَ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ -

৬৪৩৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আসমা ইব্ন উবায়দ দুবায়্য় (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে এক স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া হয়। এই বিড়ালটি সে বেঁধে রাখে। অবশেষে সেটি মারা যায়। এরপর সে (স্ত্রীলোকটি) জাহান্নামে প্রবেশ করে। সে যে (বিড়ালটিকে) বন্দী অবস্থায় খাবারও দেয়নি, পানিও পান করায়নি, এমনকি তাকে ছেড়েও দেয়নি যে, ভূ-পৃষ্ঠের কীট-পতঙ্গ খেয়ে সে বাঁচবার সুযোগ পায়।

٦٤٣٨- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ جَمِيْعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيْسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ جُوَيْرِيَةَ -

وَحَدَّثَنِيْهِ نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ اَوْثَقَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ -

৬৪৩৮. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে জুওয়ায়রিয়া বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের জন্য আযাব দেওয়া হয়। সে এটিকে বেঁধে রাখে এবং এটিকে খাবারও দেয়নি এবং পানিও পান করায়নি; এমনকি ভূ-পৃষ্ঠের কীট-পতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাকে ছেড়েও দেয়নি।

٦٤٣٩ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

৬৪৩৯. নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٤٤٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا اَوْ هِرٍّ رَبَطَتْهَا فَلاَهِيَ اَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ اَرْسَلَتْهَا تُرَمِّمُ (تُرَمْرِمُ) مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ هَزْلاً ـ

৬৪৪০. ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাদ ইব্‌ন মুনাব্বি (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের এসব হাদীস শুনিয়েছেন। এরপর তিনি বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি এই : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একটি স্ত্রীলোক একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার দরুণ জাহান্নামে প্রবেশ করে। সে এটিকে শক্ত করে বেঁধে রাখে এবং বন্দী দশায় সে এটিকে খাবার দেয়নি, পানীয় দেয়নি এবং তাকে বন্ধনমুক্ত করে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুৎপিপাসায় (কাতর হয়ে) মারা যায়।

٣٨ـ بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ

৩৮. পরিচ্ছেদ : অহংকার করা হারাম

٦٤٤١ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَ الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ مُسْلِمٍ الْاَغَرِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِزُّ اِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِيْ عَذَّبْتُهُ ـ

৬৪৪১. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসূফ আযদী (র) ... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয্‌যত-সম্মান তাঁর (আল্লাহ্‌র) ভূষণ এবং অহংকার তাঁর চাদর। যে ব্যক্তি এই ব্যাপারে আমার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) সংগে ঝগড়ায় অবতীর্ণ হবে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দিব।

٣٩- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيْطِ الْإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

৩৯. পরিচ্ছেদ : মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করা নিষিদ্ধ

٦٤٤٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللّٰهِ لاَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلاَنٍ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَتَأَلّٰى عَلَىَّ اَنْ لاَ اَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ اَوْ كَمَا قَالَ -

৬৪৪২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : কে এমন (দুঃসাহসী ব্যক্তি) যে কসম খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমল বরবাদ করে দিলাম। (কিংবা তিনি এরূপ কিছু বলেছেন।)

٤٠- بَابُ فَضْلِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَامِلِيْنَ

৪০. পরিচ্ছেদ : অসহায় ও অখ্যাত ব্যক্তিদের ফযীলত

٦٤٤٣- حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُبَّ اَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ -

৬৪৪৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এমন অনেক আলুথালু কেশধারী মলিন চেহারার দরজা থেকে বিতাড়িত (নিগৃহীত অধঃপতিত) হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করলে আল্লাহ্ তা সত্যে পরিণত করে দেন (তার কসম রক্ষা করেন)।

٤١- بَابُ النَّهْيِ مِنْ قَوْلِ هَلَكَ النَّاسُ

৪১. পরিচ্ছেদ : 'মানুষ ধ্বংস হল' বলা নিষিদ্ধ

٦٤٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ لاَ اَدْرِى اَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ اَوْ اَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ -

৬৪৪৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইবনুল আ'লা ইবন আবদুর রহমান (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি বলে, 'মানুষ ধ্বংস হল' তাহলে সেই তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসপ্রাপ্তদের (অন্তর্ভুক্ত হবে)। আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি জানি না যে, তিনি 'اَهْلَكَهُمْ' (সেই তাদের ধ্বংস করল) বলেছেন, না 'اَهْلَكُهُمْ' (তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত) বলেছেন?

٦٤٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ بْنُ مِثْلَهُ -

৬৪৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... সুহায়ল (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢- بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ

৪২. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে জোরদারের নির্দেশ এবং তার প্রতি সদ্ব্যবহার প্রসংগ

٦٤٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هَرُونَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (كَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِيز الثَّقَفِيَّ) سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِكَى أَبُوْ بَكْرٍ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بِرْنِ حَزْمٍ) أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ(عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ!مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ -

৬৪৪৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী (-র অধিকার) সম্পর্কে এমনভাবে জোর দিয়ে নির্দেশ দেন যে, আমি ধারণা করছিলাম তিনি সম্ভবত তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।

٦٤٤٧- حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৪৪৭ . আমর নাকিদ (র) ... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٤٤٨- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

৬৪৪৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরী (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনভাবে জোরদার নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে, আমি ধারণা করছিলাম তিনি সম্ভবত তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দেবেন।

٦٤٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِظْرَطهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لاِسْحٰقَ) قَالَ اَبُوْ كَامِثٍ دَّثْنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِگ بِژُ(عَبْدُ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ ڈمِژرُژ(الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ| عَنْ‹دَ|ىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يدَاُظَا)ذَعٍّ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَ هَا.وَيَعْژهھرْڈ جِيْرَانَكَ -

৬৪৪৯. আবূ কামিল জাহদারী ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আবূ যার! যখন তুমি (তরকারী) রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি দিবে যাতে ঝোলের পরিমাণ অধিক হয় এবং তোমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

٦٤٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِىْ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَاَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ اَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَاَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفٍ -

৬৪৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) আমাকে ওসীয়াত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, যখন তুমি ঝোল (তরকারী) রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি করে দিবে। এরপর তুমি তোমার প্রতিবেশীদের পরিজনের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং তা থেকে তাদের কিছু সৌজন্যমূলক পৌঁছিয়ে দিবে।

٤٣- بَابُ اِسْتِحْبَابِ طَلاَقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

৪৩. পরিচ্ছেদ : সাক্ষাৎকালে হাসি মুখে থাকা মুস্তাহাব

٦٤٥١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ (يَعْنِىْ الْخَزَّازَ) عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ -

৬৪৫১. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ (র) ... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন : কোন কিছু দান করাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, এমনকি (অপারগতায়) তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকেও।

٤٤- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيْمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ

৪৪. পরিচ্ছেদ : যা হারাম (নিষিদ্ধ) নয় এমন বিষয়ে সুপারিশ করা মুস্তাহাব

٦٤٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ اَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا اَحَبَّ -

৬৪৫২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কোন ব্যক্তি কোন প্রয়োজন নিয়ে এলে তিনি তাঁর মজলিসের লোকদের লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা এর জন্য সুপারিশ কর, তাহলে সাওয়াব পাবে। আর আল্লাহ্ তাঁর নবীর মুখে এমন সমাধান দিয়ে দিবেন যা তিনি পছন্দ করেন।

٤٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِيْنَ وَمُجَانَبَةِ قُرَنَاءِ السُّوْءِ

৪৫. পরিচ্ছেদ : সৎ লোকের সাহচর্য পছন্দ করা এবং মন্দ লোকের সংসর্গ থেকে দূরে থাকা

٦٤٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً -

৬৪৫৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহম্মদ ইব্‌ন আলা হামদানী ... আবূ মূসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ভাল সাথী ও মন্দ সাথীর উপমা মিশ্‌কধারী (বিক্রেতা) ও হাঁপরে ফুঁৎকার দানকারীর (কামারের) মত। মিশ্‌কধারী (বিক্রেতা) হয়ত তোমাকে কিছু (সুগন্ধি লাগিয়ে দেবে) অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছুটা খরিদ করবে কিংবা (অন্তত) তুমি তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ লাভ করবে। আর হাঁপরে ফুঁকদানকারীরা (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।

٤٦- بَابُ فَضْلِ الْاِحْسَانِ اِلَى الْبَنَاتِ

৪৬. পরিচ্ছেদ : কন্যা সন্তানের প্রতি সদাচরণের ফযীলত

٦٤٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَازَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْنِىْ امْرَاَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَاَلَتْنِىْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَاَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ

فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيْثَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنِ ابْتُلِىَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ـ

৬৪৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুহযায, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন বাহরাম ও আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমার কাছে একটি স্ত্রীলোক এল। তখন তার সংগে তার দুটি মেয়ে ছিল। সে আমার কাছে কিছু চাইল। সে একটি খেজুর ছাড়া আমার কাছে কিছু পেল না। আমি সেই খেজুরটিই তাকে দিলাম। সে সেটি নিয়ে তা তার দু'মেয়েকে ভাগ করে দিল। নিজে তা থেকে কিছুই খেল না। এরপর সে এবং দু'মেয়ে উঠে চলে গেল। এরপর নবী ﷺ আমার কাছে আসলে তাঁর কাছে আমি ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কন্যা সন্তান লালন পালনের পরীক্ষায় নিঃপতিত হয় আর তাদের সংগে সে সদাচরণ করে, তার জন্য এরা জাহান্নামের পর্দা হবে।

٦٤٥٥ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ (يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ اَنَّ زِيَادَ بْنَ اَبِىْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْنِىْ مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَاَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَاَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ اِلَى فِيْهَا تَمْرَةً لِتَاْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِىْ كَانَتْ تُرِيْدُ اَنْ تَاْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَاَعْجَبَنِىْ شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِىْ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ ـ

৬৪৫৫. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) এক মিসকীন মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তানকে বহন করা অবস্থায় আমার কাছে এল। আমি তাদের তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে কন্যা দু'জনের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাওয়ার জন্য তার মুখে তুলল। তখন কন্যা দু'টি এই খেজুরটিও খেতে চাইল। তখন সে নিজে যে খেজুরটি খাওয়ার ইচ্ছা করেছিল সেটি তাদের দুইজনের মধ্যে ভাগ করে দিল। তার এ কাজ আমাকে অবাক করে দিল। পরে আমি সে যা করেছে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা এই কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন অথবা (বললেন) তিনি তাকে এই কারণে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিয়েছেন।

٦٤٥٦ـ حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ ـ

৬৪৫৬. আমর নাকিদ (র)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন (ভরণ-পোষণ) করে, কিয়ামত দিবসে সে ও আমি এমন অবস্থায় আসব, (এই বলে) তিনি তাঁর হাতের আংগুলগুলো একত্র করলেন।

٤٧- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوْتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبُهُ

৪৭. পরিচ্ছেদ : সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীর ফযীলত

٦٤٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ لاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ-

৬৪৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমান ব্যক্তির তিনটি সন্তান মারা গেলে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, কসম বাস্তবায়নের পরিমাণ ব্যতীত (অর্থাৎ জাহান্নামের উপরে অবস্থিত পুরসিরাত পার হওয়ার পরিমাণ।

٦٤٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِ مَالِكٍ وَبِمَعْنٰى حَدِيْثِهِ اِلاَّ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ فَيَلِجَ النَّارَ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ-

৬৪৫৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হার্‌ব (র) ... যুহরী (র) থেকে মালিক (র)-এর সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীসে فَتَمَسَّهُ النَّارُ স্থলে فَيَلِجَ النار আছে - (সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, এমন হবে না, তবে কসম বাস্তবায়ন পরিমাণ ব্যতীত।

٦٤٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِيْ ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الاَنْصَارِ لاَيَمُوْتُ لاِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ اِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ اَوِ اثْنَيْنِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوِ اثْنَيْنِ-

৬৪৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারী মহিলাদের লক্ষ্য করে বলেছেন : তোমাদের কারো তিনটি সন্তান মারা গেলে সে যদি (সাওয়াব মনে করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য) ধৈর্যধারণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দু'জন হলে? তিনি বললেন, দু'জন হলেও।

٦٤٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الاَصْبَهَانِيِّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ قَالَ اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَاَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَامِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً اِلاَّ كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ-

৬৪৬০. আবূ কামিল জাহদারী ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পুরুষ লোকেরাই আপনার হাদীসের ভাগীদার হল। সুতরাং আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের (নারী সমাজের) জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যে দিন আমরা আপনার কাছে সমবেত হব এবং আল্লাহ্ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শেখাবেন। তিনি বললেন : (বেশ তো,) অমুক অমুক দিন তোমরা একত্র হবে। তারা (নির্ধারিত দিনে) সমবেত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক তার জীবদ্দশায় তিনটি সন্তান আগাম পাঠালে (অর্থাৎ তিনটি সন্তান মারা গেলে) তারা কিয়ামত দিবসে তার জন্য আগুন (জাহান্নাম) থেকে পর্দা হবে। তখন এক মহিলা বলল, আর দু'জন, দু'জন। দু'জন (হলে কি হুকুম)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, দু'জন (হলেও), দু'জন (হলেও,) দু'জন (হলেও)।

٦٤٦١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِىِّ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَزَادَا جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ ـ

৬৪৬১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসপাহানী (র) এই সনদে তার মর্মার্থের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাবে তারা আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসপাহানী (র) থেকে এইটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হাযিমকে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বলতে শুনেছেন, এমন তিনটি সন্তান যারা বয়োঃপ্রাপ্ত বালিগ হয়নি।

٦٤٦٢ـ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى (وَتَقَارَبَا فِىْ اللَّفْظِ) قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ السَّلِيْلِ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِىْ ابْنَانِ فَمَا اَنْتَ مُحَدِّثِىْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحَدِيْثٍ تُطَيِّبُ بِهِ اَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعَمْ صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى اَحَدُهُمْ اَبَاهُ اَوْ قَالَ اَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ اَوْ قَالَ بِيَدِهِ كَمَا اٰخُذُ اَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هٰذَا فَلاَيَتَنَاهٰى اَوْ قَالَ فَلاَيَنْتَهِىْ حَتّٰى يُدْخِلَهُ اللّٰهُ وَاَبَاهُ الْجَنَّةَ ـ وَفِىْ رِوَايَةِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ السَّلِيْلِ

وَحَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِىْ ابْنَ سَعِيْدٍ) عَنِ التَّيْمِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا تُطَيِّبُ بِهِ اَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ ـ

৬৪৬২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (রা) ... আবূ হাস্‌সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললাম, আমার দু'টি ছেলে মারা গিয়েছে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরফ থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করবেন, যা দ্বারা আপনি আমাদের মৃতদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে

সান্ত্বনা দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য তাদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের 'প্রজাপতি'-তুল্য। তাদের কেউ কেউ তার পিতার সংগে মিলিত হবে, অথবা (তিনি বলেছেন পিতামাতার সংগে মিলিত হবে। এরপর তার পরিধানের বস্ত্র কিংবা হাত ধরবে, যেভাবে এখন আমি তোমার কাপড়ের আঁচল ধরছি। এরপর আর বিরত হবে না (থামবে না), অথবা তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তাকে তার বাপ-মা সহ জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ছাড়বে না। সুওয়ায়দ (র)-এর বর্ণনায় 'আবূ সালীল আমাদিগকে হাদীস বর্ণনা করেছেন,' উল্লেখ আছে।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) ... তায়মী (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এমন কিছু শুনেছেন, যা দ্বারা আমাদের মৃতদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দিবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ....।

٦٤٦٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ بَكْرٍ) قَالُوْا حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنُوْنَ ابْنَ غِيَاثٍ) ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ جَدِّهِ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَتِ امْرَاَةٌ النَّبِىَّ ﷺ بِصَبِىٍّ لَهَا فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَ دَفَنْتِ ثَلَاثَةً قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ قَالَ عُمَرُ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ جَدِّهِ وَقَالَ الْبَاقُوْنَ عَنْ طَلْقٍ وَلَمْ يَذْكُرُوْا الْجَدَّ ـ

৬৪৬৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ...উমার ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াছ অন্য সনদে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক স্ত্রীলোক তার একটি পুত্র সন্তান নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া আল্লাহ্র নাবী! আপনি তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। আমি তো তিনটি সন্তান দাফন করেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি তিনটি সন্তান দাফন করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি তো অবশ্যই জাহান্নাম থেকে একটি মযবূত দেয়াল নির্মাণ করেছ। তাদের মধ্যে থেকে উমর ইব্ন হাফ্স তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, অবশিষ্টরা তাল্ক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা দাদার উল্লেখ করেননি।

٥٤٦٤ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِىِّ اَبِىْ غِيَاثٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِابْنٍ لَهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَشْتَكِىْ وَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَ لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ قَالَ زُهَيْرٌ عَنْ طَلْقٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكُنْيَةَ ـ

৬৪৬৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক তার একটি পুত্র সন্তান নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে অসুস্থ এবং তার ব্যাপারে আশংকা করছি। কেননা আমি তো তিনটি সন্তান দাফন করেছি। তিনি বললেন : তুমি জাহান্নাম থেকে একটি মযবূত প্রাচীর নির্মাণ করেছ। যুহায়র (র) তাল্ক থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি কুনিয়াত উল্লেখ করেননি।

٤٨- بَابُ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ اِلَى الْعِبَادِ

৪৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে তাকে প্রিয় করে দেন

٦٤٦٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِى السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ وَاِذَا اَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ اُبْغِضُ فُلاَنًا فَاَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَاَبْغِضُوْهُ قَالَ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ-

৬৪৬৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) .. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীল (আ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। তিনি বলেন, তখন জিব্রীল (আ) তাকে ভালবাসেন। এরপর তিনি আসমানে ঘোষণা দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অমুককে ভালবাসেন, সুতরাং আপনারাও তাকে ভালবাসুন। তখন আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসে। তিনি বলেন, এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরে তার গ্রহণযোগ্যতা (কবূলিয়াত) স্থাপিত হয়, (সে মকবূল বান্দা হিসেবে গণ্য হয়)। আর আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন জিবরীল (আ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে অপসন্দ করি, তুমিও তাকে অপসন্দ কর। তিনি বলেন, তখন জিবরীল (আ) তাকে অপসন্দ করেন। এরপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অমুককে অপসন্দ করেন। সুতরাং আপনারাও তাকে অপসন্দ করুন। তিনি বলেন, তখন তারা তাকে অপসন্দ করুক। এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরে তার প্রতি অপসন্দনীয়তা স্থাপিত হয়।

٦٤٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ) وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ) ح وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ (وَهُوَ ابْنُ اَنَسٍ) كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الْبُغْضِ-

৬৪৬৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, সাঈদ ইব্ন আমর আশআছী ও হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লা (র)...সুহায়ল (রা) এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে ইবনুল মুসায়্যাব (র)-এর হাদীসে اَلْبُغْضُ -(অপসন্দ করার) বিষয়টির উল্লেখ নেই।

٦٤٦٧- حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ كُنَّا بِعَرَفَةَ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَقُلْتُ لاَبِىْ يَااَبَتِ اِنِّىْ اَرَى اللّٰهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ

قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لِمَالَهُ مِنَ الْحُبِّ فِى قُلُوْبِ النَّاسِ فَقَالَ بِأَبِيْكَ أَنْتَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ عَنْ سُهَيْلٍ ـ

৬৪৬৭. আমর নাকিদ (র) .... সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফাতে (-র মাঠে) অবস্থান করছিলাম। তখন আমীরুল হাজ্জ উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) এলেন। লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম, হে আব্বাজান! আমার মনে হয়, আল্লাহ্ তা'আলা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে ভালবাসেন। তিনি বলেন, সে কি? অর্থাৎ তুমি কিভাবে বুঝলে? আমি বললাম, এ কারণে যে, মানুষের অন্তরে তার ভালবাসা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমার বাবার কসম! আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর তিনি পূর্বে বর্ণিত সুহায়ল (রা) থেকে জারীর (র) সূত্রে হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٤٩ـ بَابُ اَلاَرْوَاحَ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ

৪৯. পরিচ্ছেদ : আত্মাসমূহ সম্মিলিত (বহুমাত্রিক) দল

٦٤٦٨ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ـ

৬৪৬৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আত্মাসমূহ সম্মিলিত সেনাবাহিনী (তুল্য) (স্বভাবজাত সাদৃশ্যের সংগে সম্পৃক্ত)। এদের মধ্যে যারা পরস্পরের পরিচিত ছিল তারা (পৃথিবীতে) পরস্পরে সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যারা (সেখানে) অপরিচিত ছিল তারা (এখানেও) মতভেদে লিপ্ত হয়।

٦٤٦٩ـ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الاَصَمِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ بِحَدِيْثٍ يَرْفَعُهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الاِسْلاَمِ اِذَا فَقُهُوْا وَالاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ـ

৬৪৬৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ' সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপমা হচ্ছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত। জাহিলী যুগে যারা উত্তম (সৎ গুণ সম্পন্ন) ছিলেন তারা ইসলামী যুগেও উত্তম (বলে বিবেচিত হবেন), যখন তারা ফিক্হ (দীনের) জ্ঞান সম্পন্ন হয়। (দীনের সমঝদার হয়ে থাকেন)। আর আত্মাসমূহ সম্মিলিত বাহিনীতুল্য, (স্বভাবজাত কারণে পৃথক পৃথক)। (সেখানে) যে সব আত্মা পরস্পরে পরিচিত ছিল (দুনিয়াতে) সেগুলো সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ; আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা মতভেদপূর্ণ অপরিচিত।

٥٠- بَابُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

৫০. পরিচ্ছেদ : যে যাকে ভালবাসে সে তার সাথেই (থাকবে)

٦٤٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ -

৬৪৭০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'নাব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলল, কিয়ামত কবে (সংঘটিত হবে)? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তার (কিয়ামতের) জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করেছ? সে বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা। তিনি বললেন : তুমি তারই সংগী হবে যাকে তুমি ভালবাস।

٦٤٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ كَبِيْرًا قَالَ وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ فَاَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ * حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَعْرَابِ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرٍ اَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِىْ -

৬৪৭১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমর নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও ইব্ন আবূ উমর (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কবে (সংঘটিত হবে)? তিনি বললেন : তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? তখন সে বিরাট কিছু উল্লেখ করলে না। তিনি বলেন, কিন্তু সে বলল, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন, তুমি তার সংগেই (উঠবে) যাকে তুমি ভালবাস।

মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল। .... এরপর তার অনুরূপ (বর্ণিত)। তবে এই বর্ণনায় এতটুকু পার্থক্য রয়েছে : বেদুঈনটি বলল, আমি কিয়ামতের জন্য বড় ধরনের কিছু (সম্বল) যোগাড় করিনি, যার উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি।

٦٤٧٢- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِىْ ابْنَ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا اَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ قَالَ حُبَّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسُ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ

الْاِسْلاَمِ فَرَحًا اَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَاَنَا اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ وَاِنْ لَمْ اَعْمَلْ بِاَعْمَالِهِمْ ـ

৬৪৭২. আবূ রাবী' আতাকী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তিনি বললেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করেছ? সে বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তার সংগে উঠবে যাকে তুমি ভালবাস। আনাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পরে কোন কিছুতে আমরা এত বেশি খুশি হইনি যতটা নবী ﷺ-এর বাণী—"তুমি তার সংগেই (থাকবে) যাকে তুমি ভালবাস" দ্বারা আনন্দ লাভ করেছি। আনাস (রা) বলেন, আমি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ﷺ আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে ভালবাসি। সুতরাং আমি আশা করি যে, কিয়ামত দিবসে আমি তাদের সংগে থাকব, যদিও আমি তাঁদের মত আমল করতে পারিনি।

٦٤٧٣ـ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبْرِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اَنَسٍ فَاَنَا اُحِبُّ وَمَابَعْدَهُ ـ

৬৪৭৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ গুবারী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তবে তিনি (জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান (র)) আনাসের উক্তি "আমি ভালবাসি এবং তার পরবর্তী অংশ" উল্লেখ করেননি।

٦٤٧٤ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَارِجَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيْنَا رَجُلاً عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ فَكَاَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيْرَ صَلاَةٍ وَلاَصِيَامٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ فَاَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ ـ

৬৪৭৪. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে নববী থেকে বের হচ্ছিলাম। তখন মসজিদের দরযায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিয়ামত কবে (সংঘটিত হবে)? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করেছ? রাবী বলেন, তখন লোকটি যেন চুপ হয়ে গেল। এরপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি তো সে জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সালাত, সিয়াম ও সাদাকা-খয়রাত সঞ্চয় করিনি। তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি তার সংগেই (থাকবে) যাকে তুমি ভালবাস।

٦٤٧٥ـ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْيَشْكُرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ ـ

৬৪৭৫. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল আযীয ইয়াশকুরী (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তার অনুরূপ বর্ণিত।

٦٤٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَنَسًا ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ (يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ) حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ-

৬৪৭৬. কুতায়বা, আবূ গাস্সান মিসমা'ঈ ও মুহাম্মদ ইব্নুল মুছান্না (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণিত।

٦٤٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ-

৬৪৭৭. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল। এরপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যে একটি কাওমকে ভালবাসে অথচ সে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কোন মানুষ যাকে ভালবাসে সে তার সাথেই (থাকবে)।

٦٤٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِيْهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ) كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৬৪৭৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٤٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ-

৬৪৭৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এল। .... এরপর তিনি আ'মাশ (র) সূত্রে জারীর (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٥١- بَابُ اِذَا أُثْنِىَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِىَ بُشْرٰى وَلَا تَضُرُّهُ

৫১. পরিচ্ছেদ : নেক্কার লোকের প্রশংসা সুসংবাদ স্বরূপ এবং তা তার ক্ষতির কারণ নয়

٦٤٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ -

৬৪৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী, আবূ রাবী', আবূ কামিল (জাহদারী), ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র) ... আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বলা হল, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি অভিমত, যে নেক আমল করে এবং সে জন্য লোকেরা তার প্রশংসা করে? তিনি বললেন, এতো মু'মিন ব্যক্তির জন্য তাৎক্ষণিক (আগাম) সুসংবাদ।

٦٤٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ بِاِسْنَادِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِهٖ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمْ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ كَمَا قَالَ حَمَّادٌ -

৬৪৮১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) অন্য সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ... মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না .... অন্য সূত্রে ইসহাক (র) ... হাম্মাদ ইব্ন যায়দের সনদে আবূ ইমরান জাওনী (র) থেকে তার অনুরূপ বর্ণিত। আবদুস্ সামাদ (র) ব্যতীত শু'বার সূত্রে অন্যান্যদের হাদীসে 'এবং লোকেরা এর জন্য তাকে ভালবাসে' (يُحِبُّهُ) আছে। আর আবদুস সামাদ (র) বর্ণিত হাদীসে হাম্মাদ যেভাবে বলেছেন তদ্রূপ 'লোকেরা তার প্রশংসা করে' (يَحْمَدُهُ) রয়েছে।

كِتَابُ الْقَدْرِ

অধ্যায় : তাকদীর

١ـ بَابُ كَيْفِيَةِ خَلْقِ الْاٰدْمِىُّ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ وَكِتَابَةِ رِزْقِهٖ وَأَجَلِهٖ وَعَمَلِهٖ وَشَقَاوَتِهٖ وَسَعَادَتِهٖ

১. পরিচ্ছেদ : মাতৃ উদরে মানুষ সৃষ্টির অবস্থা (ক্রমধারা), তার রিযক, তার মৃত্যু, তার আমল এবং তার দুর্ভাগ্য ও তার সৌভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ

٦٤٨٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ الهَمْدَانِىُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ووَكِيْعٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِىْ بَطْنِ اُمِّه اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ فِىْ ذٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ فِىْ ذٰلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَاَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَوَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ـ

৬৪৮২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদূক (সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত রাসূলুল্লাহ্‌) ﷺ আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (শুক্র) তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন সমান্নত (জমাট) থাকে। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর অনুরূপ (চল্লিশ) দিনে তা অনুরূপ একটি গোশত পিণ্ডের রূপ নেয়। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ থেকে একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। সে তাতে রূহ্‌ ফুঁকে দেয়। আর তাঁকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাহল এই-তার রিয্‌ক, তার মৃত্যুক্ষণ, তার কর্ম, এবং তার (দুর্ভাগ্য) বদ্‌কার ও ভাগ্যবান (নেক্‌কার) হওয়া। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই! নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের মত আমল করতে থাকে। এমনকি তার ও

জান্নাতের মাঝখানে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের ন্যায় কাজ-কর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝখানে এক হাত মাত্র ব্যবধান থাকে। এরপর ভাগ্যলিপি তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়।

٦٤٨٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ. عُبَيْدُ اللّٰهِ. بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ(الحَجَّاجِ كُلُّهُم عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰكَا الاِسْنَادِ يَالَ فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ اِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْزَمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً!طَوْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَاَمَّا فِىْ دِيْثِ جَرِيْرٍ وَعِيْسٰى اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا-

৬৪৮৩. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও সাঈদ আশাজ্জু, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ'মাশ) ওয়াকী', বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কারো সৃষ্টি (শুক্র) তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন ও রাত জমাট রাখা হয়। আর তিনি শু'বার সূত্রে মু'আয বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, চল্লিশ রাত কিংবা চল্লিশ দিন। কিন্তু জারীর ও ঈসা (র)-এর হাদীসে 'চল্লিশ দিন' কথা উল্লেখ রয়েছে।

٦٤٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَاتَسْتَقِرُّ فِى الرَّحِمِ بِاَرْبَعِيْنَ اَوْ خَمْسَةٍ وَاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَشَقِىٌّ اَوْسَعِيْدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ أَذَكَرٌ اَوْ اُنْثٰى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَاَثَرُهُ وَاَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلاَ يُزَادُ فِيْهَا وَلاَيُنْقَصُ-

৬৪৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... হুযায়ফা ইব্ন আসাদ (র) থেকে নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত সনদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জরায়ুতে চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ দিন শুক্র স্থির থাকার পর সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে। এরপর সে বলতে থাকে, হে পরওয়ারদিগার! (সে কি) দুর্ভাগা না ভাগ্যবান? তখন বিষয় দু'টির একটি লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর সে বলতে থাকে, হে পালনকর্তা! সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? তখন সে দু'টির একটি লিপিবদ্ধ করা হয়। তার আমল, কর্ম অবদান, নিয়তি ও জীবিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর খাতা (নথিটি) গুটিয়ে ফেলা হয়, পরে তাতে কোন সংযোজন করা হয় না এবং বিয়োজনও নয়।

٦٤٨٥- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ اَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ

الشَّقِيُّ مَنْ شَقِىَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهٖ فَاتَى رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ اَسِيْدٍ الْغِفَارِىُّ فَحَدَّثَهُ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَتَعْجَبُ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَاَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ أَذَكَرٌ اَمْ اُنْثَى فَيَقْضِى رَبُّكَ مَاشَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ اَجَلُهُ فَيَقُوْلُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِى رَبُّكَ مَاشَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيْفَةِ فِىْ يَدِهٖ فَلاَ يَزِيْدُ عَلَى مَاأُمِرَ وَلاَ يَنْقُصُ ـ

৬৪৮৫. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) ... আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে তার মাতৃ উদর থেকে হতভাগ্য (রূপে জন্মগ্রহণ করেছে)। আর ভাগ্যবান ব্যক্তি সে, যে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করে। এরপর তিনি (আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা -র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী হুযায়ফা ইব্‌ন আসাদ গিফারী (রা)-এর কাছে এলেন। তখন তিনি তাঁর কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর উক্তি (হাদীস) বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমল ব্যতীত একজন মানুষ কিভাবে দুর্ভাগা (গুনাহ্‌গার) হতে পারে? এরপর তিনি (হুযায়ফা -রা) তাঁকে বললেন, তুমি কি এতে বিস্ময়বোধ করছ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : যখন শুক্রের উপর বিয়াল্লিশ রাত (দিন) অতিবাহিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠান। সে সেটিকে (শুক্রকে) একটি আকৃতি দান করে, তার কান, চোখ, চামড়া, গোশ্‌ত ও হাড় সৃষ্টি করে দেয়। এরপর সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পুরুষ, না স্ত্রীলোক হবে? তখন তোমার রব যা চান নির্দেশ দেন এবং ফেরেশতা (নির্দেশ মুতাবিক) লিপিবদ্ধ করে। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার বয়স (কত হবে)? তখন তোমার রব যা চান তাই বলেন এবং সেই মুতাবিক ফেরেশতা লিখে। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার জীবিকা কি হবে? তখন তোমার রব তাঁর মর্জি মাফিক মীমাংসা করেন এবং ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করে। এরপর ফেরেশতা তাঁর হাতে লিপিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে তাতে বাড়ায়ও না এবং কমায়ও না।

٦٤٨٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّ اَبَا الطُّفَيْلِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ـ

৬৪৮৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান নাওফালী (র) ... আবূ তুফায়ল (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলতে শুনেছেন। ..... এরপর তিনি (পূর্বোক্ত) আমর ইবনুল হারিস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٤٨٧ـ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ اَبُوْ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا الطُّفَيْلِ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اَبِىْ سَرِيْحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ الْغِفَارِىِّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاُذُنَىَّ هَاتَيْنِ يَقُوْلُ اِنَّ

النُّطْفَةَ تَقَعُ فِى الرَّحِمِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ قَالَ زُهَيْرٌ حَسِبْتُهُ قَالَ الَّذِى يَخْلُقُهَا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ أَذَكَرٌ اَوْ اُنْثَى فَيَجْعَلُهُ اللّٰهُ ذَكَرًا اَوْ اُنْثَى ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ أَسَوِىٌّ اَوْغَيْرُ سَوِىٍّ فَيَجْعَلُهُ اللّٰهُ سَوِيًّا اَوْ غَيْرَ سَوِىٍّ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ مَارِزْقُهُ مَا اَجَلُهُ مَاخُلُقُهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ اللّٰهُ شَقِيًّا اَوْ سَعِيْدًا ـ

৬৪৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ খালাফ (র) ...আবূ তুফায়ল (র) আবূ সারীহা হুযায়ফা ইব্‌ন আসীদ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এই দুই কানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শুক্র জরায়ুতে চল্লিশ রাত অবস্থান করে। এরপর একজন ফেরেশতা তাকে আকৃতি দান করেন। রাবী যুহায়র (র) বলেন, আমার ধারণা মতে তিনি বলেছেন, (যিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে) তাকে সৃষ্টি করেন। তখন তিনি বলতে থাকেন, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? এরপর আল্লাহ্ তাকে পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক বানিয়ে দেন। এরপর তিনি (ফেরেশতা) বলতে থাকেন, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পূর্ণাঙ্গ হবে না অপূর্ণাঙ্গ? (ভাগ্যবান না দুর্ভাগা) তখন আল্লাহ্ তাকে পূর্ণাঙ্গ কিংবা অপূর্ণ করে দেন। এরপর তিনি বলতে থাকেন, হে আমার প্রতিপালক! তার জীবিকা, তার বয়স, তার চরিত্র কি হবে? এরপর আল্লাহ্ তাকে দুর্ভাগা কিংবা ভাগ্যবান বানিয়ে দেন।

٦٤٨٨ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ كُلْثُوْمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِى كُلْثُوْمٌ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ الْغِفَارِىِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَفَعَ الْحَدِيْثَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلاً بِالرَّحِمِ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَن يَخْلُقَ شَيْئًا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِبِضْعٍ وَاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ ـ

৬৪৮৮. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস্ সামাদ (র) ... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী হুযায়ফা ইব্‌ন আসীদ গিফারী (রা) থেকে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত মারফূ‘ সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একজন ফেরেশতা গর্ভাশয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। যখন আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশক্রমে কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন চল্লিশ দিনের কিছু বেশি অতিক্রান্ত হলে ....। এরপর তিনি তাদের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦٤٨٩ـ حَدَّثَنِى اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَرَفَعَ الْحَدِيْثَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ اَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ اَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَقْضِىَ خَلْقًا قَالَ قَالَ الْمَلَكُ اَىْ رَبِّ ذَكَرٌ اَوْ اُنْثَى شَقِىٌّ اَوْسَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ ـ

৬৪৮৯. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন জাহদারী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে মারফূ‘ সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। তখন ফেরেশতা বলতে থাকেন, হে আমার প্রতিপালক! (এখন তো) বীর্য। হে আমার প্রতিপালক! (এখনও) জমাট রক্ত। হে

আমার প্রতিপালক! (এখনও) গোশতের টুকরা। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করার ফয়সালা করেন তখন ফেরেশতা বলেন, হে আমার রব! (সে কি) পুরুষ না স্ত্রীলোক, দুর্ভাগা না ভাগ্যবান হবে? তার জীবিকা (কি হবে)? তার আয়ু (কী হবে)? এরপর নির্দেশ মুতাবিক তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই এ সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়।

٦٤٩٠ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ مَامِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللّٰهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً اَوْ سَعِيْدَةً قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى عَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ـ

৬৪৯০. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্‌ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (মদীনার কবরস্তান) বা'কী গারকাদে একটি জানাযায় ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর চার পাশে বসলাম। তাঁর সংগে তাঁর একটি ছড়ি ছিল। তিনি মাথা নিচু করে রেখে ছিলেন। সে সময় তিনি তাঁর ছড়ি দ্বারা যমীনে টোকা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে ও জাহান্নামে নির্ধারণ করেননি এবং সে দুর্ভাগা (বদ্‌কার) হবে না ভাগ্যবান (পুণ্যবান) হবে, তাও লিপিবদ্ধ করেননি এমন কেউ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আমাদের অদৃষ্ট লিপির উপর অবস্থান করে আমল ছেড়ে দেব না? তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি (ভাগ্যবান) নেক্‌কারদের অন্তর্ভুক্ত সে নেক্‌কারদের আমলের দিকে পরিচালিত হবে। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগাদের (বদ্‌কারদের) অন্তর্ভুক্ত সে বদ্‌কারদের আমলের দিকে পরিচালিত হবে। এরপর 'তিনি' পাঠ করলেন : তোমরা আমল করে যাও। প্রত্যেকের পথ সুগম করে দেওয়া হয়েছে। ভাগ্যবানদের (নেক আমলকারীদের) জন্য নেক আমল করা সহজ করে দেওয়া হবে। আর দুর্ভাগাদের (বদকারদের) জন্য বদকারদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : " فَاَمَّا مَنْ সুতরাং যারা দান করল, তাকওয়ার ইখ্‌তিয়ার করল এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করল (সত্য বাস্তবায়ন করল) আমি তাদের জন্য সুখকর (পরিণামের) পথ সুগম করে দেব এবং যারা কৃপণতা করল এবং নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করল অহংকারবোধে লিপ্ত হল আর যা উত্তম তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, আমি তার জন্য কঠোর (পরিণামের) পথ সুগম করে দেব।" (সূরা লায়ল : ৫ - ১০।)

٦٤٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِىْ مَعنَاهُ وَقَالَ فَاَخَذَ عُوْدًا وَلَمْ يَقُل مِخْصَرَةً وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِىْ الاَحْوَصِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৬৪৯১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) ... মানসূর (র) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মানসূর) বলেন, তিনি একটি কাষ্ঠখণ্ড হাতে নিলেন এবং ছড়ির কথা তিনি বলেননি। ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) আবুল আহওয়াস (র)-এর সূত্রে তার হাদীসে বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করলেন।

٦٤٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَفِى يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ اِلاَّ وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَلِمَ نَعْمَلُ أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ لاَ إِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اِلَى قَوْلِهِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى -

৬৪৯২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র) .. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একখণ্ড কাঠ হাতে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তা দ্বারা যমীনে টোকা দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি তার মাথা উঠালেন। তখন তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকানা পরিজ্ঞাত (নির্ণীত) নয়। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আমরা কেন কাজ-কর্ম করব ? আমরা কি (লেখার উপর) ভরসা করে বসে থাকব না? তিনি বললেন, না, বরং আমল করতে থাক। যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাই তার জন্য সহজ করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "সুতরাং যারা দান করল, পরহিযগার ও তাকওয়ার ইখ্‌তিয়ার করল এবং যা ভাল তা প্রত্যায়ন (বাস্তবায়ন) করল, ... কঠোর পরিণামের পথ সুগম করে দেব, পর্যন্ত। (সূরা লায়ল : ৫-১০।)

٦٤٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالاَعْمَشِ اَنَّهُمَا سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

৬৪৯৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আলী (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٤٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ يَارَسُوْلَ

اللّٰه ﷺ بَيِّنْ لَنَا دِيْنَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الاٰنَ فِيْمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ أَفِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الْاَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرِ اَمْ فِيْمَا نَسْتَقْبِلُ قَالَ لاَ بَلْ فِيْمَاجَفَّتْ بِهِ الْاَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ قَالَ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ زُهَيْرٌ ثُمَّ تَكَلَّمَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ لَمْ اَفْهَمْهُ فَسَأَلْتُ مَا قَالَ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ـ

৬৪৯৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শুম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমাদের জন্য আমাদের দীন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, যেন আমরা এইমাত্র সৃষ্ট হয়েছি। আজকের আমল কি ঐ বিষয়ের সম্পৃক্ত যার সম্পর্কে কলমের লিখন শুকিয়ে গেছে এবং তাকদীর কার্যকরী হয়ে গেছে? নাকি আমরা ভবিষ্যতে যার সম্মুখীন হব? তিনি বললেন, না; বরং ঐ বিষয়ের সম্পৃক্ত যার সম্পর্কে লেখনী শুকিয়ে গিয়েছে এবং তাকদীর কার্যকরী হয়ে গেছে। সুরাকা (রা) বললেন, তাহলে আমল করার প্রয়োজন কি? যুহায়র বলেন, এরপর আবূ যুবায়র কিছু কথা বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। তখন আমি (লোকদের) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বলেছেন। তখন তিনি বলেছেন, তোমরা আমল করতে থাক; প্রত্যেকের জন্য (সেই পথ) সুগম করা হয়েছে।

٦٤٩٥ـ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْمَعْنٰى وَفِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ ـ

৬৪৯৫. আবূ তাহির (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল (পথ) সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

٦٤٩٦ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ الضُّبَعِيِّ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعُلِمَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قِيْلَ فَفِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ـ

৬৪৯৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদের চিহ্নিত করা হয়ে গেছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। রাবী বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, তাহলে আমলকারী কিসের জন্য আমল করবে? তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই কাজই সহজ করে দেওয়া হবে, যার০জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

٦٤٩٧ـ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَ اَبُوْ(بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ عفرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَيْثِ حَمَّادٍ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

৬৪৯৭. শায়বান ইব্‌ন ফররূখ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, ইব্‌ন নুমায়র, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও ইব্‌ন মুসান্না (র) .... সব সূত্রেই ইয়াযীদ রিশ্‌ক (র) থেকে উক্ত সনদে হাম্মাশ্বের হাদীসের মর্মে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল ওয়ারিস বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া-রাসূলুল্লাহ্!

٦٤٩٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَزْرَةَ بْنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِىْ الاَسْوَدِ الدِّئَلِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ اَشَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ مَاسَبَقَ اَوْ فِيْمَا يُسْتَقْبَلُوْنَ بِهِ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ بَلْ شَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَفَلاَ يَكُوْنُ ظُلْمًا قَالَ فَفَزِعْتُ مِنْ ذٰلِكَ فَزَعًا شَدِيْدًا وَقُلْتُ كُلُّ شَىْءٍ خَلْقُ اللّٰهِ وَمِلْكُ يَدِهِ فَلاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ فَقَالَ لِىْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ اِنِّىْ لَمْ اُرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ اِلاَّ لاَحْزُرَ عَقْلَكَ اِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ مَايَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ أَشَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ اَوْ فِيْمَا يُسْتَقْبَلُوْنَ بِهِ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ لاَ بَلْ شَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيْهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا -

৬৪৯৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র) ... আবুল আসওয়াদ দুআলী (দীলী) (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, আজ লোকেরা যে সব আমল করে এবং যে কষ্ট করে, সে সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? তা কি এমন কিছু যা তাদের উপর ফায়সালা করে দেওয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপি দ্বারা তাদের উপর পূর্ব নির্ধারিত? নাকি ভবিষ্যতে তারা করবে যা তাদের কাছে তাদের নবী ﷺ নিয়ে এসেছেন এবং উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তখন আমি বললাম, বরং ব্যাপারটি তো তাদের উপর অতীতে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, তখন তিনি (ইমরান রা বললেন, তাহলে তা কি জুলুম হবে না।) তিনি বললেন, এতে আমি খুবই ঘাবড়ে গেলাম এবং বললাম, সবকিছুই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং তাঁর ক্ষমতাধীন। সুতরাং তিনি যা করেন, সে বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না বরং তাদেরই জবাবদিহি করতে হবে। তখন তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। আমি তোমাকে প্রশ্ন করে তোমার জ্ঞানের (ইলমের যথাযর্থ) আপনার উপলব্ধি অনুমান করতে চেয়েছিলাম। মুযায়না গোত্রের দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকেরা বর্তমানে যে সব আমল করে এবং কষ্ট করে, সেগুলো কি তাদের জন্য ফয়সালা হয়ে গিয়েছে, আগেই তাকদীর দ্বারা নির্ধারিত, নাকি ভবিষ্যতে তারা সে সব আমল করবে, যা তাদের নবী ﷺ তাদের কাছে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের উপর দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তখন তিনি বললেন : না; বরং বিষয়টি তাদের জন্য ফায়সালা করা হয়েছে এবং পূর্ব থেকেই তাদের জন্য তা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে? আল্লাহ্‌র কিতাবে তার প্রমাণ : "আর কসম মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, এরপর তাকে তিনি পাপ-পুণ্যের জ্ঞান দান করেছেন।"

٦٤٩٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِيْ ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ -

৬৪৯৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে। এরপর জাহান্নামীদের আমল দ্বারা তার আমল সমাপ্ত করা হয়। আর এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করবে। এরপর জান্নাতীদের আমলের সঙ্গে তার আমল সমাপ্ত করা হয়।

٦٥٠٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ) عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ -

৬৫০০. কুতায়বা ইব্‌ন সাইদ (র)...সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে; অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন ব্যক্তি (সাধারণের দৃষ্টিতে) জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করে, অথচ সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।

٢- بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

২. পরিচ্ছেদ : হযরত আদম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর বিতর্ক

٦٥٠١- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَاتِمٍ وَابْنِ دِيْنَارٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى يَا آدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ اَنْتَ مُوْسٰى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ اَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِيْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَجَّ آدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ آدَمُ مُوْسٰى وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ عُمَرَ وَابْنِ عَبْدَةَ قَالَ اَحَدُهُمَا خَطَّ وَقَالَ الْاٰخَرُ كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ -

৬৫০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দীনার, ইব্‌ন আবূ উমর মাক্কী ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন আব্‌দা দাব্বীয়্যু ও (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে

বিতর্ক হয়। মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদের বের করে দিয়েছেন। তখন আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি তো মূসা (আ)। আল্লাহ্র তা'আলা আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে বিশেষ রূপে মনোনীত (সম্মানিত) করেছেন এবং আপনার জন্য তাঁর হাতে লিখে (কিতাব তাওরাত) দিয়েছেন। আপনি কি এমন বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করছেন যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর তর্কে বিজয়ী হলেন। আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর তর্কে বিজয়ী হলেন। আর ইব্ন আবূ উমর ও ইব্ন আব্দাহ্ (র) বর্ণিত হাদীসে তাদের একজন বলেছেন, خَطَّ অন্যজন বলেছেন, كَتَبَ তিনি তাঁর হাতে তোমার জন্য তাওরাত লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

٦٥٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَحَاجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِيْ اَغْوَيْتَ النَّاسَ وَاَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ اٰدَمُ اَنْتَ الَّذِيْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى اَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ -

৬৫০২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আদম (আ) ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি তো সেই আদম (আ) যিনি লোকদের পথহারা করেছেন এবং জান্নাত থেকে তাদের বহিষ্কার করেছেন। তখন আদম (আ) বললেন, আপনি তো সেই ব্যক্তি (নবী) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে ইল্‌ম দান করেছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। মূসা (আ) বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ) বললেন, আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে ভর্ৎসনা করছেন, যা আমার সৃষ্টির পূর্বে আমার উপর নির্ধারণ করা হয়েছে?

٦٥٠٣- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ اَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ يَزِيْدَ (وَهُوَ ابْنُ هُرْمُزَ) وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ قَالَا سَمِعْنَا اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِيْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَاَسْجَدَلَكَ مَلَائِكَتَهُ وَاَسْكَنَكَ فِيْ جَنَّتِهِ ثُمَّ اَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيْئَتِكَ اِلَى الْاَرْضِ فَقَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسٰى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَاَعْطَاكَ الْاَلْوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللّٰهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ قَالَ مُوْسٰى بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ اٰدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيْهَا وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى اَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ عَلَيَّ اَنْ اَعْمَلَهُ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِيْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى -

৬৫০৩. ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা, ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আদম (আ) ও মূসা (আ) তাঁদের প্রতিপালকের কাছে তর্কে অবতীর্ণ হলেন। আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি তো সেই আদম (আ) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মাঝে তিনি তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, তিনি তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং তাঁর জান্নাতে আপনাকে বসবাস করিয়েছেন। এরপর আপনি আপনার ভুলের দ্বারা মানুষকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছেন। আদম (আ) বললেন, আপনি তো সেই মূসা (আ) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রিসালতের দায়িত্ব ও তাঁর (প্রত্যক্ষ) কালামসহ বিশেষ মর্যাদায় তিনি মনোনীত করেছেন এবং আপনাকে দান করেছেন ফলকসমূহ, (তাওরাত কিতাব) যাতে সব কিছুর বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে এবং একান্তে কথোকথনের জন্য অন্যান্যকে নৈকট্যদান করেছেন। আচ্ছা আমার সৃষ্টির কত বছর আগে আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন বলে আপনি দেখতে পেয়েছেন? মূসা (আ) বললেন, চল্লিশ বছর আগে। আদম (আ) বললেন, আপনি কি তাতে একথা পেয়েছেন 'আদম তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেছে এবং পথ হারা হয়েছে'? তিনি (মূসা আ) বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ) বললেন, এরপর আপনি আমাকে আমার এমন কাজের জন্য কেন তিরস্কার করছেন যা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর আগে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর নির্ধারণ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন।

٦٥٠٤- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِي اَخْرَجَتْكَ خَطِيْئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُوْمُنِي عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى

৬৫০৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আদম (আ) ও মূসা (আ) বিতর্কে লিপ্ত হলেন। তখন মূসা (আ) তাকে বললেন, আপনি তো সেই আদম (আ) যাকে তাঁর ভুল জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছে। তখন আদম (আ) তাকে বললেন, তুমি তো সেই মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তাঁর রিসালাত ও কালামের জন্য মনোনীত করেছেন। এরপরও তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করছো, এমন একটি বিষয়ের কারণে, যা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার উপর নির্ধারিত হয়েছিল। ফলে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন।

٦٥٠٥- حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ النَّجَّارِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِهِمْ-

৬৫০৫. আমর নাকিদ ও ইব্‌ন রাফি (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ..... তাদের হাদীসের মর্মের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٥٠٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ -

৬৫০৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিনহাল দারীর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٥٠٧- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ -

৬৫০৭. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারহ্ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্যলিপি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, সে সময় তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে।

٦٥٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ (يَعْنِى ابْنَ يَزِيْدَ) كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى هَانِئٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ -

৬৫০৮. ইব্‌ন আবূ উমর ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাহল তামিমী (র) ... আবূ হানী (রা)-এর সূত্রে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য এইটুকু যে, তারা দুজন "তাঁর আরশ পানির উপর ছিল" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٣- بَابُ تَصْرِيْفُ اللّٰهِ تَعَالَى الْقُلُوْبَ كَيْفَ شَاءَ

৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে চান কলবসমূহ পরিবর্তিত করেন

٦٥٠٩- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كِلاَهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنِى اَبُوْ هَانِئٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ قُلُوْبَ بَنِى اٰدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ -

৬৫০৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল 'আস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আদম সন্তানের কলবসমূহ পরম দয়াময় (আল্লাহ্ তা'আলা)-এর দু'আংগুলের মাঝে একটি মাত্র কলবের মত। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা তা ওলট পালট করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "কলবসমূহ পরিচালনাকারী হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের কলবকে আপনার আনুগত্যের উপর স্থির রাখুন।"

٤ـ بَابُ كُلُّ شَيْئٍ بِقَدَرٍ

৪. পরিচ্ছেদ : সকল কিছুই পরিমিত মাত্রায় (সৃষ্ট)

٦٥١٠ـ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ اَنَّهُ قَالَ اَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُوْنَ كُلُّ شَيْئٍ بِقَدَرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ شَيْئٍ بِقَدَرٍ حَتّٰى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ اَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ ـ

৬৫১০. আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবীকে দেখতে পেয়েছি। তারা বলতেন যে, সকল কিছুই পরিমিত মাত্রায় (সৃষ্ট)। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সকল কিছুই পরিমিত মাত্রায় সৃষ্ট; এমনকি অক্ষমতা ও প্রজ্ঞাও অথবা প্রজ্ঞা ও অক্ষমতাও।

٦٥١١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوْا قُرَيْشٍ يُخَاصِمُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ : يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ـ

৬৫১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ গোত্রের মুশরিক্‌রা তাক্‌দীর সম্পর্কে বিতর্কের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসল। তখন এই আয়াত নাযিল হল- "যেদিন তাদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে জাহান্নামের আগুনের দহনস্বাদ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই আমি সব কিছুই পরিমিত মাত্রায় সৃষ্টি করেছি।"

٥ـ بَابُ قَدَرٍ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا وَغَيْرَهُ

৫. পরিচ্ছেদ : বনী আদমের যিনা ইত্যাদির অংশ পূর্ব নির্ধারিত

٦٥١٢ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لاِسْحٰقَ) قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ

اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَمَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ اَوْيُكَذِّبُهُ قَالَ عَبْدٌ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -

৬৫১২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) যা বলেছেন 'লামাম' (জাতীয় গুনাহ) সম্পর্কে তার চাইতে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কিছু আমি দেখিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের যিনার যে অংশ নির্ধারিত করেছেন, তা সে অবশ্যই পাবে (করবে)। আর দু'চোখের যিনা দৃষ্টিপাত (কুদৃষ্টি করা, জিহ্বার যিনা কথোপকথন করা, অন্তরে বাসনা করে। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আব্‌দ (ইব্‌ন হুমায়দ (র)) তাঊস (র)-এর বর্ণনায় বলেছেন আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি।

٦٥١٣- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُتِبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذٰلِكَ لاَمَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ -

৬৫১৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আদম সন্তানের উপর যিনার যে অংশ লিপিবদ্ধ আছে তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে। দু'চোখের যিনা হল দৃষ্টিপাত (কুদৃষ্টি) করা, দু'কানের যিনা হল শ্রবণ করা, জিহ্বার যিনা হল কথোপকথন করা, হাতের যিনা হল স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হল হেঁটে যাওয়া, অন্তরের যিনা হল আকৃষ্ট হওয়া ও বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

٦- بَابُ مَعْنٰى كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكْمُ مَوْتِ اَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَاَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

৬. পরিচ্ছেদ ঃ 'প্রত্যেক নবজাতক নিস্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে'-এর অর্থ এবং কাফিরদের ও মুসলিমদের মৃত শিশুদের বিষয়ে হুকুম

٦٥١٤- حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ اْلاٰيَةَ -

৬৫১৪. হাজিব ইব্ন ওয়ালীদ (র)...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি নবজাতক 'ফিত্রাতে' জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীস্টান বানায় এবং অগ্নিপূজক বানায়, যেমন চতুষ্পদ জানোয়ার পূর্ণাঙ্গ চতুষ্পদ বাচ্চা প্রসব করে। তোমরা কি তাতে কোন কর্তিত অঙ্গ (বাচ্চা) দেখ? এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, তোমরা চাইলে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পার : "আল্লাহ্র ফিত্রাতে (অবিচল থাক) যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।"

٦٥١٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ ـ

৬৫১৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... অন্য সূত্রে আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... যুহরী (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী [মা'মার (র)] বলেছেন, যেমন চতুষ্পদ জানোয়ার বাচ্চা প্রসব করে ; তিনি "جَمْعَاءَ"(পূর্ণাঙ্গ) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٦٥١٦ـ حَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِقْرَؤُا : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ـ

৬৫১৬. আবূ তাহির ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেকটি শিশু ফিতরাতে (একত্ববাদের সঠিক বিশ্বাস নিয়ে নিষ্পাপ অবস্থায়ই) জন্মগ্রহণ করে। এরপর তিনি বলেছেন, তোমরা চাইলে তিলাওয়াত করতে পার : "আল্লাহ্র ফিতরাতে (স্থির থাক) তাই যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই প্রতিষ্ঠিত দীন।"

٦٥١٧ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَيُنَصِّرَانِهٖ وَيُشَرِّكَانِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ـ

৬৫১৭. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক শিশু ফিত্রাতের (তাওহীদের উপরে নিষ্পাপ অবস্থায়) ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী বানায়, খ্রীস্টান বানায় এবং মুশরিক বানায়। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি সে এর আগেই মারা যায় তাহলে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, আল্লাহ্ই ভাল জানেন বেঁচে থাকলে তারা কি কাজ করত।

٦٥١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ مَامِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلاَّ وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ اِلاَّ عَلَى هٰذِهِ الْمِلَّةِ حَتّٰى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلاَّ عَلَى هٰذِهِ الْفِطْرَةِ حَتّٰى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ -

৬৫১৮. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন নুমায়র বর্ণিত হাদীসে- "প্রত্যেকটি শিশু ইসলামী মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে" আর আবূ মুআবিয়া (র)-এর সূত্রে আবূ বকর (র)-এর বর্ণনায় "এই মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, এমনকি মুখে স্পষ্ট করে কথা বলা পর্যন্ত (তার উপর বহাল থাকে)" এবং আবূ মুআবিয়া (র)-এর সূত্রে আবূ কুরায়ব (র)-এর বর্ণনায় "এমন কোন শিশু নেই যা এই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে না, এমনকি তার জিহ্বা তার সম্পর্কে ব্যক্ত করা পর্যন্ত" রয়েছে।

٦٥١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُوْلَدُ يُوْلَدُ عَلَى هٰذِهِ الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنْتِجُوْنَ الْاِبِلَ فَهَلْ تَجِدُوْنَ فِيْهَا جَدْعَاءَ حَتّٰى تَكُوْنُوْا اَنْتُمْ تَجْدَعُوْنَهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوْتُ صَغِيْرًا قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ -

৬৫১৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই সব হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। সেগুলো একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় সে এই ইসলামী ফিতরাতের উপরই ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী বানায়, খ্রীস্টান বানায়, যেমন তোমরা উটের বাচ্চা প্রসব করাও। তোমরা কি তাদের মধ্যে কানকাটা দেখতে পাও? বরং তোমরাই সেগুলোর কান কেটে দিয়ে থাক। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে বাচ্চাটি শৈশবেই মারা যাবে, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন।

٦٥٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ اِنْسَانٍ تَلِدُهُ اُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَاِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ اِنْسَانٍ تَلِدُهُ اُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِى حِضْنَيْهِ اِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا -

৬৫২০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি মানব সন্তানকে তার মা ফিতরাতের উপর জন্মদান করে। পরে তার পিতামাতাই তাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীস্টান বানায় এবং অগ্নি উপাসক বানায়। যদি তার পিতামাতা মুসলিম হয়ে থাকে, তাহলে শিশুটি মুসলিম হবে। প্রত্যেক মানব শিশুকে তার মাতার প্রসবকালে শয়তান তার দু'পাঁজরে খোঁচা দিয়ে থাকে। তবে মারইয়াম ও তার পুত্র ঈসা (আ)-কে শয়তান খোঁচা দিতে পারেনি।

٦٥٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْالطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ -

৬৫২১. আবূ তাহির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুশরিকদের সন্তানাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : (বেঁচে থাকলে তারা কি আমল করবে) সে সম্পর্কে আল্লাহ্ই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

٦٥٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ح وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ (وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ) كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ وَابْنِ اَبِي ذِئْبٍ مِثْلَ حَدِيْثِهِمَا غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ شُعَيْبٍ وَمَعْقِلٍ سُئِلَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ -

৬৫২২. আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন বাহরাম ও সালামা ইব্‌ন শাবীব (র) ..... যুহরী (র) থেকে ইউনূস ও ইব্‌ন আবূ যি'ব (র)-এর সনদে তাদের দুজনের (শু'আয়ব ও মা'কিল) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শু'আয়ব ও মাকিল (র) বর্ণিত হাদীসে একটু পার্থক্য আছে। اَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ এর স্থলে ذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِيْنَ (মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি) উল্লেখ আছে।

٦٥٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَطْفَالِ الْمُشْرِكِيْنَ مَنْ يَمُوْتُ مِنْهُمْ صَغِيْرًا فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ -

৬৫২৩. ইব্‌ন উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের শিশু যারা মারা যায়, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল। তখন তিনি বললেন : তারা (বেঁচে থাকলে) যা করত সে বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

٦٥٢٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَطْفَالِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ اِذْ خَلَقَهُمْ -

৬৫২৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুশরিকদের শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন : তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কেননা, তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন।

٦٥٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغُلاَمَ الَّذِىْ قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لاَرْهَقَ اَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا -

৬৫২৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই যে বালকটিকে খিযির (আ) (আল্লাহ্র নির্দেশে) হত্যা করেছিলেন সে জন্মগত কাফির ছিল। যদি সে বেঁচে থাকত তাহলে সে তার পিতামাতাকে অবাধ্যতা ও কুফরী কাজে বাধ্য করত।

٦٥٢٦- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ تُوُفِّىَ صَبِىٌّ فَقُلْتُ طُوْبٰى لَهُ عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَلاَتَدْرِيْنَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهٰذِهٖ اَهْلاً وَلِهٰذِهٖ اَهْلاً -

৬৫২৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বালক মারা গেলে আমি বললাম, তার জন্য সুসংবাদ। সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখিদের অন্যতম (অর্থাৎ অবাধে বিচরণ করবে)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন জান্নাত এবং সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। এরপর তিনি এর (জান্নাতের) জন্য তার যোগ্য অধিবাসী এবং এর (জাহান্নামের) জন্য যোগ্য অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন।

٦٥٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَمَّتِهٖ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ دُعِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى جَنَازَةِ صَبِىٍّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ -

৬৫২৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আনসার বালকের জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই বালকটি তো ভাগ্যবান। সে তো জান্নাতেই চড়ুই পাখিদের অন্যতম। সে মন্দকাজ করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শ করেনি। তিনি বললেন, এ ছাড়া অন্য কিছু হে আয়েশা! (ভাবো ও বলো) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের অধিবাসীদের সৃষ্টি করেছেন তাদের তার (জান্নাতের) জন্যই পয়দা করেছেন যখন তারা তাদের

বাপ দাদা (পূর্ব পুরুষের) ঔরসে ছিল। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের জন্য তার যোগ্য অধিবাসীদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের জান্নাতের জন্যই পয়দা করেছেন এবং তাদের বাপ দাদাদের ঔরসে ছিল।

٦٥٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ حَفْصٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى بِاِسْنَادِ وَكِيْعٍ نَحْوَ حَدِيْثِهٖ -

৬৫২৮. মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্, সুলায়মান ইব্ন মা'বাদ, ইসহাক ইব্ন হাফ্স, ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) .... তালহা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ওয়াকী' (র)-এর সনদে তার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧- بَابُ بَيَانُ اَنْ الاَجَالَ وَالاَرْزَاقَ وَغَيْرَهَالاَتَزِيْدُ وَلاَتَنْقُصُ عَمَاسَبَقَ بِهِ الْقَدْرُ

৭. পরিচ্ছেদ : বয়স, জীবিকা ইত্যাদি নির্ধারিত তাকদীর থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না

٦٥٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَشْكُرِىِّ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَمْتِعْنِىْ بِزَوْجِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِاَبِىْ اَبِىْ سُفْيَانَ وَبِاَخِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ سَأَلْتِ اللّٰهَ لاٰجَالٍ مَضْرُوْبَةٍ وَاَيَّامٍ مَعْدُوْدَةٍ وَاَرْزَاقٍ مَقْسُوْمَةٍ لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ اَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللّٰهَ اَنْ يُعِيْذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِىْ النَّارِ اَوْ عَذَابٍ فِىْ الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَاَفْضَلَ قَالَ وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ قَالَ مِسْعَرٌ وَاُرَاهُ قَالَ وَالْخَنَازِيْرُ مِنْ مَسْخٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلاً وَلاَعَقِبًا وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيْرُ قَبْلَ ذٰلِكَ -

৬৫২৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) বললেন (দু'আ করলেন), হে আল্লাহ্! আমার স্বামী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পিতা আবূ সুফিয়ান ও আমার ভাই মুআবিয়া (রা)-এর দ্বারা আমাকে উত্তম সম্পদ দান করুন (তাঁদের দীর্ঘজীবী করুন)। আবদুল্লাহ্ বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি তো আল্লাহ্র কাছে নির্ধারিত বয়স, সীমিত সময় এবং বণ্টনকৃত জীবিকা সম্পর্কে প্রার্থনা করলে। এগুলো কখনোই তার নির্ধারিত সময় থেকে ত্বরান্বিত করবেন না কিংবা তারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিতও করবেন না। যদি তুমি আল্লাহ্র কাছে জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কিংবা কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য দু'আ করতে তাহলে উত্তম ও শ্রেয় হত। তিনি বলেন, তাঁর কাছে (বনী ইসরাঈলের) বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হল। মিস'আর বলেন, আমি

মনে করি, শূকরে রূপান্তরিত হওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা যাদের (আকৃতি পরিবর্তন করে) বিকৃত করেছেন তাদের কোন বংশধারা ও বা উত্তরসূরী রাখেননি। (এছাড়া) ঐ বিকতির পূর্বেও পৃথিবীতে বানর ও শূকর ছিল।

٦٥٣٠- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ بِشْرٍ وَوَكِيْعٍ جَمِيْعًا مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ -

৬৫৩০. আবূ কুরায়ব (র) .... মিস'আর থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন বিশ্র ও ওয়াকী' থেকে তাঁর হাদীসে مِنْ عَذَابٍ فِىْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِىْ الْقَبْرِ (জাহান্নামের আগুন এবং কবর আযাব থেকে) উল্লেখ রয়েছে।

٦٥٣١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ (وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجٍ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ حَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَشْكُرِىِّ عَنْ مَعْمَرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ اللّٰهُمَّ مَتِّعْنِى بِزَوْجِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِاَبِى اَبِىْ سُفْيَانَ وَبِاَخِىْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكِ سَأَلْتِ اللّٰهَ لِاٰجَالٍ مَضْرُوْبَةٍ وَاٰثَارٍ مَوْطُوْءَةٍ وَاَرْزَاقٍ مَقْسُوْمَةٍ لاَيُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ وَلاَيُؤَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ وَلَوْ سَأَلْتِ اللّٰهَ اَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ هِىَ مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِىُّ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ فَقَالَ يُهْلِكْ قَوْمًا اَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً وَاِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ *

حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَاَنَّهُ قَالَ وَاٰثَارٍ مَبْلُوْغَةٍ قَالَ ابْنُ مَعْبَدٍ وَرَوٰى بَعْضُهُمْ قَبْلَ حِلِّهِ اَىْ نُزُوْلِهِ -

৬৫৩১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী ও হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্! আমার স্বামী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আমার পিতা আবূ সুফিয়ান ও আমার ভাই মুআবিয়া (রা) দ্বারা আমাকে উত্তম সম্পদ দান করুন (তাঁদের দীর্ঘজীবী করুন)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি তো আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলে নির্ধারিত বয়স, সীমাবদ্ধ অবকাশ এবং বণ্টিত জীবিকার, যার কিছুই তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ত্বরান্বিত করবেন না এবং নির্ধারিত সময় হওয়ার পরে বিলম্বিত করবেন না। যদি তুমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে, যেন তিনি তোমাকে জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবর আযাব থেকে রেহাই দান করেন তাহলে তা তোমার জন্য খুবই ভাল হত। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই বানর ও শূকরগুলোই কি বিকৃতি প্রাপ্ত দল? তখন নবী ﷺ বললেন : নিশ্চয়ই

আল্লাহ্ তা'আলা যে জাতিকে ধ্বংস করেন কিংবা যে জাতিকে (বিকৃতি ঘটিয়ে) আযাব দেন, তাদের বংশধর অবশিষ্ট রাখেন না। আর বিকৃতি ঘটার পূর্বেও পৃথিবীতে বানর ও শূকর ছিল।

আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন মা'বাদ (র) ..... সুফিয়ান (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে "اَثَارٍ مَوْطُوْءَةٍ" -এর স্থলে "اَثَارٍ مَبْلُوْغَةٍ" (সীমিত সংগতি) রয়েছে। ইব্ন মা'বাদ (র) বলেছেন, কেউ বলেছেন "قبل حله" অর্থাৎ "نزوله" (অবতরণের পূর্বে)।

٨ـ بَابُ فِى الْاَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ وَالْاِسْتِعَانَةِ بِاللّٰهِ وَتَفْوِيْضِ الْمَقَادِيْرِ لَهُ

৮. পরিচ্ছেদ : কাজকর্মে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা পরিহারের নির্দেশ এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ও তাকদীরকে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা

٦٥٣٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اَحْرِصْ عَلَى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَتَعْجَزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَرَ اللّٰهُ وَمَاشَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ـ

৬৫৩২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের তুলনায় আল্লাহ্র কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, যাতে তোমার উপকার হবে তার প্রতি তুমি 'লালায়িত' হয়ো এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অক্ষম হয়ে থেকো না। যদি কোন কিছু (বিপদ) তোমার উপর আপতিত হয় তবে এরূপ বলবে না যে, যদি আমি (এরূপ) করতাম তবে 'এরূপ এরূপ' হত। বরং এই বল যে, আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা, 'لَوْ' (যদি) শব্দটি শয়তানের আমলের দুয়ার খুলে দেয়।

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় : ইল্‌ম

١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ اِتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْاٰنِ وَالتَّحْذِيْرِ مِنْ مُتَّبِعِيْهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْاِخْتِلَافِ فِيْ الْقُرْاٰنِ

১. পরিচ্ছেদ : কুরআনের 'মুতাশাবাহ' (সদৃশ্যতার জটিলতাপূর্ণ আয়াত)-এর অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়া ও এর অনুসারীদের ভীতি প্রদর্শন এবং কুরআনে (বর্ণিত বিষয়ে) মতভেদ নিষিদ্ধ

٦٥٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيْلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِيْ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوْ الاَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ ـ

৬৫৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিলাওয়াত করলেন : ..... هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ "তিনিই তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন; এইগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ (রূপক)। যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে, শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা সাদৃশ্যপূর্ণ (রূপক) তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না; আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা (জ্ঞানবানরা) ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না" (৩ : ৭)।

তিনি (আয়েশা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা সে সব লোকদের দেখতে পাবে, যারা সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অর্থের পিছনে ধাবমান— এরাই সে সব ব্যক্তি, যাদের কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, তখন তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে (থেকে দূরে থাকবে)।

٦٥٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ هَجَّرْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِىْ اٰيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِى الْكِتَابِ -

৬৫৩৪. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন (খুব সকালে অথবা দুপুরে) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি বলেন, তখন তিনি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে দু'ব্যক্তির মতবিরোধের আওয়ায শুনতে পান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে আসলেন, তখন তাঁর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তীরা আল্লাহ্র কিতাবে মতবিরোধ করার দরুন ধ্বংস হয়েছে।

٦٥٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ فَقُوْمُوْا -

৬৫৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের অন্তর অনুকূল থাকে। আর যখন (কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যায়) তোমরা অসঙ্গত বিরোধে লিপ্ত হবে তখন উঠে যাবে।

٦٥٣٦- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ جُنْدُبٍ (يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَاائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا -

৬৫৩৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরের আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত কর। আর যখন প্রতিকূলতা এসে পড়ে (বিরোধে লিপ্ত হবে) তখন উঠে যাবে।

٦٥٣٧- حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ لَنَا جُنْدُبُ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ بِالْكُوْفَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا -

৬৫৩৭. আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাখ্রি দারিমী (র) ..... আবূ ইমরান (রা) বলেন, আমরা কূফাতে কিশোর বয়সের ছিলাম। তখন জুনদুব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক ...... তাঁদের দু'জনের হাদীসের অনুরূপ।

٢- بَابُ فِى الْاَلَدِّ الْخَصِمِ

২. পরিচ্ছেদ : দুর্বিনীত চরম ঝগড়াটে

٦٥٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ -

৬৫৩৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ওয়াকী' (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুর্বিনীত চরম ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয়।

٣- بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى

৩. পরিচ্ছেদ : ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ

٦٥٣٩- حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا فِىْ جُحْرِضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ -

وَحَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ غَسَّانَ (وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ *

قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ -

৬৫৩৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি-পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে (ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে), এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের (শণ্ডার) গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পূর্ববর্তী উম্মাত বলতে তো ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরাই উদ্দেশ্য ? তিনি বললেন, তবে আর কারা ? আমাদের কতিপয় সংগী (র) .... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) থেকে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইসহাক, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র)-এর সূত্রে যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) তাঁর অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

٤- بَابُ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ

৪. পরিচ্ছেদ : অতিশয়তা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়েছে

٦٥٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَيَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا -

৬৫৪০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কথা ও কাজে অতিশয় (অবলম্বনকারীরা) ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন।

٥- بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُوْرِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

৫. পরিচ্ছেদ : আখিরী যমানায় ইল্‌ম উঠে যাওয়া, মূর্খতা ও ফিত্‌না প্রকাশ পাওয়া প্রসঙ্গে

٦٥٤١ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا -

৬৫৪১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম হল ইল্‌ম উঠে যাওয়া, মুর্খতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া, মদ্যপান ও ব্যভিচারের প্রসার ঘটা।

٦٥٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَيُحَدِّثُكُمْ اَحَدُ بَعْدِىْ سَمِعَهُ مِنْهُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ -

৬৫৪২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি এবং আমার পরে এমন কেউ তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না যে, তা আমি তাঁর কাছে শুনেছে, কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম হচ্ছে ইল্‌ম উঠে যাবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, যিনা বিস্তৃত হবে, মদ্যপান প্রচলিত হবে, পুরুষ (-এর সংখ্যা) হ্রাস পাবে, নারীরা অবশিষ্ট থাকবে, এমনকি পঞ্চাশ জন নারীর জন্য একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকবে।

٦٥٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَاَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ بِشْرٍ وَعَبْدَةَ لاَيُحَدِّثُكُمُوْهُ اَحَدُ بَعْدِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

৬৫৪৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... অন্য সূত্রে আবূ কুরায়ব (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন বিশ্‌র ও আব্‌দা (র) বর্ণিত হাদীসে 'তা তোমাদের কাছে আমার পরে কেউ বর্ণনা করবে না।' আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন. ... উল্লেখ আছে। এরপর তিনি (আব্‌দা) তার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٦٥٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَاَبِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِيْ مُوْسٰى فَقَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ اَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ اَلْقَتْلُ -

৬৫৪৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সংগে উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে এমন এক সময় আসবে যখন ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে। সে সময় মূর্খতা নেমে আসবে এবং 'হারাজ' বৃদ্ধি পাবে। 'হারাজ' মানে খুন-খারাবি।

٦٥٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِيْ مُوْسَى الاَشْعَرِيِّ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِيْ مُوْسٰى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ -

৬৫৪৫. আবূ বকর ইব্‌ন নাদর ইব্‌ন আবূ নাদর (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ...... কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) ... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সংগে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁরা হাদীস আলোচনা করছিলেন। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ... এরপর তারা ওয়াকী' ও ইব্‌ন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٥٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৫৪৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক হানযালী (র) ... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٥٤٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ اِنِّىْ لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِيْ مُوْسٰى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৫৪৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সংগে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁরা হাদীস আলোচনা করছিলেন। আবূ মূসা [আশআরী (রা)] বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। .... তার অনুরূপ।

٦٥٤٨- حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ ـ

৬৫৪৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হলে ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, ফিত্না প্রকাশ পাবে, কৃপণতা (মানুষের অন্তরে) ঢেলে দেয়া হবে এবং হারাজ বেড়ে যাবে। লোকেরা বলল, 'হারাজ' কি? তিনি বললেন, খুন,-জখম।

٦٥٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৬৫৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যুগ নিকটবর্তী হবে, ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে। ...এরপর তার অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦٥٥٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِهِمَا ـ

৬৫৫০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যুগ নিকটবর্তী হবে ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে। .... এরপর মা'মার (র) তাঁদের (ইউনুস ও শু'আয়ব –র) এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦٥٥١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوْا وَيُلْقَى الشُّحُّ ـ

৬৫৫১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর, ইব্ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব ও আমর নাকিদ মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আবূ তাহির (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ থেকে, হুমাইদ (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে যুহ্রী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এঁরা সালিম, হাম্মাম ও আবূ ইউনূস (র) প্রমুখ ' يُلْقَى الشُّحُّ ' (কৃপণতা ঢেলে দেয়া হবে) কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٥٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا -

৬৫৫২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন 'আস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইল্ম হঠাৎ করে ছিনিয়ে নেবেন না। তবে তিনি আলিম শ্রেণীকে তুলে নিয়ে ইল্ম তুলে নেবেন। যখন কোন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদের নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে ফাত্ওয়া চাওয়া হবে এবং তারা না জেনে ফাত্ওয়া দিবে। এতে তারা (নিজেরাও) পথভ্রষ্ট হবে এবং (লোকদেরও) পথভ্রষ্ট করবে।

٦٥٥٣- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ) ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيْنَا الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ -

৬৫৫৩. আবূ রাবী' 'আতাকী', ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব আবূ কুরায়ব, ইব্ন আবূ উমর, মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ও আবূ বকর ইব্ন নাফি' আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে .. জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) উমর ইব্ন আলী (র) বর্ণিত হাদীসে এইটুকু অধিক বলেছেন– 'এরপর আমি (উরওয়া) এক বছরের মাথায় (পরে)' আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম; তিনি হাদীসটি যেমন বলেছিলেন, আমাকে অনুরূপ বললেন। তবে এবার তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি।

٦٥٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ جَعْفَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ -

৬৫৫৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন 'আস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে.... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٦٥٥٥- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ شُرَيْحٍ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ لِيْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ اُخْتِيْ بَلَغَنِيْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا اِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَائِلْهُ فَاِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا كَثِيْرًا قَالَ فَلَقِيْتُهُ فَسَاَلْتُهُ عَنْ اَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُرْوَةُ فَكَانَ فِيْمَا ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ اِنْتِزَاعًا وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمُ مَعَهُمْ وَيُبْقِيْ فِي النَّاسِ رُؤُسًا جُهَّالاً يُفْتُوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَالِكَ اَعْظَمَتْ ذٰلِكَ وَاَنْكَرَتْهُ قَالَتْ أَحَدَّثَكَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ عُرْوَةُ حَتّٰى اِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَتْ لَهُ اِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتّٰى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيْثِ الَّذِيْ ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ قَالَ فَلَقِيْتُهُ فَسَاءَلْتُهُ فَذَكَرَهُ لِيْ نَحْوَ مَاحَدَّثَنِيْ بِهِ فِيْ مَرَّتِهِ الْاُوْلٰى قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا اَخْبَرْتُهَا بِذٰلِكَ قَالَتْ مَااَحْسِبُهُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ اَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيْهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ -

৬৫৫৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র) ... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আয়েশা (রা) বললেন, হে আমার ভগ্নীপুত্র! আমার কাছে খবর এসেছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) আমাদের সংগে হজ্জ পালন করতে এসেছেন। তুমি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ কর এবং হাদীস জিজ্ঞাসা করতে থাক। কেননা, তিনি নবী ﷺ-থেকে বহু জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি (উরওয়া) বলেন, তখন আমি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট এমন অনেক বিষয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করলাম, যা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। উরওয়া (র) বলেন, সে সব বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল এই যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কাছ থেকে ইল্‌ম (হঠাৎ) ছিনিয়ে নেবেন না। তবে তিনি আলিমদের তুলে নেবেন। সুতরাং তাদের সংগে ইল্‌মও উঠে যাবে। আর মানুষের মাঝে অবশিষ্ট রাখবেন জাহিল নেতৃবৃন্দকে। তারা না জেনে লোকদের ফাত্ওয়া দিবে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া (র) বলেন, আমি যখন এই হাদীসটি আয়েশা (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম তখন তিনি একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন এবং তাতে আপত্তি করে বললেন, তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) কি তোমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এটি বলতে শুনেছেন? উরওয়া (র) বললেন, যখন পরবর্তী বছর এল তখন তিনি (আয়েশা রা) তাকে (উরওয়া -র কে) বললেন, নিশ্চয়ই ইব্‌ন আমর (রা) আগমন করেছেন। তার সংগে সাক্ষাৎ কর। এরপর তার কাছে পুনরায় বুঝে নিবে এবং তাকে সেই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যা ইল্‌ম বিষয়ে তিনি তোমার কাছে উল্লেখ করেছেন। উরওয়া (র) বললেন, তখন আমি তার সংগে দেখা করে তাঁকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি তা আমার কাছে উল্লেখ করলেন, যেমন প্রথমবার তা বর্ণনা করেছিলেন। উরওয়া (র) বলেন, যখন আমি তাঁকে (আয়েশা -রা কে) বিষয়টি অবহিত করলাম তখন তিনি বললেন, আমি মনে করি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) যখনই বলেছেন এবং তিনি এতে (এই হাদীসে) কিছুমাত্র বেশি কিংবা কম করেননি।

٦- بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً اَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى اَوْ ضَلاَلَةٍ

৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি কিংবা মন্দ রীতি প্রচলন করে এবং যে ব্যক্তি সত্যপথের দিকে আহ্বান করে কিংবা ভ্রান্তির দিকে ডাকে

٦٥٥٦ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِى الضُّحٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوْفُ فَرَاٰى سُوْءَ حَالِهِمْ قَدْ اَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَاَبْطَؤُا عَنْهُ حَتّٰى رُئِىَ ذٰلِكَ فِى وَجْهِهِ قَالَ ثُمَّ اِنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ ثُمَّ تَتَابَعُوْا حَتّٰى عُرِفَ السُّرُوْرُ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَيَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ -

৬৫৫৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল। তাদের পরিধানে ছিল পশমী বস্ত্র। তিনি তাদের দুরাবস্থা দেখলেন। তারা ছিল অভাবে পতিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের (তাদেরকে) দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করলেন। লোকেরা সাদাকা দিতে বিলম্ব (ইতস্তত) করছিল। এমনকি এর প্রতিক্রিয়া তাঁর চেহারায় প্রতিভাত হল। রাবী বলেন, এরপর একজন আনসারী ব্যক্তি একটি রূপার (টাকার) থলে নিয়ে এলেন। এরপর আরেকজন এলেন। এরপর একের পর এক আসতে লাগলেন, অবশেষে তাঁর চেহারায় খুশীর চিহ্ন ফুটে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল রীতির প্রচলন করবে এবং পরবর্তীকালে সে অনুযায়ী আমল করা হয় তাহলে আমলকারীর সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের সাওয়াবের কোন রূপ ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কুরীতির (মন্দ কাজের) প্রচলন করবে এবং তারপরে সে অনুযায়ী আমল করা হয় তাহলে ঐ আমলকারীর মন্দ ফলের সমপরিমাণ গুনাহ তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের গুনাহ্ কিছুমাত্র হ্রাস হবে না।

٦٥٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ -

৬৫৫৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্‌বা দিলেন এবং লোকদের সাদাকা করার জন্য উৎসাহিত করলেন। ..... এরপর জারীর বর্ণিত হাদীসের মর্ম অনুযায়ী।

٦٥٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلاَلِ الْعَبْسِىُّ قَالَ قَالَ جَرِيْرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ

৬৫৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যে কোন ভাল কাজের প্রচলন করলে, যার উপর তার পরে আমল করা হয় ....। এরপর তিনি পুরো হাদীসটি উল্লেখ করেন।

٦٥٥٩- حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ـ

৬৫৫৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী, আবূ কামিল ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক উমাবী (র) ... জারীর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ... অন্য সূত্রে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আরেক সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) ... জারীর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীসের অনুরূপ।

٦٥٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا ـ

৬৫৬০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন হিদায়াতের দিকে আহবান জানায় তার জন্য তার অনুসারীদের সাওয়াবের অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে। এতে তাদের সাওয়াব থেকে কিছুমাত্র ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানাবে তার উপর তার অনুসারীদের গুনাহের অনুরূপ গুনাহ বর্তাবে। এতে তাদের গুনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।

كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ

অধ্যায় : যিকির, দু‘আ, তাওবা ও ইসতিগফার

١- بَابُ الْحثّ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى

১. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার যিকিরের প্রতি অনুপ্রেরণা প্রদান

٦٥٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِىْ اِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِىْ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلأَهُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً -

৬৫৬১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী, যখন সে আমার যিকির (আমাকে স্মরণ) করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী (তার মনে মনে) স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোন মজলিসে আমার যিকির (স্মরণ) করে তাহলে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয় তাহলে আমি তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী (অগ্রসর) হই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রবর্তী হয় তাহলে আমি তার দিকে এক ‘বাগ’ নিকটবর্তী হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে অতি দ্রুত আসি।

٦٥٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا -

৬৫৬২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আ‘মাশ (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ‘যদি সে আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হয় তাহলে আমি তার দিকে এক ‘বাগ’ নিকটবর্তী হই....’ কথাটি উল্লেখ করেননি।

---

১. ‘বাগ (باع) দুই বাহু ডানে বামে প্রসারিত করলে যে দূরত্ব (সাড়ে হাত) সৃষ্টি হয় তাকে বা‘ (বাগ) বলে। (এ কারণে মানুষকে দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান বলা হয়।

٦٥٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ اِذَا تَلَقَّانِىْ عَبْدِىْ بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ وَاِذَا تَلَقَّانِىْ بِذِرَاعٍ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ وَاِذَا تَلَقَّانِىْ بِبَاعٍ اَتَيْتُهُ بِاَسْرَعَ -

৬৫৬৩. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এইগুলো আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস। এরপর তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। এর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন কোন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তখন আমি তার পানে এক হাত এগিয়ে আসি। আর যখন সে একহাত আগায় তখন আমি এক 'বাগ' আগাই। যখন সে এক 'বাগ' এগিয়ে আসে তখন আমি তার দিকে অতি দ্রুত আসি।

٦٥٦٤- حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِىْ ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلٰى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيْرُوْا هٰذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِدُوْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ -

৬৫৬৪. উমায়্যা ইব্ন বিসতাম আয়শী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে জুমদান নামক একটি পাহাড়ের নিকটে গেলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এই জুমদান পর্বতে পরিভ্রমণ করতে থাক। এ হল জুমদান (পর্বত) আজ তা 'মুফাররিদরা' অগ্রবর্তী হয়ে গেল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'মুফাররিদ' কারা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! তিনি বললেন : অধিক যিকিরকারী ও অধিক যিকিরকারিণী।

٢- بَابُ فِىْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفَضْلُ مَنْ اَحْصَاهَا

২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র নামসমূহ ও তার সংরক্ষণকারীর ফযীলত

٦٥٦٥- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعُوْنَ اِسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ عُمَرَ مَنْ اَحْصَاهَا -

৬৫৬৫. আমর নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি তার হিফাযত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বেজোড়। তিনি বেজোড় পছন্দ করেন। ইব্ন আবূ উমর (র)-এর বর্ণনায় ' مَنْ حَفِظَهَا ' (হিফাযত করে) এর স্থলে ' مَنْ اَحْصَاهَا ' (যে সংরক্ষণ করে) উল্লেখ আছে।

٦٥٦٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ـ

৬৫৬৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাম্মাম (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এইটুকু বর্ধিত করে বলেছেন যে, তিনি (আল্লাহ্) বেজোড় এবং তিনি বেজোড় ভালবাসেন।

٣ـ بَابُ الْعَزْمِ بِالدُّعَاءِ وَلاَيَقُلْ اِنْ شِئْتَ

৩. পরিচ্ছেদ : দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে দু'আ করা এবং এরূপ বলবে না যে, ('আল্লাহ্) তুমি যদি চাও'

٦٥٦٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِى الدُّعَاءِ وَلاَيَقُلْ اللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ فَاَعْطِنِىْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَمُسْتَكْرِهَ لَهُ ـ

৬৫৬৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন দু'আ করবে তখন দৃঢ় আস্থার সাথে দু'আ করবে। আর সে যেন "হে আল্লাহ্! যদি আপনি চান তাহলে আমাকে দান করুন" না বলে। কেননা আল্লাহ্কে বাধ্য করার কেউ নেই।

٦٥٦٨ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلاَيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيَتَعَاظَمُهُ شَىْءٌ اَعْطَاهُ ـ

৬৫৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমদের কেউ যখন দু'আ করে তখন সে যেন না বলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ (হে আল্লাহ্! আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা করুন)। বরং সে যেন মযবুতভাবে দৃঢ়তার সাথে দু'আ করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা দান করেন তা তাঁর কাছে বিরাট কিছু নয়।

٦٥٦٩ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى الاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ فِى الدُّعَاءِ فَاِنَّ اللّٰهَ صَانِعُ مَاشَاءَ لاَمُكْرِهَ لَهُ ـ

৬৫৬৯. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কখনো না বলে যে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ (হে আল্লাহ্! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্! আপনি ইচ্ছা করলে আমার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন)। সে যেন অবশ্যই দৃঢ় সংকল্পের সাথে দু'আ করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করতে পারেন। তাঁকে বল প্রয়োগকারী কেউ নেই।

٤- بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّى الْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ

৪. পরিচ্ছেদ : কোন বিপদ-সংকট আপতিত হলে মৃত্যু কামনা করা মাকরূহ্

٦٥٧٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَاِنْ كَانَ لاَبُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ -

৬৫৭০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বিপদাক্রান্ত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি অগত্যা মৃত্যু কামনা করতেই হয় তাহলে সে যেন বলে–"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হায়াত আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর আমাকে মৃত্যুদান করুন যদি আমার জন্য মৃত্যু মঙ্গলজনক হয়।"

٦٥٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِيْ ابْنَ سَلَمَةَ) كِلاَهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ -

৬৫৭১. ইব্‌ন আবূ খালাফ ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ['لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ' (তার উপর পতিত বিপদের কারণে)]-এর স্থলে 'مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ' (যে বিপদ তার উপর আপতিত হয়েছে তা থেকে) বলেছেন।

٦٥٧٢- حَدَّثَنِيْ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ وَاَنَسٌ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ قَالَ اَنَسٌ لَوْلاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ -

৬৫৭২. হামিদ ইব্‌ন উমর (র) ... নায্‌র ইব্‌ন আনাস ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আনাস রা) তখন জীবিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "তোমাদের কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করবে না" না বলতেন তাহলে অবশ্যই (বার্ধক্যজনিত কষ্টের কারণে) আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

٦٥٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِى بَطْنِهِ فَقَالَ لَوْ مَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ -

৬৫৭৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার পেটে সাতটি (লোহা পোড়ার) দাগ দেখিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন তাহলে অবশ্যই আমি তার জন্য দু'আ করতাম।

٦٥٧٤- حَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَيَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬৫৭৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... অন্য সূত্রে ইব্‌ন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) ইসমাঈল (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٥٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَيَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُ اِنَّهُ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَاِنَّهُ لاَيَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ اِلاَّ خَيْرًا -

৬৫৭৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাদ ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এই মর্মে, আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বে যেন মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে। কেননা তোমাদের কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মু'মিন ব্যক্তির বয়স দীর্ঘায়িত হলে এতে তার কল্যাণই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

٥- بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهِ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

৫. পরিচ্ছেদ : যারা আল্লাহ্‌র দীদার পছন্দ করে আল্লাহ্ তাদের সাক্ষাৎ পছন্দ করেন আর যারা আল্লাহ্‌র দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ্ তাদের সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন

٦٥٧٦- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ ﷺ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ -

৬৫৭৬. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র) ... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার পছন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

٦٥٧٧ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৬৫৭৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٥٧٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لَيْسَ كَذٰلِكِ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ فَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ـ

৬৫৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ রুয্যী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ্র নবী! এর দ্বারা কি মৃত্যুর অপসন্দনীয়তা উদ্দেশ্য ? তাকে তো আমরা সবাই তা অপছন্দ করি? তিনি বলেন, বিষয়টি এরূপ নয়। তবে যখন একজন মু'মিনকে আল্লাহ্র রহমত, তাঁর রিযামন্দি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পছন্দ করে এবং আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যখন কাফিরকে আল্লাহ্র আযাব ও তার অসন্তুষ্টির খবর দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

٦٥٧٩ـ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৬৫৭৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... কাতাদা (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٥٨٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللّٰهِ ـ

৬৫৮০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার পছন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আর মৃত্যু তো আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাতের পূর্বে সংঘটিত হয়।

٦٥٨١- حَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِيْ شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ -

৬৫৮১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রায়ই ইব্ন হানী (র)-কে অবহিত করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ...তার অনুরূপ।

٦٥٨٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ قَالَ فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا اِنْ كَانَ كَذَالِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا فَقَالَتْ اِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَاذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَلَيْسَ مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ بِالَّذِيْ تَذْهَبُ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ اِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ وَتَشَنَّجَتِ الْاَصَابِعُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ -

৬৫৮২. সাঈদ ইব্ন আম্র আশআসী (র) ....শুরায়হ ইব্ন হানী (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাৎ পসন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাৎ অপসন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন। তিনি (শুরায়হ্) বলেন, এরপর আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম এবং বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। যদি বিষয়টি এরূপ হয় তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। তখন তিনি (আয়েশা -রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা মত যে ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, সে বস্তুতঃই ধ্বংস হয়েছে। বিষয়টি কী? তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ ভালবাসে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপসন্দ করে আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন। অথচ আমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যে মৃত্যুকে অপসন্দ করে না। তখন তিনি (আয়েশা -রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই কথাই বলেছেন। তবে তুমি যা বুঝেছ ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। প্রকৃতপক্ষে যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, শ্বাস বক্ষে আটকে যাবে, (চেড়ে যাবে) শরীর শিউরে উঠবে ও লোম দাঁড়িয়ে যাবে এবং আংগুলগুলো সংকুচিত টানটান হয়ে যাবে তখন (ঐ মুহূর্তে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পসন্দ করবে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ পসন্দ করবেন এবং সে সময় যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপসন্দ করবে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করবেন।

٦٥٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنِيْ جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْثَرٍ -

৬৫৮৩. ইসহাক হানযালী (র) ...... মুতাররিফ (র) থেকে এ সনদে পূর্ব বর্ণিত 'আবছার (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٥٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ عَامِرِ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ -

৬৫৮৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ আমির আশআরী ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ভালবাসে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ অপসন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন।

٦- بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ

৬. পরিচ্ছেদ : যিক্‌র, দু'আ, আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করা এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রতি সুধারণা পোষণের ফযীলত

٦٥٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَاَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِى -

৬৫৮৫. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দার আমাকে যে রূপ ধারণা করে আমি (তার জন্য তেমনই)। আর আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে।

٦٥٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ) وَابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ (وَهُوَ التَّيْمِىُّ) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِىْ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا اَوْ بُوْعًا وَاِذَا اَتَانِى يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً -

৬৫৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ইব্‌ন উসমান আব্‌দী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : যখন আমার বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে তখন আমি তার দিকে এক 'বাগ'[১] এগিয়ে আসি। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে ছুটে আসি।

---
১. বাগ– দুই বাহু ডানে-বামে প্রসারিত করলে যে দূরত্ব হয় তাকে 'বাগ' বলে।

٦٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ اِذَا اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ـ

৬৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা কায়সী (র) ... মু'তামির (র) তার পিতার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় "اِذَا اَتَانِيْ يَمْشِيْ ...." (যখন সে পায়ে হেঁটে আসে ......) উল্লেখ করেননি।

٦٥٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِيْ كُرَيْبٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِيْ فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُ وَاِنِ اقْتَرَبَ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنِ اقْتَرَبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ـ

৬৫৮৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী থাকি। যখন সে আমার যিকির (আমাকে স্মরণ) করে তখন আমি তার সংগী হয়ে যাই। যখন সে একাকী (মনে মনে) আমার যিকির করে তখন আমি একাকী তাকে স্মরণ করি। যখন সে কোন মজলিসে আমার যিকির করে তখন আমি তাকে তার চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে এক বাম (সাড়ে তিন হাত) এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে ছুটে আসি।

٦٥٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَاَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً لاَيُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً * قَالَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ـ

৬৫৮৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে তার জন্য রয়েছে দশগুণ সাওয়াব; আর আমি তাকে আরও বাড়িয়ে দেব। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ (গুনাহ্) করবে তার প্রতিফল সেই কাজের অনুরূপ কিংবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর (নিকটবর্তী) হয় আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে আসি। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি একহাত অগ্রসর (নিকটবর্তী) হয় আমি

তার দিকে এক বাম নিকটবর্তী হই। যে ব্যক্তি আমার কাছে হেঁটে আসে আমি তার দিকে ছুটে আসি। যে ব্যক্তি আমার কাছে পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আসে এ অবস্থায় যে, আমার সংগে কাউকে শরীক স্থির করেনি আমি তার সংগে অনুরূপ পৃথিবীতুল্য মাগফিরাত নিয়ে মিলিত হই।

ইবরাহীম (র) বলেন, হাসান ইব্‌ন বিশর (র) ওয়াকী' (র) সূত্রে ...... অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٥٨٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اَوْ اَزِيْدُ

৬৫৯০. আবূ কুরায়ব (র) ... আ'মাশ সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি বলেছেন, তার জন্য রয়েছে দশগুণ সাওয়াব অথবা আমি আরও বাড়িয়ে দেব।

٧ـ بَابُ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيْلِ الْعُقُوْبَةِ فِى الدُّنْيَا

৭. পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতে শাস্তি ত্বরান্বিত (অগ্রিম) করার দু'আ করা মাকরূহ

٦٥٩١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ كُنْتَ تَدْعُوْ بِشَيْءٍ اَوْ تَسْأَلُهُ اِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَاكُنْتَ مُعَاقِبِىْ بِهِ فِى الْاٰخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِىْ فِى الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ لاَتُطِيْقُهُ اَوْلاَ تَسْتَطِيْعُهُ اَفَلاَ قُلْتَ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللّٰهَ لَهُ فَشَفَاهُ ـ

৬৫৯১. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া হাস্‌সানী (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন মুসলিমকে তার অসুস্থ অবস্থায় দেখার জন্য গেলেন। সে অসুখে কাতর হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি কোন দু'আ করছিলে কিংবা আল্লাহ্‌র কাছে বিশেষভাবে কিছু কামনা করছিলে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ্! আপনি আখিরাতে আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা এই দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সুবহানাল্লাহ্! তোমার এমন শক্তি নেই যে, তা বহন করবে? অথবা (বললেন,) তুমি তা বরদাশ্‌ত করতে পারবে না। তুমি এরূপ বললে না কেন? হে আল্লাহ্! আমাদের কল্যাণ দিন দুনিয়াতে এবং কল্যাণ দান করুন আখিরাতে। আর জাহান্নাম থেকে আমাদের নাজাত দিন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেন। তিনি তাকে নিরাময় দান করেন।

٦٥٩٢ـ حَدَّثَنَاهُ عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ اِلَى قَوْلِهِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ ـ

৬৫৯২. 'আসিম ইব্ন নাযর তায়মী (র) ... হুমায়দ (র) এই সনদে এবং জাহান্নাম থেকে আমাদের বাঁচান' পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। এর বর্ধিত অংশ তিনি উল্লেখ করেন নি।

٦٥٩٣- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ اَخْبَرَنَا ثَابِتُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِهِ يَعُوْدُهُ وَقَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ حُمَيْدٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لاَطَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا لَهُ فَشَفَاهُ -

৬৫৯৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এক সাহাবীর অসুখে দেখতে যান। সে ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছিল। হুমায়দের হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে (তার বর্ণনায়) তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্র আযাব বরদাশ্ত করার মত শক্তি তোমার নেই' আর এরপর 'তিনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন এবং তিনি তাকে নিরাময় দান করেন' কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি।

٦٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ الْعَطَّارُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عُرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ -

৬৫৯৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨- بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ

৮. পরিচ্ছেদ : যিকিরের মজলিসের ফযীলত

٦٥٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فَضْلاً يَتَّبِعُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِاَجْنِحَتِهِمْ حَتّٰى يَمْلَئُوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا اِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ اَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِى الْاَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيُهَلِّلُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيَسْأَلُوْنَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُوْنِىْ قَالُوْا يَسْأَلُوْنَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِىْ قَالُوْا لاَ اَىْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِىْ قَالُوْا وَيَسْتَجِيْرُوْنَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيْرُوْنَنِىْ قَالُوْا مِنْ نَارِكَ يَارَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِىْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِىْ قَالُوْا وَيَسْتَغْفِرُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَاَعْطَيْتُهُمْ مَاسَأَلُوْا وَاَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ اِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لاَيَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ -

৬৫৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার একদল ভ্রাম্যমান বিশেষ (রিজার্ভ) ফেরেশতা আছেন। তারা যিকিরের মজলিসসমূহ অনুসন্ধান করে বেড়ায়। তাঁরা যখন কোন যিকরের মজলিস পায় তখন সেখানে তাদের (যিকিরকারীরদের) সঙ্গে বসে যায়। আর তাঁরা একে অপরকে তাদের পাখা বিস্তার করে বেষ্টন করে রাখে। এমনিভাবে তাঁরা তাদের ও নিকটবর্তী আসমানের ফাঁকা স্থান পূর্ণ করে ফেলে। যিকিরকারীরা যখন (মজলিস শেষে) বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন তাঁরা আসমানে আরোহণ করে। তিনি বলেন, তখন মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ তাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা কোথা হতে এসেছ? অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। তখন তাঁরা বলতে থাকেন, আমরা যমীনে অবস্থানকারী আপনার একদল বান্দাদের নিকট থেকে এসেছি, যারা আপনার তাসবীহ্ পাঠ করে, তাকবীর পাঠ করে, তাহ্‌লীল পাঠ করে 'لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ' এর যিকির করে, আপনার প্রশংসা করে এবং আপনার কাছে তাদের (কাঙ্ক্ষিত বস্তু) প্রার্থনা করে। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দারা আমার কাছে কি চায়? তাঁরা বলেন, তারা আপনার কাছে আপনার জান্নাত কামনা করে। তিনি বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তাঁরা বলেন, না; হে আমাদের প্রতিপালক! তিনি বলেন, যদি তারা আমার জান্নাত দেখতে পেত (তাহলে কী করত)? তাঁরা বলেন, তাহলে তারা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত। তিনি বলেন, কিসের থেকে তারা আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাঁরা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জাহান্নাম থেকে। তিনি বলেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তারা বলেন, না; তারা দেখেননি। তিনি বলেন, যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখতে পেত (তাহলে কী করত)? তারা বলেন, তাহলে তারা আপনার কাছে মাগফিরাত কামনা করত। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তারা যা চাইছিল আমি তা তাদের দান করলাম। আর তারা যা থেকে আশ্রয় চাইছিল আমি তা থেকে তাদের নাজাত দিলাম। এরপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে তো অমুক ও ছিল–সে গুনাহগার বান্দা, যে তাদের (যাকিরীনদের) সঙ্গে মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বসেছিল। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। তারা তো এমন একটি সম্প্রদায় যাদের সঙ্গে উপবেশনকারী ব্যক্তিও দুর্ভাগা হতে পারে না।

٩- بَابُ فَضْلُ الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

৯. পরিচ্ছেদ : হে আল্লাহ্! আমাদের কল্যাণ দান করুন দুনিয়াতে এবং কল্যাণ দান করুন আখিরাতে আর জাহান্নাম থেকে আমাদের নাজাত দিন–এ দু'আর ফযীলত

٦٥٨٦- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) قَالَ سَأَلَ قَتَادَةُ اَنَسًا اَىُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ اَكْثَرَ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُوْبِهَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ وَكَانَ اَنَسٌ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوْ بِدَعْوَةٍ دَعَابِهَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَابِهَا فِيْهِ -

৬৫৯৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবদুল আযীয ইব্‌ন সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাতাদা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দু'আ দ্বারা নবী ﷺ অধিক দু'আ করতেন? তিনি বললেন, তিনি যে দু'আ দ্বারা অধিক দু'আ করতেন তা এই যে, তিনি বলতেন : "হে আল্লাহ্! আমাদের দান করুন দুনিয়ায় কল্যাণ

এবং পরকালে কল্যাণ। আর আমাদের রক্ষা করুন জাহান্নামের আযাব থেকে।" রাবী বলেন, আনাস (রা) যখন কোন দু'আ করার ইচ্ছা করতেন তিনি এই দু'আ (পাঠ) করতেন। যখন তিনি কোন কিছুর ব্যাপারে দু'আ করার ইচ্ছা করতেন তখনও এই দু'আ পড়তেন।

٦٥٩٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

৬৫৯৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন (এই দু'আ পাঠ করতেন) : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কল্যাণ দান করুন পার্থিব জীবনে, কল্যাণ দান করুন আখিরাতে। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

١٠- بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالدُّعَاءِ

১০. পরিচ্ছেদ : তাহ্‌লীল (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলা), তাসবীহ্ (سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা) ও দু'আর ফযীলত

٦٥٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَأْتِ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ -

৬৫৯৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই; তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান–) এই দু'আ দিনে একশ' বার পাঠ করে সে দশজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে, তার আমলনামায় একশ' নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার থেকে একশ গুনাহ মুছে দেওয়া হবে। আর তা ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান (তার কুমন্ত্রণা) থেকে তার জন্য রক্ষাকবচ হয়ে যায়। সেদিন সে যা করেছে তার চেয়ে উত্তম পুণ্য সম্পাদনকারী কেউ হবে না। কিন্তু কেউ তার বেশি আমল করলে (তার কথা ভিন্ন)। আর যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ('আমি আল্লাহ্‌র সপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করছি') পাঠ করবে, তার যাবতীয় গুনাহ মোচন করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।

٦٥٩٩- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ

يُمْسِى سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ عَلَيْهِ ـ

৬৫৯৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক উমাবী (র) .... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় 'سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ' (আল্লাহ্ পবিত্র ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই) একশ' বার পাঠ করে কিয়ামতের দিনে তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসবে না। তবে সে ছাড়া, যে ব্যক্তি তদানুরূপ আমল করে কিংবা তার চেয়ে আরও বেশি আমল করে।

٦٦٠٠ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْغَيْلاَنِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ (يَعْنِى الْعَقَدِىَّ) حَدَّثَنَا عُمَرُ (وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ) عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ عَشَرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ اَرْبَعَةَ اَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ ـ

وَقَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ بِمِثْلِ ذٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِلرَّبِيْعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنٍ قَالَ فَاَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنَ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى قَالَ فَاَتَيْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৬৬০০. সুলায়মান ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আবূ আইউব গায়লানী (র) ... আমর ইব্ন মায়মূন (র) বলেন, যে ব্যক্তি দশবার لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ("আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই', রাজত্ব (সার্বভৌম ক্ষমতা) তাঁরই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই, তিনি-ই সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান") পাঠ করবে সে যেন ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন গোলামকে মুক্তি দান করল।

সুলায়মান (র) রাবী ইব্ন খুছায়ম (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কার নিকট থেকে তা শুনেছেন? তিনি বললেন, আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে। তিনি বলেন, তখন আমি আমর ইব্ন মায়মূন (র)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, আপনি কার নিকট থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٦٦٠١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْبَجَلِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

৬৬০১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, যুহায়র ইব্ন হারব, আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ বাজালী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দু'টি কালিমা জিহ্বার উপর (উচ্চারণে) খুবই হাল্কা, মীযানের (পাল্লায়) অত্যন্ত ভারী, রাহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ্)-এর কাছে অতি প্রিয়। তা হলো– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ('আমি আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, আমি মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।'

٦٦٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ -

৬৬০২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই আমার এ (বাক্যে) বলা– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ('আল্লাহ্ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই, আল্লাহ্ মহান') যার উপর সূর্য উদিত হয়। সে সব জিনিসের চাইতে, আমার অধিক পসন্দনীয়।

٦٦٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا مُوْسٰى الْجُهَنِىُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلِّمْنِىْ كَلاَمًا اَقُوْلُهُ قَالَ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ قَالَ فَهٰؤُلاَءِ لِرَبِّىْ فَمَالِىْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ قَالَ مُوْسٰى اَمَّا عَافِنِىْ فَاَنَا اَتَوَهَّمُ وَمَااَدْرِىْ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِىْ حَدِيْثِهِ قَوْلَ مُوْسٰى -

৬৬০৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... অন্য সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আমাকে একটি কালাম শিক্ষা দিন, যা আমি পাঠ করব। তিনি বললেন, তুমি বলবে– لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ্ মহান, সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহ্রই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য কারো নেই, তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানবান)। সে বলল, এই সব তো আমার প্রতিপালকের জন্য। আমার জন্য কি? তিনি বললেন, বল, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ (হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে

হিদায়াত নসীব করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন)। মূসা (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (عَافِنِيْ) আমাকে ক্ষমা করুনও বলেছেন। তবে আমার তা সঠিক মনে নেই। ইব্ন আবূ শায়বা (র) তার হাদীসে মূসা (র)-এর এ উক্তিটি উল্লেখ করেননি।

٦٦٠٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُ مَنْ اَسْلَمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ـ

৬৬০৪. আবূ কামিল জাহদারী (র) ... আবূ মালিক আশজাঈ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এই দু'আ শিক্ষা দিতেন : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ (হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হিদায়াত করুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন)।

٦٦٠٥ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ اَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ـ

৬৬০৫. সাঈদ ইব্ন আযহার ওয়াসিতী (র) ... আবূ মালিক আশজাঈ (র)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করত তখন নবী ﷺ তাকে সালাত শিক্ষা দিতেন। এরপর তিনি তাকে এই কালিমাসমূহ পাঠ করার নির্দেশ দিতেন : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ (হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন, আমর প্রতি রহম করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রোগমুক্ত করে দিন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন)।

٦٦٠٦ـ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَقُوْلُ حِيْنَ اَسْاَلُ رَبِّيْ قَالَ قُلِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَيَجْمَعُ اَصَابِعَهُ اِلاَّ الْاِبْهَامَ فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَاٰخِرَتَكَ ـ

৬৬০৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ মালিক (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন আমার রবের কাছে প্রার্থনা করব তখন কিভাবে বলব? তিনি বললেন, তুমি বল– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ (হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে মাফ করে দিন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন)। আর (দু'আ করার সময়) বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যতীত সব আংগুল একত্রিত করবে। (তিনি বললেন,) এই শব্দগুলো তোমার দুনিয়া ও আখিরাতকে একত্র করে দেবে।

٦٦٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَعَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا مُوْسَى الْجُهَنِىُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيْئَةٍ -

৬৬০৭. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ... মুসআব ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে (বসা) ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করতে সক্ষম? তখন সেখানে উপবিষ্টদের মধ্য থেকে এক প্রশ্নকারী বলল, আমাদের কেউ কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারবে? তিনি বললেন : সে একশ'বার তাসবীহ্ (سُبْحَانَ اللّٰهِ) পাঠ করলে তার জন্য এক হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে অথবা (এবং) তার থেকে এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে।

١١- بَابُ فَضْلِ الْاِجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَعَلَى الذِّكْرِ

১১. পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াত ও যিকিরের জন্য সমাবেশের ফযীলত

٦٦٠٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِىُّ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّاَءَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ -

৬৬০৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা হামদানী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্থিব কোন বিপদ-আপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তার বিপদ দূরীভূত করবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য সহজ ব্যবস্থা (দুর্দশা লাঘব) করবে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুর্দশা মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (ত্রুটি) গোপন রাখবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে

তার (ত্রুটি) গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাই এর সাহায্যে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ্ ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন। যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিলের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের কোন একটিতে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমতের (শামিয়ানা) তাদের আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকট্যধারীদের (ফেরেশতাগণের) মাঝে তাদের স্মরণ (আলোচনা) করেন। আর যে ব্যক্তির আমল তাকে পিছিয়ে দেবে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।

٦٦٠٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ اَبِىْ اُسَامَةَ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ التَّيْسِيْرِ عَلَى الْمُعْسِرِ ـ

৬৬০৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ... আবূ মুআবিয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে আবূ উসামার হাদীসে (একটু পার্থক্য আছে। তার হাদীসে) "অভাবগ্রস্তের অভাব লাঘব করার" উল্লেখ নেই।

٦٦١٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ اَنَّهُ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ * وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৬৬১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আগার্‌র আবূ মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ সম্পর্কে যে, সাক্ষ্য দিয়েছেন : তিনি বলেছেন কোন সম্প্রদায় মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ যিকির করতে বসলে একদল ফেরেশতা তাদের পরিবেষ্টন করে নেন এবং রহমত তাদের উপর আচ্ছাদন হয়ে যায়। আর তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছের ফেরেশতাগণের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।

যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... শু'বা থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٦١١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ اللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَاكَ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا اَجْلَسْنَا اِلاَّ ذَاكَ قَالَ اَمَا اِنِّى

لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدٌ بِمَنْزِلَتِى مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّىْ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَاكَ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذَاكَ قَالَ اَمَا اِنِّى لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلٰكِنَّهُ اَتَانِى جِبْرِيْلُ فَاَخْبَرَنِى اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ ـ

৬৬১১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মসজিদে একটি 'হাল্‌কা'য় আসলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাদের এখানে বসিয়েছে (তোমরা এখানে বসেছ কেন)? তারা বলল, আমরা আল্লাহ্‌র যিকির করতে বসেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ ছাড়া আর কিছু তোমাদের বসায়নি? (তোমরা কি শুধু এই জন্যই বসেছ?) তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! এ ছাড়া অন্য কিছু আমাদের বসায়নি? তিনি বললেন, আমি তোমাদের প্রতি (মিথ্যার) সন্দেহ পোষণ (করে তা নিরসনের সে উদ্দেশ্যে) কসম করতে বলিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দৃষ্টিতে আমার যে মর্যাদা ছিল সে অনুযায়ী আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনাকারী কেউ নেই। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের একটি 'হালকা'য় যোগ দিয়ে বললেন, কিসে তোমাদের বসিয়েছে? তারা বলল, আমরা বসেছি আল্লাহ্‌র যিকির ও তাঁর প্রশংসা করার জন্য। যেহেতু তিনি আমাদের ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছেন এবং আমাদের উপর তিনি তাঁর অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কি কেবল এটিই বসিয়েছে? তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! শুধুমাত্র ঐ উদ্দেশ্যই আমাদের বসিয়েছে। তিনি বললেন : আমি তোমাদের প্রতি মিথ্যার সন্দেহ পোষণ করে (তা দূর করার উদ্দেশ্যে) তোমাদের কসম খেতে বলিনি; বরং আমার কাছে জিব্‌রীল (আ) এসেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ ফেরেশতাগণের কাছে তোমাদের নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছেন।

١٢ـ بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْاِسْتِغْفَارِ وَالْاِسْتِكْثَارِ مِنْهُ

১২. পরিচ্ছেদ : অধিক পরিমাণে ইসতিগফারের ফযীলত

٦٦١٢ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِى وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ

৬৬১২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ রাবী' আতাকী (র) ... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগার্‌র মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাহচর্যপ্রাপ্ত সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার ক্বলবে (কখনো কখনো) (অলসতা বা অসতর্কতার) আবরণ পড়ে যায়, তাই আমি প্রতিদিন একশ' বার ইসতিগ্‌ফার পাঠ করে থাকি।

١٢- بَابُ فِى التَّوْبَةِ

১৩. পরিচ্ছেদ : তাওবার বর্ণনা

٦٦١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكرِ بنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَغَرَّ وَكَانَ مِن اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَااَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَانِّى اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ اِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ -

৬৬১৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ বুরদাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাহাবী আগার্‌র (রা) থেকে শুনেছি তিনি ইব্ন উমর (রা) হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর। কেননা আমি আল্লাহ্‌র কাছে দৈনিক একশ' বার তাওবা করে থাকি।

٦٦١٤- حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ مَهْدِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬৬১৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয ও ইব্ন মুসান্না (র) ... শু'বা (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٦١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكرِ بنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ (يَعْنِىْ سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ (يَعْنِىْ ابْنَ غِيَاثٍ) كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِى اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

৬৬১৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, আবূ খায়সামা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবূল করবেন।[১]

١٤- بَابُ اِسْتِحْبَابُ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ

১৪. পরিচ্ছেদ : আস্তে যিকির করা মুস্তাহাব

٦٦١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ

১. কিয়ামতের পূর্বে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় অর্থাৎ কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত।

النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ قَالَ وَأَنَا خَلْفَهُ وَأَنَا أَقُوْلُ لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

৬৬১৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা নবী ﷺ -এর সংগে কোন এক সফরে ছিলাম। তখন লোকেরা জোরে জোরে তাকবীর পাঠ করছিল। নবী ﷺ বললেন : হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সদয় হও। কেননা, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। নিশ্চয়ই তোমরা ডাকছ এমন এক সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী এবং তিনি তোমাদের সংগে আছেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি তাঁর পিছনে ছিলাম। তখন আমি বলছিলাম, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ (আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজে উদ্যোগী হওয়ার এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য নেই)। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের কোন একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দেব না? তখন আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বললেন, তুমি বল, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কারো (ভাল কাজে) উদ্যোগী হওয়ার এবং (মন্দ কাজ থেকে) বিরত থাকার সাধ্য নেই।"

٦٦١٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ جَمِيْعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৬৬১৭. ইব্‌ন নুমায়র, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ সা'ঈদ আশাজ্জ (রা) ... আসিম সূত্রে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٦١٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُمْ يَصْعَدُوْنَ فِيْ ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلاَ ثَنِيَّةً نَادٰى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ قَالَ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكُمْ لاَتُنَادُوْنَ أَصَمَّ وَلاَغَائِبًا قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوْسٰى أَوْيَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ مَاهِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

৬৬১৮. আবূ কামিল, ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা (সাহাবিগণ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে ছিলেন এবং তারা তখন একটি পার্বত্য ঘাঁটিতে (মোড়ে) আরোহণ করছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি যখনই কোন পার্বত্য টিলার উপর উঠত তখন উচ্চৈঃস্বরে لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আল্লাহ্ মহান' বলত। তিনি (রাবী) বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা নিশ্চয়ই কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। তিনি বলেন, এরপর নবী ﷺ বললেন : হে আবূ মূসা

অথবা (বললেন,) হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স! আমি কি তোমাকে একটি কালিমা বাতলে দেব, যা জান্নাতের ভাণ্ডার (তুল্য)? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! সেটা কি? তিনি বললেন : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ 'আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকার সাধ্য নেই।'

٦٦١٩ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

৬৬১৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। এরপর তিনি তার (পূর্ববর্তী হাদীসের) অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦٦٢٠ـ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَاصِمٍ ـ

৬৬২০. খালাফ ইব্‌ন হিশাম ও আবূ রাবী' (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক যুদ্ধে আমরা রাসূল ﷺ-এর সংগে ছিলাম। .... এরপর তিনি আসিমের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦٦٢١ـ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ وَالَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ اَحَدِكُمْ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِ ذِكْرُ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ ـ

৬৬২১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে কোন এক যুদ্ধে ছিলাম। .... এরপর তিনি পূরো হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি তার বর্ণনায় বলেছেন, "তোমরা যাকে ডাকছ তিনি তোমাদের বাহনের (উটের) গর্দানের চাইতেও নিকটতর।" তবে তার হাদীসে ' لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ' প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই।

٦٦٢٢ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ) حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ اَوْ قَالَ عَلٰى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ ـ

৬৬২২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ আমি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি কালিমার কথা বাতলে দেব না? অথবা তিনি বলেছেন : জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার সম্পর্কে বলব না? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : ' لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ '-(আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য নেই)।

١٥ـ بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَغَيْرِهَا

১৫. পরিচ্ছেদ : (আল্লাহ্র কাছে) ফিতনা ও দুর্যোগের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

٦٦٢٣ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلاَتِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَبِيْرًا وَقَالَ قُتَيْبَةُ كَثِيْرًا وَلاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلاَتِىْ وَفِىْ بَيْتِىْ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ظُلْمًا كَثِيْرًا ـ

৬৬২৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বললেন, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন, যা দিয়ে আমি আমার সালাতে দু'আ করব। তিনি বললেন : তুমি বল, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَبِيْرًا وَقَالَ قُتَيْبَةُ كَثِيْرًا وَلاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ। অর্থ "হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজের [পর (সাংঘাতিক) বড় রকমের যুলুম করেছি।" কুতায়বা (রা) বলেন, 'অত্যধিক' (জুলুম)। আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং আপনি আপনার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)।"

আবূ তাহির (র) ... আবুল খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যার দ্বারা আমি আমার সালাতে ও ঘরে দু'আ করতে পারি। এরপর তিনি লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি (ظُلْمًا كَثِيْرًا) 'অনেক জুলুম' উল্লেখ করেছেন।

٦٦٢٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ فَاِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ

قَلْبِیْ مِنَ الْخَطَایَا كَمَا نَقَّیْتَ الثَّوْبَ الْاَبْیَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَابْعِدْ بَیْنِیْ وَبَیْنَ خَطَایَایَ كَمَا بَاعَدْتَ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ فَاِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

৬৬২৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সব দু'আ করতেন : আরবী দু'আর অর্থ : "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের ফিত্না (আযাবের সংকট) থেকে আশ্রয় চাই, জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, কবরের সংকট, কবর আযাব ও ধন-সম্পদের ফিত্না (বিপদ) এবং দারিদ্রের্য ফিত্নার (যাতনার) অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আমি আপনার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিত্নার অশুভ পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ্! আমার পাপরাশি বরফ ও শিলা দ্বারা ধুয়ে সাফ করে দিন। আমার কলব পরিচ্ছন্ন করে দিন যেভাবে আপনি সাদা কাপড় ময়লা থেকে সাফ করে দেন। আমি ও আমার পাপরাশির মধ্যে দূরত্ব করে দিন যেমন আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে অলসতা, বার্ধক্য, পাপ ও ধার-কর্জ (এর সংকট) থেকে আশ্রয় ও শরণ চাই।"

٦٦٢٥ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَیْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِیَةَ وَوَكِیْعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৬৬২৫. আবূ কুবায়ব (র) ... হিশাম (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

١٦ـ بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَ غَیْرِ

১৬. পরিচ্ছেদ : অক্ষমতা ও অলসতা ইত্যাদি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

٦٦٢٦ـ حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ اَیُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ قَالَ وَاَخْبَرَنَا سُلَیْمَانُ التَّیْمِیُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ ـ

৬৬২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য, কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার কাছে আরও আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব, জীবন ও মৃত্যুর দুর্যোগের অনিষ্ট থেকে।"

٦٦٢٧ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا یَزِیْدُ بْنُ زُرَیْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰی حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ كِلاَهُمَا عَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ بِمِثْلِهٖ غَیْرَ اَنَّ یَزِیْدَ لَیْسَ فِیْ حَدِیْثِهٖ قَوْلُهُ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ ـ

৬৬২৭. আবূ কামিল ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে,... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে ইয়াযীদ হাদীসে 'জীবন ও মৃত্যুর দুর্যোগের অনিষ্ট হতে' কথাটির উল্লেখ নেই।

٦٦٢٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَیْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُلَیْمَانَ التَّیْمِیِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ اَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنْ اَشْیَاءَ ذَكَرَهَا وَالْبُخْلِ ـ

৬৬২৮. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্‌ন আ'লা (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি আশ্রয় চেয়েছেন বর্ণিত বস্তুসমূহ থেকে এবং কৃপণতা হতে।

٦٦٢٩ - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا هٰرُوْنَ الْاَعْوَرُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْا بِهٰؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

৬৬২৯. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' আব্‌দী (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এই দু'আসমূহ দ্বারা দু'আ করতেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কৃপণতা, অলসতা, বয়সের নিকৃষ্টতম সময় (বার্ধক্যের দৈন্য), কবর আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর দুর্যোগ থেকে আশ্রয় চাই।"

١٧ - بَابُ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرِهِ

১৭. পরিচ্ছেদ : মন্দ অবস্থা, দুর্ভাগ্যের প্রকোপ ইত্যাদি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

٦٦٣٠ - حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِيْ سُمَيٌّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَمِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ قَالَ عَمْرُوْ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ سُفْيَانُ اَشُكُّ اَنِّيْ زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا ـ

৬৬৩০. আমর নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আশ্রয় চাইতেন অদৃষ্টের মন্দ অবস্থা থেকে, পাপের প্রাবাল্য থেকে, দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে এবং বিপদের কঠিন সংকট থেকে। আমর তাঁর হাদীসে বলেছেন যে, সুফিয়ান (র) বলেছেন, আমি সন্দেহ পোষণ করছি, এর থেকে একটি বাড়িয়ে বলতে।

٦٦٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبَ اَنَّ يَعْقُوْبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ ـ

৬৬৩১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) ... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (র) সূত্রে খাওলা বিনত হাকীম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মনযিলে অবতরণ করে বলবে, اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ

شَيْءٌ "আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কালাম দ্বারা তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।" সে ঐ মানযিল থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন কিছুই কোন ক্ষতি করবে না।

٦٦٣٢- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (وَاللَّفْظُ لِهٰرُوْنَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَاَخْبَرَنَا عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ اَبِىْ حَبِيْبٍ وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوْبَ حَدَّثَاهُ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةِ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا نَزَلَ اَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ فَاِنَّهُ لاَيَضُرُّهُ شَىْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

قَالَ يَعْقُوْبُ وَقَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ ذَكْوَانَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَالَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ قَالَ اَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ-

৬৬৩২. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও আবূ তাহির (র) ... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে খাওলা বিনত হাকীম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন কোন মনযিলে অবস্থান করে তখন সে যেন বলে, (এই দু'আ পাঠ করে)–"আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালাম দ্বারা তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। এতে সে ব্যক্তি এ মনযিল থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া অবধি কোন কিছু তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।

ইয়াকূব (র) বলেন, কা'কা' ইব্‌ন হাকীম (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! গত রাতে একটি বিচ্ছু আমাকে দংশন করার কারণে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। তিনি বললেন : যদি তুমি সন্ধ্যায় এই দু'আটি পাঠ করতে اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ তাহলে সে তোমাকে কষ্ট দিতে পারত না।

٦٦٣٣- وَحَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوْبَ اَنَّهُ ذَكَرَلَهُ اَنَّ اَبَا صَالِحٍ مَوْلَى غَطْفَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَدَغَتْنِىْ عَقْرَبٌ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ وَهْبٍ-

৬৬৩৩. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ মিসরী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল এবং) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে একটি বিচ্ছু দংশন করেছে। ....এরপর ইব্‌ন ওহাহ্‌বের হাদীসের অনুরূপ।

١٨- بَابُ مَايَقُوْلُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ

১৮. পরিচ্ছেদ : নিদ্রা ও বিছানায় শোওয়ার সময় দু'আ

٦٦٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰه ﷺ قَالَ اِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَمَلْجَأَ وَلاَمَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ اٰخِرِ كَلاَمِكَ فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ وَاَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَرَدَّدْتُهُنَّ لاَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ اٰمَنْتُ بِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

৬৬৩৪. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করবে তখন সালাতের ন্যায় তুমি উযূ করে নেবে। এরপর ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। এরপর তুমি বল, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَمَلْجَأَ وَلاَمَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ اٰخِرِ كَلاَمِكَ فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ وَاَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَرَدَّدْتُهُنَّ لاَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ اٰمَنْتُ بِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

অর্থ : "হে আল্লাহ্! আমি আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে সোপর্দ করলাম, আমার কাজ-কর্ম আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমি পুরস্কার লাভের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে আমার পিঠ আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম (আপনার উপর ভরসা করলাম)। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও মুক্তির স্থান নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান আনলাম, আপনি যে নবীকে প্রেরণ করেছ তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম।" আর এই বাক্যগুলোকে আপনার শেষ কথা বানিয়ে নিন। এরপর যদি তুমি এই রাতে ইন্তিকাল কর তাহলে তুমি ইসলামের উপরই ইন্তিকাল করলে। বারা' (রা) বলেন, আমি এই বাক্যগুলো মুখস্ত করার জন্য পুনর্বার পড়লাম। তখন আমি বললাম, اٰمَنْتُ بِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ (আমি আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি যাকে আপনি রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন)। অর্থাৎ 'بِنَبِيِّكَ' স্থলে 'رَسُوْلِكَ' বললাম। তিনি বললেন, তুমি বল, اٰمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ (আমি ঈমান এনেছি আপনার নবীর প্রতি যাকে আপনি পাঠিয়েছেন)।

٦٦٣٥ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ (يَعْنِىْ ابْنَ اِدْرِيْسَ) قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّ مَنْصُوْرًا اَتَمَّ حَدِيْثًا وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ حُصَيْنٍ وَاِنْ اَصْبَحَ اَصَابَ خَيْرًا ـ

৬৬৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মানসূর বর্ণিত হাদীসটি পরিপূর্ণ। সা'দ ইব্ন উবায়দা হুসায়নের হাদীসে 'যদি তার সকাল হয় তাহলে সে কল্যাণ লাভ করবে' কথাটি অধিক উল্লেখ করেছেন।

٦٦٣٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ اَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَمَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِىْ حَدِيْثِهِ مِنَ اللَّيْلِ -

৬৬৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যেন রাতে শয্যা গ্রহণের সময় সে বলে : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ অর্থ :"হে আল্লাহ্! আমি আমার জীবন আপনার কাছে সঁপে দিলাম। আমার মুখমণ্ডল আপনার প্রতি ফিরালাম। আমার পিঠ আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম, (পুরস্কার লাভের) আশায় ও (আযাবের) ভয়ে; আপনার (অসন্তুষ্টি) হতে আপনারই কাছে ব্যতীত কোন ঠিকানা ও আশ্রয় নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনার কিতাবের প্রতি যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার রাসূলের প্রতি যাকে আপনি পাঠিয়েছেন।" এরপর যদি সে ঐ রাতে ইন্তিকাল করে তাহলে ইসলামের উপরই ইন্তিকাল করবে (বলে গণ্য হবে)। ইব্ন বাশ্শার (র) তার হাদীসে ' مِنَ اللَّيْلِ ' 'রাত্রিকালে' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٦٦٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ يَافُلاَنُ اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ خَيْرًا -

৬৬৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : হে অমুক! যখন তুমি তোমার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। .... এরপর 'আমর ইব্ন মুররা (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে (পার্থক্য এই যে,) তিনি বলেছেন, وَبِنَبِيِّكَ ("এবং আপনার সেই নবীর প্রতি, যাকে আপনি পাঠিয়েছেন)।" যদি তুমি রাতে মারা যাও তাহলে ইসলামের উপরই মারা গেলে। যদি ভোর বেলায় উঠ তাহলে তুমি কল্যাণ লাভ করবে।

٦٦٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ اَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ خَيْرًا -

৬৬৩৮. ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন....। এরপর তার অনুরূপ। তবে তিনি "যদি তুমি ভোর বেলায় উঠ তাহলে তুমি কল্যাণ লাভ করবে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٦٣٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ السَّفَرِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مُوسٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَحْيَا وَبِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

৬৬৩৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন শয্যাগ্রহণ করতেন তখন তিনি বলতেন, اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَحْيَا وَبِاسْمِكَ اَمُوْتُ অর্থ : ("হে আল্লাহ্! আমি আপনার নামেই জীবিত থাকি আর আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করছি)।" আর যখন তিনি নিদ্রা থেকে উঠতেন তখন বলতেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ অর্থ : "সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবনদান করেছেন। আর তার দিকেই প্রত্যাবর্তন।"

٦٦٤٠- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَمَرَ رَجُلاً اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِى وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ فِىْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ -

৬৬৪০. উক্বা ইব্ন মুকরাম 'আম্মী ও আবূ বাকর ইব্ন নাফি' (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, যখন শয্যাগ্রহণ করবে তখন বলবে, اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِى وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ অর্থ :"হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রাণ সৃষ্টি করেছেন এবং আপনিই তার মৃত্যুদানকারী। আপনারই জন্য তার (নফসের) জীবন ও মৃত্যু। যদি আপনি একে জীবিত রাখেন তাহলে এর হিফাযত করবেন। আর যদি আপনি এর মৃত্যু ঘটান তাহলে একে ক্ষমা করে দিবেন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে সুস্থতা কামনা করছি"। তখন সে তাকে বলল, আপনি তা উমর (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, উমর (রা)-এর চাইতে যিনি উত্তম (অর্থাৎ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। ইব্ন নাফি' (র) তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ (র) থেকে বলেছেন। তিনি "سَمِعْتُ" শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٦٦٤١- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ صَالِحٍ يَأْمُرُنَا اِذَا اَرَادَ اَحَدُنَا اَنْ يَنَامَ اَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ

شَيْئٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْئٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ وَكَانَ يَرْوِيْ ذٰلِكَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

৬৬৪১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সালিহ্ (র) আমাদিগকে নির্দেশ দিতেন, যখন আমাদের কেউ নিদ্রায় গমনের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ডান কাত হয়ে শয্যাগ্রহণ করে। এরপর সে বলবে, اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْئٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْئٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ "হে আল্লাহ্! আপনি আসমান, যমীন ও মহান আরশের প্রতিপালক। আমাদের প্রতিপালক ও সব কিছুর পালনকর্তা। আপনি বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী (সৃষ্টিকর্তা), আপনি তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী। আমি আপনার কাছে এমন সকল কিছুর অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাই, আপনি তার মস্তক ধারণাকারী (নিয়ন্ত্রণকারী)। হে আল্লাহ্! আপনিই আদি, আপনার পূর্বে কোন কিছুর (অস্তিত্ব) নেই এবং আপনিই অন্ত, আপনার পরে কোন কিছু নেই। আপনিই যাহির, (স্বপ্নকালে) আপনার উর্ধ্বে কিছু নেই। আপনি বাতিন (সুগোপন) আপনার অগোচরে কিছু নেই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং দারিদ্র্য থেকে আমাদের অভাবমুক্ত করে দিন।" তিনি (আবূ সালিহ) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করতেন।

٦٦٤٢ـ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي الطَّحَّانَ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اِذَا اَخَذْنَا مَضْجَعَنَا اَنْ نَقُوْلَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَقَالَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ـ

৬৬৪২. আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান ওয়াসিতী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ দিতেন যে, যখন আমরা শয্যাগ্রহণ করি তখন যেন আমরা বলি। এরপর জারীরের হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি বলেছেন : সকল প্রাণীর অনিষ্ট থেকে যাদের মস্তক ধারণাকারী (নিয়ন্ত্রণকর্তা) আপনিই।

٦٦٤٣ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا اَبِيْ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ ـ

৬৬৪৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা (র) ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে একজন খাদিমা চাইলেন। তখন তিনি তাঁকে

বললেন : তুমি বল, اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ بِمِثْلِ "(সাত আসমানের মালিক হে আল্লাহ্! ....)" (তারপর) সুহায়লের পিতা থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٦٦٤٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ اِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللّٰهَ فَاِنَّهُ لاَيَعْلَمُ مَاخَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبِّى بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ -

৬৬৪৪. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার বিছানায় আশ্রয় নেয় তখন সে যেন তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয় এবং 'বিসমিল্লাহ্' পড়ে নেয়। কেননা সে জানে না যে, শয্যা ত্যাগ করার পর তার বিছানায় কি আছে। এরপর যখন সে শয়ন করবে তখন যেন ডান কাত হয়ে শয়ন করে। এরপর সে যেন বলে, سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبِّى بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ("হে আমার প্রতিপালক! আপনি পবিত্র। আপনার নামেই আমি আমার পার্শ্ব (পাঁজর) রাখলাম, আপনার নামেই তা উঠাব। আপনি যদি আমার প্রাণ বায়ু রেখে দেন তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি আপনি তাকে উঠবার অবকাশ দেন তাহলে তাকে হিফাযত করবেন, যেমন আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফাযত করে থাকেন।"

٦٦٤٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى فَاِنْ اَحْيَيْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا -

৬৬৪৫. আবূ কুরায়ব (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : এরপর সে যেন বলে "হে আমার প্রতিপালক! আপনার নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম। যদি আপনি আমার প্রাণ জীবিত রাখে তাহলে তাকে অনুগ্রহ করুন।"

٦٦٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهُ وَلاَمُؤْوِىَ -

৬৬৪৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শয্যাগ্রহণ করতেন তখন তিনি বলতেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ

كَافِيَ لَهُ وَلاَمُؤْوِيَ "সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদের আহার দিয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, তিনি আমাদের কর্ম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। এমন অনেক আছে যাদের জন্য কোন কর্ম সম্পাদক নেই, আশ্রয় দাতাও নেই।"

١٩ـ بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ يَعْمَلْ

১৯. পরিচ্ছেদ : কৃত আমল ও না করা আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া

٦٦٤٧ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالاَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهِ اللّٰهَ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ ـ

৬৬৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... ফারওয়া ইব্ন নাওফাল আশজাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র কাছে কি কি দু'আ করতেন? তিনি বললেন, তিনি বলতেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে সে সব কর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যা আমি আমল করেছি এবং আমি যা করিনি তা থেকে"।

٦٦٤٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَشَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ ـ

৬৬৪৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... ফারওয়া ইব্ন নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দু'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যা দিয়ে তিনি দু'আ করতেন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَشَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে সে সবের কর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি।" (পূর্বানুরূপ)

٦٦٤٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ) كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ ـ

৬৬৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার, মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা (র) ... হুসায়ন (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফরের হাদীসে' রয়েছে– وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ

٦٦٥٠- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ -

৬৬৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম (র) ... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর দু'আয় বলতেন ঃ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সে সব আমলের অনিষ্ট থেকে, যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি (তার অনিষ্ট থেকেও)।"

٦٦٥١- حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ -

৬৬৫১. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ امَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِيْ اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি, আপনার প্রতিই ঈমান এনেছি, আপনার উপরই ভরসা করছি, আপনার দিকেই ধাবিত হয়েছি এবং আপনার সাহায্যেই (দুশমনের বিরুদ্ধে) লড়ছি। হে আল্লাহ্! আপনার ইয্যতের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনি আমাকে পথ ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন। আপনি চিরঞ্জীব সত্তা, যার মৃত্যু নেই। আর জিন্ন ও মানব জাতি মারা যাবেই।"

٦٦٥٢- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ -

৬৬৫২. আবূ তাহির (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যে, নবী ﷺ যখন সফরে থাকতেন তখন ভোর রাতে বলতেন, سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ "শ্রোতা শ্রবণ করুন (শুনিয়েছি) আল্লাহ্র প্রশংসা আমাদের জন্য তাঁর উত্তম দান বখশিশ, কল্যাণ বয়ে এনেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের সঙ্গী হন। আমাদের উপর ফযল ও করম করুন। আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে।"

٦٦٥٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

৬৬৫৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আম্বারী (র) ... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এই দু'আ দ্বারা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা জানাতেন : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ্, আমার মূর্খতা ও আমার কাজের সীমালংঘন এবং যে বিষয়ে আমার চাইতে আপনিই অধিক জানেন। তা ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন অপরাধ এবং আমার অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত সব রকমের অপরাধ যা সবই আমার আছে (যা আমি করেছি)। হে আল্লাহ্! ক্ষমা করে দিন যা আমি আগে করে ফেলেছি এবং যা আমি পরে করেই, যা আমি গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি। আর আপনি আমার চাইতে আমার বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। আপনিই অগ্রবর্তী এবং আপনিই পরবর্তী। আপনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

٦٦٥٤ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৬৬৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٦٥٥ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْقُطَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ـ

৬৬৫৫. ইবরাহীম ইব্ন দীনার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ অর্থ : "হে আল্লাহ্! আপনি আমার দীন ইসলাহ্ (পরিশুদ্ধি) করে দিন, যে দীন আমার রক্ষাকবচ। আপনি সংশোধন করে দিন আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার জীবিকা (রয়েছে)। আপনি ইসলাহ্ (কল্যাণ কর) করে দিন আমার আখিরাতকে, যেখানে আমার প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)। আপনি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করে দিন প্রতিটি কল্যাণময় কাজের জন্য এবং আপনি আমার মৃত্যুকে আরামদায়ক বানিয়ে দিন সব মন্দ থেকে।"

٦٦٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ـ

৬৬৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এই বলে দু'আ করতেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাক্‌ওয়া, পবিত্রতা-নিষ্কলুষতা ও সচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা করছি।"

٦٦٥٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنّٰى قَالَ فِي رِوَايَتِهِ وَالْعِفَّةَ ـ

৬৬৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... ইবূ ইসহাক (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে (পার্থক্য এইটুকু যে,) ইব্‌ন মুসান্না তার বর্ণনায় (' اَلْعَفَافَ '-এর স্থলে) ' اَلْعِفَّةَ ' (হারাম থেকে ও চারিত্রিক পবিত্রতা) উল্লেখ করেছেন।

٦٦٥٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ) قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَمِّ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَيُسْتَجَابُ لَهَا ـ

৬৬৫৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে তেমনই বলছ যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্) বলতেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَمِّ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَيُسْتَجَابُ لَهَا "হে আল্লাহ্! আমি আপনারই কাছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ্! আপনি আমার নফসে (অন্তর) তাক্‌ওয়া দান করুন এবং একে পরিশুদ্ধ করে দিন। আপনি এ সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, আপনিই এর মালিক ও এর অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অনুপকারী ইল্‌ম থেকে ও ভয় ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফস থেকে ও এমন দু'আ থেকে যা কবূল হয় না।"

٦٦٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمْسٰى قَالَ اَمْسَيْنَا وَاَمْسٰى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ قَالَ الْحَسَنُ فَحَدَّثَنِى الزُّبَيْدُ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ هٰذَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ -

৬৬৫৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : اَمْسَيْنَا وَاَمْسٰى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্যও আল্লাহ্‌র জন্য সন্ধ্যায় পৌঁছেছে। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি ব্যতীত ইলাহ্ নেই, তিনি একক (সত্তা), তাঁর কোন শরীক নেই।" হাসান (র) বলেন, আমাকে যুবায়দ (র) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবরাহীম (র) থেকে এ বিষয়ে মুখস্ত করেছেন : لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ "রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে এ রাতের কল্যাণ কামনা করি এবং এ রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই এবং এর পরবর্তী (রাত) থেকেও। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা থেকে ও বার্ধ্যক্যের মন্দ অবস্থা (অহংকারের অনিষ্ট) থেকে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

٦٦٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمْسٰى قَالَ اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ قَالَ اُرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْأَلُكَ خَيْرَ مَافِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَابَعْدَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَافِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ -

৬৬৬০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হত তখন আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলতেন : اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্যও আল্লাহ্‌র জন্য সন্ধ্যায় পৌঁছেছে। আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক (সত্তা), তাঁর কোন শরীক নেই।" রাবী মনে করেন যে, তিনি তার দু'আর মধ্যে বলেছেন, "রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে কল্যাণ চাই এই রাতের এবং তার পরবর্তী রাতেরও। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এই রাতের অনিষ্ট থেকে এবং এর পরবর্তী রাতের অনিষ্ট থেকেও। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই অলসতা, বার্ধক্যের (অহংকারের) মন্দ পরিণাম থেকে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবর আযাব থেকে।" আর যখন সকাল হতো, তিনি বলতেন : "আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং রাজ্যও আল্লাহ্‌র জন্য সকালে পৌঁছেছে।"

٦٦٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمْسٰى قَالَ اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَافِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَزَادَنِىْ فِيْهِ زُبَيْدٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

৬৬৬১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হতো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَافِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ। "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্য আল্লাহ্‌র জন্য সন্ধ্যায় পৌঁছেছে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক (সত্তা) তাঁর কোন শরীক নেই। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কল্যাণ চাই এই রাতের ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার (কল্যাণ) এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এই রাতের অনিষ্ট ও এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। অলসতা, বার্ধক্য, অহংকারের অনিষ্ট, দুনিয়ার ফিত্‌না ও কবর আযাব থেকে।"

হাসান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেছেন, যুবায়দ ... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে মারফূ সনদে অধিক বলেছেন। তিনি বলেন, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ "আল্লাহ্

ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক (সত্তা), তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনিই সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

٦٦٦٢ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَعَبْدَهُ وَغَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلاَ شَىْءَ بَعْدَهُ ـ

৬৬৬২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَعَبْدَهُ وَغَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلاَ شَىْءَ بَعْدَهُ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক (সত্তা), তিনি তাঁর বাহিনীকে শক্তিমত্তা দিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্যে করেছেন, আর তিনি একাই (কাফির) সকল বাহিনীর উপর বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর পরে আর কোন কিছু নেই।"

٦٦٦٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ وَاذْكُرْ بِالْهُدٰى هِدَايَتَكَ الطَّرِيْقَ وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ ـ

৬৬৬৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : তুমি বল– اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ وَاذْكُرْ بِالْهُدٰى "হে আল্লাহ্! আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।" তিনি আমাকে আরও বলেছেন, (এ দু'আর সময়) هِدَايَتَكَ الطَّرِيْقَ وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ "তোমার সোজা রাস্তায় চলার মত হিদায়াত এবং তীর সোজা করার মত সঠিকতার সাথে তুমি স্মরণ করবে।"

٦٦٦٤ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ (يَعْنِىْ ابْنَ اِدْرِيْسَ) اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ ـ

৬৬৬৪. ইব্ন নুমায়র (র) ... আসিম ইব্ন কুলায়ব (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এভাবে বলতে বলেছেন : "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে হিদায়াত ও সঠিকতা কামনা করছি।" এরপর তিনি তার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٠ـ بَابُ التَّسْبِيْحِ اَوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ

২০. পরিচ্ছেদ : দিনের প্রথম ভাগে ও শোওয়ার সময় তাসবীহ্ পাঠ

٦٦٦٥ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ عُمَرَ) قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ مَوْلَى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ

جُوَيْرِيَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِىْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحَى وَهِىَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِى فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْوُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ -

৬৬৬৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আমর নাকিদ, ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... জুওয়ায়রিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রত্যূষে তাঁর নিকট থেকে বের হলেন। যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন তখন তিনি তার সালাতের জায়গায় ছিলেন। এরপর তিনি 'দুহা'-র (চাশতের সময়ের) পরে ফিরে এলেন। তখনও তিনি বসেছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম তুমি সেই অবস্থায়ই আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন : আমি তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করেছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে ওযন করলে এই কালিমাগুলোর ওযনই বেশি হবে। কালিমাগুলো এই- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ অর্থ : "আমি আল্লাহ্‌র সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর (অগণিত) সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তার সন্তুষ্টি, তার আরশের ওযনের পরিমাণ ও তার কালিমার (কালির) পরিমাণ।"

٦٦٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ رِشْدِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ مَرَّبِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ اَوْ بَعْدَمَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ -

৬৬৬৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক (র) ... জুওয়ায়রিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন অথবা ফজরের সালাতের পরে আসলেন। এরপর বর্ণনাকারী তার (পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতের) অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে (এতে পার্থক্য এই যে,) তিনি বলেছেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ অর্থ : "আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার পরিমাণ, তার সন্তুষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওযন পরিমাণ এবং তাঁর কালিমাসমূহের (কালির) পরিমাণ।"

٦٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى حَدَّثَنَا عَلِىٌّ اَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَاتَلْقٰى مِنَ الرَّحٰى فِىْ يَدِهَا وَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ سَبْىٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِىْءِ فَاطِمَةَ اِلَيْهَا فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلٰى صَدْرِىْ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا اَنْ

تُكَبِّرَا اللّٰهَ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُحَمِّدَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ـ

৬৬৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) যাঁতা পিষতে গিয়ে তাঁর হাতে ব্যথা পাওয়ার অভিযোগ জানালেন। এ সময় নবী ﷺ-এর কাছে কিছু বন্দিনী এসেছিলেন। তিনি (একটি খাদিম চাওয়ার জন্য) নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। কিন্তু তিনি এসে নবী ﷺ-কে পেলেন না। তিনি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। এরপর যখন নবী ﷺ আসলেন তখন আয়েশা (রা) তাঁর কাছে ফাতিমা (রা)-এর আগমনের বিষয় জানালেন। এরপর নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা আমাদের শয্যাগ্রহণ করেছিলাম। আমরা আমাদের শয্যা থেকে উঠতে যাচ্ছিলাম। নবী ﷺ বললেন : "তোমরা তোমাদের জায়গায় থাক। এরপর তিনি আমাদের মাঝে বসলেন। তখন আমি তাঁর কদম মুবারকের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দেব না, যা তোমরা যা চেয়েছিলে তার চাইতে উত্তম? যখন তোমরা তোমাদের শয্যাগ্রহণ করবে তখন চৌত্রিশ বার اَللّٰهُ اَكْبَرْ (আল্লাহু আকবার), ৩৩ বার سُبْحَنَ اللّٰه (সুবহানাল্লাহ্) এবং ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰه (আল-হামদুলিল্লাহ্) পড়বে। এটি তোমাদের জন্য খাদিমার চাইতে উত্তম।"

٦٦٦٨ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ اَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا مِنَ اللَّيْلِ ـ

৬৬৬৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয ও ইব্ন মুসান্না (র) ..... শু'বা সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মুআযের হাদীসে ' مِنَ اللَّيْلِ ' (রাতে) শব্দটি অধিক উল্লেখ আছে।

٦٦٦٩ـ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى بْنِ عَنْ عَلِيٍّ اَبِىْ طَالِبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعُبَيْدُ بْنُ يَعِيْشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى وَزَادَ فِى الْحَدِيْثِ قَالَ عَلِيٌّ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قِيْلَ لَهُ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ وَفِىْ حَدِيْثِ عَطَاءٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ ـ

৬৬৬৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও উবায়দ ইব্ন ইয়াঈশ (র) ... আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্ন আবূ লায়লা (র) সূত্রে হাকাম (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি হাকাম (র) হাদীসে এইটুকু অধিক বলেছেন যে, আলী (রা) বলেছেন, নবী ﷺ থেকে শোনার পর থেকে কখনো আমি তা ছাড়িনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সিফ্ফীনের রাতেও নয়? তিনি বললেন, সিফ্ফীনের রাতেও নয়। ইব্ন আবূ লায়লা সূত্রে আতা বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন, 'আমি' তাকে বললাম, "সিফ্ফীনের রাতেও নয়?"

٦٦٧٠- حَدَّثَنِيْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ (وَهُوَابْنُ الْقَاسِمِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا وَشَكَتِ الْعَمَلَ فَقَالَ مَاأَلْفَيْتِيْهِ عِنْدَنَا قَالَ اَلاَ اَدُلُّكِ عَلَى مَاهُوَ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ خَادِمٍ تُسَبِّحِيْنَ ثَلاَثًاوَثَلاَثِيْنَ وَتُحَمِّدِيْنَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُكَبِّرِيْنَ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ حِيْنَ تَأْخُذِيْنَ مَضْجَعَكِ * وَحَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬৬৭০. উমায়্যা ইব্‌ন বিসতাম আয়শী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফাতিমা (রা) একজন খাদিমার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং কাজের (কষ্টের) অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন : "আমার কাছে তো কোন খাদিমা নেই। তিনি বললেন : তবে আমি কি তোমাকে এমন কিছুর কথা বলব না, যা তোমার খাদিমা থেকে উত্তম? তা হল রাতে শয্যাগ্রহণের সময় তুমি তেত্রিশ বার سُبْحَانَ اللّٰه সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰه (আল-হামদুলিল্লাহ্) এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) পাঠ করবে।"
আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ দারিমী (র) ... সুহায়ল (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ صِيَاحِ الدِّيْكِ

২১. পরিচ্ছেদ : মোরগ ডাকার সময় দু'আ করা মুস্তাহাব

٦٦٧١- حَدَّثَنِىْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا -

৬৬৭১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পাবে তখন আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাইবে। কেননা সে কোন ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার বিকট আওয়ায শুনতে পাবে তখন আল্লাহ্‌র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। কেননা সে কোন শয়তান দেখেছে।

٢٢- بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ

২২. পরিচ্ছেদ : কঠিন মুসীবতের (সময়ের) দু'আ

٦٦٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ سَعِيْدٍ) قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ -

৬৬৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ সাঈদ (র) ...ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কঠিন বিপদের সময় বলতেন : لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ الْـعَـظِيْـمُ الْـحَلِيْمُ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ رَبُّ الْـعَـرْشِ الْـعَـظِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمَـاوَاتِ وَرَبُّ الاَرْضِ وَرَبُّ الْعَـرْشِ الْكَرِيْمُ অর্থ : "মহান, সহনশীল আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আরশের মহান অধিপতি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আসমানের রব ও যমীনের রব এবং সম্মানিত আরশের সম্মানিত অধিপতি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।

٦٦٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَحَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ اَتَمُّ -

৬৬৭৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... হিশাম (র)-এর সূত্রে এই সনদে (অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)। তবে মুআয ইব্‌ন হিশামের হাদীস অধিক পূর্ণাঙ্গ।

٦٦٧٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِىَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهِنَّ وَيَقُوْلُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ -

৬৬৭৪. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই বাক্যগুলো দ্বারা দু'আ করতেন এবং কঠিন বিপদের সময় এইগুলো বলতেন। এরপর তিনি কাতাদা (র) সূত্রে মুআয ইব্‌ন হিশাম (র) তার পিতা থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন। এই বর্ণনায় رَبُّ السَّمَـاوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ স্থলে رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ আছে।

٦٦٧٥- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَالَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ وَزَادَ مَعَهُنَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ -

৬৬৭৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে যখন কোন কঠিন সংকট আগত হত তখন তিনি বলতেন .... । এরপর তিনি মুআযের পিতার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এর সাথে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ অর্থ : "আরশের মহান অধিপতি আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই" অধিক উল্লেখ করেছেন।

٢٢- بَابُ فَضْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

২২. পরিচ্ছেদ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ -এর ফযীলত

٦٦٧٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ ابْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجِسْرِىِّ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْكَلاَمِ اَفْضَلُ قَالَ مَااصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلاَئِكَتِهِ اَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ -

৬৬৭৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন্ কালাম সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফেরেশতা অথবা (বললেন) তাঁর বান্দাদের জন্য যে কালাম পছন্দ করেছেন, তা হল, 'سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ' (আমি আল্লাহ্র সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।

٦٦٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجِسْرِىِّ مِنْ عَنَزَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاَحَبِّ الْكَلاَمِ اِلَى اللّٰهِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرْنِىْ بِاَحَبِّ الْكَلاَمِ اِلَى اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ اَحَبَّ الْكَلاَمِ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ -

৬৬৭৭ আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আবূ যার! আমি কি তোমাকে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম বাতলে দেব না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কালামটি আপনি আমাকে বাতলে দিন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম হল, 'سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ' "আমি আল্লাহ্র সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি।"

٢٣- بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

২৩. পরিচ্ছেদ : মুসলমানদের জন্য তাদের অনুপস্থিতিতে দু'আর ফযীলত

٦٦٧٨- حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْوَكِيْعِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ اِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ -

৬৬৭৮. আহ্মাদ ইব্ন উমর ইব্ন হাফ্স ওয়াকীঈ (র) ... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমান বান্দা তার ভাই এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে ফেরেশতা তা বলেন, "আর তোমার জন্যও অনুরূপ"।

٦٦٧٩ - حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ سَرْوَانَ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِيْ سَيِّدِيْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ دَعَا لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ -

৬৬৭৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনিব (স্বামী) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, যে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাই এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে, তার জন্য একজন নিয়োজিত ফেরেশতা বলতে থাকে 'আমীন' এবং বলে, তোমার জন্যও অনুরূপ।

٦٦٨٠ - حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ) وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَاَتَيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فِيْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ اَجِدْهُ وَوَجَدْتُ اُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ أَتُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ قَالَ فَخَرَجْتُ اِلَى السُّوْقِ فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৬৮০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... দারদা (র)-এর স্বামী সাফওয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়াতে গোলাম এবং (সেখানে) আবূ দারদা (রা)-এর ঘরে গেলাম। আমি তাকে ঘরে পেলাম না; বরং সেখানে উম্মু দারদা (রা)-কে পেলাম। তিনি বললেন, আপনি কি এ বছর হজ্জ পালন করবেন? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করবেন। কেননা, নবী ﷺ বলতেন : একজন মুসলমান বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে তা কবূল হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে থাকেন "আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ"। তিনি বলেন, এরপর আমি বাজারের দিকে বের হলাম। আর আবূ দারদা (রা)-এর দেখা পেলাম, তখন তিনি আমাকে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা তার অনুরূপ প্রদান করে বললেন .....।

٦٦٨١ - وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ -

৬৬৮১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা) ... আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সাফওয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান (র)-এর সূত্রে।

٢٤ـ بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللّٰهِ تَعَالَى بَعْدَ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ

২৪. পরিচ্ছেদ : পানাহারের পর 'اَلْحَمْدُ اللّٰهِ' বলা মুস্তাহাব

٦٦٨٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَأْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ـ

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৬৬৮২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বন্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে খাওয়ার পরে তার জন্য 'اَلْحَمْدُ اللّٰه' বলে এবং পানীয় পান করার পরে তার জন্য (শুকরিয়া স্বরূপ) 'اَلْحَمْدُ اللّٰه' বলে।
যুহায়র ইব্ন হারব (র) ...যাকারিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনুরূপ বলেছেন।

٢٥ـ بَابُ بَيَانِ اَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِى مَالَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ

২৫. পরিচ্ছেদ : দু'আকারী "আমি কত দু'আ করলাম কিন্তু কবূল হল না" এরূপ উক্তি করে তাড়াহুড়া না করলে তার দু'আ কবূল হয়

٦٦٨٣ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لاَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّى فَلاَ اَوْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ ـ

৬৬৮৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারোর দু'আ (তখনই) কবূল করা হয় যখন সে তাড়াহুড়া না করে (তাড়াহুড়া করে দু'আ করার পর) এরূপ না বলতে থাকে যে, আমি আমার প্রতিপালকের সকাশে দু'আ করলাম; অথচ তিনি আমার দু'আ কবূল করেছেন না অথবা (বললেন,) কবূল করা হয়নি।

٦٦٨٤ـ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ لَيْثٍ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَاَهْلِ الْفِقْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسْتَجَابُ لاَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعجل فَيَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّى فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ ـ

৬৬৮৪. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারোর দু'আ তখনই কবূল করা হয় যখন সে তাড়াহুড়া না করে। এভাবে বলতে না থাকে যে, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে দু'আ করলাম। তিনি আমার দু'আ কবূল করলেন না।

٦٦٨٥- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْقَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ -

৬৬৮৫. আবূ তাহির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বান্দার দু'আ হরহামেশা কবূল করা হয় যদি না সে পাপ কর্মের জন্য কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ করে এবং (দু'আয়) তাড়াহুড়া না করে। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! (দু'আয়) তাড়াহুড়া করা কি? তিনি বললেন, সে বলতে থাকে, আমি দু'আ করছি, আমি দু'আ করছি; কিন্তু তা কবূল হল বলে দেখতে পেলাম না। তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং (ক্লান্তি হয়ে) দু'আ করা ছেড়ে দেয়।

٢٦- بَابُ اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَاَكْثَرُ اَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانُ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ

২৬. পরিচ্ছেদ : জান্নাতবাসী অধিকাংশই দরিদ্র এবং জাহান্নামবাসী অধিকাংশই নারী এবং নারী সম্পর্কিত ফিত্নার বর্ণনা

٦٦٨٦- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاِذَا اَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ اِلاَّ اَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ -

৬৬৮৬. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ, যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল 'আলা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র) ... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম, অধিকাংশই যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে, মিসকীন আর সম্পদশালীরা আটক অবস্থায়। যারা জাহান্নামী তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম যে, অধিকাংশই যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, নারী।

٦٦٨٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ -

৬৬৮৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি দিলাম, দেখতে পেলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই ফকীর। এরপর আমি জাহান্নামের দিকে তাকালাম, দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী।

٦٦٨٨- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الثَّقَفِىُّ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬৬৮৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) আইউব (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٦٨٩- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَشْهَبِ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اطَّلَعَ فِى النَّارِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ -

৬৬৮৯. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। এরপর আইউব (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٦٦٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ سَمِعَ اَبَا رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৬৬৯০. আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ রাজা' (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ... এরপর সাঈদ (র) তার (পূর্বোক্তের) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٦٦٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ امْرَأَتَانِ فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتِ الْاُخْرَى جِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلَانَةَ فَقَالَ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَقَلَّ سَاكِنِى الْجَنَّةِ النِّسَاءُ -

৬৬৯১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) ... আবূ তায়্যাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর দুই স্ত্রী ছিল। তিনি (একদা) তাদের একজনের কাছ থেকে এলেন। তখন অন্যজন বলল, আপনি তো অমুকের নিকট থেকে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর কাছে থকে এসেছি। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের অল্প সংখ্যক অধিবাসী নারী সমাজ।

٦٦٩٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ اَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مُعَاذٍ -

৬৬৯২. মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ (র) ... আবূ তায়্যাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি মুতাররিফকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তার দু'জন স্ত্রী ছিল ...। মুআযের হাদীসের মর্মের অনুরূপ।

٦٦٩٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبُوْ زُرْعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ -

৬৬৯৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল করীম আবূ যুরআ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'আর মধ্যে একটি ছিল এই : "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আপনার নিয়ামত সরে যাওয়া, আপনার ক্ষমা নিরাপত্তা স্থনান্তরিত হয়ে যাওয়া, আপনার আকস্মিক প্রতিশোধ এবং আপনার সব রকমের অসন্তুষ্টি থেকে।"

٦٦٩٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً هِىَ اَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ -

৬৬৯৪. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি আমার (ওফাতের) পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিক ক্ষতিকর কোন ফিত্‌না রেখে যাচ্ছি না।

٦٦٩٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى جَمِيْعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَاتَرَكْتُ بَعْدِىْ فِى النَّاسِ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ -

৬৬৯৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয আম্বারী, সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র) ... উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিছা ও সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আমার (ওফাতের) পরে মানুষের মাঝে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিত্‌না রেখে যাইনি।

٦٦٩٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬৬৯৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... সুলায়মান তায়মী থেকে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণিত।

٦٦٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ بَشَّارٍ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ -

৬৬৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্টি সবুজ (সুস্বাদু দর্শনীয় ও) আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে তোমাদের খলীফা (প্রতিনিধি) হিসেবে পাঠিয়েছেন, তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কি কর? তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাক। কেননা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফিত্না দেখা দিয়েছিল তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে। ইব্ন বাশ্শার (র) বর্ণিত হাদীসে (فَيَنْظُرَ এর স্থলে) لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (তোমরা কি কর তা দেখার জন্য তিনি তোমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন)।

٢٨- بَابُ قِصَّةِ اَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلاَثَةِ وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ الاَعْمَالِ

২৮. পরিচ্ছেদ : গুহাবাসী তিন ব্যক্তির কিস্সা এবং নেক আমলের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা

٦٦٩٨- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِىُّ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ (يَعْنِىْ ابْنَ عِيَاضٍ اَبَا ضَمْرَةَ) عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَاثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَاَوَوْا اِلَى غَارٍ فِىْ جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا صَالِحَةً لِلّٰهِ فَادْعُوْا اللّٰهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللّٰهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ فَقَالَ اَحَدُهُمُ اللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِىْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَامْرَأَتِىْ وَلِىَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ اَرْعَى عَلَيْهِمْ فَاِذَا اَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِىَّ وَاَنَّهُ نَأَى بِىْ ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ فَلَمْ اٰتِ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَسْقِىَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأْبِىْ وَدَأْبُهُمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ

بْتِغَاءوَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللّٰهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوْا
ِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ اَحْبَبْتُهَا كَاشَدِّ مَايُحِبُّ الرِّجَالُ
لنِّسَاءَ وَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَتَعِبْتُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِائَةَ
ِيْنَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَاتَفْتَحِ الْخَاتَمَ اِلاَّ
ِحَقِّهِ فَقُمْتُ عَنْهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتَغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً
نَفَرَجَ لَهُمْ وَقَالَ الْاٰخَرُ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ كُنْتُ اِسْتَأْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ
اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءً
هَا فَجَاءَنِيْ فَقَالَ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَاتَظْلِمْنِيْ حَقِّيْ قُلْتُ اذْهَبْ اِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَ رِعَائِهَا فَخُذْهَا
نَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَاتَسْتَهْزِئْ بِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ خُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا فَاَخَذَهُ
نَذَهَبَ بِهٖ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَابَقِيَ فَفَرَجَ اللّٰهُ
مَابَقِيَ ۔

৬৬৯৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক মুসায়্যাবী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) তিন ব্যক্তি পথে হেঁটে চলছিল। পথে তাদের উপর বৃষ্টি নামল। তখন তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। তখন পর্বতগাত্র থেকে একটি পাথর খণ্ড খসে তাদের গুহার মুখে গড়িয়ে পড়ল এবং সেটি গুহার মুখে আটকে গেল (গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল)। তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, নিজ নিজ নেক আমলের প্রতি লক্ষ্য কর, যা তোমরা আল্লাহ্‌র (দরবারে সন্তুষ্টি লাভের) জন্য করেছ এবং তার ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে থাক। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে সেটি (পাথরটি) সরিয়ে দেবেন। তখন তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ্! আমার ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ পিতামাতা। আর ছিল আমার স্ত্রী ও ছোট ছোট সন্তানাদি। আমি তাদের (জীবিকার) জন্য (মেষ-বকরী মাঠে) চরাতাম। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়ে এনে আমি সেগুলোর দুধ দোহন করতাম এবং আমি আমার পুত্র কন্যাদের আগে প্রথমেই আমার পিতামাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন একটি গাছ আমাকে দূরে নিয়ে গেল (অর্থাৎ চারণভূমি দূরে ছিল)। এতে আমার ফিরতে রাত হয়ে গেল। আমি তাদের (পিতামাতা) উভয়কে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। এরপর আমি পূর্বের মতই দুধ দোহন করলাম। আমি দুধ নিয়ে আমার পিতামাতার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং তাদের নিদ্রা ভঙ্গ করা পসন্দ করলাম না এবং তাদের আগে সন্তানদের দুধ পান করানোও পসন্দ করলাম না। তখন আমার সন্তানরা ক্ষুৎপিপাসায় আমার দুই পায়ের কাছে কাতরাচ্ছিল। তাদের ও আমার এই অবস্থা চলল। অবশেষে ভোর হয়ে গেল। যদি আপনি জানেন যে, আমি এই কাজ আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেছি, তাহলে আমাদের জন্য এতে পাথরে একটা ফোঁকড় করে দিন, যদ্বারা আমরা আসমান দেখতে পাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাতে একটি ফাঁক করে দিলেন। তা দিয়ে তারা আসমান দেখতে পেল।

আরেক জন বলল, হে আল্লাহ্! আমার ঘটনা এই, আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষ যেভাবে নারীকে প্রচণ্ডরূপে ভালবাসে আমি তাকে তেমন ভালবাসতাম। আমি তাকে একান্ত কাছে পেতে চাইলাম। সে তাতে অস্বীকৃতি জানাল এবং একশ' দীনার বায়না ধরল। আমি চেষ্টা করে একশ' দীনার সঞ্চয় করলাম। এরপর সেগুলো নিয়ে তার কাছে গেলাম। যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখন সে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। অন্যায়ভাবে ছিপি খুলো না (কুমারিত্ব নষ্ট করো না)। একথা শুনে আমি তার উপর থেকে উঠে দাঁড়ালাম। আপনি যদি জানেন যে, একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমি একাজ করেছি তাহলে আমাদের জন্য একটি ফোঁকড় করে দিন। তখন তিনি তাদের জন্য আরেকটু ফাঁক করে দিলেন।

অপর ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমি এক 'ফারাক'[১] চালের (শস্যের) বিনিময়ে একজন মজুর নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ সমাধা করে তার প্রাপ্য মজুরী দাবী করল। আমি এক ফারাক (শস্য) তার সামনে উপস্থিত করলাম। কিন্তু সে তা নিল না। আমি সে শস্য (যমীনে) চাষ করতে (বর্ধিত করতে) থাকলাম। পরিশেষে তা দিয়ে গরু-বকরী ও রাখাল সংগ্রহ করলাম। পরে সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর আমার প্রাপ্যের ব্যাপারে আমার উপর জুলুম করো না। আমি বললাম, তুমি এই গরু ও রাখালের কাছে গিয়ে সেগুলো নিয়ে যাও। তখন সে বলল, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার সংগে ঠাট্টা-মশকরা কর না। আমি বললাম, আমি তোমার সংগে ঠাট্টা করছি না। ঐ গরু ও তার রাখালদের নিয়ে যাও। তখন সে তা নিয়ে চলে গেল। যদি আপনি জানেন যে, আমি এ কাজটি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেছি তাহলে অবশিষ্ট অংশ খুলে দিন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা গুহা মুখের অবশিষ্ট অংশ খুলে দিলেন।

٦٦٩٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنِى اَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفِ الْبَجَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا اَبِى وَ رَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةَ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِى ضَمْرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ وَزَادُوْا فِىْ حَدِيْثِهِمْ وَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ وَفِىْ حَدِيْثِ صَالِحٍ يَتَمَاشَوْنَ اِلاَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ فَاِنَّ فِىْ حَدِيْثِهِ وَخَرَجُوْا وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهَا شَيْئًا ـ

৬৬৯৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ, সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ, আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন তারীফ বাজালী, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, হাসান হুলওয়ানী, আবদ ইব্‌ন হুমায়দ ... (সকলে) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (র) সূত্রের আবূ যামরা (র)-এর হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের হাদীসে এটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন خَرَجُوْا يَمْشُوْنَ তারা (হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে গেল, সালিহ্ (র)-এর

১. প্রায় দশ কিলোগ্রাম।

হাদীসে يَتَمَاشَوْنَ শব্দ আছে। উবায়দুল্লাহ্‌র হাদীসে خَرَجُوْا (তারা বের হলো)। এরপর তিনি কোন শব্দ উল্লেখ করেননি।

٦٧٠٠ - حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيْمِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِهْرَامَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَقَ (قَالَ ابْنُ سَهْلٍ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْاٰخَرَانَ : اَخْبَرَنَا) اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى اٰوَاهُمُ الْمَبِيْتُ اِلٰى غَارٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ ! كَانَ لِىْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ لاَ اَغْبُقُ قَبْلَهُمَا اَهْلاً وَلاَ مَالاً وَقَالَ فَامْتَنَعَتْ مِنِّىْ حَتّٰى اَلَمَّتَ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِىْ فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ وَقَالَ فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الاَمْوَالُ فَارْتَعَجَتْ وَقَالَ فَخَرَجُوْا مِنَ الْغَارِ يَمْشُوْنَ -

৬৭০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল তামীমী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন বাহরাম, আবূ বাকর ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। 'তোমাদের পূর্বেকার যুগের তিন ব্যক্তি পথ চলছিল। অবশেষে রাত যাপন (এর প্রয়োজন) তাদের এক গুহায় আশ্রয় দিল। ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে নাফি' (র)-এর বর্ণিত হাদীসের মর্মানুসারে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি (রাবী) বলেছেন। "তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ্! আমার ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ পিতামাতা। আমি পরিবার পরিজনের কাউকেই তাদের আগে বিরোলের (বরাদ্দ পানীয়) দুধ পান করতাম না।" এবং অন্য (দ্বিতীয়) একজন বলেছেন "সে (চাচাতো বোন) আমার হতে আত্মরক্ষা করল। অবশেষে সে (কোন এক) দুর্ভিক্ষের শিকার হল। তখন সে আমার কাছে এলে আমি তাকে একশত বিশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম এবং (তৃতীয়) একজন বলেছেন, আমি তার (প্রাপ্য) মজুরী উৎপাদনে বিনিয়োগ করলাম। অবশেষে তাতে সম্পদ (উট, গরু, ছাগল) অনেক হল এবং তা (এত অধিক হল যে, তা) নড়াচড়া ও ছুটাছুটি করতে লাগল। ...... এতে রাবী বলেছেন, তারা হাঁটতে হাঁটতে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল।

كِتَابُ التَّوْبَةِ

অধ্যায় : তাওবা

١- بَابُ فِيْ الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرْحِ بِهَا

১. পরিচ্ছেদ : তাওবার ব্যাপারে উৎসাহদান ও তাতে আনন্দিত হওয়া

٦٧٠٠- حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِيْ وَاللّٰهِ لَلّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلاَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِذَا اَقْبَلَ اِلَيَّ يَمْشِيْ اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ هَرْوَلَةً -

৬৭০০. সওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন : আমি আমার প্রতি আমার বান্দার বিশ্বাসের অনুরূপই। (আমার প্রতি বান্দার ধারণা মুতাবিক আমি তার সঙ্গে আচরণ করি)। সে যখন যেখানে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে আছি। মরু বিয়াবানে তোমাদের কেউ হারানো (বাহন) পশু ফিরে পেয়ে যে পরিমাণ খুশি হয় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবায় এর থেকেও অধিক খুশি হন। যদি কেউ এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয় (দিকে এগিয়ে আসে) তবে আমি তার দিকে একহাত নিকটবর্তী হই (এগিয়ে যাই)। যদি কেউ একহাত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসে, তবে আমি এক 'বাগ' (দু' বাহু ডানে বামে প্রসারিত করলে যে দূরত্ব হয়) পরিমাণ তার দিকে এগিয়ে যাই। যদি কেউ আমার দিকে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে ছুটে যাই।

٦٧٠١- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ اَلْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ) عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ مِنْ اَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ اِذَا وَجَدَهَا -

৬৭০১. আবুদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব কা'নাবী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি হারানো পশু পাওয়ার কারণে যে পরিমাণ খুশি হয়, তোমাদের কারোর তাওবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এর চেয়েও অধিক খুশি হন।

٦٧٠٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ -

৬৭০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٧٠٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ أَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثَيْنِ حَدِيثًا عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُ لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتّٰى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِيْ كُنْتُ فِيْهِ فَأَنَامُ حَتّٰى أَمُوْتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هٰذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ -

৬৭০৩. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে দেখার জন্য (একদা) আমি তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাকে দু'টি হাদীস শোনালেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে (নিজের সম্পর্কে) এবং অপরটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি ছায়া-পানিহীন আশংকাপূর্ণ প্রান্তরে রয়েছে এবং তার সাথে আছে তার বাহন সাওয়ারী, যার পিঠে রয়েছে তার পানাহার সামগ্রী সে (সাময়িক বিশ্রামের জন্য) ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর ঘুম থেকে জেগে দেখে যে, সাওয়ারীটি সেখানে নেই। এরপর সে সেটি তালাশ করতে করতে পিপাসার্ত হয়ে পড়ে এবং বলে, আমি আমার আগের জায়গায়ই ফিরে যাই এবং ঘুমাতে ঘুমাতে মরে যাই। (এ কথা বলে) সে মৃত্যুর জন্য বাহুতে মাথা রাখল। (কিছুক্ষণ পর) জাগ্রত হয়ে সে দেখল, সাওয়ারীটি তার কাছেই রয়েছে এবং (যথারীতি) তার উপর রয়েছে পানাহার সামগ্রী এবং (সাওয়ারী এবং পানাহার সামগ্রী পেয়ে) লোকটি যে পরিমাণ আনন্দিত হয়, মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে আল্লাহ্ এর চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।

٦٧٠٤- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ رَجُلٍ بِدَاوِيَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ -

৬৭০৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) উক্ত-সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি فِيْ أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ (স্থলে) بِدَاوِيَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ বলেছেন।

٦٧٠٥- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ حَدِيْثَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالاٰخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ -

৬৭০৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... উমারা ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দকে একথা বলতে শুনেছি যে, আবদুল্লাহ্ (রা) আমার নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এবং অপরটি তার নিজের পক্ষ থেকে (নিজের সম্পর্কে)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে অধিক আনন্দিত হন জারীরের হাদীসের অনুরূপ।

٦٧٠٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ خَطَبَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ فَقَالَ اللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيْرٍ ثُمَّ سَارَ حَتّٰى كَانَ بِفَلاَةٍ مِنَ الاَرْضِ فَادْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَانْسَلَّ بَعِيْرُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَسَعٰى شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثُمَّ سَعٰى شَرَفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثُمَّ سَعٰى شَرَفًا ثَالِثًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَاَقْبَلَ حَتّٰى اَتٰى مَكَانَهُ الَّذِىْ قَالَ فِيْهِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ اِذْ جَاءَهُ بَعِيْرُهُ يَمْشِىْ حَتّٰى وَضَعَ خِطَامَهُ فِىْ يَدِهِ فَاللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هٰذَا حِيْنَ وَجَدَ بَعِيْرَهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ سِمَاكُ فَزَعَمَ الشَّعْبِىُّ اَنَّ النُّعْمَانَ رَفَعَ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاَمَّا اَنَا فَلَمْ اَسْمَعْهُ -

৬৭০৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয আনবারী (র) ... সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) খুত্‌বা (ভাষণ) দিতে গিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবার কারণে ঐ ব্যক্তি থেকেও অধিকতর খুশি হন, যে তার (প্রয়োজনীয়) পাথেয় ও (পানির) মশক একটি উটের উপর তুলে দিয়ে চলতে থাকে এবং অবশেষে এক মরু প্রান্তরে উপস্থিত হয়। তখন তার দুপুরের বিশ্রামের সময় হয়ে যায়। তখন সে নেমে কোন গাছের নীচে দিবা নিদ্রা (قيلولة) যায়। সে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার উটটি সন্তর্পণে চলে যায়। সে জাগ্রত হয়ে একটি টিলায় দৌড়ে গেল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলনা। এরপর সে (দ্বিতীয়) টিলায় দৌড়ে গেল কিন্তু (সেখানেও) সে কিছু দেখতে পেল না। তারপর সে তৃতীয় এক টিলায় দৌড়ে যায়, কিন্তু (ওখানেও) সে কিছুই দেখতে পেল না। অবশেষে সে যেখানে ঘুমিয়ে ছিল সেখানে এসে বসে থাকে। এ সময় হঠাৎ হাঁটতে হাটতে উটটি তার নিকট চলে আসে। অমনি সে তার হাতে এর লাগাম চেপে ধরে। আল্লাহ্ তার মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে যথাবস্থায় তার উট ফিরে পাওয়ার সময়ের (আনন্দের) চেয়েও অধিক আনন্দিত হন। বর্ণনাকারী সিমাক (র) বলেন, শা'বী (র) বলেছেন, নু'মান এ হাদীসটি নবী ﷺ-থেকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন। তবে আমি নু'মান (রা)-কে হাদীসটি মারফূ'ভাবে বর্ণনা করতে শুনিনি।

٦٧٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَجَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ

بِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلاَ شَرَابٌ وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ قُلْنَا شَدِيْدًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ قَالَ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادٍ عَنْ اَبِيْهِ ـ

৬৭০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও জা'ফর ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তির আনন্দ তোমরা কী বল, মরু বিয়াবানে যার উট চলে যায় এবং এর লাগাম মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলতে থাকে, অথচ সেখানে কোন খাদ্য পানীয় নেই সে উটের উপর রয়েছে সে ব্যক্তির পানাহারের সামগ্রী। তখন সে তা তালাশ করে ক্লান্ত হয়ে যায়। আর এ সময় উক্ত সাওয়ারী কোন গাছের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় যদি এর লাগাম উক্ত গাছের গোড়ায় আটকে যায়, আর সেটি তাঁর সাথে আটকানো অবস্থায় যদি সে সেটি পেয়ে যায়, তাহলে এ ব্যক্তি কি পরিমাণ আনন্দিত হবে? (রাবী বলেন :) আমরা (সাহাবিগণ) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো প্রচণ্ড রূপে আনন্দিত হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : স্বীয় বান্দার তাওবার কারণে-সাওয়ারী পাওয়ার কারণে উক্ত ব্যক্তির (আনন্দের) চেয়েও আল্লাহ্ তা'আলা অধিকতর আনন্দিত হন। জা'ফর (র) (' عبد الله بْنُ اياد عن اياد ' এর স্থলে) ' اياد عن ابيه ' বলেছেন।

٦٧٠٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِاَرْضٍ فَلاَةٍ فَانفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاَيِسَ مِنْهَا فَاَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا قَدْ اَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَبُّكَ اَخْطَاَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ـ

৬৭০৮. মুহম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বান্দা যখন আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তি থেকেও অধিক খুশী হন, যে মরু-বিয়াবানে তার সাওয়ারীর উপর আরোহিত ছিল। তারপর সাওয়ারীটি তার থেকে পালিয়ে গেল। আর তার উপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় এসে শুয়ে পড়ে এবং তার সাওয়ারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সাওয়ারীটি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন (অমনিই) সে উহার লাগাম ধরে ফেলে। তারপর সে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠে, "হে আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব।" আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলেছে।

٦٧٠٩ـ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ اِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيْرِهِ قَدْ اَضَلَّهُ بِاَرْضٍ فَلاَةٍ *

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

৬৭০৯. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবার কারণে তোমাদের ঐ ব্যক্তি থেকেও অধিক আনন্দিত হন, যে জেগেই তার ঐ উটটি পেয়ে যায়, যা সে মরু-বিয়াবানে হারিয়ে ফেলেছিল।

আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ দারিমী (র) .... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢ـ بَابُ سُقُوطِ الذُّنُوبِ بِالْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ

২. পরিচ্ছেদ : ইস্তিগফার ও তাওবা দ্বারা গুনাহ্ ঝরে যাওয়া

٦٧١٠ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاصِّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ لاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ ـ

৬৭১০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শ্রুত একটি হাদীস আমি তোমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, যদি তোমরা গুনাহ না করতে তবে আল্লাহ্ তা'আলা এমন মাখ্‌লূক সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ্ করতো এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।

٦٧١١ـ حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عِيَاضُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْفِهْرِيُّ) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللّٰهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ ـ

৬৭১১. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ... আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের গুনাহ্ না থাকতো যা আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই এমন জাতি সৃষ্টি করতেন যাদের গুনাহ হতো এবং তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন।

٦٧١٢ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ـ

৬৭১২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, (আমি) তাঁর শপথ (করে বলছি), যদি তোমরা গুনাহ্ না করতে তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের শেষ করে এমন জাতি (সৃষ্টি করতেন) যারা গুনাহ্ করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।

٣- بَابُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ فِىْ أَمُوْرِ الاٰخِرَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَجَوَازِ تَرْكِ ذٰلِكَ فِىْ بَعْضِ الْاَوْقَاتِ وَالْاِشْتِغَالِ بِالدُّنْيَا

৩. পরিচ্ছেদ : সর্বদা আল্লাহ্র যিক্র ও পরকালের বিষয়ে চিন্তা ও মুরাকাবা করা এবং কখনো কখনো তা থেকে বিরত থাকা ও পার্থিব কাজে মশগুল হওয়া প্রসংগ

٦٧١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّيْمِىُّ وَقَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِيَاسٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْاُسَيْدِىِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَاحَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاتَقُوْلُ قَالَ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتّٰى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هٰذَا فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتّٰى كَأَنَّا رَأْىُ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنْ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَاتَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِىْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَاحَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ

৬৭১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও কাতান ইব্ন নুসায়র (র) ... রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যতম (ওয়াহী) কাতিব হানযালা আল্ উসায়দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, তুমি কেমন আছ, হে হানযালা? তিনি বলেন, আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্ তুমি কি বল্ছ? তাকে (হানযালা (রা)) বলেন, আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসি, অবস্থান করি, তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেন চোখ দিয়ে আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবার থেকে বের হয়ে নিজেদের স্ত্রী, সন্তান অন্তত এবং ধন-সম্পদের মাঝে ডুবে যাই তখন আমরা এর অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমারও তো এই অবস্থা। তারপর আমি এবং আবূ বকর (রা) রওনা হলাম এবং আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হানযালা

মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা কী? আমি বললাম, আমরা আপনার নিকট থাকি, আপনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। কিন্তু এরপর আমরা যখন আপনার কাছ থেকে বের হই এবং স্ত্রী-সন্তান সন্ততি ও ধন-সম্পদের মাঝে যাই তখন আমরা এর অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ আমি তাঁর শপথ (করে বলছি)! আমার নিকট থাকা কালে তোমাদের যে হাল হয়, যদি তোমরা সর্বদা এ অবস্থায় থাকতে এবং সর্বদা আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল থাকতে তবে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতো। কিন্তু হে হানযালা! ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে (ধীরে ধীরে) হবে-(পার্থিব) ব্যয় করবে। কথাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার বললেন।

٦٧١٤- حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِي عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَعَظَنَا فَذَكَّرَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ اِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ وَلاَعَبْتُ الْمَرْاَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ اَبَابَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ وَاَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَاتَذْكُرُ فَلَقِيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقَالَ مَهْ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً وَلَوْ كَانَتْ تَكُوْنُ قُلُوْبُكُمْ كَمَا تَكُوْنُ عِنْدَ الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ -

৬৭১৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) .... হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি আমাদের ওয়ায নসীহত করলেন এবং জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, তারপর আমি বাড়িতে আসলাম এবং ছেলে-মেয়েদের সাথে হাসি-খুশি করলাম এবং স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করলাম। এরপর আমি বাড়ি থেকে বের হলাম। তখন আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আমিও তো এরূপ করেছি, যেমন তুমি বললে। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন : তা কী? তখন আমি আমার পুরা অবস্থা বর্ণনা করলাম। এরপর আবূ বকর (রা) বললেন, আমিও তো এরূপ করেছি যেমন হানযালা করেছে। তিনি বললেন, হে হানযালা! ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে ওয়ায-নসীহতের সময় তোমাদের হৃদয় যেমন থাকে, সর্বদাই যদি তা এ অবস্থায় থাকতো তবে ফেরেশতাগণ অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতো। এমনকি পথে-ঘাটে তারা তোমাদের সালাম করতো।

٦٧١٥- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ التَّمِيْمِيِّ الْاُسَيْدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمَا -

৬৭১৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... (ওয়াহীর) কাতিব হানযালা তায়মী উসায়দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। .... তারপর সুফিয়ান (রা) হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤- بَابُ فِىْ سَعَةِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ

৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের প্রশস্ততা-বিশালতা এবং তাঁর গযবের উপর তাঁর রহমতের প্রাধান্য

٦٧١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِى الْحِزَامِىَّ) عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ تَغْلِبُ غَضَبِىْ -

৬৭১৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মাখলূক সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং তা (সে লিপি) তাঁর কাছে আরশের উপরে রয়েছে। তা হল আমার রহমাত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।

٦٧١٧- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ غَضَبِىْ -

৬৭১৭. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমার রহমত আমার গযবের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে।

٦٧١٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهِ عَلٰى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ عِنْدَهُ اِنَّ رَحْمَتِىْ تَغْلِبُ غَضَبِىْ -

৬৭১৮. আলী ইব্ন খাশ্রাম (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মাখলূক সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাঁর নিজের উপরে (করণীয় রূপে) লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তা তাঁর কাছেই রক্ষিত রয়েছে। (তাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেন) আমার রহমত আমার গযব অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করবে।

٦٧١٩- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَاَنْزَلَ فِى الْاَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتّٰى تَرْفَعُ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبَهُ -

৬৭১৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ 'রহমতকে' একশ' ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের নিকট রেখেছেন এবং একভাগ পৃথিবীতে নাযিল করেছেন। রহমতের এ অংশ থেকেই সৃষ্টজীব (পরস্পর) একে অন্যের প্রতি দয়া করে, এমনকি প্রাণী পর্যন্ত এ কারণে তার সন্তান থেকে তুলে উঁচু করে রাখে এ ভয়ে, যাতে তা তার (সন্তানের গায়ে) না লাগে।

٦٧٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةً إِلاَّ وَاحِدَةً -

৬৭২০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা একশ' (ভাগ) রহমত সৃষ্টি করে একভাগ সৃষ্টির মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন এবং (একশ' কম এক) নিরানব্বই ভাগ নিজের নিকট গোপন রেখেছেন।

٦٧٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللّٰهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৭২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র একশ' (ভাগ) রহমত আছে। তন্মধ্যে একভাগ রহমত তিনি জিন্ন, ইনসান, চতুষ্পদ জন্তু ও কীট-পতঙ্গের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। এ এক ভাগ রহমতের কারণেই সৃষ্ট জীব একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং এ এক ভাগ রহমতের ভিত্তিতেই বন্য পশু নিজ সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। মহান আল্লাহ্ তাঁর একশ' ভাগ রহমতের নিরানব্বই ভাগ রহমত নিজের নিকট রেখে দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন।

٦٧٢٢- حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعُوْنَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৬৭২২. হাকাম ইব্‌ন মূসা (র) .. সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলার একশ' ভাগ রহমত আছে। তন্মধ্যে একভাগ রহমতের দ্বারাই সৃষ্ট জীব পরস্পর (একে অন্যের প্রতি) অনুকম্পা প্রদর্শন করে। বাকী নিরানব্বই ভাগ রহমত রাখা হয়েছে কিয়ামত দিবসের জন্য।

٦٧٢٣- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ -

৬৭২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (রা) ... মু'তামিম (র)-এর পিতা থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٧٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ

رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِى الْاَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلٰى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ ـ

৬৭২৪. ইব্‌ন নুমায়র (র) ... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন আল্লাহ্ তা'আলা একশ' রহমত সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি রহমত আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমপরিমাণ। এ (একশ' রহমত) হতে একভাগ রহমত পৃথিবীর জন্য নির্ধারণ (বরাদ্দ) করেছেন। এর কারণেই মা সন্তানের প্রতি দয়া করে এবং বন্য পশু ও পাখীরা পরস্পরে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। অবশেষে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা এ রহমত দ্বারা তা (রহমত) পূর্ণ করবেন।

٦٧٢٥ـ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِىُّ (وَاللَّفْظُ لِحَسَنٍ) حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْىٍ فَاِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْىِ تَبْتَغِىْ اِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِى السَّبْىِ اَخَذَتْهُ فَاَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَاَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِى النَّارِ ؟ قُلْنَا لَا وَاللّٰهِ وَهِىَ تَقْدِرُ عَلٰى اَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِى النَّارِ قُلْنَا لَا وَاللّٰهِ وَهِىَ تَقْدِرُ عَلٰى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ لَلّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا ـ

৬৭২৫. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল তায়মী (র) ... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদা) তিনি কয়েকজন কয়েদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হল। কয়েদীদের মধ্য থেকে একজন মহিলা কেবলই খোঁজাখুঁজি করছিল। সে বন্দীদের মাঝে কোন শিশুকে পাওয়া মাত্র তাকে কোলে নিয়ে তার পেটের সাথে লাগিয়ে ধরে তাকে দুধ পান করাতো। এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন, তোমরা বল তো এ স্ত্রীলোকটি কি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে রাজি হবে? আমরা বললাম, না। আল্লাহ্‌র কসম! সে কখনো তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সন্তানের প্রতি এ স্ত্রীলোকটি থেকেও আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অধিক দয়ালু।

٦٧٢٦ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنِىْ الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَاطَمِعَ بِجَنَّتِهِ اَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَاعِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَاقَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدٌ ـ

৬৭২৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র নিকট যে পরিমাণ আযাব ও শাস্তি রয়েছে, যদি তা মু'মিন ব্যক্তি জানতো তবে কেউ

তাঁর জান্নাতের আশা পোষণ করতো না। (অনুরূপভাবে) আল্লাহ্র নিকট যে পরিমাণ রহমত আছে, কাফির ব্যক্তি যদি তা জানতো তবে কেউ তার জান্নাত হতে নিরাশ হতো না।

٦٧٢٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بِنْتِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ -

৬৭২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মারযূক বিন্ত মাহ্দী ইব্ন মায়মূন (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি যে জীবনে কখনো কোন পুণ্যের কাজ করেনি, (মৃত্যুর সময়) তার পরিবার পরিজনকে বলল, মৃত্যুর পর তোমরা তাকে (আমাকে) পুড়িয়ে (ভস্মীভূত করে) তার অর্ধাংশ স্থলে এবং অর্ধাংশ পানিতে উড়িয়ে দিবে। কারণ আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ যদি আমাকে ধরতে পারেন তবে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতবাসীর অন্য কাউকে তিনি দেবেন না। তারপর লোকটি যখন মারা গেল তখন তার পরিবারের লোকেরা সে যেরূপ নির্দেশ দিয়েছিল সেরূপ করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্থল ভাগকে আদেশ করলে সে তার মধ্যস্থিত সবকিছু (ছাই) একত্রিত করে দিল। এরপর জলভাগকে আদেশ করলে। সেও তার মধ্যস্থিত সব কিছু একত্রিত করে দিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, তুমি এমন করলে কেন? সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনার ভয়ে। আপনি তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٦٧٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ أَلاَ أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلأَرْضِ أَدِّي مَا أَخَذْتِ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ -

قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً قَالَ الزُّهْرِيُّ ذَلِكَ لِئَلاَّ يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلاَ يَيْأَسَ رَجُلٌ -

৬৭২৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার নিজের প্রতি (শরীআত অমান্য করে) বাড়াবাড়ি করল। এরপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে সে তার সন্তানদেরকে ওয়াসিয়্যাত করল এবং বলল, আমি মরে যাওয়ার পর তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ছাইগুলোকে উত্তমরূপে পিষবে। তারপর আমাকে সমুদ্রের মাঝে বায়ুতে উড়িয়ে দিবে। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ যদি আমাকে পান, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন, যা তিনি আর কাউকে দেননি। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেন : তারা তাই (সন্তানরা) করল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মাটিকে বললেন, তুমি তার যে ছাই গ্রাস করেছ তা একত্রিত করে দাও। ফলে সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। এ সময় আল্লাহ্ তাকে বললেন, এ কাজ করার ব্যাপারে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বলল, ' خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ ' অথবা ' مَخَافَتُكَ ' –আপনার ভয়ে। তারপর এ কথার বিনিময়ে তিনি (আল্লাহ্) তাকে ক্ষমা করে দেন।

অপর এক সূত্রে যুহরী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন এক স্ত্রীলোক বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল; কিন্তু তাকে কোন খাদ্য প্রদান করেনি এবং জমি থেকে কীট পতঙ্গ খাবার জন্য তাকে ছেড়েও দেয়নি। এমনিভাবে বিড়ালটি মরে যায়। যুহরী (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীস দু'টো এ জন্যই বয়ান করা হয়েছে, যেন কোন মানুষ (আমল বর্জন করে আল্লাহ্র উপর) নির্ভর করে বসে না থাকে এবং যেন মানুষ (আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে) নিরাশ না হয়ে যায়।

٦٧٢٩- حَدَّثَنِي اَبُوْالرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ اِلَى قَوْلِهِ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيْثَ الْمَرْأَةِ فِيْ قِصَّةِ الْهِرَّةِ وَفِيْ حَدِيْثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ شَيْءٍ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا اَدِّ مَا اَخَذْتَ مِنْهُ -

৬৭২৯. আবূ রাবী' সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এক বান্দা তার নিজের আত্মার প্রতি (পাপে) বাড়াবাড়ি করল। তারপর তিনি ' فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ' পর্যন্ত মা'মারের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বিড়ালের ঘটনার নারী সম্পর্কিত হাদীসটির উল্লেখ করেননি। আর যুবায়দী (র)-এর হাদীসে আছে, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা –যারা তার (শরীরের) অংশ গ্রাস করেছে, তাদের প্রত্যেককে বললেন, তার যে যে অংশ তুমি গ্রাস করেছ, তা দিয়ে দাও।

٦٧٣٠- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللّٰهُ مَالاً وَوَلَدًا فَقَالَ لِوَالِدِهِ لَتَفْعَلُنَّ مَا اٰمُرُكُمْ بِهِ اَوْ لَاُوَلِّيَنَّ مِيْرَاثِي غَيْرَكُمْ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِي وَاَكْثَرُ عِلْمِي اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْحَقُوْنِي فِي الرِّيْحِ فَاِنِّي لَمْ اَبْتَهِرْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا وَاِنَّ اللّٰهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ اَنْ يُعَذِّبَنِي قَالَ فَاَخَذَ مِنْهُمْ مِيْثَاقًا فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ بِهِ وَرَبِّي فَقَالَ اللّٰهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلْتَ فَقَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا -

৬৭৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আল-আনবারী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যমানায় এক ব্যক্তি ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ এবং বহু সন্তান দিয়েছিলেন। সে তার সন্তানদের বলল, আমি যা তোমাদের আদেশ দিব অবশ্যই তোমরা তা পূর্ণ করবে অন্যথা আমি তোমাদের ব্যতীত (অন্য কাউকে) আমার সম্পদের উত্তরাধিকার করে দিব। আমি মরে গেলে আমাকে পোড়াবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, সে এও বলেছে যে, তারপর পিষে আমাকে বাতাসে উড়িয়ে দিবে। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট অগ্রে আমি কোন নেকী প্রেরণ করিনি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতাশালী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এ বিষয়ে সে তার সন্তানদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করল। তারপর তারা তার (পিতার) ব্যাপারে সেরূপ করল, আমার প্রতিপালকের শপথ! তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ করার ব্যাপারে কিসে তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছে? সে বলল, আপনার ভয়। এ কথা শুনে আল্লাহ্ তাকে আর কোন বিচার ব্যবস্থা (শাস্তি) দেননি।

٦٧٣١- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ لِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرُوْا جَمِيْعًا بِاِسْنَادِ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيْثِهٖ وَفِيْ حَدِيْثِ شَيْبَانَ وَاَبِيْ عَوَانَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ النَّاسِ رَغَسَهُ اللّٰهُ مَالاً وَوَلَدًا وَفِيْ حَدِيْثِ التَّيْمِيِّ فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا قَالَ فَسَّرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا وَفِيْ حَدِيْثِ شَيْبَانَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَاابْتَأَرَ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ عَوَانَةَ مَا امْتَأَرَ بِالْمِيْمِ-

৬৭৩১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিছী, কাতাদা, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, শায়বান ইব্ন আবদুর রহমান ও ইবনুল মুছান্না (র) ... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তারা সকলেই শু'বা (র)-এর সনদে মত উক্ত হাদীছটি শু'বার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে (' راشه الله ' -এর স্থলে) ' رغسه '-(আল্লাহ্ তাকে অঢেল দান করেছেন)– বর্ণিত আছে। এবং তায়মীর হাদীসে (لم ابتهر عند الله خيرا এর স্থলে) ' لم يبتئر عند الله خيراً ' -বর্ণিত আছে। কাতাদা (র)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে আল্লাহ্‌র নিকট কোন কিছুই সঞ্চয় করেনি। শায়বানের হাদীসে আছে, ' مابتار عند الله خيراً ' -এবং আবূ আওয়ানার হাদীসে আছে ' مامتار عند الله خيرا ' (ب এর স্থলে) ميم এর সংযোগে।

٥- بَابُ قَبُوْلِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَاِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوْبُ وَالتَّوْبَةُ

৫. পরিচ্ছেদ : গুনাহের কারণে তাওবা কবূল হয়, এমন কি বারবার গুনাহ ও বার বার তাওবা করলেও

٦٧٣٢- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَحْكِيْ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا

فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَذْنَبَ عَبْدِىْ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ فَقَالَ : اَىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَذْنَبَ عَبْدِىْ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اَعْمَلْ مَاشِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى لاَ اَدْرِىْ أَقَالَ فِىْ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ اعْمَلْ مَاشِئْتَ ـ

قَالَ اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوْيَةَ الْقُرَشِىُّ الْقُشَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِىُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৬৭৩২. আবদুল 'আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে যা তিনি তার প্রতিপালক মহিয়ান গরিয়ান প্রতিপালক (আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন) থেকে (উদ্ধৃত করে) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক বান্দা গুনাহ্ করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন। তারপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বললেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে, যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। এ কথা বলার পর সে পুনরায় গুনাহ্ করল এবং বলল, হে আমার মনিব! আমার গুনাহ্ মা'ফ করে দাও। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে যিনি গুনাহ মা'ফ করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর সে আবারও গুনাহ্ করে বলল, হে আমার রব! আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন। একথা শুনে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আবারও বলেন, আমার বান্দা গুনাহ্ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন মালিক আছে, যিনি বান্দার গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে বান্দা! এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর। আমি তোমার গুনাহ্ মা'ফ করে দিয়েছি। বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা বলেন, "এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর" কথাটি (আল্লাহ্ তা'আলা) তৃতীয়বারের পর বলেছেন, না চতুর্থবারের পর বলেছেন, তা আমি জানি না। আবূ আহ্‌মাদ (র)... আবদুল 'আলা ইব্‌ন হাম্মাদ নার্‌সী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٧٣٣ـ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ عَبْدًا اَذْنَبَ ذَنْبًا بِمَعْنٰى حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَذَكَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَذْنَبَ وَفِىْ الثَّالِثَةِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ فَلْيَعْمَلْ مَاشَاءَ

৬৭৩৩. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'এক ব্যক্তি গুনাহ্ করল' এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন সালামার অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে ' اذنب ذنبًا ' -কথাটি তিনবার বর্ণিত আছে এবং তৃতীয়বারের পর রয়েছে–'আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম।' সুতরাং এখন সে যা ইচ্ছা তাই আমল করুক।'

٦٧٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

৬৭৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার করুণার হাত সম্প্রসারিত করেন যেন দিবসের অপরাধী তার প্রতি ধাবিত হয়ে তার নিকট তাওবা করে। অনুরূপভাবে দিবসে তিনি তার হাত সম্প্রসারিত করেন যেন রাতের অপরাধী তার প্রতি ধাবিত হয় ও তার নিকট তাওবা করে। এমনিভাবে প্রতিনিয়ত চলতে থাকবে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।

٦٧٣٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৭৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦- بَابُ غَيْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَحْرِيْمِ الْفَوَاحِشِ

৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলা আত্মমর্যাদা এবং অশ্লীলতা হারাম হওয়া

٦٧٣٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ اَحَدٌ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ -

৬৭৩৬. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আল্লাহ্র চেয়ে আত্মপ্রশংসা অধিক পসন্দকারী কেউ নেই। এ কারণেই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্নও (অশ্লীলতার প্রতি চরম ঘৃণা পোষণকারী) কোন সত্তা নেই। এ কারণেই (প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য) সমস্ত অশ্লীলতাকে তিনি হারাম ঘোষণা করেছেন।

٦٧٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اَحَدُ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدُ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ -

৬৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কোন সত্তা

নেই। এ কারণেই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতাকে তিনি হারাম করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা অধিক পসন্দকারী আর কোন সত্তা নেই।

٦٧٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قُلْتُ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ لاَ اَحَدُ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلاَ اَحَدُ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ وَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ـ

৬৭৩৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্র চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কোন সত্তা নেই। এ জন্যই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতাকে তিনি হারাম করে দিয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্র চেয়ে থেকে প্রশংসা অধিক পছন্দকারী কেউ নেই। এ কারণেই তিনি নিজ নিজের প্রশংসা করেছেন।

٦٧٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدُ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ اَحَدُ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَلَيْسَ اَحَدُ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ اَنْزَلَ الْكِتَابَ وَاَرْسَلَ الرُّسُلَ ـ

৬৭৩৯. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্‌ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্র চেয়ে আত্মপ্রশংসা অধিক পছন্দকারী কেউ নেই। এ জন্যই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন কেউ নেই। এ কারণেই তিনি সমস্ত অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। আল্লাহ্র তুলনায় অধিক পরিমাণে ওযর গ্রহণকারী (দায়মুক্তি পসন্দকারী) আর কোন সত্তা নেই। এ কারণেই তিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং রাসূল প্রেরণ করেছেন।

٦٧٤٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَبِى عُثْمَانَ قَالَ قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَغَارُ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ اَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَاحَرَّمَ عَلَيْهِ *

قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِى بَكْرٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ شَيْءُ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৬৭৪০. আমর নাকিদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তার আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করেন এবং মু'মিনগণও আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করে। আল্লাহ্র আত্মমর্যাদাবোধ উজ্জীবিত হয় যখন মু'মিন তা করে যা তিনি তার উপর হারাম করেছেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) ... আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্র চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কোন সত্তা নেই।

٦٧٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ حَدِيْثَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ خَاصَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيْثَ اَسْمَاءَ -

৬৭৪১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজের বর্ণনার অনুরূপ শুধু আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসমা (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করেন নি।

٦٧٤٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَسْمَاءَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَشَىْءَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৬৭৪২. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) ... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কিছুই নেই।

٦٧٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللّٰهُ اَشَدُّ غَيْرًا -

৬৭৪৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিন আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।

٦٧٤٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬৭৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... 'আলা (র) থেকে এ সনদে (বর্ণনা করেছেন)।

٧- بَابُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : পুণ্যসমূহ পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়। (সূরা হূদ : ১১৪)

٦٧٤٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ كَامِلٍ) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنِ امْرَاَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ فَنَزَلَتْ : اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَلِىَ هٰذِهٖ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِىْ -

٦٧٥١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَامَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ قُعُوْدُ مَعَهُ اِذْ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَعَادَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ فَسَكَتَ عَنْهُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ اُمَامَةَ فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ انْصَرَفَ وَاتَّبَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْظُرُ مَايَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ قَالَ اَبُو اُمَامَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتَ حِيْنَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَاَحْسَنْتَ الْوُضُوْءَ قَالَ بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا فَقَالَ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكَ حَدَّكَ اَوْ قَالَ ذَنْبَكَ -

৬৭৫১. নাসর ইব্ন আলী জাহ্যামী ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'হদ্দ' প্রযোজ্য হওয়ার অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমার উপর 'হদ্দ' বাস্তবায়িত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে রইলেন। সে পুনরায় বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দ্বারা 'হদ্দ' প্রযোজ্য হওয়ার মত অপরাধ হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি আমার উপর 'হদ্দ' বাস্তবায়িত করুন। এবারও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে রইলেন। এমতাবস্থায় সালাত শুরু হল। আল্লাহ্র নবী ﷺ যখন সালাত সমাপ্ত করলেন, । রাবী আবূ উমামা (রা) বলেন, সালাত শেষে লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণ করতে লাগল। [আবূ উমামা (রা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটিকে কি উত্তর দেন তা দেখার জন্য আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। এরপর প্রশ্নকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার উপর 'হদ্দ' হওয়ার মত অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আমার উপর 'হদ্দ' বাস্তবায়িত করুন। আবূ উমামা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তুমি কি উত্তমরূপে উযূ করোনি? সে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করোনি? সে বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্। তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমার 'হদ্দ' ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথবা বললেন : তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

٨- بَابُ قَبُوْلِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَاِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ

৮. পরিচ্ছেদ : হত্যাকারীর তাওবা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য; যদিও সে বহু হত্যা করে থাকে

٦٧٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوبَةِ انْطَلِقْ اِلَى اَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَاِنَّ بِهَا اُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ اِلَى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ اَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهٖ اِلَى اللّٰهِ وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاَتَاهُمْ مَلَكٌ فِى صُوْرَةِ اٰدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيْسُوْا مَابَيْنَ الْاَرْضَيْنِ فَاِلَى اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنٰى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوْهُ فَوَجَدُوْهُ اَدْنٰى اِلَى الْاَرْضِ الَّتِى اَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا اَنَّهُ لَمَّا اَتَاهُ الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهٖ ـ

৬৭৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক লোক ছিল। সে নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করার পর জিজ্ঞাসা করল, এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলিম ব্যক্তি কে? তাকে এক রাহিবের (খ্রিস্টান ধর্ম যাজকের) সন্ধান দেওয়া হয়। সে তার কাছে এসে বলল, যে, সে আগন্তুক নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তার জন্য কি তাওবা আছে? সে (রাহিব) বলল, না। তখন সে রাহিবকেও হত্যা করে ফেলল এবং এর (রাহিবের হত্যা) দ্বারা সে একশ' পূর্ণ করল। তারপর সে আবার প্রশ্ন করল এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলিম কে? তখন তাকে এক আলিম ব্যক্তির সন্ধান দেওয়া হল। (সে আলিমকে) সে বলল যে, সে একশ' ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, তার জন্য কি তাওবা আছে? আলিম ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ। এরতাওবার মধ্যে কে অন্তরায় হতে পারে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেখানে কিছু মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত আছে। তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হয়ে যাও। নিজের দেশে আর কখনো ফিরে যেয়ো না। কেননা এ দেশটি বড় মন্দ। তারপর সে চলতে লাগল। এমন কি যখন সে অর্ধ পথে পৌঁছল তখন তার মৃত্যু এল। এরপর রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে তার সম্পর্কে বিবাদ লেগে গেল। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, সে অন্তরের আবেগ নিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে তাওবার জন্য ধাবিত হয়ে এসেছে। আর আযাবের ফেরেশতারা বললেন, সে তো কখনো কোন নেক আমল করেনি। এ সময় মানুষের সুরতে এক ফেরেশতা এলেন। তারা তাঁকে তাঁদের মধ্যে মীমাংসাকারী নির্ধারণ করলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমরা দুই দেশের মধ্যবর্তী দূরত্ব মেপে নাও। দুই স্থানের মধ্যে যে স্থানের দিকে সে অধিক নিকটবর্তী হবে তাকে সে স্থানেরই গণ্য করা হবে। তারা মাপলেন। তখন তাঁরা তাকে উদ্দিষ্ট স্থানের দিকে অধিক নিকটবর্তী পেলেন। তখন রহমতের ফেরেশতা তাকে তাদের আয়ত্তে নিলেন। কাতাদা (র) বলেন, হাসান (র) বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তার মৃত্যু এল, তখন সে বুকের উপর ভর দিয়ে (কিছু এগিয়ে) গেল।

٦٧٥٣- حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الصِّدِّيْقِ النَّاجِىَّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَاَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ فَقَتَلَ الرَّاهِبَ ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ اِلَى قَرْيَةٍ فِيْهَا قَوْمٌ صَالِحُوْنَ فَلَمَّا كَانَ فِى بَعْضِ الطَّرِيْقِ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ ثُمَّ مَاتَ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَكَانَ اِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ اَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ اَهْلِهَا ـ

৬৭৫৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আন্‌বারী (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করে জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগল, তার কি তাওবা আছে? অবশেষে সে এক পাদরীর নিকট এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। পাদরী বলল, তোমার জন্য কোন তাওবা নেই। তখন সে পাদ্রীকে হত্যা করল। এরপর সে আবারো লোকদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারপর সে এক জনপদ থেকে অন্য জনপদের উদ্দেশ্যে রওনা হল যেখানে কিছু নেক লোকের বসবাস ছিল। রাস্তার এক অংশে তাকে মৃত্যু পেয়ে বসল। তখন সে বুকের উপর ভর করে সামনের দিকে অগ্রসর হল। তারপর সে মারা গেল। তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা তার সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হল। তখন দেখা গেল যে, সে নেক লোকদের জনপদের দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী রয়েছে। তাই তাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হল।

٦٧٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَزَادَ فِيْهِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَى هٰذِهِ اَنْ تَبَاعَدِىْ وَاِلَى هٰذِهِ اَن تَقَرَّبِىْ ـ

৬৭৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ... কাতাদা (র)-এর সূত্রে মুআয ইব্ন মুআয (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে অধিক অতিরিক্ত আছে যে, তখন আল্লাহ্ এ ভূমির প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন যে, তুমি দূরবর্তী হয়ে যাও এবং ঐ ভূমির প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন যে তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও।

٦٧٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوْدِيًّا اَوْنَصْرَانِيًّا فَيَقُوْلُ هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ ـ

৬৭৫৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত দিবসে মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এক এক জন খ্রিস্টান বা ইয়াহূদী দিয়ে বলবেন, এ হচ্ছে তোমার জন্য আগুন জাহান্নাম হতে মুক্তিপণ।

٦٧٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ عَوْنًا وَسَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّهُمَا شَهِدَا اَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلاَّ اَدْخَلَ اللّٰهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُوْدِيًّا اَوْنَصْرَانِيًّا قَالَ

فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثْنِى سَعِيْدٌ اَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عَوْنٍ قَوْلَهُ ـ

৬৭৫৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ বুরদা (র)-এর পিতা আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখনই কোন মুসলমান ব্যক্তি মারা যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার স্থলে একজন ইয়াহূদী বা খ্রিস্টানকে জাহান্নামে দাখিল করেন। তারপর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) আবূ বুরদা (র)-কে আল্লাহ্‌র নাম দিয়ে, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনবার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার পিতা কি সত্যিই এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনে তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন? তিনি কসম খেয়ে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বর্ণনাকারী (কাতাদা) বলেন, "উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাকে কসম দিয়েছেন এবং আউন এর বর্ণনা অস্বীকার করেননি।" এরূপ কথা সাঈদ আমার নিকট বর্ণনা করেনি।

٦٧٥٧ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ عَفَّانَ وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عُتْبَةَ ـ

৬৭৫৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... কাতাদা (র) থেকে এ সনদে আফ্‌ফানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে রয়েছে 'আউন ইব্‌ন 'উতবা (অর্থাৎ পিতার উল্লেখ সহ)।

٦٧٥٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ اَبُوْ طَلْحَةَ الرَّاسِبِىُّ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِذُنُوْبٍ اَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللّٰهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فِيْمَا اَحْسِبُ اَنَا قَالَ اَبُوْ رَوْحٍ لاَ اَدْرِىْ مِمَّنِ الشَّكُّ قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ اَبُوْكَ حَدَّثَكَ هٰذَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ ـ

৬৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জাবালা ইব্‌ন আবূ রাওয়াদ (র) ... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিছুসংখ্যক মুসলমান পাহাড় সমান গুনাহ নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে আসবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। আর তা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের উপর চড়িয়ে দিয়ে দিবেন। আমার মনে হয় এ রূপই বর্ণনাকারী হাদীসের শেষোক্ত কথাটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। রাবী আবূ রাওহ (র) বলেন, কার পক্ষ থেকে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, তা আমার জানা নেই। আবূ বুরদা (র) বলেন, এ হাদীসটি আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে সরাসরি (শুনে) তোমার নিকট বর্ণনা করেছেন কি? আমি বললাম, হ্যাঁ।

٦٧٥٩ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى النَّجْوٰى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ

فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَعْرِفُ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاِنِّىْ اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهٖ وَاَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيُنَادٰى بِهِمْ عَلَى رُؤُسِ الْخَلاَئِقِ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ ـ

৬৭৫৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... সাফ্ওয়ান ইব্ন মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, নাজওয়া (আল্লাহ্ ও বান্দার গোপন পরামর্শ) সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কিরূপ শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত দিবসে মু'মিনকে তার রবের নিকটবর্তী করা হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর পর্দা রেখে দিবেন। এবং তার গুনাহ্ সম্পর্কে তার থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি (তোমার গুনাহ্) স্বীকার কর কি? সে বলবে, আয় রব! আমি স্বীকার করছি। তারপর তিনি বলবেন, তোমার এগুলো (গুনাহ্) দুনিয়ায় আমি গোপন রেখেছিলাম। আজ তোমার এ (গুনাহ্)-গুলোকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর তার (নেকীর) আমলনামা তাকে দেয়া হবে। আর কাফির ও মুনাফিকদেরকে উপস্থিত সমস্ত মানুষের সামনে ডেকে ঘোষণা দেওয়া হবে, 'এরাই তারা যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করেছে।'

٩ـ بَابُ حَدِيْثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ

৯. পরিচ্ছেদ : কা'ব ইব্ন মালিক (রা) ও তাঁর দুই সঙ্গীর তাওবার বিবরণ

٦٧٦٠ـ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ مَوْلَى بَنِىْ اُمَيَّةَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثُمَّ غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ وَهُوَ يُرِيْدُ الرُّوْمَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ كَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ اِلاَّ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ اَنِّىْ قَدْ تَخَلَّفْتُ فِىْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ اَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ اِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيْعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلاَمِ وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَاِنْ كَانَتْ بَدْرٌ اَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَبَرِىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ قَطُّ اَقْوٰى وَلاَ اَيْسَرَ مِنِّىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللّٰهِ مَاجَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا

وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيْرًا فَجَلاَ لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِىْ يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرٌ وَلاَيَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ الدِّيْوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنُّ اَنَّ ذٰلِكَ سَيَخْفٰى لَهُ مَالَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْىٌ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ فَاَنَا اِلَيْهَا اَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ اَغْدُوْ لِكَىْ اَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَاَرْجِعُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا وَاَقُوْلُ فِىْ نَفْسِى اَنَا قَادِرٌ عَلَى ذٰلِكَ اِذَا اَرَدْتُ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِىْ حَتّٰى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَلَمْ اَقْضِ مِنْ جَهَازِىْ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِىْ حَتّٰى اَسْرَعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ فَهَمَمْتُ اَنْ اَرْتَحِلَ فَاُدْرِكَهُمْ فَيَالَيْتَنِى فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِىْ فَطَفِقْتُ اِذَا خَرَجْتُ فِىْ النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْزُنُنِى اَنِّىْ لاَ اَرٰى لِىْ اُسْوَةً اِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ فِى النِّفَاقِ اَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَلَغَ تَبُوْكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَافَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلِمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِىْ عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَاقُلْتَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ رَاٰى رَجُلاً مُبَيِّضًا يَزُوْلُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْ اَبَا خَيْثَمَةَ فَاِذَا هُوَ اَبُوْ خَيْثَمَةَ الْاَنْصَارِىُّ وَهُوَ الَّذِىْ تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُوْنَ ـ

فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوْكَ حَضَرَنِىْ بَثِّى فَطَفِقْتُ اَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَاَقُوْلُ بِمَ اَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاَسْتَعِيْنُ عَلَى ذٰلِكَ كُلَّ ذِىْ رَأْىٍ مِنْ اَهْلِىْ فَلَمَّا قِيْلَ لِىْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّىْ الْبَاطِلُ حَتّٰى عَرَفْتُ اَنِّىْ لَنْ اَنْجُوَ مِنْهُ بِشَىْءٍ اَبَدًا فَاَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَصَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ فَطَفِقُوْا يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ وَكَانُوْا بِضْعَةً وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ حَتّٰى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ اَمْشِى حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِىْ مَاخَلَّفَكَ اَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ اَنِّىْ سَاَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ

بِعُذْرٍ وَلَقَد أُعْطِيْتُ جَدَلاً وَلَكِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْث كَذِبٍ تَرْضٰى بِهِ عَنِّى لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْث صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيْهِ اِنِّىْ لاَرجُوْ فِيْهِ عُقْبَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاكَانَ لِىْ عُذْرٌ وَاللّٰهِ مَاكُنْتُ قَطُّ اَقْوٰى وَلاَ اَيْسَرَ مِنِّىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ فِيْكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَاتَّبَعُوْنِىْ فَقَالُوْا لِىْ وَاللّٰهِ مَاعَلِمْنَاكَ اَذنَبْتَ ذَنبًا قَبْلَ هٰذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِىْ اَنْ لاَ تَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ اِلَيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَكَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَازَالُوْا يُؤَنِّبُوْنِى حَتّٰى اَرَدْتُ اَن اَرْجِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُكَذِّبَ نَفْسِى قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِىَ هٰذَا مَعِىْ مِنْ اَحَدٍ قَالُوْا نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَاقِيْلَ لَكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوْا مُرَارَةُ بْنُ رَّبِيْعَةَ الْعَامِرِىُّ وَهِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ الْوَاقِفِىُّ قَالَ فَذَكَرُوْا لِىْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيْهِمَا اُسْوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِىْ قَالَ وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ قَالَ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَقَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا حَتّٰى تَنَكَّرَتْ لِىْ فِىْ نَفْسِىَ الْاَرْضُ فَمَا هِىَ بِالْاَرْضِ الَّتِى أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَىْ ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً فَاَمَّا صَاحِبَاىَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِىْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَاَمَّا اَنَا فَكُنْتُ اَشَبَّ الْقَوْمِ وَاَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَاَشْهَدُ الصَّلاَةَ وَاَطُوْفُ فِىْ الاَسْوَاقِ وَلاَيُكَلِّمُنِى اَحَدُ وَاٰتِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِىْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَاَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ ثُمَّ اُصَلِّى قَرِيْبًا مِنْهُ وَاُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَاِذَا اَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِى نَظَرَ اِلَىَّ وَاِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ اَعرَضَ عَنِّى حَتّٰى اِذَا طَالَ ذٰلِكَ عَلَىَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِىْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّى وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَارَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا قَتَادَةَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدتُهُ فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ فِىْ سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ اِذَا نَبَطِىٌّ مِنْ نَبَطِ اَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهُ اِلَىَّ حَتّٰى جَاءَنِىْ فَدَفَعَ اِلَىَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَاِذَا فِيْهِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا اَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا

نُوَاسِكَ قَالَ فَقُلْتُ حِيْنَ قَرَأْتُهَا وَهٰذِهِ اَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ فَتَيَامَمْتُ بِهَا التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا حَتّٰى
اِذَا مَضَتْ اَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْنِى فَقَالَ اِنَّ
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا اَمْ مَاذَا اَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا
فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا قَالَ فَاَرْسَلَ اِلَى صَاحِبَىَّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِى اَلْحَقِى بِاَهْلِكِ فَكُوْنِى عِنْدَهُمْ
حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ
يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ اَنْ اَخْدُمَهُ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ
لاَيَقْرَبَنَّكِ فَقَالَتْ اِنَّهُ وَاللّٰهِ مَابِهِ حَرَكَةٌ اِلَى شَئٍ وَوَاللّٰهِ مَازَالَ يَبْكِىْ مُنْذُ كَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَاكَانَ
اِلَى يَوْمِهِ هٰذَا قَالَ فَقَالَ لِىْ بَعْضُ اَهْلِى لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَمْرَأَتِكَ فَقَدْ اَذِنَ
لاِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ اَنْ تَخْدُمَهُ قَالَ فَقُلْتُ لاَ اَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِىْ مَاذَا
يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ قَالَ فَلَبِثْتُ بِذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنَا
خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نُهِىَ عَنْ كَلاَمِنَا قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ
بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِى ذَكَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَىَّ نَفْسِى
وَضَاقَتْ عَلَىَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ اَوْفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُوْلُ بِاَعْلَى صَوْتِهِ يَاكَعْبَ
بْنُ مَالِكٍ اَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ اَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ قَالَ فَاٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ
بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَىَّ مُبَشِّرُوْنَ
وَرَكَضَ رَجُلٌ اِلَىَّ فَرَسًا وَسَعٰى سَاعٍ مِنْ اَسْلَمَ قِبَلِى وَاَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ فَكَانَ الصَّوْتُ اَسْرَعَ مِنَ
الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِى الَّذِىْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِى فَنَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَىَّ فَكَسَوْتُهُمَا اِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ
وَاللّٰهِ مَااَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا فَانْطَلَقْتُ اَتَأَمَّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ
يَتَلَقَّانِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُوْنِى بِالتَّوْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ لِتَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ حَتّٰى دَخَلْتُ
الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ
يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِى وَهَنَّأَنِى وَاللّٰهِ مَاقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ قَالَ فَكَانَ كَعْبُ
لاَيَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ
وَيَقُوْلُ اَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ اُمُّكَ قَالَ فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ مِنْ
عِنْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ

قَمَرٍ قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِى اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ فَاِنِّىْ اُمْسِكُ سَهْمِىَ الَّذِىْ بِخَيْبَرَ قَالَ وَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّمَا اَنْجَانِىْ بِالصِّدْقِ وَاِنَّ مِنْ تَوْبَتِى اَنْ لاَ اُحَدِّثَ اِلاَّ صِدْقًا مَابَقِيْتُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اَنَّ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَبْلاَهُ اللّٰهُ فِىْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى يَوْمِىْ هٰذَا اَحْسَنَ مِمَّا اَبْلاَنِى اللّٰهُ بِهِ وَاللّٰهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى يَوْمِى هٰذَا وَاِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ يَحْفَظَنِى اللّٰهُ فِيْمَا بَقِىَ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْاحَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ حَتّٰى بَلَغَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ، قَالَ كَعْبٌ وَاللّٰهِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ اِذْ هَدَانِى اللّٰهُ لِلْاِسْلاَمِ اَعْظَمَ فِىْ نَفْسِى مِنْ صِدْقِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَ اَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَاَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا اِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِلَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ الْوَحْىَ شَرَّ مَاقَالَ لِاَحَدٍ وَقَالَ اللّٰهُ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ، قَالَ كَعْبٌ كُنَّا خُلِّفْنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ اَمْرِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَلَفُوْا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَلَهُمْ وَاَرْجَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْرَنَا حَتّٰى قَضَى اللّٰهُ فِيْهِ فَبِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا وَلَيْسَ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ وَاِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ اِيَّانَا وَاِرْجَاؤُهُ اَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ *

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ سَوَاءً ـ

৬৭৬০. বনূ উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সার্‌হ্‌ (র) ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ... এর পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবূকের অভিযানে রওনা হন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, সিরিয়ার আরব খ্রিস্টান ও রোমকরা। ইব্‌ন শিহাব বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (র) বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব বলেছেন, কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর

তার সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন তাঁর চালক -আমি কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ইতিবৃত্ত (নিজ মুখে) বর্ণনা করতে শুনেছি। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যত যুদ্ধ করেছেন, তাবূক যুদ্ধ ব্যতীত এর সব ক'টির মধ্যেই আমি তাঁর সঙ্গে শরীক ছিলাম। তবে বদর যুদ্ধে আমি তাঁর সাথে শরীক হতে পারিনি। আর যারা এ (বছর) থেকে পশ্চাতে রয়েছে তাদের কাউকেও অভিযুক্ত করেননি। তখন তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুসলমানগণ শুধুমাত্র কুরায়শ কাফিলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান ও কাফিরদের অনির্ধারিত রূপে সমবেত (মুখোমুখি) করে দেন। আকাবার (বায়আতের) রাতে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের থেকে ইসলামের উপর অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন, সে রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। বদর যুদ্ধ যদিও মানুষের নিকট অধিক প্রসিদ্ধ, তথাপি আকাবা রজনীর পরিবর্তে বদর যুদ্ধে শরীক হওয়া আমার নিকট অধিক পসন্দনীয় নয়।

তাবূক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার ব্যাপারে আমার ঘটনা হচ্ছে এই যে, যখন এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তখন আমি যেমন শক্তিশালী ও স্বচ্ছল ছিলাম, তেমন আর কখনো ছিলাম না। আল্লাহ্‌র কসম! এর পূর্বে দু'টি সাওয়ারী আমি আর কখনো একত্রে জমা করতে পারিনি। কিন্তু এ যুদ্ধের সময় দু'টি সাওয়ারীর অধিকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ অভিযানে যান প্রচণ্ড গরমকালে। সফর ছিল দূর মরু প্রান্তরের। বহু সংখ্যক শত্রুর সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন। তাই তিনি বিষয়টি মুসলমানদের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন, যাতে তারা যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিতে পারে। যুদ্ধের অভিমুখে সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল না কোন সংরক্ষণকারীর কিতাব অর্থাৎ রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করছিল না। কা'ব বলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতে ইচ্ছা করে সে কমপক্ষে এ ধারণা করতে পারত যে, তার অনুপস্থিতি গোপন থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যখন গাছের ফল (খেজুর) পাকছিল এবং গাছের ছায়া ছিল সুখকর। আর আমিও ছিলাম এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন। আমিও তাঁদের সাথে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে বাড়ি থেকে সকালে বের হতাম, কিন্তু কোন প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই ফিরে আসতাম এবং মনে মনে বলতাম, আমি তো যুদ্ধে যেতে সক্ষম, যখনই ইচ্ছা করি। আমার ব্যাপার এভাবেই চলতে লাগল। এদিকে লোকজন বাস্তব প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যূষে রওয়া হলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলিমগণও রওয়া হয়ে গেল। কিন্তু আমি কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ করিনি। পরদিন সকালে আমি বের হলাম। কিন্তু কোন প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই ফিরে এলাম। এভাবে আমার সময় দীর্ঘায়িত হতে লাগল। এদিকে লোকজন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় আর মুজাহিদীনের দল বহু দূরে চলে যায়। তখন আমি ভাবতে লাগলাম যে, আমিও রওনা হয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়ে যাই। আফসোস! আমি যদি তাই করতাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা হয়নি।

পরবর্তী অবস্থা হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর আমি যখন রাস্তায় বের হতাম তখন এ ব্যাপার আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করত যে, আমি অনুসরণীয় কাউকে দেখতে পেতাম না, শুধু এমন লোক যাদের সম্পর্কে নিফাকের অভিযোগ রয়েছে অথবা সে সকল অক্ষম লোক যাদের আল্লাহ্ তা'আলা মা'যূর হিসেবে অবকাশ দিয়েছেন। এদিকে তাবূক পৌছার পূর্বে রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কথা মোটেই আলোচনা করেননি। কিন্তু তাবূক পৌছার পর লোকদের মাঝে বসা অবস্থায় রাসূলাল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কা'ব ইব্‌ন মালিক কি করছে? তখন বনূ সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! তার লাল (জোড়া) পোশাক এবং তার দেহের দু' পাশের প্রতি দৃষ্টি তাকে বিরত রেখেছে। তখন মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বললেন, তুমি বড় মন্দ

কথা বলছ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো তাকে ভাল বলেই জানি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব রইলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুভ্র বসন পরিহিত এক ব্যক্তিকে (ধূলা উড়িয়ে) আসতে দেখলেন, মরীচীকা তাকে দেখার ব্যাপারে অন্তরায় হচ্ছিল। তিনি বললেন, আবূ খায়ছামাই হও। দেখা গেল, তিনি আনসারী সাহাবী আবূ খায়ছামা (রা) আর তিনি সে ব্যক্তি যিনি এক সা' খেজুর সাদাকা করেছিলেন, যাতে মুশরিকরা বিরূপ সমালোচনাই করেছিল।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা'বূক থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সংবাদ আমার নিকট পৌঁছার পর আমার উপর চিন্তার বোঝা নেমে এল। আমি মনে মনে মিথ্যা ওযর কল্পনা করতে লাগলাম এবং এমন কথা ভাবতে লাগলাম যা বলে আমি তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারি। আর এ ব্যাপারে আমি বুদ্ধিমান আপন জনেরও সাহায্য নিতে লাগলাম। অবশেষে যখন আমাকে বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পৌঁছেই যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে সমস্ত বাতিল পরিকল্পনা দূর হয়ে গেল। এমনকি আমি অনুভব করলাম যে, কোন কিছুতেই আমি তাঁর কাছ থেকে অব্যাহতি পাব না। তাই আমি তাঁর কাছে সত্য বলারই সংকল্প করে নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোর বেলা সফর থেকে আগমন করলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে তিনি মসজিদে আসতেন এবং তথায় দু'রাকআত (সালাত) আদায় করে মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য বসতেন। এবারও যখন তিনি বসলেন, তখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে অজুহাত পেশ করতে শুরু করল এবং এর উপর কসম খেতে লাগল। এ সকল লোক সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের প্রকাশ্য অজুহাত গ্রহণ করলেন এবং তাদের থেকে বায়আত নিয়ে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করলেন। অবশেষে আমি উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম। তখন তিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হাসির ন্যায় অস্পষ্ট হাসলেন। তারপর তিনি বললেন, এস। আমি এসে তাঁর সামনে বসলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, কিসে তোমাকে পশ্চাতে রেখেছিল? তুমি কি সাওয়ারী ক্রয় করনি? তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যদি আপনি ছাড়া কোন দুনিয়াদার মানুষের (নেতার কাছে) নিকট বসতাম তবে আপনি দেখতেন যে, অবশ্যই আমি কোন ওযর পেশ করে তার ক্রোধ থেকে বেঁচে যেতাম। কারণ আমাকে তর্ক প্রতিভা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমার বিশ্বাস, আজ যদি আমি মিথ্যা কথা বলে আপনাকে আমার প্রতি রাযী করে নেই, তবে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি এবং এতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবে এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি কল্যাণজনক পরিণামের আশা রাখি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহ্‌র কসম! আপনার (অভিযান) থেকে পিছনে থাকার সময়ের তুলনায় অন্য কোন সময় আমি অধিক শক্তি সম্পন্ন ও অধিক প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : অবশ্যই এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। তারপর তিনি বললেন : তুমি চলে যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সম্বন্ধে ফয়সালা দেন। তারপর আমি উঠে গেলাম।

তখন সালিমা গোত্রের কতিপয় লোক দৌড়িয়ে আমার কাছে এসে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো ইতোপূর্বে তোমাকে আর কোন অন্যায় করতে দেখিনি। যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তারা যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ওযর পেশ করেছে সেভাবে ওযর পেশ করতে কি তুমি অপারগ ছিলে? এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইস্‌তিগফারই তোমার গুনাহের জন্য যথেষ্ট হতো। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম। এভাবে তারা আমাকে এত ভর্ৎসনা করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আবার গিয়ে আমার নিজের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা হতে লাগল। আমি লোকদের বললাম, আমার মত আর কারো এমন অবস্থা হয়েছে কি? তারা বলল,

হ্যাঁ, আরো দুই জন তোমার মত করেছেন। তুমি যা বলেছ তারাও অনুরূপ বলেছেন এবং তোমাকে যা বলা হয়েছে তাদেরও তাই বলা হয়েছে। আমি বললাম, তারা কারা? তারা বলল, তাঁরা হলেন, মুরারা ইব্‌ন রাবীআ আমিরী এবং হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা ওয়াকিফী (রা)। কা'ব বলেন, তাঁরা আমার নিকট এমন দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করল, যাঁরা ছিলেন নেক্‌কার, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী। এঁরা দুইজনই ছিলেন অনুসরণযোগ্য। কা'ব (রা) বলেন, যখন তারা ঐ দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করল, তখন আমি চলে গেলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদের মধ্য থেকে শুধু আমাদের এই তিন জনের সাথে মুসলমানদের কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এরপর লোকেরা আমাদের পরিহার করল অথবা বলেছেন, আমাদের সাথে তাদের ব্যবহার বদলে গেল।

এমনকি যমীনও যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল, (মনে হল) যে ভূমি আমি চিনতাম, এ যেন তা নয়। এমনি করে পঞ্চাশ রাত্র কাটালাম। আর আমার দুই সাথী ছিলেন দুর্বল, তাই তাঁরা নিজ নিজ ঘরে চুপচাপ বসে রইলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। আর আমি তাদের মধ্যে যুবা বয়স্ক ও সবল ছিলাম। আমি রাস্তায় বের হতাম, সালাতে শরীক হতাম এবং বাজারেও ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কোন কথা বলতো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায়ের পর নিজ স্থানে বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁর নিকট এলাম, তাকে সালাম করলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, তিনি (সালামের জবাব প্রদান করে) তাঁর ওষ্ঠযুগল নাড়িয়েছেন কি না? তারপর আমি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম এবং গোপন চাহনির মাধ্যমে আমি তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম যখন আমি সালাতে মশগুল হতাম তখন তিনি আমার প্রতি নযর দেন। কিন্তু আমি যখন তাঁর দিকে তাকাই তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আমার প্রতি মুসলমানদের এ কঠোর আচরণ যখন দীর্ঘায়িত হয়ে গেল তখন আমি একদিন গিয়ে আবূ কাতাদা (রা)-এর বাগানের প্রাচীরের উপর উঠলাম। তিনি ছিলেন আমার চাচাতো ভাই এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। আমি তাঁকে সালাম করলাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান না যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসি? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তারপর আবারো আমি তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভাল জানেন। এ কথা শুনে আমার দু'নয়ন দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অবশেষে পিছন ফিরে আমি আবার দেয়ালের উপর চড়লাম।

তারপর আমি কোন একদিন মদীনার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম, এ সময় মদীনার বাজারে খাদ্য সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে আগত সিরিয়ার কৃষকদের একজন বলতে লাগল, কে আমাকে কা'ব ইব্‌ন মালিকের সন্ধান দিতে পারে? লোকেরা ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিলে সে আমার নিকট আসল এবং গাস্‌সান রাজার পক্ষ হতে আমাকে একটি পত্র দিল। আমি লেখাপড়া জানতাম। তাই আমি তা পাঠ করলাম। এতে লেখা ছিল, "আমি জানতে পারলাম যে, তোমার সঙ্গী (মুহাম্মদ সা) তোমার প্রতি জুলুম করছে। অথচ আল্লাহ্ পাক তোমাকে লাঞ্ছনার অবস্থানে রাখেন নি এবং ধ্বংসের স্থানেও নয়। সুতরাং তুমি আমাদের নিকট চলে এসো। আমরা তোমাদের সহমর্মীতা প্রদান করবো।" এ পত্র পাঠমাত্র আমি বললাম, এ-ও আরেক ধরনের পরীক্ষা। তখন এ পত্রটি নিয়ে আমি উনানের নিকট গেলাম এবং তা আগুনে জ্বালিয়ে দিলাম।

চল্লিশ দিন অতিবাহিত হল। কিন্তু কোন ওহী আসছে না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক বার্তাবাহক আমার নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে তোমার স্ত্রী হতে বিচ্ছিন্ন থাকার আদেশ দিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব? তিনি বললেন, না তালাক দিতে

হবে না। বরং তুমি তার থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং তার সাথে সহবাস করো না। তিনি বলেন, আমার অন্য দুই সঙ্গীর নিকটও অনুরূপ বার্তা প্রেরণ করা হল। কা'ব (রা) বলেন, অতঃপর আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও এবং যে পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা না করেন ততদিন সেখানেই অবস্থান করবে। কা'ব (রা) বলেন, তারপর হিলাল ইব্ন উমায়্যা (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! হিলাল ইব্ন উমায়্যা একজন বৃদ্ধ-অকেজো ব্যক্তি। তাঁর কোন খাদিম নেই। যদি আমি তাঁর খিদমত করি, আপনি কি তা অপসন্দ করবেন? তিনি বললেন, না। তবে সে তোমার সাথে সহবাস করতে পারবে না। সে (হিলাল (রা)-এর স্ত্রী) বলল, আল্লাহ্‌র কসম! (কোন ব্যাপারেই) তার কোন স্পন্দন নেই এবং আল্লাহ্‌র কসম! ঐ ঘটনার পর থেকে অদ্যাবধি সে কেঁদেই দিনাতিপাত করছে। তিনি (কা'ব রা.) বলেন, আমার পরিবারের কেউ কেউ বললেন, আচ্ছা তুমিও যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে নিতে। তিনি তো হিলাল ইব্ন উমায়্যার স্ত্রীকে তাঁর স্বামীর খিদমতের অনুমতি দিয়েছেন। কা'ব বলেন, আমি বললাম, আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব না। কারণ আমি যুবক মানুষ। আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করলে না জানি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলেন। এ অবস্থায় আরো দশ রাত কাটালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন থেকে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছিলেন, তখন থেকে আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়।

কা'ব বলেন, পঞ্চাশতম রাতের ফজরের সালাত আমি আমার ঘরের ছাদের উপর আদায় করলাম। এরপর যখন আমি ঐ অবস্থায় বসা ছিলাম, যা আল্লাহ্ আমাদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন, "অর্থাৎ আমার জীবন আমার জন্য সংকটাপন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়ার সত্ত্বেও আমার কাছে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল", তখন আমি একজন ঘোষণাকারীর আওয়াজ শুনলাম, যিনি সালা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, হে কা'ব ইব্ন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন, তখন আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়লাম এবং আমি বুঝতে পারলাম যে, সংকট মুক্তি এসে গেছে। কা'ব বলেন, এদিকে ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তাওবা কবূল করেছেন। তখনই লোকেরা আমাদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য ছুটে চলল এবং আমার সাথীদ্বয়কে খোশখবরী পৌঁছানোর জন্য কয়েকজন লোক তাদের নিকট গেল। আর আমার দিকে একজন ঘোড়ার উপর সাওয়ার হয়ে রওনা হলেন এবং আসলাম গোত্রের আর এক ব্যক্তিও রওনা হলেন। তিনি পাহাড়ের উপর আরোহণ করে ঘোষণা দিলেন। ঘোড়ার চেয়ে আওয়াজের গতি দ্রুত এর তারপর যার সুসংবাদের আওয়াজ আমি শুনেছিলাম- তিনি আমার নিকট আসলে আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র দু'টো সুসংবাদের পুরস্কার স্বরূপ তাকে দিয়ে দিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! সেদিন ঐ দু'টো কাপড় ব্যতীত আমি আর কোন কাপড়ের মালিক ছিলাম না। অতএব আমি দু'টো কাপড় ধার করে নিয়ে পরিধান করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমি রওনা দিলাম। আমার তাওবা কবূলের মুবারকবাদ জানানোর জন্য লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র ক্ষমা তোমার জন্য মুবারক হোক। এমতাবস্থায় আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদেই উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁর পাশে লোকজন রয়েছে। তখন তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) দাঁড়ালেন এবং দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তখন তিনি ছাড়া আর কেউ (আমাকে দেখে) দাঁড়াননি। রাবী বলেন, কা'ব তালহার এ সদাচরণের কথা ভুলেননি। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, তারপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাম করলাম তখন তাঁর চেহারা খুশীতে চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে জন্ম দেয়ার পর থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে তোমার জন্য এ মুবারক দিনটির সুসংবাদ।

কা'ব (রা) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি আপনার পক্ষ থেকে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! না মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, না, বরং মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক এমনভাবে প্রদীপ্ত হতো যেন তা এক খণ্ড চাঁদ। কা'ব (রা) বলেন, আমরা তাঁর চেহারা দেখেই তা বুঝতে পারতাম। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমার তাওবার শুকরিয়া হিসেবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা স্বরূপ দান করে আমার সমস্ত মাল থেকে মুক্ত হতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রেখে দাও। এ-ই তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, তাহলে আমি খায়বরে প্রাপ্ত অংশটুকু রেখে দিব। কা'ব (রা) বলেন, এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! সত্য কথাই আমাকে মুক্তি দিয়েছে; তাই যতদিন জীবিত থাকি আমি সত্য ছাড়া বলব না। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সে সত্য কথা বলার পর, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন; আল্লাহ্ তা'আলা আর কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রতি এরূপ করেছেন বলে আমি জানি না। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে এ আলোচনা করার পর অদ্যাবধি ইচ্ছাকৃতভাবে আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আমার আশা, অবশিষ্ট জীবনেও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। কা'ব (রা) বলেন, (আমাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবার ব্যাপারে) আল্লাহ্ তা'আলা তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছিলেন : "আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তার অনুগমন করেছিল সংকটকালে, এমনকি যখন তাদের এক দলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করলেন। তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র-পরম দয়ালু। এবং তিনি তওবা কবূল করলেন অপর তিনজনেরও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তাওবা করে। আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী পরম দয়ালু। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (সূরা তাওবা : ১১৭ –১১৯)

কা'ব (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সেদিন সত্য কথা বলার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, অনুরূপ অনুগ্রহ ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি আর কখনো করেননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সেদিন আমি মিথ্যা বলিনি। যদি বলতাম তবে অবশ্যই আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম, যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মিথ্যাবাদীরা। ওহী অবতরণ কালে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদীদের এমন কঠোর সমালোচনা করেছেন, যা আর কাউকে করেননি। তিনি বলেছেন : তোমরা তাদের নিকট ফিরে এলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে, যেন তোমরা তাদের উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে তারা অপবিত্র, তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাস স্থল। তারা তোমাদের নিকট হলফ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ ফাসিক (সত্যত্যাগী) লোকদের প্রতি তুষ্ট হবেন না (সূরা তাওবা : ৯৫ ও ৯৬)। কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শপথ করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাদের ওযর গ্রহণ করেছিলেন, যাদের বায়'আত করেছিলেন এবং যাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তাদের থেকে আমাদের তিনজনের বিষয়টিকে বিলম্বিত (মূলতবী) করা হয়েছিল। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফায়সালা আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বিষয়টিকে স্থগিত রেখেছিলেন। তাই আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : আর তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। এখানে 'خُلِّفُوْا' অর্থ "যুদ্ধ হতে আমাদের পেছনে থাকা" নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, রাসূল ﷺ কর্তৃক "আমাদের

বিষয়টিকে স্থগিত রাখা।" ঐ লোকদের বিপরীতে যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে (মিথ্যা) শপথ করেছিল এবং ওযর পেশ করেছিল; অতঃপর তিনি তা কবূল করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... ইব্ন শিহাব (র)-এর সূত্রে ইউনূস (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٧٦١- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ اَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فِيْهِ عَلَى يُوْنُسَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَلَّمَا يُرِيْدُ غَزْوَةً اِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ اَخِى الزُّهْرِىِّ اَبَا خَيْثَمَةَ وَلُحُوْقَهُ بِالنَّبِىِّ ﷺ -

৬৭৬১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা) যিনি অন্ধ হয়ে যাবার পর কা'ব (রা)-এর চালক ছিলেন, বলেছেন, তাবূক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে শরীক না হয়ে ঘরে বসে থাকার সময় সম্পর্কে কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে আমি একথা বলতে শুনেছি। অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অধিক রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দিকে যুদ্ধ করার জন্য যেতেন সাধারণতঃ অন্য স্থান দিয়ে প্রচ্ছন্ন করতেন (তিনি আলোচনায় ঐ জায়গার কথা উল্লেখ না করে অন্য জায়গার কথা উল্লেখ করতেন)। তবে এ যুদ্ধের কথা পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছিলেন। যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্রের এ হাদীসের মধ্যে আবূ খায়ছামার কথা এবং নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর মিলিত হওয়ার কথা উল্লেখ নেই।

٦٧٦٢- وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ (وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ) عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِيْنَ اُصِيْبَ بَصَرُهُ وَكَانَ اَعْلَمَ قَوْمِهِ وَاَوْعَاهُمْ لاَحَادِيْثِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ اَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ اَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَاسٍ كَثِيْرٍ يَزِيْدُوْنَ عَلَى عَشَرَةِ الاَفٍ وَلاَيَجْمَعُهُمْ دِيْوَانُ حَافِظٍ -

৬৭৬২. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব (রা) চক্ষু রোগে আক্রান্ত হবার পর উবায়দুল্লাহ্ তাঁকে হাতে ধরে নিয়ে যেতেন। উবায়দুল্লাহ্ (রা) তাঁর কাওমের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের হাদীস অধিক সংরক্ষণকারী ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিন ব্যক্তির তাওবা আল্লাহ্ কবূল করেছিলেন, আমার পিতা কা'ব ইব্ন মালিক (রা) ঐ তিন ব্যক্তির একজন ছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যত যুদ্ধ করেছেন এর মধ্যে তিনি দু'টি ব্যতীত আর কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্

ﷺ থেকে পেছনে থাকেননি। তারপর তিনি আগের অনুরূপ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের সংখ্যা দশ হাজারের চেয়েও অধিক ছিল। কোন তালিকায় তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করার অবকাশ ছিল না।

١٠- بَابُ فِيْ حَدِيْثِ الْاِفْكِ وَقُبُوْلِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ

১০. পরিচ্ছেদ : অপবাদ রটনার ঘটনা এবং অপবাদ রটনকারীর তাওবা কবূল হওয়া

٦٧٦٣- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الاَيْلِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالسِّيَاقُ حَدِيْثُ مَعْمَرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ وَابْنِ رَافِعٍ قَالَ يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَاقَالُوْا فَبَرَّأَهَا اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ اَوْعٰى لِحَدِيْثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَاَثْبَتَ اقْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِىْ حَدَّثَنِىْ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ذَكَرُوْا اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَن يَخْرُجَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ -

قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِىْ فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ بَعْدَمَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ فَاَنَا اُحْمَلُ فِىْ هَوْدَجِىْ وَاُنْزَلُ فِيْهِ مَسِيْرَنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوِهِ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اٰذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اٰذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِىْ اَقْبَلْتُ اِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِىْ فَاِذَا عِقْدِىْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِىْ فَحَبَسَنِىْ ابْتِغَاؤُهُ وَاَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَرْحَلُوْنَ لِىْ فَحَمَلُوْا هَوْدَجِىْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِىَ الَّذِىْ كُنْتُ اَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنِّىْ فِيْهِ قَالَتْ وَكَانَتِ النِّسَاءُ اِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُهَبَّلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ اِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَحَلُوْهُ وَرَفَعُوْهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوْا الْجَمَلَ وَسَارُوْا وَوَجَدْتُ عِقْدِىْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَامُجِيْبٌ

فَتَيَمَّيْتُ مَنْزِلِىْ الَّذِى كُنْتُ فِيْهِ وَظَنَنْتُ اَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُوْنِىْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَىَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ
فِىْ مَنْزِلِى غَلَبَتْنِىْ عَيْنِىْ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ ابْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِىُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِىُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ
وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِىْ فَرَأَى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ فَاَتَانِىْ فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَأَنِىْ
وَقَدْ كَانَ يَرَانِىْ قَبْلَ اَن يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَىَّ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِىْ فَخَمَّرْتُ
وَجْهِى بِجِلْبَابِىْ وَوَاللّٰهِ مَا يُكَلِّمُنِى كَلِمَةً وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسْتِرْجَاعِه حَتّٰى اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ
فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِىَ الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوْا مُوْغِرِيْنَ
فِى نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِىْ شَأنِىْ وَكَانَ الَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ ابْنُ سَلُوْلَ
فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِىْ قَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ
وَلاَ اَشْعُرُ بِشَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَرِيْبُنِىْ فِىْ وَجَعِى اَنِّىْ لاَ اَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِىْ
كُنْتُ اَرٰى مِنْهُ حِيْنَ اَشْتَكِىْ اِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ فَذَاكَ
يَرِيْبُنِىْ وَلاَ اَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتّٰى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ وَخَرَجَتْ مَعِىْ اُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ
مُتَبَرَّزُنَا وَلاَنَخْرُجُ اِلاَّ لَيْلاً اِلَى لَيْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِن بُيُوتِنَا وَاَمْرُنَا اَمْرُ
الْعَرَبِ الْاُوَلِ فِى التَّنَزُّهِ وَكُنَّا نَتَاَذّٰى بِالْكُنُفِ اَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ
وَهِىَ بِنْتُ اَبِىْ رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِىْ بَكْرٍ
الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَبِنْتُ اَبِىْ رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتِىْ
حِيْنَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِىْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحُ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَاقُلْتِ
أَتَسُبِّيْنَ رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَتْ اَىْ هَنْتَاهُ أَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَاقَالَ قُلْتُ وَمَاذَا قَالَ قَالَتْ
فَاَخْبَرَتْنِى بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا اِلَى مَرَضِى فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلَى بَيْتِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ قُلْتُ أَتَأْذَنُ لِىْ اَنْ اٰتِىَ اَبَوَىَّ قَالَتْ وَاَنَا حِيْنَئِذٍ اُرِيْدُ اَن اَتَيَقَّنَ
الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا فَاَذِنَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُ اَبَوَىَّ فَقُلْتُ لاُمِّىْ يَااُمَّتَاهُ مَايَتَحَدَّثُ النَّاسُ
فَقَالَتْ يَابُنَيَّةُ هَوِّنِىْ عَلَيْكِ فَوَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ
اِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى
اَصْبَحْتُ لاَيَرْقَأُ لِىْ دَمْعٌ وَلاَاَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ اَصْبَحْتُ اَبْكِىْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِى

طالب واسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق اهله قالت فاما اسامة بن زيد فاشار على رسول الله ﷺ بالذى يعلم من براءة اهله وبالذى يعلم فى نفسه لهم من الود فقال يارسول الله ﷺ هم اهلك ولانعلم الا خيرا واما على بن ابى طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وان تسأل الجارية تصدقك قالت فدعا رسول الله ﷺ بريرة فقال اى بريرة هل رأيت من شئ يريبك من عائشة قالت له بريرة والذى بعثك بالحق ان رأيت عليها امرا قط اغمصه عليها اكثر من انها جارية حديثة السن تنام عن عجين اهلها فتأتى الداجن فتأكله قالت فقام رسول الله ﷺ على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبى ابن سلول قالت فقال رسول الله ﷺ وهو على المنبر يامعشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغ اذاه فى اهل بيتى فوالله ما علمت على اهلى الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلى الا معى فقام سعد بن معاذ الانصارى فقال انا اعذرك منه يارسول الله ﷺ ان كان من الاوس ضربنا عنقه وان كان من اخواننا الخزرج امرتنا ففعلنا امرك قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام اسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله ﷺ قائم على المنبر فلم يزل رسول الله ﷺ يخفضهم حتى سكتوا وسكت قالت وبكيت يومى ذلك لايرقألى دمع ولا اكتحل بنوم ثم بكيت ليلتى المقبلة لايرقألى دمع ولا اكتحل بنوم وابواى يظنان ان البكاء فالق كبدى فبينما هما جالسان عندى وانا ابكى استأذنت على امرأة من الانصار فاذنت لها فجلست تبكى قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ﷺ فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندى منذ قيل لى ماقيل وقد لبث شهرا لايوحى اليه فى شأنى بشئ قالت فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس ثم قال اما بعد يا عائشة فانه قد بلغنى عنك كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى اليه فان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله ﷺ

مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِى حَتّٰى مَاأُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لاَبِىْ اَجِبْ عَنِّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَااَدْرِىْ مَااَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاُمِّىْ اَجِيْبِىْ عَنِّىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ مَااَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لاَ اَقْرَأُ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرْاٰنِ اِنِّى وَاللّٰهِ لَقَدْ عَرَفْتُ اَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهٰذَا حَتّٰى اسْتَقَرَّ فِى نُفُوْسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَاِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّى بَرِيْئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّى بَرِيْئَةٌ لاَتُصَدِّقُوْنَنِى بِذَلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّى بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُوْنَنِىْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُلِىْ وَلَكُمْ مَثَلاً اِلاَّ كَمَا قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُوْنَ قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِىْ قَالَتْ وَاَنَا وَاللّٰهِ حِيْنَئِذٍ اَعْلَمُ اَنِّى بَرِيْئَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ مُبَرِّئُنِىْ بِبَرَاءَتِىْ وَلَكِنْ وَاللّٰهِ مَاكُنْتُ اَظُنُّ اَنْ يُنْزَلَ فِىْ شَأْنِى وَحْىٌ يُتْلَى وَلَشَأْنِىْ كَانَ اَحْقَرَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ اَن يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىَّ بِاَمْرٍ يُتْلَى وَلٰكِنِّىْ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِى اللّٰهُ بِهَا قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَارَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلاَخَرَجَ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ اَحَدُ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ فَاَخَذَهُ مَاكَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْىِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِى الْيَوْمِ الشَّاتِىْ مِن ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِى اُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ اَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَن قَالَ اَبْشِرِىْ يَاعَائِشَةُ اَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ فَقَالَتْ لِىْ اُمِّى قُوْمِىْ اِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلاَ اَحْمَدُ اِلاَّ اللّٰهَ هُوَ الَّذِى اَنْزَلَ بَرَائَتِىْ قَالَتْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ عَشْرَ ايَاتٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰؤُلاَءِ الْاٰيَاتِ بَرَاءَتِىْ قَالَتْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللّٰهِ لاَ اُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِىْ قَالَ لِعَائِشَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلاَ يَأْتَلِ اُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُوْلِى الْقُرْبٰى اِلَى قَوْلِهِ اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ۔

قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ هٰذِهِ اَرْجٰى اٰيَةٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ اِنِّى لاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ فَرَجَعَ اِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِى كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَ اَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ اَمْرِىْ مَاعَلِمْتِ اَوْ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَحْمِىْ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اِلاَّ

خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِىَ الَّتِى كَانَتْ تُسَامِيْنِى مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ اُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَهٰذَا مَا انْتَهٰى اِلَيْنَا مِنْ اَمْرِ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطِ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ـ

৬৭৬৩. হিব্বান ইব্‌ন মূসা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আল-হান্‌যালী, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র), সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস এবং উবায়দল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা সকলেই আয়েশা (রা)-এর ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে অপবাদ রটনা করে বলেছিল, তারপর রটানো অপবাদ থেকে আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। বর্ণনাকারী যুহরী (র) বলেন, তাঁরা সকলেই আমার নিকট হাদীসের এক এক অংশ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় উক্ত হাদীসের সুদৃঢ় হাফিয ছিলেন এবং তা উত্তমরূপে বর্ণনা করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁরা আমার নিকট যা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনা আমি যথাযথভাবে মুখস্থ করে রেখেছি। একের হাদীস অন্যের হাদীসকে সত্যায়ন করে। তাঁরা সকলেই উল্লেখ করেছেন যে, নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। যাঁর নাম আসত তাঁকেই তিনি তাঁর সঙ্গে সফরে নিতেন। আয়েশা (রা) বলেন, এক যুদ্ধ-সফরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লটারী করলেন এবং এতে আমার নাম উঠল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। পর্দার হুকুম নাযিল হবার পর এ যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সাওয়ারী অবস্থায় আমি হাওদার ভিতরে থাকতাম এবং আমি হাওদার ভিতরে থাকা অবস্থায় হাওদা নামানো হত। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধাভিযান সমাপ্তির পর প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছার পর এক রাতে তিনি রওনা হবার নির্দেশ দিলেন। লোকজন যখন রওনা হবার ব্যাপারে ঘোষণা দিল, তখন আমি উটে (আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) চলতে লাগলাম; এমনকি আমি সৈন্যদের অবস্থান ক্ষেত্র ছাড়িয়ে চলে গেলাম। এরপর আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন (প্রস্রাব পায়খানা) সেরে সাওয়ারীর নিকট এলাম এবং আমার বুকে হাত দিয়ে দেখলাম, যিফারী পুঁতি দিয়ে তৈরি আমার হারটি হারিয়ে গিয়েছে। তাই পূর্বস্থানে ফিরে গিয়ে আমি আমার হারটি তালাশ করলাম। এতে আমার বিলম্ব হয়ে গেল। এদিকে হাওদা বহনকারী লোকজন এসে হাওদা উঠিয়ে আমাকে বহনকারী উটের উপর রেখে দিল। তারা মনে করেছিল, আমি হাওদার ভিতরেই আছি।

আয়েশা (রা) বলেন, তখনকার মহিলারা হালকা-পাতলা গড়নেরই হতো। তারা অধিক ভারী হত না এবং অধিক গোশত মেদবহুল হত না। কারণ তারা সামান্য পরিমাণ খানা খেত। তাই উত্তোলনকালে হাওদার ওযন তাদের নিকট সাধারণ অবস্থা থেকে ব্যতিক্রম মনে হয়নি। অধিকন্তু তখন আমি অল্প বয়স্কা ছিলাম। অবশেষে লোকেরা উট দাঁড় করিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করে দিল। সৈন্যদের রওনা হয়ে যাবার পর আমি আমার হার পেলাম। তারপর আমি পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে এসে দেখলাম, তথায় কোন জন-মানুষের আওয়াজ নেই আর সাড়া দেওয়ার মত কোন ব্যক্তিও তথায় নেই। তখন আমি যেখানে ছিলাম সেখনেই থাকার ইচ্ছা করলাম এবং আমি ভাবলাম, লোকেরা যখন খুঁজে আমাকে পাবে না তখন অবশ্যই তারা আমার সন্ধানে আমার নিকট ফিরে আসবে। আয়শা (রা) বলেন, আমি আমার জায়গায়, উপবিষ্ট অবস্থায় আমার ঘুম চেপে এল আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল আস-সুলামী আয্-যাকওয়ানী (রা) নামক এক ব্যক্তি ছিল। (বিশেষ দায়িত্ব পালনে সে) সৈন্যদের পেছনে শেষ রাতে সে আগের জায়গায়ই রয়ে গিয়েছিল। পরে সে প্রত্যুষে আমার স্থানে পৌঁছল। দূর থেকে সে একটি মানুষ দেখতে পেয়ে আমার নিকট এলো এবং আমাকে দেখে সে চিনে ফেলল। কেননা পর্দার হুকুম নাযিল

হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেতো। আমাকে চিনে সে "ইন্না লিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" পড়লে তাঁর ইন্না লিল্লাহ্ ... পড়ার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তৎক্ষণাৎ আমি আমার চাদর দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে নিলাম। আল্লাহ্র কসম! সে আমার সাথে কোন কথা বলেনি এবং "ইন্না লিল্লাহ্ ..." পাঠ ছাড়া তার কোন কথাই আমি শুনিনি। তারপর সে তার বাহন (উট) বসিয়ে তার হাত (সামনের পা) ধরে রাখলে আমি তার উটের পৃষ্ঠে উঠলাম। আর সে পায়ে হেঁটে আমাকে সহ উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। যেতে যেতে আমরা সৈন্য দলের নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। তখন তারা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রোদের মাঝে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে অবস্থান করছিল।

পরে আয়েশা (রা) বলেন, আমার বিষয়ে যারা ধ্বংস হবার তারা ধ্বংস হয়ে গেল। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। অবশেষে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। মদীনায় পৌঁছার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ ছিলাম। এদিকে মদীনার লোকজন অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে নিমগ্ন ছিল। এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারিনি। তবে এ রুগ্ন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে পূর্বের ন্যায় মমতা না পাওয়ার ফলে আমার জন্য কষ্টদায়ক হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে কেবল সালাম করে বলতেন, তোমাদের 'সে' (আয়েশা) কেমন আছে? এ আচরণ আমাকে সন্দিহান করে তুলল। আমি সে (মন্দ) বিষয়টি সম্বন্ধে জানতাম না। অবশেষে অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আমি (এক রাতে) বের হলাম। আমার সাথে মিসতাহ্ এর আম্মাও 'মানাসি' প্রান্তরের দিকে বের হল। সেটি ছিল আমাদের শৌচাগার। আমরা এ রাতে বের হতাম এবং আমরা পরে রাতে বের হতাম। এ হল আমাদের ঘরের কাছে শৌচাগার তৈরীর পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনা। তখন আগের দিনের আরব লোকদের মত ময়দানে গিয়ে আমরা শৌচকার্য সম্পন্ন করতাম। আর আমরা ঘরের কাছে শৌচাগার তৈরী করা কষ্টকর অনুভব করতাম।

আমি এবং মিসতাহ্-এর আম্মা যেতে লাগলাম। সে ছিল আবূ রুহম ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফের কন্যা এবং তার মা ছিলেন সাখ্র ইব্ন আমির এর কন্যা, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা। তাঁর সন্তানের নাম ছিল মিসতাহ্ ইব্ন উসাসা ইব্ন আব্বাদ ইব্ন মুত্তালিব। মোটকথা, আমি ও বিন্ত আবূ রুহম (মিসতাহ্-এর আম্মা) কাজ সেরে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। এমন সময় মিসতাহ্-এর আম্মা তার চাদরে পেঁচ খেয়ে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আর সে বলে উঠে মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। তখন আমি বললাম, তুমি অন্যায় কথা বলেছ। তুমি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে মন্দ বকছ? সে বলল, হে অবলা নারী! মিসতাহ্ কি বলেছে তুমি কি শোননি? আমি বললাম, সে কি বলেছে? আয়েশা (রা) বলেন, তারপর সে অপবাদ রটনাকারীরা কি বলেছে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করল। এতে আমার রোগ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। আমি যখন বাড়িতে ফিরে এলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে সালাম করলেন এবং বললেন, তোমাদের 'সে' কেমন আছে? তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি আমার বাবা-মায়ের বাড়ি গিয়ে এ বিষয়টি (যাচাই করে) নিশ্চিত হওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার মাতা-পিতার নিকট চলে এলাম। তারপর আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান! লোকেরা কী কথা বলছে? তিনি বললেন, মা! (এদিকে কান দিয়ো না এবং) নিজের জন্য সহজভাবে গ্রহণ কর (শান্ত থাক)। আল্লাহ্র কসম! কারো যদি কোন সুন্দরী স্ত্রী থাকে, (স্বামী) সে তাকে ভালবাসে আর তার সতীনও থাকে তবে তারা তার দোষচর্চা করবে না এরূপ খুব কমই হয়। আয়েশা (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! লোকেরা এ কথা রটাতে আরম্ভ করেছে? তারপর কেঁদে কেঁদে আমি সারা রাত কাটালাম। এমনকি ভোর পর্যন্ত এবং একফোটাও অশ্রু বন্ধ হলো না।

আমি এক ফোটাও ঘুমাতে পারলাম না। সকালেও আমি কাঁদছিলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীর সংগে বিচ্ছেদ ঘটাবার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে ডাকলেন। তখন ওহী স্থগিত ছিল। তিনি বলেন, উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীরদের সতীত্ব এবং তাঁদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ভালবাসা সম্পর্কে যা জানতেন সে দিকেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইঙ্গিত দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! তাঁরা (আয়েশা) আপনার স্ত্রী, ভাল ব্যতীত কোন কথাই আমাদের জানা নেই। আর আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বললেন, আল্লাহ্ তো আপনার উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। সর্বোপরি আয়েশা (রা) ছাড়াও বহু স্ত্রীলোক আছে। আপনি যদি দাসী (বারীরা)-কে জিজ্ঞাসা করেন তবে সে আপনাকে সত্য কথা বলে দিবে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরা! সন্দেহমূলক কোন কিছু আয়েশার ব্যাপারে তুমি কখনো দেখেছ কি? বারীরা (রা) তাঁকে বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী রূপে প্রেরণ করেছেন, সে একজন অল্প বয়স্কা মেয়ে, পরিবারের জন্য আটার খামীর রেখেই সে ঘুমিয়ে পড়তো আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলতো। আমি তো তার মাঝে এ দোষ ব্যতীত আর কিছু দেখিনি যে (এ দোষ ব্যতীত অধিক কোন দোষ আয়েশার মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই)। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই, ইব্‌ন সালূল এর আচরণের ব্যাপারে কে আমাকে সহায়তা করবে এবং শাস্তি দিলে কে আমাকে সমর্থন করবে----। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমার পরিবার সম্পর্কে যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে কষ্টদায়ক কথা পৌঁছেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে কে আমাকে সহায়তা প্রদান (সমর্থন) করবে? আমি তো (তদন্ত করে) আমার পরিবার সম্পর্কে ভাল ব্যতীত অন্য কোন কথা জানি নি এবং যে ব্যক্তি সম্পর্কে তারা অপবাদ রটনা করছে তাকেও আমি নেক্‌কার বলেই জানি। সে তো আমার সংগে ব্যতীত আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করতো না।

এ কথা শুনে সা'দ ইব্‌ন মুআয আনসারী (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব (আপনার পক্ষে থাকব)। অপবাদ রটনাকারী ব্যক্তি যদি আউস গোত্রের হয় তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি সে আমাদের ভ্রাতা খায্‌রাজ গোত্রের হয় তবে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন। আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব। আয়েশা (রা) বলেন, তখন খাযরাজ সর্দার সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) দাঁড়ালেন। তিনি একজন নেক্‌কার লোক ছিলেন। তবে তখন বংশীয় অহমিকা তাঁকে মূর্খতার আচরণে উদ্বুদ্ধ করে ফেলেছিল। তাই তিনি সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবেনা। একথা শুনে সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর চাচাতো ভাই উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) দাঁড়িয়ে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। অবশ্যই তুমি মুনাফিক। (তাই) মুনাফিকদের পক্ষে কথা বলছো। এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা পরস্পর উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি তারা হানাহানির সংকল্প করে বসলো। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখনও তাদের সামনে মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে থামিয়ে শান্ত করতে থাকলেন। তারা চুপ হলো এবং তিনি (নিজে)-ও নীরবতা অবলম্বন করলেন। আর কোন কথা বললেন না।

আয়েশা (রা) বলেন, সেদিন আমি সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অবিরত ধারায় আমার অশ্রুপাত হচ্ছিল। রাতে একটুও আমার ঘুম আসল না। অতঃপর দ্বিতীয় রাতেও আমি কেঁদে কাটালাম। এরাতেও অবিরত আমার অশ্রুপাত হল এবং একটুকুও ঘুমাতে পারলাম না। এ দেখে আমার আব্বা-আম্মী মনে করছিলেন যে, কান্নায়

আমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম, আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী স্ত্রীলোক আমার নিকট আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে এসে বসে কাঁদতে লাগল। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের যখন এ অবস্থা এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন এবং আমাদেরকে সালাম করে বসলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অথচ আমার সম্বন্ধে যা বলাবলি হচ্ছিল তারপর থেকে তিনি আমার কাছে বসেননি। এভাবে এক মাস চলে গেল। আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওহী এল না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে 'তাশাহহুদ' (হামদ ও সানা) পাঠ করলেন। তারপর বললেন, 'অতঃপর হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এমন এমন সংবাদ পৌঁছেছে। যদি তুমি এ ব্যাপারে নির্দোষ (এবং পবিত্র হও) তবে শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দোষমুক্ত হওয়ার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন গুনাহ্ হয়ে থাকে তবে তুমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ্ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এরপর আর এক ফোটা অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। এরপর আমি আমার পিতাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বললেন, আমার পক্ষ থেকে তার জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কি জবাব দিব, আমি তা জানি না। তারপর আমি আমার আম্মাকে বললাম, আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কি জবাব দিব, আমি তা জানি না (বুঝতে পারছি না)। আমি বললাম, তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআন শরীফও খুব বেশি পড়িনি। এ অবস্থা দেখে আমিই তখন বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি জানি, আপনারা এ অপবাদের কথা শুনেছেন, মনে তা গেঁথে গিয়েছে এবং আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। সুতরাং এখন যদি আমি বলি, আমি নিষ্কলুষ তবে এ বিষয়ে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি স্বীকার করি, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন যে, আমি নিষ্পাপ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহ্র কসম! আমার ও আপনাদের জন্য (নবী) ইউসুফ (আ)-এর পিতার কথার উদাহরণ ব্যতীত অন্য কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন, "সুতরাং অখণ্ড ধৈর্য ধারণই (আমার করণীয়), তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই আমার সাহায্যপ্রার্থনা।" এ কথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম এবং বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তো ঐ মুহূর্তেও জানেন যে, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিবেন। তবে আল্লাহ্র কসম! আমি ধারণা করিনি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার এ বিষয়ে ওহী নাযিল করবেন, যা পঠিত হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আমার সম্বন্ধে পঠিত হবার মত কোন আয়াত নাযিল করবেন আমার নিজের কাছে আমরর অবস্থা এর চেয়ে তুচ্ছতর ছিল। তবে আমি আশা করেছিলাম যে, স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এমন কোন বিষয় দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমার পবিত্রতা জানিয়ে দিবেন।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখনো তাঁর স্থান ছেড়ে উঠেননি এবং বাড়ির লোকও কেউ বাইরে যায়নি। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উপর ওহী নাযিল করেন। ওহী নাযিলের সময় নবী ﷺ-এর উপর যে কষ্টকর অবস্থা দেখা দিত সে অবস্থা দেখা দিলো। এমনকি তাঁর প্রতি নাযিলকৃত বাণীর ওযনের কারণে প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহ থেকে মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়তো। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কষ্টকর অবস্থা চলে গেলে তিনি হাসতে লাগলেন এবং প্রথমে যে কথাটি বললেন তা হলো : হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। এ কথা শুনে আমার আম্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ)-এর কাছে যাও। আমি বললাম, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না এবং মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো প্রশংসা করবো না। তিনিই আমার পবিত্রতা

সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার পবিত্রতা সম্বন্ধে দশটি আয়াত নাযিল করলেন।

"যারা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল, একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"(সূরা নূর : ১১-২১) ...... আয়েশা (রা) বলেন, আত্মীয় বন্ধন ও দারিদ্র্যের কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মিসতাহ্‌কে আর্থিক সহযোগিতা করতেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশা সম্পর্কে সে যা বলেছিল আমি আর কখনো তাকে (মিসতাহ্‌কে) আর্থিক সাহায্য দিব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : "তোমাদের মধ্যে যারা মাহাত্ম ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা দান করবে না আত্মীয়-স্বজনকে ... ... । তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন", পর্যন্ত। হিব্বান ইব্‌ন মূসা (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেছেন, আল-কুরআনের মাঝে এ আয়াত বড়ই আশাব্যঞ্জক। সুতরাং আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই পসন্দ করি যে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ্ (রা)-এর জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন তা পুনরায় ব্যয় করতে আরম্ভ করলেন। আর বললেন, তাকে আমি এ অর্থ দেওয়া কখনো বন্ধ করবো না।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রী যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (র)-কে আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি যয়নাবকে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা সম্পর্কে কি জানো বা দেখেছো? উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার কান ও চোখকে রক্ষা করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ ভীতির কারণে আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেছেন। অথচ তাঁর বোন হামানা বিন্‌ত জাহ্‌শ তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে বিবাদ-বিতণ্ডা করে, আর এভাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে যায়।

রাবী ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, ঐ লোকদের কাছ থেকে আমার নিকট যা পৌঁছেছে তা এই হাদীস। তবে রাবী ইউনূসের হাদীসের মধ্যে 'اِجْتَمَلَتْهُ' এর স্থলে 'اِحْتَمَلَتْهُ' রয়েছে, '(গোত্রীয় অহমিকা তাকে উত্তেজিত করে)।'

٦٧٦٤- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا فُلَيحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَمَعْمَرٍ بِاِسْنَادِهِمَا وَفِىْ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ اجْتَهَلَتْهُ الْحِمِيَّةُ كَمَا قَالَ مَعْمَرُ وَفِىْ حَدِيْثِ صَالِحٍ احْتَمَلَتْهُ الْحِمِيَّةُ كَقَوْلِ يُوْنُسَ وَزَادَ فِى حَدِيْثِ صَالِحٍ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ اَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُوْلُ فَانَّهُ قَالَ

فَاِنَّ اَبِىْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِىْ * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

وَزَادَ اَيْضًا قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذِى قِيْلَ لَهُ مَاقِيْلَ لَيَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ اُنْثَى قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَهِيْدًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِىْ حَدِيْثِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ مُوْعِرِيْنَ فِى نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُوْغِرِيْنَ قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ مَا قَوْلُهُ مُوْغِرِيْنَ قَالَ الْوَغْرَةُ شِدَّةُ الْحَرِّ ـ

৬৭৬৪. আবূ রাবী' আল-আতাকী (র) অন্য সনদে হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (রা) ... যুহরী (র) হতে ইউনূস এবং মা'মার (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী ফুলায়হ (র)-এর হাদীসে আছে, গোত্রীয় অহমিকা তাকে মূর্খতা সুলভ আচরণ করতে উৎসাহিত করেছিলো। মা'মার (র) তাঁর বর্ণনায় যেমন বলেছেন। আর সালিহ্ (র)-এর হাদীসের মধ্যে ইউনূসের বর্ণনার মত এতে রয়েছে ' اِحْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ' - অর্থাৎ 'গোত্রী অহমিকা তাকে উস্‌কিয়ে দিল।' সালিহের হাদীসে এও রয়েছে যে, উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে গাল-মন্দ করার বিষয়টিকে অপসন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি বলতেন, হাস্‌সান তো নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেছেন, "আমার পিতা-মাতা, আমার ইয্‌যত সব কিছুই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইয্‌যত-সম্মানের জন্য রক্ষাকবচ।" এতে আরও রয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি (সাফওয়ান রা) সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হয়েছে তিনি বলতেন, সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো কোন মহিলার-আবরণ উন্মোচন করিনি। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হন। ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীমের হাদীসে রয়েছে ' مُوْعِزِيْنَ فِى نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ ' - । কিন্তু আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন, ' مُوْغِرِيْنَ ' আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) বলেন, আমি আবদুর রায্‌যাককে 'مُوْغِرِيْنَ' শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ' اَلْوَغْرَةُ ' অর্থ প্রচণ্ড গরম।

٦٧٦٥- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِى الَّذِىْ ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَشِيْرُوْا عَلَىَّ فِى اُنَاسٍ اَبَنُوا اَهْلِىْ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَاعَلِمْتُ عَلَى اَهْلِىْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَاَبَنُوْهُمْ بِمَنْ وَاللّٰهِ مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَلَادَخَلَ بَيْتِى قَطُّ اِلَّا وَاَنَا حَاضِرٌ وَلَاغِبْتُ فِىْ سَفَرٍ اِلَّا غَابَ مَعِىْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيْهِ وَلَقَدْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتِىْ فَسَأَلَ جَارِيَتِىْ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا اِلَّا اَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتّٰى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَاْكُلَ عَجِيْنَهَا اَوْ قَالَتْ خَمِيْرَهَا شَكَّ هِشَامُ فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَصْدُقِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَسْقَطُوْا لَهَابِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاعَلِمْتُ عَلَيْهَا اِلَّا مَايَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْاَحْمَرِ وَقَدْ بَلَغَ الْاَمْرُ ذٰلِكَ الرَّجُلَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاكَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ اُنْثٰى قَطُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقُتِلَ شَهِيْدًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِيْهِ اَيْضًا مِنَ الزِّيَادَةِ وَكَانَ الَّذِيْنَ تَكَلَّمُوْابِهِ مِسْطَحُ وَحَمْنَةُ وَحَسَّانُ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ فَهُوَ الَّذِىْ كَانَ يَسْتَوْشِيْهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِى تَوَلّٰى كِبْرَهُ وَحَمْنَةُ ـ

৬৭৬৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ব্যাপারে লোকেরা যখন কুৎসা রটাতে আরম্ভ করল, যা আমি জানতাম না, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে (দু'আ) হাম্‌দ-সানা পাঠ করলেন এবং আল্লাহ্‌র শানে যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা

করলেন। তারপর বললেন, অতঃপর যারা আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্বন্ধে কখনো মন্দ কিছুই জানি নি এবং তারা যার ব্যাপারে অপবাদ রটাচ্ছে তাঁর সম্বন্ধেও খারাপ কিছু আমি জানি নি। আমার অনুপস্থিতিতে সে আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করেনি এবং আমি যখন সফরে বের হয়েছি সেও তখন আমার সাথে সফরে বের হয়েছে। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ কাহিনী সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এতে অধিক রয়েছে যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করে আমার বাঁদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশা (রা)-এর মধ্যে আমি এছাড়া কোন দোষ দেখিনি যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন, আর বকরী এসে মথিত আটা খেয়ে ফেলতো। অথবা বললেন, খামীর খেয়ে ফেলতো। বর্ণনাকারী হিশাম عَجِيْنَ অথবা خمير সন্দেহ করেছেন। তখন নবী ﷺ-এর কোন সাহাবী তাকে (বারাকা রা)-কে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তাঁরা তার সামনে সৃষ্ট কথা তুলে ধরলেন। তখন বারীরা বললেন, সুব্‌হানাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! স্বর্ণকার খাঁটি স্বর্ণের টুকরা সম্বন্ধে যেমন জানে আমিও আয়েশা সম্পর্কে সেরূপ জানি। যে ব্যক্তি সম্বন্ধে এ অপবাদ রটানো হচ্ছিল তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছার পর তিনিও বললেন, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ্‌র কসম! কোন মহিলার আবরণ আমি কখনো উন্মোচন করিনি। আয়েশা (রা) বলেন, পরে তিনি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হন। এতে আরো অধিক রয়েছে যে, অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে ছিলেন মিসতাহ্, হামনা ও হাস্‌সান। আর মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে নেপথ্য থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে এসব ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করতো। সে এবং হামনাই এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

١١- بَابُ بَرَاءَةِ حَرَمِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الرِّيْبَةِ

১১. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হেরেম সন্দেহমুক্ত হওয়া

٦٧٦٦- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أُخْرُجْ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوْبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ لَمَجْبُوْبٌ مَالَهُ ذَكَرٌ -

৬৭৬৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উম্মু ওয়ালাদের ব্যাপারে এক ব্যক্তির প্রতি অভিযোগ (অপবাদ) উত্থাপিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে বললেন, যাও। তার গর্দান উড়িয়ে দাও। আলী (রা) তার নিকট গিয়ে দেখলেন, সে কূপের মধ্যে শরীর শীতল করছে। আলী (রা) তাকে বললেন, বেরিয়ে আস। সে আলী (রা)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি তাকে বের করলেন এবং দেখলেন, তার পুরুষাঙ্গ কর্তিত, তার লিঙ্গ নেই। তখন আলী (রা) তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! সে তো লিঙ্গ কর্তিত, তার তো লিঙ্গ নেই।

كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ وَأَحْكَامِهِمْ

অধ্যায় : মুনাফিকদের আচরণ এবং তাদের সম্পর্কে বিধান

٦٧٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ اَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ لاَصْحَابِهِ لاَتُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَنْفَضُّوا مِنْ حَولِهِ قَالَ زُهَيْرٌ وَهِىَ قِرَاءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الاَعَزُّ مِنْهَا الاَذَلَّ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَاَرْسَلَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ فَسَاَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَافَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ مِمَّا قَالُوْهُ شِدَّةٌ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقِىْ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ فَلَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَقَوْلُهُ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ وَقَالَ كَانُوْا رِجَالاً اَجْمَلَ شَىْءٍ-

৬৭৬৭. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। এ সফরে লোকজন ভীষণ কষ্টে পড়ে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তার সঙ্গীদেরকে বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গীদের জন্য তোমরা কিছু ব্যয় করো না, যাতে তারা তাঁর চারপাশ থেকে সরে পড়ে। [যুহায়র (র) বলেন, এ হলো ঐ ব্যক্তির কিরাআত যে, ' حَوْلِهٖ'-কে যের দিয়ে পড়ে।] আর সে এ-ও বললো, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে অবশ্যই প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। এ কথা শুনে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তার এ কথাবার্তা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে জোরদার কসম খেয়ে বললো যে, সে এমন কাজ করেনি। আর বলল, যায়দ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মিথ্যা কথা বলেছে। যায়দ (রা) বলেন, তাদের এ কথায় আমি মনে ভীষণ কষ্ট পেলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার সত্যবাদিতার পক্ষে নাযিল করেন, ... اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ (সূরা মুনাফিকূন) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ডাকলেন যাতে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, তখন তারা তাদের মাথা ঘুরিয়ে নিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন : كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ - তারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। যায়দ (রা) বলেন, বাহ্যত তারা ছিল খুবই সুন্দর চেহারার মানুষ।

٦٧٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ) قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىِّ فَاَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ فَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

৬৭৬৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও আহ্মাদ ইব্ন আব্দা দাবিয়্যি (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর কবরের নিকট আসলেন এবং তাকে তার কবর হতে উঠিয়ে তাঁর হাঁটুর উপর রাখলেন এবং তিনি তার উপর তাঁর থুথু দিলেন এবং তাকে তাঁর জামা পরালেন। আল্লাহ্ই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

٦٧٦٩- حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اُبَىِّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ -

৬৭৬৯. আহ্মাদ ইব্ন ইউসূফ আয্দী (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে তার গর্তে (কবরে) ঢুকানোর পর নবী ﷺ তার নিকট আসলেন। ..... পরবর্তী অংশ সুফিয়ান (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٧٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ ابْنُ سَلُوْلَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ اَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ يُكَفِّنُ فِيْهِ اَبَاهُ فَاَعْطَاهُ ثُمَّ سَاَلَهُ اَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتُصَلِّىْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا خَيَّرَنِى اللّٰهُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْلاَتَسْتَغْفِرْلَهُم اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً وَسَاَزِيْدُهُ عَلَى سَبْعِيْنَ قَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَلاَتُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَتَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ -

৬৭৭০. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর মৃত্যুর পর তার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং তাঁর পিতার কাফনের জন্য তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) জামাটি চাইলেন। তিনি তাঁকে জামাটি দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর পিতার জানাযা সালাত পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সালাত (জানাযা) আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। এমতাবস্থায় উমর (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় চেপে ধরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার জানাযা কি আপনি পড়াবেন? আর আল্লাহ্ তা'আলা তার সালাতে (জানাযা)

পড়াতে আপনাকে নিষেধ করেছেন। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ বিষয়ে তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইখ্তিয়ার দিয়েছেন এবং বলেছেন : "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন– উভয়ই সমান, আপনি সত্তরবার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি সত্তরেরও অধিকবার আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো মুনাফিক ছিল। এরপরও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সালাত (জানাযা) আদায় করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : "তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করবেন না এবং তার কবরে পাশে দাঁড়াবেনও না।"

٦٧٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ -

৬৭৭১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) ... উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে অধিক রয়েছে যে, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের (মুনাফিকদের) সালাত (জানাযা) আদায় করা (সম্পূর্ণরূপে) ত্যাগ করলেন।

٦٧٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِىٌّ اَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِىٌّ قَلِيْلُ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ كَثِيْرُ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ فَقَالَ اَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَانَقُوْلُ وَقَالَ الْاٰخَرُ يَسْمَعُ اِنْ جَهَرْنَا وَلاَيَسْمَعُ اِنْ اَخْفَيْنَا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَهُوَ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَجُلُوْدُكُمُ الْاٰيَةَ -

৬৭৭২. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর মাক্কী (র) ... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্র নিকট তিন ব্যক্তি একত্রিত হলো। এদের দু'জন ছিল কুরায়শী এবং একজন ছিল সাকাফী অথবা দু'জন ছিল সাকাফী এবং একজন ছিল কুরায়শী। তাদের হৃদয়ে বুদ্ধিমত্তা খুব সামান্যই ছিল। তবে পেটে যথেষ্ট চর্বি ছিল। তাদের একজন বললো, তোমরা কি মনে কর– আমরা যা বলি আল্লাহ্ সব শুনেন? তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, আমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বললে (আল্লাহ্) তা শুনতে পান। তবে আস্তে কথা বললে তিনি (আল্লাহ্) তা শুনেন না। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বললো, উচ্চৈঃস্বরে কথা বললে যদি তিনি শুনতে পান তবে আস্তে কথা বললেও তিনি তা শুনতে পাবেন। এখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "তোমরা গোপন করতে না এই (চিন্তার) কারণে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। (কিন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা কর এর অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না)।"

٦٧٧٣- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِىْ ابْنَ سَعِيْدٍ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنَحْوِهِ -

৬৭৭৩. আবূ বকর ইব্ন খাল্লাদ বাহিলী (র) ও ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٧٧٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى اُحُدٍ فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فَكَانَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ فِيْهِمْ فِرْقَتَيْنِ قَالَ بَعْضُهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ -

৬৭৭৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আল-আন্‌বারী (র) ... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে এলো। তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবিগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। কেউ বললো, আমরা তাদের হত্যা করে ফেলবো, আর কেউ বললো, না (আমরা তাদের হত্যা করব না)। তখন নাযিল হল, "তোমাদের কি হলো, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে, (যখন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎ পথে পরিচালিত করতে চাও এবং আল্লাহ্ কাকেও পথভ্রষ্ট করলে তুমি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবে না)।"

٦٧٧٥- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৭৭৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ বাকর ইব্ন নাফি' (র).... শু'বা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٧٧٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا اِذَا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوْا عَنْهُ وَفَرِحُوْا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ اعْتَذَرُوْا اِلَيْهِ وَحَلَفُوْا وَاَحَبُّوْا اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَنَزَلَتْ : لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

৬৭৭৬. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইব্ন সাহ্ল তামীমী (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবনকালে কিছু মুনাফিকের ব্যক্তির অভ্যাস এই ছিল যে, নবী ﷺ যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন তারা পশ্চাতে থাকতো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই তারা আনন্দ লাভ করতো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যাগমন করলে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে অজুহাত পেশ করতো, শপথ করতো এবং আশা করতো যেন তারা যা করেনি এমন কাজের জন্য ও তাদের প্রশংসা করা হয়। তখন নাযিল হল : "যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে–আপনি কখনো এরূপ মনে করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।"

٦٧٧٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهٰرُوْنَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَرْوَانَ قَالَ اذْهَبْ يَارَافِعُ لِبَوَّابِهِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ مِنَّا فَرِحَ بِمَا اَتَى وَاَحَبَّ اَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ اَجْمَعُوْنَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَالَكُمْ وَلِهٰذِهِ الْاٰيَةِ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ فِىْ اَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَتَكْتُمُوْنَهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَتَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَأَلَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ شَىْءٍ فَكَتَمُوْهُ اِيَّاهُ وَاَخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوْا قَدْ اَرَوْهُ اَنْ قَدْ اَخْبَرُوْهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوْا بِذٰلِكَ اِلَيْهِ وَفَرِحُوْا بِمَا اَتَوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ اِيَّاهُ مَاسَأَلَهُمْ عَنْهُ -

৬৭৭৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ... হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মারওয়ান তার দারোয়ান রাফি'কে বললেন, তুমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট যাও এবং বল, কেউ নিজে যা করেছে তাতে আনন্দিত হলে এবং যা করেনি তাতে প্রশংসিত হতে চাইলে আমাদের কেউ যদি শাস্তি পায় তবে আমরা সকলেই শাস্তি পাব। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, এ আয়াতের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এ আয়াত তো আহলে কিতাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াত পাঠ করলেন–"স্মরণ কর, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা মানুষের নিকট তা (অর্থাৎ নবুওয়াতের সত্যতা) স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।" এরপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) পাঠ করলেন, "তিনি যা দিয়েছেন তাকে যারা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে; সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!" অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) পাঠ করলেন, "যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করে নাই তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ আপনি কখনো মনে করবেন না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ কিতাবীদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পর তারা তা গোপন করে এবং পরিবর্তে তারা তাঁকে অন্য কথা বলে দিল। এরপর তারা এমন ভান করে বের হল যে, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যথাযথ উত্তর তারা নবী ﷺ-কে প্রদান করেছে। এ কারণে তারা নবী ﷺ-এর নিকট প্রশংসা কামনা করল এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়টি গোপন করার মাধ্যমে তারা যে কাজ আঞ্জাম দিয়েছে এতে খুবই আনন্দিত হল। (এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা মর্মন্তুদ শাস্তির কথা ঘোষণা দিয়েছেন।

٦٧٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارٍ أَرَأَيْتُمْ صَنِيْعَكُمْ هٰذَا الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فِىْ اَمْرِ عَلِيٍّ أَرَأْيًا رَأَيْتُمُوْهُ اَوْشَيْئًا عَهِدَهُ اِلَيْكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاعَهِدَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَلٰكِنْ حُذَيْفَةُ اَخْبَرَنِىْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ

ﷺ فِىْ اَصْحَابِىْ اِثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا فِيْهِمْ ثَمَانِيَةٌ لاَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيْكُهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَاَرْبَعَةٌ لَمْ اَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيْهِمْ۔

৬৭৭৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্মার (রা)-কে বললাম, আলী (রা)-এর বিষয়টিতে আপনারা যে পন্থা অবলম্বন করলেন, একি আপনাদের (নিজস্ব) রায় না এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ আপনাদের কোন নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্ব।ধারণকে যে কথা বলেননি, এমন কোন কথা তিনি আমাদেরও বলে যাননি। তবে হুযায়ফা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার সাহাবীদের মধ্যে বারজন মুনাফিক আছে। এদের আটজন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। 'দুবায়লা' (আগুনের পলিতা) আট ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। আসওয়াদ (র) বলেন, অবশিষ্ট চার ব্যক্তি সম্বন্ধে শু'বা কি বলেছেন, আমার তা মনে নেই।

٦٧٧٩۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْنَا لِعَمَّارٍ أَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ أَرَأْيًا رَأَيْتُمُوْهُ فَاِنَّ الرَّأْىَ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ اَوْ عَهْدًا عَهِدَهُ اِلَيْكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاعَهِدَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِىْ اُمَّتِىْ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُذَيْفَةُ وَقَالَ غُنْدَرٌ اُرَاهُ قَالَ فِىْ اُمَّتِىْ اِثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لاَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَيَجِدُوْنَ رِيْحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيْهِمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِّنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِىْ اَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُوْرِهِمْ۔

৬৭৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... কায়স ইব্‌ন আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আম্মার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের এ লড়াই সম্পর্কে বলুন তো, তা কি আপনাদের (নিজস্ব) মতের ভিত্তিতে? তবে মত তো ভুলও হতে পারে, ঠিকও হতে পারে। অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ ব্যাপারে বিশেষভাবে আপনাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বসাধারণকে যে নির্দেশ দেননি, এমন কিছু তিনি বিশেষভাবে আমাদেরও দেননি। তিনি বলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে .... বর্ণনাকারী শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে বারজন মুনাফিক হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করবে। তাদের মধ্যে আট জনের (ধ্বংসের) জন্য 'দুবায়লা' যথেষ্ট হবে। 'দুবায়লা' হল আগুনের পলিতা, যা কাঁধের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে বুক ভেদ করে বেরোবে।

٦٧٨٠۔ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ الطُّفَيْلِ قَالَ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَايَكُوْنُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ كَمْ كَانَ اَصْحَابُ الْعَقَبَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ اَخْبِرْهُ اِذْ سَأَلَكَ قَالَ كُنَّا نُخْبَرُ اَنَّهُمْ اَرْبَعَةَ عَشَرَ فَاِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَاَشْهَدُ بِاللّٰهِ اَنَّ اثْنَى عَشَرَ

مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ وَعَذَرَ ثَلَاثَةً قَالُوْا مَاسَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا عَلِمْنَا بِمَا اَرَادَ الْقَوْمُ وَقَدْ كَانَ فِيْ حَرَّةٍ فَمَشٰى فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ قَلِيْلٌ فَلَا يَسْبِقُنِيْ اِلَيْهِ اَحَدٌ فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوْهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ـ

৬৭৮০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আবূ তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকাবায় উপস্থিত এক জনও হুযায়ফা (রা)-এর মধ্যে মানুষের মাঝে যেমন মনোমালিন্য হয়ে থাকে তেমন কিছু ছিল। সে তাঁকে প্রশ্ন করলো, তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, বল, আকাবায় (তাবূক থেকে ফেরার পথে বিদ্যমান) উপস্থিত লোকদের সংখ্যা কত ছিল? হুযায়ফা (রা)-কে লোকেরা বলল, সে যেহেতু জিজ্ঞাসা করেছে, তাই আপনি বলে দিন। তিনি বললেন, আমাদের অবহিত করা হত যে, তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ। আর যদি তুমিও তাদের মধ্যে হয়ে থাক, তবে তাদের সংখ্যা হবে পনের। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে, এদের বারজন পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারী শত্রু ছিল এবং যেদিন সাক্ষিগণ দাঁড়াবে সেদিনও (কিয়ামতেও)। বাকী তিনজন ওযর পেশ করে বলেছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আহ্বানকারীর আওয়াজ আমরা শুনিনি এবং কাওমের লোকদের ইচ্ছাও আমাদের জানা ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রস্তরময় ময়দানে ছিলেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে এগিয়ে চললেন এবং বললেন, (আমাদের গন্তব্যস্থলের) পানি অতি সামান্য। কেউ আমার আগে সেখানে যাবে না। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, কতিপয় লোক তার আগেই চলে এসেছে। সেদিন তিনি তাদের প্রতি অভিসম্পাত করলেন।

٦٧٨١ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَاِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكُلُّكُمْ مَغْفُوْرٌ لَهُ اِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَاَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَاَنْ اَجِدَ ضَالَّتِيْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لِيْ صَاحِبُكُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ ـ

৬৭৮১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয আন্‌বারী (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মুরার ঘাঁটিতে কে আরোহণ করবে? যে আরোহণ করবে, তার গুনাহ তদ্রূপ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যেমন বনী ইসরাঈলকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। জাবির (রা) বলেন, প্রথমে ঐ ঘাঁটিতে আরোহণ করলো আমাদের বনী খাযরাজের ঘোড়াগুলো। তারপর লোকেরা পিছনে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, লাল উটের মালিক ব্যতীত। তখন আমরা ঐ লোকটির নিকট গিয়ে বললাম, এস, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে বললো, আমি যদি আমার হারানো উটটি পেয়ে যাওয়া অবশ্যই আমার জন্য তোমাদের সঙ্গীর দু'আর থেকে শ্রেয়। জাবির (রা) বলেন, এ লোকটি তার হারানো উষ্ট্রি তালাশে ছিল।

٦٧٨٢- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَصْعَدُ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ أَوِ الْمَرَارِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ جَاءَ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ -

৬৭৮২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মুরার ঘাঁটিতে কে আরোহণ করবে ? ..... পরবর্তী অংশ মুআয (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে অধিক রয়েছে যে, তখন তিনি এক বেদুঈনকে দেখলেন, সে তার হারানো উট সন্ধান করছিল।

٦٧٨٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَرَفَعُوهُ قَالُوا هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ فَأُعْجِبُوا بِهِ فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنُقَهُ فِيهِمْ فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا -

৬৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নাজ্জারের এক ব্যক্তি আমাদের মাঝে ছিল। সে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-ইমরান পড়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য লেখার দায়িত্ব পালন করতো। পরে পালিয়ে সে কিতাবীদের সাথে মিলে যায়। রাবী বলেন, তারা তাকে খুব সম্মান করল এবং বললো, এ লোকটি মুহাম্মদ ﷺ-এর কাতিব ছিল। এতে তারা খুবই আনন্দিত হলো। তারপর অবিলম্বে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যেই তাকে ধ্বংস করে দিলেন। এরপর তারা তার জন্য গর্ত করে তাকে তাকে গেড়ে দিল। সকালে দেখা গেল যে, যমীন তার লাশ উপরে নিক্ষেপ করেছে। এরপর আবার তারা গর্ত করে তাকে পুঁতে দিল। সকালে এবার দেখা গেল যে, যমীন তার লাশ মাটির উপর নিক্ষেপ করেছে। তারপর আবার তারা তার জন্য গর্ত করে তাকে তাতে গেড়ে রাখলো। সকালে দেখা গেল, এবারও যমীন তার লাশ মাটির উপর ছুঁড়ে দিয়েছে। কাজেই তারা তাকে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দিল।

٦٧٨٤- حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ -

৬৭৮৪. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সফর হতে প্রত্যাগমন করে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে এমনভাবে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় যে, মনে হচ্ছিল যেন আরোহীকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কোন মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে এ বাতাস প্রবাহিত হয়েছে। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন, তখন দেখা গেল, এক বড় মুনাফিকের মৃত্যু হয়েছে।

٦٧٨٥ـ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ النَّضْرُ بْنُ مُوْسَى الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا اِيَاسُ حَدَّثَنِي اَبِيْ قَالَ عُدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مَوْعُوْكًا قَالَ فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً اَشَدَّ حَرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ لِرَجُلَيْنِ حِيْنَئِذٍ مِنْ اَصْحَابِهِ ـ

৬৭৮৫. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আনবারী (র) ... আয়াস (র) বলেন যে, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে জ্বরে আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে দেখতে গেলাম। আমি আমার হাত তার শরীরে রেখে বললাম, কসম! আজকের মত এমন তাপমাত্রা আমি আর কোন ব্যক্তির দেখিনি। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন : কিয়ামতের দিন এর থেকেও অধিক তাপমাত্রা সম্পন্ন ব্যক্তির সংবাদ আমি কি তোমাদের দিব না? তারা ঐ দুই সওয়ার ব্যক্তি যারা ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। একথা তিনি বললেন, সে সময়কার তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে দুইজনের প্রতি লক্ষ্য করে।

٦٧٨٦ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى (وَاللَّفْظُ لَهُ) اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِيْ الثَّقَفِيُّ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اِلَى هٰذِهِ مَرَّةً وَاِلَى هٰذِهِ مَرَّةً ـ

৬৭৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মুনাফিকের উপমা ঐ অস্থির বকরীর ন্যায়, যা দুই পালের মাঝে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকে। একবার এ দিকে আবার ঐ দিকে।

٦٧٨٧ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ) عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ تَكِرُّ فِيْ هٰذِهِ مَرَّةً وَفِيْ هٰذِهِ مَرَّةً ـ

৬৭৮৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... ইব্ন উমর থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে, একবার আসে এ পালে আবার যায় ঐ পালে।

كِتَابُ صِفَاتِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অধ্যায় : কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ

١- بَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

১. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ

٦٧٨٨- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِيْ الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِيْ الْحِزَامِيَّ) عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَيَأْتِيْ الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَيَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ اِقْرَؤُا فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا -

৬৭৮৮. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিনে হৃষ্টপুষ্ট মোটাতাজা ব্যক্তি উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তার ওযন মশার ডানার বরাবরও হবে না। তোমরা পড়ে নাও "কিয়ামতের দিন আমি ওদের জন্য কোন ওযন স্থাপন করব না।"

٦٧٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ (يَعْنِيْ ابْنَ عِيَاضٍ) عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اَوْ يَااَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى اِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلٰى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيْقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

৬৭৮৯. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনূস (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) এক (ইয়াহূদী) আলিম নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মদ! অথবা (বললো) হে আবুল

কাসিম "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশকে এক আঙ্গুলে, যমীনকে এক আঙ্গুলে, পর্বত ও বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে; পানি ও মাটি এক আঙ্গুলে এবং অন্য সমস্ত সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে তুলে ধরবেন। তারপর এগুলো দোলা দিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ্, আমিই অধিপতি।" পাদ্রীর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিস্ময়ের সাথে তার সত্যায়নে হাসলেন। এরপর তিনি পাঠ করলেন : "তারা আল্লাহ্র (বিশালত্ব ও বড়ত্বের) অবস্থা যথাযথরূপে অনুধাবন করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতের আয়ত্তে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে, তিনি তার উর্ধ্বে।"

٦٧٩٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ فُضَيْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ تَصْدِيْقًا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَتَلاَ الْاٰيَةَ

৬৭৯০. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... মানসূর (র) থেকে উক্ত সূত্রে বলেছেন যে, জনৈক ইয়াহূদী আলিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসল, ... পরবর্তী অংশ ফুযায়ল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। 'এগুলো দোলা দিয়ে' কথাটির উল্লেখ করেননি। এতে এ-ও রয়েছে যে, তার কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির মুবারক দাঁত প্রকাশ পায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَتَلاَ الْاٰيَةَ তারা আল্লাহ্কে যথোচিত অনুধাবন করেনি' ..... আয়াত পাঠ করেন।

٦٧٩١- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالثَّرٰى عَلَى اِصْبَعٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلَى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ قَالَ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ -

৬৭৯১. উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। কিতাবী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আবুল কাসিম! আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী এক আঙ্গুলে, ভূমণ্ডল এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজি ও মাটি এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি এক আঙ্গুলে তুলে ধরবেন। তারপর তিনি বলবেন, আমিই বাদশাহ্, আমিই অধিপতি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখি যে, তাঁর মাড়ির মুবারক দাঁতগুলো প্রকাশ পায়। এরপর বললেন, وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ "তারা আল্লাহ্র যথোচিত অনুধাবন করেনি।"

٦٧٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِهِمْ جَمِيْعًا وَالشَّجَرَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالثَّرٰى عَلَى اِصْبَعٍ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلَى اِصْبَعٍ وَلٰكِنْ فِى حَدِيْثِهِ وَالْجِبَالَ عَلَى اِصْبَعٍ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ تَصْدِيقًا لَهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ ـ

৬৭৯২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আলী ইব্‌ন খাশরাম ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের সকলের বর্ণনায়ই রয়েছে যে, 'বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে এবং ভূমি এক আঙ্গুলে'। তবে জারীরের হাদীসে "সমস্ত সৃষ্টি এক আঙ্গুলে" কথাটি নেই। অবশ্য তাঁর হাদীসে "পর্বতমালা এক আঙ্গুলে" কথাটি রয়েছে। জারীর (রা)-এর হাদীসে অধিক রয়েছে যে, তার কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সমর্থনে পাঠ করেন।

٦٧٩٣- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى ابْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِضُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ ـ

৬৭৯৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্টিতে নিয়ে নিবেন এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হস্তে গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি বলবেন, আমিই বাদশাহ্। পৃথিবীর বাদশাহ্গণ কোথায়?

٦٧٩٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَطْوِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطْوِى الْاَرَضِيْنَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ـ

৬৭৯৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে তাঁর ডান হাত ধরে বলবেন, আমিই বাদশাহ্। কোথায় প্রতাপশালী লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা? এরপর তিনি তার বাম হাতে সমস্ত পৃথিবী গুটিয়ে নিবেন এবং বলবেন, আমিই বাদশাহ্। কোথায় প্রতাবশালী লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা?

٦٧٩٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ اَنَّهُ نَظَرَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَأْخُذُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَاَرَضِيْهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُوْلُ اَنَا اللّٰهُ وَيَقْبِضُ اَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا اَنَا الْمَلِكُ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ اَسْفَلِ شَىْءٍ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّى لَاَقُوْلُ اَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৬৭৯৫. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মিকসাম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করেছেন, কিভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথার বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও সমস্ত পৃথিবী তাঁর দুই হাতে তুলে ধরবেন এবং বলবেন, আমিই আল্লাহ্। এসময় তিনি (নবী ﷺ) তাঁর আঙ্গুলগুলো বন্ধ করে ও খুলে দেখলেন। (তারপর বলবেন) 'আমিই বাদশাহ্।' আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, এমনকি তখন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, মিম্বরের নিম্ন থেকে (উপর পর্যন্ত)। তখন আমি ভাবছিলাম, হয়তো মিম্বরটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিয়ে পড়ে যাবে।

٦٧٩٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَاَرَضِيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَعْقُوْبَ -

৬৭৯৬. সাঈদ ইব্ন মান্সূর (র) . ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরের উপর দেখেছি যে, তিনি বলছিলেন : মহাপরাক্রমশালী মহিয়ান গরিয়ান সত্তা আকাশ ও সমস্ত পৃথিবী তাঁর দুই হাতে তুলে ধরবেন। পরবর্তী অংশ ইয়াকূবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢- بَابُ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَخَلْقِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

২. পরিচ্ছেদ : সৃষ্টির সূচনা এবং আদম (আ)-এর সৃষ্টি

٦٧٩٧- حَدَّثَنِىْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْلَى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَقَالَ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْاَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَخَلَقَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِىْ اٰخِرِ الْخَلْقِ فِىْ اٰخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلَى اللَّيْلِ * قَالَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْبِسْطَامِىُّ (وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى) وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ بِنْتِ حَفْصٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَجَّاجٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ -

৬৭৯৭. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস ও হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন। রোববার দিন তিনি এতে পর্বত সৃষ্টি করেন। সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার দিন তিনি আপদ বিপদ সৃষ্টি করেন। বুধবার দিন তিনি নূর সৃষ্টি করেন। বৃহস্পতিবার দিন তিনি পৃথিবীতে পশুকূল ছড়িয়ে দেন এবং জুমু'আর

দিন আসরের পর সৃষ্টির শেষ প্রান্তে তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জুমু'আর দিনের সময়সমূহের শেষ মুহূর্তে (মাখলূক) আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

٣ـ بَابُ فِى الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ وَصِفَةِ الْاَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : পুনরুত্থান, হাশর-নশর ও কিয়ামত দিবসে পৃথিবীর অবস্থা

٦٧٩٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِىِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ ـ

৬৭৯৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির ন্যায় (বৃত্তাকার) লালচে সাদা যমীনের উপরে লোকদের একত্রিত করা হবে। সেখানে কারো কোন বিশেষ নিদর্শন বিদ্যমান থাকবে না।

٦٧٩٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاودَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ فَاَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلَى الصِّرَاطِ ـ

৬৭৯৯. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আল্লাহ্‌র বাণী "যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হয়ে যাবে এবং আকাশ মণ্ডলীও" - সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে সে দিন লোকেরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, পুলসিরাতের উপর।

٤ـ بَابُ نُزُلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

৪. পরিচ্ছেদ : জান্নাতীদের মেহমানদারী

٦٨٠٠ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَكْفَؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِه كَمَا يَكْفَؤُ اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِى السَّفَرِ نُزُلًا لِاَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَاَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ اَلَا اُخْبِرُكَ بِنُزُلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلٰى قَالَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ

بِادَامِهِمْ قَالَ بَلَى قَالَ اِدَامُهُمْ بِالاَمُ وَنُوْنٌ قَالُوا وَمَاهٰذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا ـ

৬৮০০. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লায়ছ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি সমস্ত পৃথিবী কিয়ামতের দিন একটি রুটির ন্যায় হয়ে যাবে। আল্লাহ্ সেটি নিজ হাতে ওলট-পালট করবেন, যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ সফরের সময় তার রুটি ওলট-পালট করে। এ দিয়ে হবে জান্নাতবাসীর মেহমানদারী। এ সময় এক ইয়াহূদী ব্যক্তি এসে বললো, হে আবুল কাসিম! 'রহমান' আপনার প্রতি বরকত দান করুন। কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের মেহমানদারী সম্পর্কে আপনাকে জানাবো কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যে (ইয়াহূদী) বললো, 'এ পৃথিবীটি একটি রুটিতে পরিণত হয়ে যাবে,' যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর মাড়ির মুবারক দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। (ইয়াহূদী) সে বললো, তাদের তরকারী (ব্যঞ্জন) কি হবে তাকি আপনাকে বলব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, 'বালাম' এবং নূন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি? সে বলল, ষাঁড় এবং মাছ -যাদের কলিজার অতিরিক্ত অংশ থেকে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

٦٨٠١ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْتَابَعَنِى عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لَم يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُوْدِىٌّ اِلاَّ اَسْلَمَ

৬৮০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দশজন ইয়াহূদী যদি আমার অনুসরণ করতো (মুসলমান হয়ে যেতে) তবে এ ভূ-পৃষ্ঠে কোন ইয়াহূদী মুসলমান হওয়া ব্যতীত অবশিষ্ট থাকত না।

٥ـ بَابُ سُؤَالِ الْيَهُود النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الرُوْحِ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ الاية

৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -কে ইয়াহুদীদের রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও আল্লাহ্‌র বাণী : ওরা আপনাকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে

٦٨٠٢ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيْبٍ اِذْ مَرَّبِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالُوْا مَارَابَكُمْ اِلَيْهِ لاَيَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْئٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالُوْا سَلُوْهُ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّوْحِ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ مَكَانِىْ فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْىُ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

৬৮০২. উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক শস্যক্ষেত্রে চলছিলাম। সে সময় তিনি একটি খেজুর শাখার (ছড়ির) উপর ভর দিচ্ছিলেন। এ

সময় তিনি কয়েকজন ইয়াহূদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, 'রূহ্' সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। তাদের কেউ কেউ বললো, কি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে (কি প্রয়োজন পড়েছে) তোমাদের যে, তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে? সে তোমাদের যেন এমন কথার সম্মুখীন না করে দেয়, যা তোমরা পছন্দ কর না। এরপরও তারা বললো, তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করো। অবশেষে তাদের কেউ উঠে গিয়ে তাঁকে 'রূহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন নবী ﷺ নীরব রইলেন এবং তার কোন জবাব দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ওহী নাযিল শেষ হলে তিনি বললেন, "তোমাকে তারা রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত এবং তোমাদের যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা অতি সামান্য।"

٦٨٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ بِنَحْوِ حَدِيْثِ حَفْصٍ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً وَفِىْ حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ وَمَااُوْتُوْا مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ خَشْرَمٍ -

৬৮০৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী এবং আলী ইব্ন খাশরাম (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে মদীনার একটি ক্ষেতে হাটছিলাম। এরপর তিনি হাফসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াকী' (র)-এর হাদীসে আছে ' وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ' আর খাশরা সূত্রে বর্ণিত ঈসা (র)-এর হাদীসে রয়েছে– ' وَمَا اُوْتُوْا ' ।

٦٨٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اِدْرِيْسَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الاَعْمَشَ يَرْوِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ نَخْلٍ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ عَنِ الْاَعْمَشِ وَقَالَ فِىْ رِوَايَتِهِ وَمَا اُوْتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ اِلاَّ قَلِيلاً -

৬৮০৪. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ কোন এক খেজুর বাগানে খেজুর শাখার লাঠির উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর তিনি আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনা রয়েছে ' وَمَا اُوْتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ اِلاَّ قَلِيلاً ' ।

٦٨٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللّٰهِ) قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كَانَ لِىْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِى لَنْ اَقْضِيَكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اِنِّى لَنْ اَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَاِنِّى لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ اَقْضِيْكَ اِذَا رَجَعْتُ اِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ قَالَ وَكِيْعٌ كَذَا قَالَ الاَعْمَشُ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ أَفَرَأَيتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَلَدًا اِلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا -

৬৮০৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ আশাজ্জ (র) ... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আস ইব্‌ন ওয়াইলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। এর তাগাদায় আমি তার নিকট গেলাম। সে বলল, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তোমার পাওনা দিব না। এ কথা শুনে আমি তাকে বললাম, আমি কখনো মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করবো না, যতক্ষণ না তুমি মরে গিয়ে পুনরায় জীবিত হও। সে বলল, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবো? তাহলে তখনই আমি আমার মাল এবং সন্তানাদি লাভ করে তোমার পাওনা পরিশোধ করবো। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তাকে যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে। ... ... এবং সে আমার নিকট আসবে একাকী।" (পর্যন্ত)

٦٨٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَفِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ عَمَلاً فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ -

৬৮০৬. আবূ কুরায়ব, ইব্‌ন নুমায়র, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর, ... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে এ সনদে ওয়াকী' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে জারীর (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে যে, খাব্বাব (রা) বলেন, জাহিলী যুগে আমি কর্মকার ছিলাম। তখন 'আস ইব্‌ন ওয়াইলকে আমি একটি কাজ করে দিয়েছিলাম। তারপর আমি তা তাগাদা করার জন্য তার নিকট গেলাম।

٦- بَابُ فِىْ قَوْلِه تَعَالٰى : وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ الاية

৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : "আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কখনো আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না"

٦٨٠٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الزِّيَادِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَالَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ -

৬৮০৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয আন্‌বারী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবূ জাহ্‌ল বলল, "হে আল্লাহ্! এ যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।" তখন নাযিল হল : "আল্লাহ্ এমন নন যে, (হে নবী!) আপনি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদের শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা অবস্থায় তিনি তাদের শাস্তি দিবেন এবং তাদের কি বা (অধিকার বা যোগ্যতা) আছে যে, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি-দিবেন না, অথচ তারা লোকদের মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা প্রদান করে .... ?" ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

দেয় এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে? আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদিও সে (সালাত আদায় করে) সৎপথে থাকে অথবা তাকওয়ার আদেশ দেয়, আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে (বাধাদানকারী) মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, (অর্থাৎ আবূ জাহল) তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন? সাবধান, সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব বৈঠকীদের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে, মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠ কেশগুচ্ছ। অতএব সে তার 'নাদিয়া' অর্থাৎ তার সম্প্রদায়কে আহবান করুক।"

উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর হাদীসে অধিক আছে তাকে যা আদেশ দেয়ার তা আদেশ দিলেন। (অর্থাৎ তা ছিল হুমকী।) ইব্‌ন আবদুল আ'লা অধিক বলেছেন, نَادِيَهُ অর্থ তার স্বসম্প্রদায় 'দলবল'।

٨ـ بَابُ الدُّخَانِ

৮. পরিচ্ছেদ : ধূম্র প্রসংগে

٦٨٠٩ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ جُلُوْسًا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ قَاصًا عِنْدَ اَبْوَابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعُمُ اَنَّ اٰيَةَ الدُّخَانِ تَجِيْئُ فَتَأْخُذُ بِاَنْفَاسِ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَجَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ يَااَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا اللّٰهَ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّهُ اَعْلَمُ لِاَحَدِكُمْ اَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَايَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَاٰى مِنَ النَّاسِ اِدْبَارًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوْسُفَ قَالَ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْئٍ حَتّٰى اَكَلُوْا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوْعِ وَيَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ اَحَدُهُمْ فَيَرٰى كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَاَتَاهُ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَاِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ اِلَى قَوْلِهِ اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ قَالَ أَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتْ اٰيَةُ الدُّخَانِ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَاٰيَةُ الرُّوْمِ ـ

৬৮০৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের মাঝে কাত হয়ে শুয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! কিনদা তোরণের (কুফা গেইটের) কাছে এক ওয়ায়েযু বলছেন : (কুরআনে বর্ণিত) ধোঁয়ার নিদর্শনাটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। তা (প্রবাহিত হয়ে) কাফিরদের শ্বাস রুদ্ধ করে দিবে এবং এতে মু'মিনদের সর্দির মত অবস্থা হবে। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে বসলেন এবং বললেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমাদের কেউ কোন কথা জানলে সে যেন্ তা-ই বলে। আর যে না জানে সে যেন বলে-আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত। কেননা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রকৃত জ্ঞানের কথা হচ্ছে এই যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে বলবে, আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা

তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন : "বল, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি (ইলমের) কপট দাবীদারদের অন্তর্ভুক্ত নই।" প্রকৃত অবস্থা তো এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন লোকদের মধ্যে দীনবিমুখতা দেখলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! ইউসুফ (আ)-এর (সময়ের) মত (দুর্ভিক্ষের) সাতটি বছর তাদের উপর চাপিয়ে দিও। অতঃপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ এমনভাবে আপতিত হল যে, তা সব কিছুকে শেষ করে দিল। ফলে ক্ষুধার জ্বালায় তারা চামড়া ও মৃত পশু খেতে শুরু করল। এমনকি তাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে (প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে) শুধু ধোঁয়ার ন্যায়ই দেখতে পেতো। অতঃপর আবূ সুফিয়ান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি তো আল্লাহ্র আনুগত্য করেন এবং আত্মীয়তা সংযোগ রক্ষা করার আদেশ দেয়া জন্যই এসেছেন, অথচ আপনার কাওম তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন। (এ প্রসঙ্গে) আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সে দিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং উহা আচ্ছাদিত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। ..... তোমরা তো পুনরায় (অনুরূপই) করবে। -পর্যন্ত। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আখিরাতের আযাব কি তুলে নেয়া হবে? (আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন), "যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সে দিন আমি অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।" 'বাতশার' (প্রবল পাকড়াও) দ্বারা বদরের যুদ্ধ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ধোয়ার নিদর্শন, পাকড়াও, অপ্রতিরোধ্য শাস্তি ও রোমের ঘটনা তো অতীত হয়ে গিয়েছে।

٦٨١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدِ الاَشَجُّ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيَى وَاَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ جَاءَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٌ فَقَالَ تَرَكْتُ فِى الْمَسْجِدِ رَجُلاً يُفَسِّرُ الْقُرْاٰنَ بِرَأْيِهِ يُفَسِّرُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ قَالَ يَاْتِى النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُخَانٌ فَيَاْخُذُ بِاَنْفَاسِهِمْ حَتّٰى يَاْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ لِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ اللّٰهُ اَعْلَمُ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا اَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِيْنَ كَسِنِى يُوْسُفَ فَاَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَحَتّٰى اَكَلُوْا الْعِظَامَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ لِمُضَرَ فَاِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا فَقَالَ لِمُضَرَ اِنَّكَ لَجَرِيْئٌ قَالَ فَدَعَا اللّٰهَ لَهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّا كَاشِفُوْا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ قَالَ فَمُطِرُوْا فَلَمَّا اَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ قَالَ عَادُوْا اِلٰى مَا كَانُوْا عَلَيْهِ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ قَالَ يَعْنِى يَوْمَ بَدْرٍ-

৬৮১০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ কুরায়ব (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি মসজিদে এক ব্যক্তিকে দেখে এসেছি, সে কুরআনের মনগড়া তাফসীর করছে। সে ' يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছে যে, কিয়ামতের (কাছাকাছি) দিন ধোঁয়া এসে লোকদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তাদের শ্বাসরোধ করে ফেলবে, এমনকি এতে লোকদের সর্দির মত অবস্থা হয়ে যাবে। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে সে তা বর্ণনা করবে। আর যে না জানে তার বলা উচিত, আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কারণ, অজানা বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন, একথা বলাই মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচালক। মূলত: এ বিষয়টি তখনই সংঘটিত হয়েছিল, যখন কুরায়শরা নবী ﷺ-এর অবাধ্যতা করেছিল। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন যেন ইউসূফ (আ)-এর সময়ের সাত বছরের মত দূর্ভিক্ষ তাদের উপর আপতিত হয়। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হলো যে, কেউ আসমানের দিকে তাকালে সে ক্ষুধার কষ্টের কারণে ধোঁয়ার মত দেখত, এমনকি তারা হাড্ডি খাওয়া শুরু করল। তখন এক ব্যক্তি এসে নবী ﷺ-কে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা হয়তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি বললেন, মুয়ায-এর জন্য ? তুমি তো বড় দুঃসাহসী। রাবী বলেন, এরপর নবী ﷺ তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল! করলেন, "আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য তুলে নিচ্ছি। তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায়ই ফিরে যাবে (পুনরায় অবাধ্যতা হবে।)" বর্ণনাকারী বলেন, তাদের দেয়া বৃষ্টি হলো। অতঃপর তাদের যখন প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা ফিরে এল তখন তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "আপনি অপেক্ষা কর সেদিনের, যে দিন ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আচ্ছাদিত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য তুলে নিবে তোমরা তো পুনরায় এটি (অবাধ্যতা) করবে। যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সে দিন আমি প্রতিশোধ নিবই (শাস্তি দিবই)।" (বর্ণনাকারী বলেন,) অর্থাৎ বদরের দিন।

٦٨١١ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَاللِّزَامُ وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ ـ

৬৮১১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... মাসরূক (র) সূত্রে, আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হয়ে গিয়েছে : ধোঁয়া, অনিবারনীয় শাস্তি, রোম (এর পরাজয়,) পাকড়াও এবং চাঁদ (দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন)।

٦٨١٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

৬৮১২. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٨١٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فِىْ قَوْلِهِ

৬৮১০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ কুরায়ব (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি মসজিদে এক ব্যক্তিকে দেখে এসেছি, সে কুরআনের মনগড়া তাফসীর করছে। সে ' يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ ' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছে যে, কিয়ামতের (কাছাকাছি) দিন ধোঁয়া এসে লোকদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তাদের শ্বাসরোধ করে ফেলবে, এমনকি এতে লোকদের সর্দির মত অবস্থা হয়ে যাবে। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে সে তা বর্ণনা করবে। আর যে না জানে তার বলা উচিত, আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কারণ, অজানা বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন, একথা বলাই মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচালক। মূলত: এ বিষয়টি তখনই সংঘটিত হয়েছিল, যখন কুরায়শরা নবী ﷺ-এর অবাধ্যতা করেছিল। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন যেন ইউসূফ (আ)-এর সময়ের সাত বছরের মত দূর্ভিক্ষ তাদের উপর আপতিত হয়। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হলো যে, কেউ আসমানের দিকে তাকালে সে ক্ষুধার কষ্টের কারণে ধোঁয়ার মত দেখত, এমনকি তারা হাড্ডি খাওয়া শুরু করল। তখন এক ব্যক্তি এসে নবী ﷺ-কে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা হয়তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি বললেন, মুয়ায-এর জন্য ? তুমি তো বড় দুঃসাহসী। রাবী বলেন, এরপর নবী ﷺ তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল! করলেন, "আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য তুলে নিচ্ছি। তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায়ই ফিরে যাবে (পুনরায় অবাধ্যতা হবে।)" বর্ণনাকারী বলেন, তাদের দেয়া বৃষ্টি হলো। অতঃপর তাদের যখন প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা ফিরে এল তখন তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "আপনি অপেক্ষা কর সেদিনের, যে দিন ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আচ্ছাদিত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য তুলে নিবে তোমরা তো পুনরায় এটি (অবাধ্যতা) করবে। যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সে দিন আমি প্রতিশোধ নিবই (শাস্তি দিবই)।" (বর্ণনাকারী বলেন,) অর্থাৎ বদরের দিন।

٦٨١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَاللِّزَامُ وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ -

৬৮১১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... মাসরূক (র) সূত্রে, আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হয়ে গিয়েছে : ধোঁয়া, অনিবারনীয় শাস্তি, রোম (এর পরাজয়,) পাকড়াও এবং চাঁদ (দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন)।

٦٨١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬৮১২. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٨١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِىْ قَوْلِهِ

عَزَّ وَجَلَّ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ قَالَ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ اَوِالدُّخَانُ شُعْبَةُ الشَّاكُّ فِى الْبَطْشَةِ اَوِ الدُّخَانِ ۔

৬৮১৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র বাণী "গুরু শাস্তির পূর্বে তাদের আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব" এর উদ্দেশ্য হল পার্থিব বালা-মুসীবত, রোমের পরাজয়, পাকড়াও অথবা ধোঁয়া। পাকড়াও অথবা ধোঁয়া এ বিষয়ে শু'বা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

٩۔ بَابُ اِنْشِقَاقِ الْقَمْرِ

৯. পরিচ্ছেদ : চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিবরণ

٦٨١٤۔ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِقَّتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْهَدُوْا ۔

৬৮১৪. আম্র নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক (দেখো)।

٦٨١٥۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِى كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى اِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُوْنَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُوْا ۔

৬৮১৫. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, উমার ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস, ও মিন্জাব ইব্ন হারিছ তামিমী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনায় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় (হঠাৎ করে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এক খণ্ড পাহাড়ের এ পাশে পড়ল এবং অপর খণ্ড পড়ল পাহাড়ের ওপাশে। তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক।

٦٨١٦۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِلْقَتَيْنِ فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ۔

৬৮১৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আনবারী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এর এক খন্ড পাহাড় ঢেকে ফেলল এবং অপর এক খণ্ড পাহাড়ের উপরে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন।

٦٨١٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ -

وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِاسْنَادِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ عَدِيٍّ فَقَالَ اشْهَدُوْا اشْهَدُوْا -

৬৮১৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ... ইব্‌ন উমার (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... শু'বা (র) থেকে ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন আবূ আদী (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে যে, তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, তোমরা সাক্ষী থাক।

٦٨١٨- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ -

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ شَيْبَانَ -

৬৮১৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীর লোকেরা নবী ﷺ-এর নিকট তাদের একটি নিদর্শন (মু'জিযা) দেখানোর দাবী করল। তিনি তাদের (দু'বার) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন দেখালেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... আনাস (রা) থেকে শায়বানের হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٨١٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَاَبُو دَاوُدَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ دَاوُدَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৮১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হল। তবে আবূ দাউদ (র)-এর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় (চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে)।

٦٨٢٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا اسْحٰقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِى اَبِىْ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلٰى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৮২০. মূসা ইব্ন কুরায়শ তামিমী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

١٠- بَابُ لَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى اَذًى مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ

১০. পরিচ্ছেদ : কষ্টদায়ক কথার ব্যাপারে– মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই

٦٨٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اَحَدَ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّهُ يُشْرَكُ بِهٖ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ -

৬৮২১. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কষ্টদায়ক কোন কথা শ্রবণ করার পর (প্রতিশোধ গ্রহণে) আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর সঙ্গে শরীক করা হয় এবং তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা হয় এর পরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের জীবিকার প্রদান করেন।

٦٨٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهٖ اِلَّاقَوْلَهُ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ فَاِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ -

৬৮২২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আবূ .সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... আবূ মূসা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ' وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٧٣٣- وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيُّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحَدُ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُوْنَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيْهِمْ وَيُعْطِيْهِمْ -

৬৮২৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : ক ্দায়ক কোন কথা শ্রবণ করার পর আল্লাহ্র চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। কেননা তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ (শরীক) নির্ধারণ করে এবং তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, এতদ্সত্ত্বেও তিনি তাদের জীবনোপকরণ দান করেন, তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে (প্রয়োজনীয় সব কিছু) দান করেন।

١١- بَابُ طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلْأِ الْأَرْضِ ذَهَبًا

১১. পরিচ্ছেদ : কাফিরের কাছে পৃথিবী ভরা স্বর্ণ মুক্তিপণ দিতে চাওয়া

٦٨٢٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ اٰدَمَ أَنْ لَاتُشْرِكَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ -

৬৮২৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আনবারী (র) ... আনাস ইব্‌ন মলিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে যার শাস্তি সর্বাধিক লঘু হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু যদি তোমার হয়ে যায়, তবে কি তুমি এ সব কিছু মুক্তিপণ স্বরূপ দান করে নিজেকে আযাব থেকে রক্ষা করবে? সে বলবে, হাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বলবেন, তুমি আদমের পৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় আমি তো তোমার নিকট এর থেকেও সহজ জিনিস দাবী করেছিলাম। তা হল, তুমি শিরক করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন : তাহলে আমি তোমাকে জাহান্নামে দাখিল করবো না। কিন্তু তুমি (তা না মেনে) শির্‌কেই লিপ্ত হয়েছ।

٦٨٢٥- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِيْ ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ -

৬৮২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ' وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ ' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٦٨٢٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذٰلِكَ -

৬৮২৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন কাওয়ারিরী, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আনাস ইব্‌ন মলিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে, তুমি কি বল, যদি তুমি পৃথিবী ভর স্বর্ণের মালিক হও, তাহলে মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান করে তুমি কি নিজেকে আযাব থেকে রক্ষা করবে? সে বলবে, হাঁ। তখন তাকে বলা হবে, তোমার কাছে তো এর থেকে সহজ জিনিস চাওয়া হয়েছিল।

٦٨٢٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ) كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ كَذَبْتَ قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ -

৬৮২৭. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আমর ইব্‌ন যুরারা (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, তাকে বলা হবে, তুমি মিথ্যা বলেছ! তোমার নিকট তো এর থেকে সহজ বস্তু চাওয়া হয়েছিল।

١٢- بَابُ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ

১২. পরিচ্ছেদ : কাফিরদের অধোমুখী করে হাশর করা হবে

٦٨٢٨- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟

قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا -

৬৮২৮. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে অধোমুখী করে কিভাবে উঠানো হবে? তিনি বললেন : যিনি দুনিয়াতে তাকে দুই পায়ের উপর চালিয়েছেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন তাদেরকে মুখের উপর (ভর করে) চালাতে সক্ষম হবেন না? (এ হাদীস শুনে) কাতাদা (রা) বললেন, আমার প্রতিপালকের ইয্‌যতের কসম! নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম হবেন।

٦٨٢٩- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَارَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَوَاللَّهِ يَارَبِّ مَامَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ -

৬৮২৯. আমর নাকিদ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : জাহান্নামের তালিকাভুক্ত (উপযোগী)—দুনিয়ায় সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আনা হবে। তারপর তাকে (জাহান্নামের) আগুনে একটি ডুব দেখানোর বলা হবে, হে আদম সন্তান! দুনিয়াতে আরাম-আয়েশ

কখনো তুমি দেখেছো কি, কখনো তুমি স্বচ্ছন্দ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছো কি? সে বলবে, আল্লাহ্র কসম! হে আমার প্রতিপালক! না, কখনো দেখিনি। তারপর জান্নাতের তালিকাভুক্ত (উপযোগী) দুনিয়ায় সর্বাধিক দুরাবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আনা হবে। তারপর তাকে জান্নাতে একবার অবগাহন করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! কখনো তুমি কষ্ট দেখেছো কি, কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছো কি? সে বলবে, আল্লাহ্র কসম, হে আমার প্রতিপালক! কখনো আমি কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করিনি এবং দুঃখ কখনো দেখিনি।

١٣- بَابُ جَزَاءِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَتَعْجِيلِ حَسَنَاتِ الْكَافِرِ فِي الدُّنْيَا

১৩. পরিচ্ছেদ : নেকীর প্রতিদান মু'মিনকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে প্রদান করা হয় এবং কাফিরের ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই আগে ভাগে দিয়ে দেয়া হয়

٦٨٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزٰى بِهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَاعَمِلَ بِهَا لِلّٰهِ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا اَفْضٰى اِلَى الْاٰخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزٰى بِهَا -

৬৮৩০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : একটি নেকীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা কোন মু'মিন বান্দার প্রতি যুলুম করবেন না। বরং এর বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করা হবে এবং আখিরাতেও প্রদান করা হবে। আর কাফির ব্যক্তি পার্থিব জগতে 'আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে' যে ভাল কাজ করে এর বিনিময়ে তিনি তাকে জীবনোপকরণ প্রদান করেন। অবশেষে যখন সে আখিরাতে যাবে তখন প্রতিদান দেয়ার মত তার নিকট কোন নেকীই থাকবে না।

٦٨٣١- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْكَافِرَ اِذَا عَمِلَ حَسَنَةً اُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِى الْاٰخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِى الدُّنْيَا عَلٰى طَاعَتِهِ -

৬৮৩১. আসিম ইব্ন নাযর তামিমী (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কাফির যখন পৃথিবীতে কোন ভাল কাজ করে তবে এর বিনিময়ে পৃথিবীতেই তাকে জীবিকা প্রদান করা হয়ে থাকে। আর মু'মিনদের নেকী আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতের সঞ্চয় হিসাবে রেখে দেন এবং আনুগত্যের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতেও রিযিক প্রদান করে থাকেন।

٦٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّزِّىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمَا -

৬৮৩২. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ রুয্যী (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত দু'জনের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤- بَابُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَشَجَرِ الْاَرْزِ

১৪. পরিচ্ছেদ : মু'মিনের উপমা শস্যক্ষেত্রের ন্যায় এবং মুনাফিক ও কাফিরের উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়

٦٨٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَتَزَالُ الرِّيْحُ تُمِيْلُهُ وَلاَيَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ الْبَلاَءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْاَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتّٰى تَسْتَحْصِدَ -

৬৮৩৩. আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মু'মিনের উপমা শস্য জাতীয় গাছ-এর ন্যায়। বাতাস সর্বদা তাকে আন্দোলিত করে। অনুরূপভাবে মু'মিনের উপরও সর্বদা বিপদ-আপদ আসতে থাকে। আর মুনাফিকের উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়। মূল না কাটা পর্যন্ত তা প্রকম্পিত হয় না।

٦٨٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَكَانَ قَوْلِهِ تُمِيْلُهُ تُفَيِّئُهُ -

৬৮৩৪ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আবদুর রায্যাকের হাদীসের মধ্যে ' تُمِيْلُهُ ' এর স্থলে 'تُفَيِّئُهُ' (অর্থ অভিন্ন) রয়েছে।

٦٨٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيْحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا اُخْرٰى حَتّٰى تَهِيْجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْاَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلٰى اَصْلِهَا لاَيُفَيِّئُهَا شَئٌ حَتّٰى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً -

৬৮৩৫. আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মু'মিনের উপমা নরম চারাগাছের ন্যায়। বাতাস তাকে আন্দোলিত করে কখনো তাকে নুইয়ে ফেলে আবার কখনো একেবারে সোজা করে। এমনিভাবে অবশেষে উহা শুকিয়ে যায়। আর কাফিরের উপমা হচ্ছে নিজ কাণ্ডে দণ্ডায়মান দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়। কোন কিছুই তাকে নত করতে পারে না। যতক্ষণ না একেবারেই মুলোৎপাটিত হয়ে যায়।

٦٨٣٦ـ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيْئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا حَتّٰى يَأْتِيَهُ اَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْاَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِىْ لاَيُصِيْبُهَا شَىْءٌ حَتّٰى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً *

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَ اَنَّ مَحْمُوْدًا قَالَ فِىْ رِوَايَتِهٖ عَنْ بِشْرٍ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْاَرْزَةِ وَاَمَّا ابْنُ حَاتِمٍ فَقَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَا قَالَ زُهَيْرُ ـ

৬৮৩৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মু'মিন ব্যক্তির উপমা নরম চারা গাছের ন্যায়। বাতাস তাকে আন্দোলিত করে; বাতাস কখনো তাকে শুয়ে দেয়, আবার কখনো একেবারে সোজা দাঁড় করিয়ে দেয়। এমনি করে তার মৃত্যুকাল এসে উপস্থিত হয়। আর মুনাফিকের উপমা দণ্ডায়মান দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়, কোন কিছুই তাকে নত করতে পারে না। অবশেষে তাকে একেবারেই মূলোচ্ছেদ করা হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) ... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে মাহমূদ (র)-এর রিওয়ায়াতে বিশরের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, 'কাফিরের' উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় এবং ইব্ন হাতিম (রা) যুহায়র (রা)-এর মত ' مَثَلُ الكَافِرِ ' এর পরিবর্তে ' مَثَلُ الْمُنَافِقِ ' অর্থাৎ মুনাফিকের উপমার কথাটি উল্লেখ করেছেন।

٦٨٣٧ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ وَقَالاَ جَمِيْعًا فِىْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ يَحْيٰى وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْاَرْزَةِ ـ

৬৮৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম (র) ... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) -এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তারা ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাফিরের' উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়।

١٥ـ بَابُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ النَّخْلَةِ

১৫. পরিচ্ছেদ : মু'মিনের উপমা খেজুর বৃক্ষের ন্যায়

٦٨٣٨ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَيَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوْنِى مَاهِىَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِىْ شَجَرِ الْبَوَادِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدَّثْنَا مَاهِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ هِىَ النَّخْلَةُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُمَرَ قَالَ لاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَ هِىَ النَّخْلَةُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ـ

৬৮৩৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর সা'দী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা মু'মিনের দৃষ্টান্ত (তুলনায়)। তোমরা আমাকে বল তো, সেটা কোন্ গাছ? অতঃপর লোকজনের খেয়াল জঙ্গলের গাছপালার প্রতি গেল। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমার মনে হতে লাগল যে, তা হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম। আর তারা সাহাবায়ে কিয়াম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আপনিই আমাদের তা বলে দিন। তিনি বললেন : তা হল খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম। তিনি বললেন, তুমি যদি তখন তা বলে দিতে যে, তা খেজুর গাছ, তবে অমুক অমুক জিনিস লাভ করার চাইতেও আমার কাছে অধিক প্রিয় হত।

٦٨٣٩ـ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ الضُّبَعِىِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا لاَصْحَابِهِ اَخْبِرُوْنِى عَنْ شَجَرَةٍ مِثْلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَذْكُرُوْنَ شَجَرًا مِنْ شَجَرِ الْبَوَادِىْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاُلْقِىَ فِىْ نَفْسِىْ اَوْرَوْعِىَ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَجَعَلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَقُوْلَهَا فَاِذَا اَسْنَانُ الْقَوْمِ فَاَهَابُ اَنْ اَتَكَلَّمَ فَلَمَّا سَكَتُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ النَّخْلَةُ ـ

৬৮৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আনবারী (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাহাবীগণকে বললেন, এমন একটি গাছ আছে, যার দৃষ্টান্ত মু'মিনের ন্যায়, এ গাছটি কি গাছ, তোমরা আমাকে অবহিত কর? তখন লোকেরা জংগলের গাছসমূহের থেকে কোন কোন গাছের কথা আলোচনা করল। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার মনে হতে লাগল, তা হল খেজুর গাছ। তখন আমি বলার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তথায় যেহেতু সমাজের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণও ছিলেন, তাই আমি কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলাম। লোকজন চুপ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হল খেজুর গাছ।

٦٨٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ حَدِيْثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاُتِىَ بِجُمَّارٍ فَذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمَا -

৬৮৪০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার পথে ইব্‌ন উমার (রা)-এঁর সঙ্গে ছিলাম। (এ সময়) একটি হাদীস ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করতে তাকে আমি শুনিনি। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তার নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হল। .... অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত দু'জনের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় (এ হাদীসটি) বর্ণনা করলেন।

٦٨٤١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ -

৬৮৪১. ইব্‌ন নুমায়র (র) ... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হল। .....অতঃপর তিনি পূর্বোক্তদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٨٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرُوْنِىْ بِشَجَرَةٍ شِبْهَ اَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لاَيَتَحَاتُّ وَرَقُهَا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَعَلَّ مُسْلِمًا قَالَ وَتُؤْتَى (اُكُلُهَا) وَكَذَا وَجَدْتُ عِنْدَ غَيْرِىْ اَيْضًا وَلاَ تُؤْتَى اُكُلُهَا كُلَّ حِيْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِى نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لاَيَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ اَوْ اَقُوْلَ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ لاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا -

৬৮৪২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন : এমন একটি গাছ আছে যা মুসলমান ব্যক্তির সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বললেন অনুরূপ, যার পাতা কখনো ঝরে পড়েনা, গাছটি কি গাছ তোমরা কি আমাকে বলতে পার? ইবরাহীম ইব্‌ন সুফিয়ান (র) বলেন, সম্ভবতঃ ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন, ' وَتُؤْتَى اُكُلُهَا كُلَّ حِيْنٍ ' যা প্রত্যেক মওসূমে ফল দান করে। তবে (আমি ব্যতীত) অন্যান্যদের বর্ণনায়ও আমি পেয়েছি ' وَلاَ تُؤْتَى اُكُلُهَا كُلَّ حِيْنٍ '। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমার মনে হতে লাগল, তা হল খেজুর গাছ। কিন্তু তখন আমি দেখলাম যে, আবূ বাকর ও উমর (রা) কিছুই বলছেন না। তাই কোন কথা বা কিছু বলা আমি পসন্দ করলাম না। পরে উমর (রা) (এ কথা শুনে) বললেন, যদি তুমি বলে দিতে তবে তা অমুক অমুক জিনিস লাভ করা হতেও আমার কাছে অধিক প্রিয় হত।

١٦- بَابُ تَحْرِيْشِ الشَّيْطَانِ وَبَعْثِهِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاسِ وَاَنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَرِيْنًا

১৬. পরিচ্ছেদ : শয়তানের উসকানী দেয়া এবং মানুষের মাঝে ফিত্না সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শয়তানের সেনাদল প্রেরণ করা এবং প্রতিটি মানুষের সাথে (শয়তানের নিয়োজিত) একজন সঙ্গী রয়েছে

٦٨٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِى جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ -

৬৮৪৩. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি, আরব ভূখণ্ডে মুসল্লীগণ শয়তানের উপাসনা করবে, এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়েছে। তবে তাদের এক জনকে অন্যের বিরুদ্ধে উস্‌কিয়ে দেয়ার ব্যাপারে (নিরাশ হয়নি)।

٦٨٤٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৬৮৪৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) আবূ কুরায়ব (রা) ... আমা'শ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٨٤٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ عَرْشَ اِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً -

৬৮৪৫. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : নিশ্চয়ই ইবলীসের আরশ সমুদ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে লোকদেরকেব ফিত্নায় লিপ্ত করার জন্য তার বাহিনী প্রেরণ করে। শয়তানের নিকট সর্বাধিক বড় সে-ই, যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক ফিত্না সৃষ্টিকারী।

٦٨٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِاَبِى كُرَيْبٍ) قَالَا اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِىْءُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَ فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِىْءُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَاتَرَكْتُهُ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ اَنْتَ قَالَ الْاَعْمَشُ اُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ -

৬৮৪৬. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইবলীস পানির উপর তার আরশ স্থাপন করে তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সে-ই যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। অতঃপর একজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত আমি তাকে ছেড়ে দেই নি। অতঃপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে হ্যাঁ, (সাবাস!) তুমি কতই ভাল (তুমি একটি কাজের কাজ করেছ)। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন : অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়।

٦٨٤٧ـ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَبْعَثُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ـ

৬৮৪৭. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : শয়তান তার সৈন্য বাহিনীকে প্রেরণ করতঃ লোকদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করে। তাদের মধ্যে সে-ই তার নিকট সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী যে তাদের মধ্যে অধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী।

٦٨٤٨ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ قَالُوْا وَاِيَّاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِيَّاىَ اِلاَّ اَنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمُ فَلاَيَاْمُرُنِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ ـ

৬৮৪৮. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই জিন্নের পক্ষ থেকে নিয়োজিত তার সংগী (একটি শয়তান নির্ধারিত) আছে। সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথেও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। কিন্তু তার মুকাবিলায় আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন। এখন আমি (তার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে) নিরাপদ থাকি অথবা সে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। এখন সে আমাকে ভাল কাজ ব্যতিরেকে কখনো অন্য কিছুর নির্দেশ দেয় না।

٦٨٤٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (يَعْنِيَانِ ابْنَ مَهْدِىٍّ) عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادِ جَرِيْرٍ مِثْلَ حَدِيْثِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ـ

৬৮৪৯. ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ও আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র) ... মানসূর (র) থেকে জারীর (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে যে, প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি জিন্ন (শয়তান) সঙ্গী এবং একজন ফেরেশতা সঙ্গী নিয়োজিত রয়েছে।

٦٨٥٠- حَدَّثَنِي هٰرُوْنَ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ اِبْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَااَصْنَعُ فَقَالَ مَالَكِ يَاعَائِشَةُ أغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَالِيْ لَايَغَارُ مِثْلِيْ عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أوْمَعِيَ شَيْطَانٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَ كُلِّ اِنْسَانٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَلٰكِنْ رَبِّيْ اَعَانَنِيْ عَلَيْهِ حَتّٰى اَسْلَمُ -

৬৮৫০. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকট থেকে বের হলেন। তিনি বলেন, এতে আমার মনে কিছুটা ঈর্ষা জাগল। অতঃপর তিনি এসে আমার অবস্থা দেখে বললেন, হে আয়েশা! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়েছ? আমি বললাম, আমার মত কেউ (স্ত্রী) আপনার মত কারো (স্বামীর) প্রতি কেন ঈর্ষা করবেনা। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার শয়তান কি তোমার নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে? তখন তিনি (আয়েশা রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথেও কি শয়তান রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অতঃপর আমি বললাম, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি (শয়তান রয়েছে)? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথেও কি রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেছেন। এখন (তার ব্যাপারে) আমি (সম্পূর্ণ) নিরাপদ (অথবা— সে তো মুসলমান হয়ে গিয়েছে)।

١٧- بَابُ لَنْ يَدْخُلَ اَحَدُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

১৭. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিই তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে না, বরং জান্নাতে যাবে আল্লাহ্‌র রহমতের মাধ্যমে

٦٨٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَنْ يُنْجِيَ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالَ رَجُلٌ وَلاَ اِيَّاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ اِيَّايَ اِلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَلٰكِنْ سَدِّدُوْا *

وَحَدَّثَنِيْهِ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّدَفِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الاَشَجِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلٰكِنْ سَدِّدُوْا -

৬৮৫১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তির আমলই তাকে নাজাত দিতে পারবে না। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করে নেন। তোমরা অবশ্য (আমলে) মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।

ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা আস-সাদাফী (র) ... বুকায়র ইব্ন আশাজ্জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে ' بِرَحْمَةٍ مِنْهُ ' এর সাথে ' وفضل ' (ও অনুগ্রহে) শব্দটিও বলেছেন। কিন্তু এতে ' وَلٰكِنْ سَدِّدُوا ' কথাটির উল্লেখ করেন নি।

٦٨٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَامِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيلَ وَلاَ أَنْتَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ -

৬৮৫২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার আমল তাকে জান্নাতে দাখিল করতে পারে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও কি নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও নই। তবে আমার পালনকর্তা যদি তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা আমাকে ঢেকে নেন।

٦٨٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللّٰهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ * وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَشَارَ عَلَى رَأْسِهِ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ -

৬৮৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার আমল তাকে নাজাত দিতে পারে। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও কি নন? উত্তরে তিনি বললেন : আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর ক্ষমা ও রহমত দ্বারা ঢেকে নেন। বর্ণনাকারী ইব্ন আউন (র) তার হাত দ্বারা (ঢেকে দেয়া বুঝাবার জন্য) নিজ মাথার দিকে ইশারা করে বললেন, আমিও না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে নেন।

٦٨٥٤- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَأَنْتَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَدَارَكَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ -

৬৮৫৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার আমল তাকে নাজাত দিতে পারে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও কি নন? তিনি বলেন. আমিও নই। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা রক্ষা করেন।

৬৯০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বসাছিলাম। হঠাৎ একটি 'ধপাস' আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : এ কিসের আওয়াজ, তোমরা কি জান? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এ একটি পাথর যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অতঃপর তা কেবল গড়াতে থাকে। যেতে যেতে এখন তা তার অতল তলে গিয়ে পৌছেছে।

٦٩٠٥- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ هٰذَا وَقَعَ فِي أَسْفَلِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا -

৬৯০৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে যে, এ সে (পাথরটি) এখন জাহান্নামের অতল তলে গিয়ে পৌছেছে, তাই তোমরা তার (ধপাস করে) আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

٦٩٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ -

৬৯০৬. আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তাদের (জাহান্নামীদের) কাউকে তো আগুন তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে; আবার কাউকে তার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে এবং কাউকে তার গর্দান পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে।

٦٩٠٧- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ) عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ -

৬৯০৭. আমর ইব্ন যুরারা (র) ... সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আগুন তাদের (জাহান্নামীদের) কাউকে তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, কাউকে তার দুই হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, কাউকে তার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, আবার কাউকে তার হাঁসুলী (কণ্ঠা) পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে।

٦٩٠٨- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَجَعَلَ مَكَانَ حُجْزَتِهِ حِقْوَيْهِ -

৬৯০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... সাঈদ (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে ' حجزته ' এর পরিবর্তে ' حقويه ' (তার কোমরের দুই পাশ) শব্দটি বর্ণিত আছে।

٦٨٦٠- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَيُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلاَيُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ -

৬৮৬০. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তার আমল জান্নাতে দাখিল করতে পারবে না এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় দিতে (রক্ষা করতে) পারবে না। আমিও নই, তবে যদি আল্লাহ্র রহমত দ্বারা।

٦٨٦١- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَأَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ -

৬৮৬১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, এর নিকটবর্তী পন্থা ধারণ কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর, কারো আমলই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন : আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা ঢেকে নেন। তোমরা জেনে রাখ, নিয়মিত আমলই আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

٦٨٦٢- وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَأَبْشِرُوا -

৬৮৬২. হাসান হুলওয়ানী (র) ... মূসা ইব্ন উকবা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তারা ' وَأَبْشِرُوا ' উল্লেখ করেননি।

١٨- بَابُ إِكْثَارِ الأَعْمَالِ وَالاِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ

১৮. পরিচ্ছেদ : অধিক পরিমাণ আমল ও ইবাদতে সাধনা করা

٦٨٦٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ أَتُكَلَّفُ هٰذَا وَقَدْ غَفَرَاللَّهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا -

৬৮৬৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এমনভাবে নফল সালাত আদায় করেছেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে গেছে। (এ দেখে) তাঁকে বলা হল, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? অথচ আপনার পূর্বাপর সমুদয় বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন : আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

٦٨٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ قَالُوْا قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

৬৮৬৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতে এমনভাবে কিয়াম (নফল সালাত আদায়) করতেন যে, এতে তাঁর পদযুগল ফুলে যেতো। (এ দেখে) তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, আল্লাহ্ তো আপনার পূর্বাপর সমুদয় বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

٦٨٦٥- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى قَامَ حَتّٰى تَفَطَّرَ رِجْلاَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

৬৮৬৫. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন এমনভাবে কিয়াম করতেন যে, এতে তাঁর উভয় পদযুগল ফেটে যেতো। (এ দেখে) আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এরূপ করছেন কেন? অথচ আপনার পূর্বাপর সমুদয় বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, হে আয়েশা, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

١٩- بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِىْ الْمَوْعِظَةِ

১৯. পরিচ্ছেদ : ওয়ায-নসীহতের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা

٦٨٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللّٰهِ نَنْتَظِرُهُ فَمَرَّبِنَا يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخْعِىُّ فَقُلْنَا اَعْلِمْهُ بِمَكَانِنَا فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ اِنِّى اُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ فَمَا يَمْنَعُنِى اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ اِلاَّ كَرَاهِيَةُ اَنْ اُمِلَّكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الاَيَّامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا ـ

৬৮৬৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) ইব্ন নুমায়র (র) ... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা)-এর অপেক্ষায় আমরা তাঁর (বাড়ির) দরজায় উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া নাখঈ (র) আমাদের নিকট দিয়ে যেতে লাগলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি তাকে আমাদের অবস্থানের খবরটি দিন। তিনি ভেতরে তাঁর নিকট গেলেন। অমনি বিলম্ব না করে আবদুল্লাহ্ (রা) আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের অবস্থানের সংবাদ আমাকে পৌছানো হয়েছে। তবে তোমাদের নিকট আসতে এ বিষয়টিই আমাকে বিরত রাখে যে, আমি যেন তোমাদেরকে উত্যক্ত না করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে (নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ের ব্যবধানে) ওয়ায-নসীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই।

٦٨٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الاَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ مِنْجَابُ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ الْاَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُوْ بْنُ مُرَّةَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ـ

৬৮৬৭. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (অন্য সনদে) মিনজাব ইবনুল হারিছ আত্-তামিমী (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আলী ইব্ন খাশরাম (র) (অন্য সনদে) ইব্ন আবূ উমর (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٨٦٨- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمِ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّا نُحِبُّ حَدِيْثَكَ وَنَشْتَهِيْهِ لَوَدِدْنَا اَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا يَمْنَعُنِيْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ اِلاَّ كَرَاهِيَةَ اَنْ اُمِلَّكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَنَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الاَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا ـ

৬৮৬৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (অন্য সনদে) ইব্ন আবূ উমর (র) ... ওয়াইলের পিতা শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন আমাদেরকে নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমরা আপনার থেকে হাদীস শুনতে পসন্দ করি এবং আগ্রহ পোষণ করি। আমার বাসনা যে, আপনি আমাদের নিকট প্রত্যহ হাদীস বর্ণনা করেন। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, এ কাজ থেকে আমাকে যা বিরত রাখে তা হল, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করা পসন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে (নির্দিষ্ট দিনে এবং সময় ও দিনের ব্যবধান করে) ওয়ায-নসীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই।

كِتَابُ صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا

অধ্যায় : জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ ও জান্নাতবাসিগণের বিবরণ

١- بَابُ الْجَنَّةُ وَصِفَةُ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا

১. পরিচ্ছেদ : জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ ও জান্নাতবাসিগণের বিবরণ

٦٨٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ -

৬৮৬৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে অপসন্দনীয় (কষ্টকর) বস্তু দ্বারা এবং জাহান্নামকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে কামনা-বাসনা বস্তু দ্বারা।

٦٨٧٠- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِيْ وَرْقَاءُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৮৭০. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).. আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٨٧١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ سَعِيْدٌ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنَ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ مِصْدَاقُ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

৬৮৭১. সাঈদ ইব্ন আমর আশআছী ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি। আল-কুরআনে এর সত্যায়ন রয়েছে-"কেউ জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।" (সূরা সাজ্‌দা : ১৭)

٦٨٧٢- حَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنُ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَاخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَااَطْلَعَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ

৬৮৭২. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন হৃদয়-মন যা কখনো কল্পনাও করেনি। এসব নিয়ামত আমি সঞ্চিত রেখে দিয়েছি। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা জানিয়েছেন তা রাখ (তা-তো আছেই)।

٦٨٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَاعَيْنَ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَااَطْلَعَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَاَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَااُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ـ

৬৮৭৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (অন্য সনদে) ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং যা কোন মন কখনো কল্পনাও করেনি। এগুলো আমি তোমদের জন্য জমা করে রেখে দিয়েছি। এসব ছাড়া আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছু দেখিয়েছেন তা তা আছেই। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, "কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।" (সূরা সাজদা : ১৭)

٦٨٧٤- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ صَخْرٍ اَنَّ اَبَا حَازِمٍ حَدَّثَنَا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ يَقُوْلُ شَهِدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيْهِ الْجَنَّةَ حَتّٰى انْتَهٰى ثُمَّ قَالَ ﷺ فِىْ اٰخِرِ حَدِيْثِهِ فِيْهَا مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

৬৮৭৪. হারূন ইব্‌ন মারূফ ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) ... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ আস্-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বর্ণনাতীতভাবে জান্নাতের বর্ণনা দিতে দিতে শেষ পর্যায়ে বললেন, এতে এমন সব নিয়ামত রয়েছে যা কোন চোখ কখনো

দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মন কখনো কল্পনাও করেনি। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন– 'তারা শয্যা ত্যাগ করতঃ তাদের প্রতিপালককে ডাকে, আশায় ও আশংকায় এবং তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।"

٢۔ بَابُ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَيَقْطَعُهَا

২. পরিচ্ছেদ : জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন আরোহী একশত বছর পর্যন্ত সফর করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না

٦٨٧٥۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ۔

৬৮৭৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত সফর করতে পারবে।

٦٨٧٦۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِىَّ) عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَزَادَ لاَيَقْطَعُهَا۔

৬৮৭৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অধিক রয়েছে যে, এতেও সে তা অতিক্রম করতে পারবে না।

٦٨٧٧۔ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِىُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَيَقْطَعُهَا * قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِىَّ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّكِبُ الْجَوَادُ الْمُضَمَّرُ السَّرِيْعُ مِائَةَ عَامٍ مَايَقْطَعُهَا۔

৬৮৭৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) সূত্রে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ' বছর সফর করেও তা শেষ করতে পারবে না।

বর্ণনাকারী আবূ হাযিম (র) বলেন, নু'মান ইব্‌ন আবূ আয়্যাশ যুরাকীর নিকট আমি এ হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, আমাকে আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী ﷺ থেকে বলেছেন : জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যা (উন্নতজাতের প্রশিক্ষিত) দ্রুতগামী অশ্বের আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত সফর করেও অতিক্রম করতে পারবে না।

٣- بَابُ اِحْلاَلِ الرِّضْوَانِ عَلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلاَيَسْخَطُ عَلَيْهِمْ اَبَدًا

৩. পরিচ্ছেদ : জান্নাতবাসিগণের উপর (চিরস্থায়ী) সন্তুষ্টি অবতারণ করা এবং আর কখনো অসন্তুষ্ট না হওয়া

٦٨٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَالَنَا لاَ نَرْضٰى يَارَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِن خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلاَ اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُم بَعْدَهُ اَبَدًا -

৬৮৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহম (অন্য সনদে) হারূন ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আয়লী (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতী লোকদেরকে লক্ষ্য করে মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতিগণ! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত আছি। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমরা সন্তুষ্ট হবো না? অথচ আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর থেকে উত্তম জিনিস দান করব না? তারা বলবে, হে রব! এর চাইতে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন : আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবতরণ (স্থাপন) করব। এরপর তোমাদের উপর আমি আর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।

٤- بَابُ تَرَاىءُ اَهْلُ الْجَنَّةِ اَهْلَ الْغُرَفَ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ فِى السَّمَاءِ

৪. পরিচ্ছেদ : জান্নাতিগণ আকাশের তারকারাজি দেখার ন্যায়ই বালাখানাসমূহের বাসিন্দাদের দেখতে পাবে

٦٨٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ) عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةَ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فِىْ الْجَنَّةِ كَمَاتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِىْ السَّمَاءِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ النُّعْمَانَ بْنَ اَبِىْ عَيَّاشٍ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ فِى الْاُفُقِ الشَّرْقِىِّ اَوِ الْغَرْبِىِّ -

৬৮৭৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতী লোকেরা জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানাসমূহ দেখতে পাবে, তোমরা যেমন আকাশের তারকারাজি দেখে থাক।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি নু'মান ইব্ন আবূ আয়্যাশ (র)-এর নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, আমি আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, যেমনিভাবে তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তের উজ্জ্বল তারকা দেখে থাক।

٦٨٨٠- حَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَبِي حَازِمٍ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا نَحْوَ حَدِيْثِ يَعْقُوْبَ -

৬৮৮০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবূ হাযিম (র) থেকে উল্লেখিত দুই সনদে ইয়াকূবের হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٨٨١- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنَ الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ -

৬৮৮১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ (অন্য সনদে) হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের বাসিন্দাগণ তাদের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সুউচ্চ বালাখানাসমূহ দেখতে পাবে, যেমন অস্তগামী (দূরবর্তী) উজ্জ্বল তারকা তোমরা আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তে দেখতে পাও। কেননা তাদের পরস্পরে মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। (এ কথা শুনে) তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ স্তরসমূহ তো নবীদের জন্য নির্দিষ্ট, তাদের ব্যতীত অন্যেরা তো এ স্তরে কখনো পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন : হ্যাঁ, (নিশ্চয়ই পারবে)। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম (করে বলছি)! যে সমস্ত লোক আল্লাহ্তে ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি সত্য স্বীকার করেছে, (তারা সকলেই এ মর্যাদা সম্পন্ন স্তরসমূহে অবস্থান করতে সক্ষম হবে)।

٥- بَابُ فِيْمَنْ يَوَدُّ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاَهْلِهِ وَمَالِهِ

৫. পরিচ্ছেদ : যারা নবী (সা)-কে তাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে দেখতে ভালবাসবে

٦٨٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِيْ اِبْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِيْ لِيْ حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَاٰنِيْ بِاَهْلِهِ وَمَالِهِ -

৬৮৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে আমাকে অধিক মহব্বতকারী ঐ সমস্ত লোকদের মধ্য তারাও হবে, যারা আবির্ভূত হবে আমার তিরোধানের পর, তারা কামনা করবে, হায় যদি তাদের পরিবার-পরিজন এবং ধনৈশ্চর্যের বিনিময়েও আমাকে দেখতে পেত।

٦٨٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَسُوْقًا يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيْحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُوْنَ اِلَى اَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُوْلُ لَهُمْ اَهْلُوْهُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُوْلُوْنَ وَاَنْتُمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً -

৬৮৮৩. আবূ উসমান সাঈদ ইব্‌ন আবদুল জাব্বার আল-বাসরী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। প্রত্যেক জুম'আয় (সপ্তাহে) জান্নাতী লোকেরা এতে সমবেত হবে। অতঃপর উত্তরের বায়ু প্রবাহিত হয়ে সেখানকার ধূলা-বালি তাদের মুখমণ্ডল ও কাপড় চোপড়ে গিয়ে লাগবে। এতে তাদের রূপ ও সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর তারা তাদের পরিবারের নিকট ফিরে আসবে। এসে দেখবে, তাদের (গায়ের) রূপ ও সৌন্দর্যও বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর তাদের পরিবারের লোকেরা বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের নিকট হতে যাবার পর তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারাও তাদের বলবে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের যাবার পর তোমাদের রূপ সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

٦- بَابُ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَصِفَاتُهُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ

৬. পরিচ্ছেদ : সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত তাদের চেহারা দীপ্তিমান হবে এবং তাঁদের গুণাবলী ও তাদের স্ত্রীদের বিবরণ

٦٨٨٤- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوْبَ) قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ اِمَّا تَفَاخَرُوْا وَاِمَّا تَذَاكَرُوا الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ اَكْثَرُ اَمِ النِّسَاءُ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوَلَمْ يَقُلْ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِي تَلِيْهَا عَلَى اَضْوَءِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِيْ السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ اَعْزَبُ -

৬৮৮৪. আমর নাকিদ ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম আদদাওরাকী (র) ... মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা হয়ত গর্ব প্রকাশ করে বলল, অথবা আলোচনা করতঃ বলল, জান্নাতে পুরুষ বেশি হবে, না নারী? (এ কথা শুনে) আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আবুল কাসিম ﷺ কি বলেন নি, প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান। তাদের পর যারা, জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে দু' দু'জন স্ত্রী। গোশতের ওপাশ হতে তাদের পায়ের গোছার (অস্থির) মগজ দেখা যাবে। আর জান্নাতের মধ্যে কেউ অবিবাহিত থাকবে না।

٦٨٨٥ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ اَيُّهُمْ فِى الْجَنَّةِ اَكْثَرُ فَسَأَلُوْا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ

৬৮৮৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষ ও নারীদের মধ্যে কারা অধিক জান্নাতী হবে, এ বিষয়ে পুরুষ ও নারীগণ বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হল। অতঃপর তারা এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন। ..... ইব্‌ন উলায়্যা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٦٨٨٦ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً لاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَيَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَتْفُلُوْنَ اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الاَلُوَّةُ وَاَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ اَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ ـ

৬৮৮৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (অন্য সনদে) কুতায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রথমে যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান হবে। তাদের পর যারা (জান্নাতে প্রবেশ করবে) তাদের চেহারা আকাশের অতিশয় উজ্জ্বল তারকার ন্যায় হবে। তারা পেশাব-পায়খানা করবে না, থু-থু ফেলবে না এবং নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের। তাদের শরীরের ঘাম হবে মিশকের ঘ্রাণ আসবে এবং তাদের 'ধুপদানী' হবে আগর কাষ্ঠের তৈরী। তাদের স্ত্রীরা হবে আয়তলোচনা হুর (চোখ ধাধানো সুন্দরী)। তাদের চরিত্র হবে একই ব্যক্তির চরিত্রের ন্যায়। আদি পিতা আদাম (আ)-এর আকৃতি হবে তাদের আকৃতি। ষাট হাত লম্বা হবে তাদের দেহ।

٦٨٨٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى اَشَدِّ نَجْمٍ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنَازِلُ لاَيَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَيَبْزُقُوْنَ اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَمَجَامِرُهُمُ الاَلُوَّةُ

وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ اَخْلاَقُهُمْ عَلٰى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلٰى طُوْلِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا قَالَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَلٰى خُلُقِ رَجُلٍ وَقَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ ـ

৬৮৮৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রথমে আমার উম্মাতের যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান। অতঃপর যারা (জান্নাতে যাবে) তাদের চেহারা হবে আকাশের অতিশয় উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। অতঃপর যারা জান্নাতে যাবে তাদের বহু স্তর হবে। তারা পেশাব-পায়খান করবে না, নাক ঝাড়বে না এবং থু-থু ফেলবে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের এবং তাদের 'ধুপদানী' (আংগারাধার) হবে আগর কাঠের তৈরী। তাদের (শরীরের) ঘাম হবে মিশক-এর ঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হবে। তাদের চরিত্র একই ব্যক্তির চরিত্রের ন্যায় হবে। তারা তাদের আদি পিতা আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা হবে। অতঃপর ইব্‌ন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব দু'জনই ' عَلٰى خُلُقِ رَجُلٍ ' বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) বলেছেন, তাদের আকৃতি তাদের পিতা আদম (আ) এর আকৃতি হবে।

٧ـ بَابُ فِىْ صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِهَا وَتَسْبِيْحِهِمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

৭. পরিচ্ছেদ : জান্নাত ও জান্নাতবাসীগণ পাঠের এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাদের তাসবীহ্

٦٨٨٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَيَبْصُقُوْنَ فِيْهَا وَلاَيَمْتَخِطُوْنَ وَلاَيَتَغَوَّطُوْنَ فِيْهَا اٰنِيَتُهُمْ وَاَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الاَلُوَّةِ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَتَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ـ

৬৮৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে (সে সব হাদীস) যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের শুনিয়েছেন। এভাবে তিনি কায়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। এর থেকে একটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে দলটি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান হবে। সেখানে তারা থু-থু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না এবং পায়খানাও করবে না। তাদের বরতন এবং চিরুনিসমূহ স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত হবে। তাদের ধুপদানিগুলো হবে আগর কাঠের। তাদের ঘাম হবে মিশ্‌ক-এর ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত। তাদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে এমন স্ত্রী থাকবে যে, সৌন্দর্যের কারণে গোশ্‌তের উপর থেকে তাদের পায়ের গোছার (অস্থির) মগজ দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকবে না এবং থাকবে না কোন হিংসা বিদ্বেষ। তাদের হৃদয় একই হৃদয়ের ন্যায় হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠ করবে।

٦٨٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِیْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَايَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسُ -

৬৮৮৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : জান্নাতী লোকেরা জান্নাতে পানাহার করবে। তবে থু-থু ফেলবে না, পেশাব-পায়খানা করবে না এবং নাকও ঝাড়বে না। (এ কথা শুনে) তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, তবে (ভক্ষিত) খাদ্য কী হবে? তিনি বললেন, ঢেকুর এবং মিশকের বিচ্ছুরণের ন্যায় ঘাম—(দ্বারা 'হজম' হয়ে যাবে।) তাসবীহ্-তাহলীল করা তাদের অন্তকরণে ইলহাম করা হবে যেমন ইলহাম করা হবে তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের বিষয়টি।

٦٨٩٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلٰى قَوْلِهِ كَرَشْحِ الْمِسْكِ -

৬৮৯০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে ' كَرَشْحِ الْمِسْكِ ' পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٨٩١- وَحَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْحُلْوَانِیُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِیْ عَاصِمٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِی اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَايَتَغَوَّطُوْنَ وَلَايَمْتَخِطُوْنَ وَلَايَبُوْلُوْنَ وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذٰكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالْحَمْدُ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسُ قَالَ وَفِیْ حَدِيْثِ حَجَّاجٍ طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ -

৬৮৯১. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শা'ইর (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতী লোকেরা সেখানে পানাহার করবে। তবে তারা পায়খানা করবে না এবং নাকও ঝাড়বে না পেশাবও করবে না। তাদের ঐ খাদ্য (নিঃশেষ হয়ে যাবে)। মিশকের সুঘ্রাণ বিচ্ছুরণের ন্যায় ঢেকুর (দ্বারা)। তাসবীহ্-তাহলীল তাদের অন্তকরণে ইলহাম করা হবে যেমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস তোমাদের মনে ইলহাম করা হয়েছে। তবে হাজ্জাজের হাদীসে রয়েছে, ' طَعَامُهُمْ ذَالِكَ ' - ذَاكَ স্থানে।

٦٨٩٢- وَحَدَّثَنِیْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْاُمَوِیُّ حَدَّثَنِیْ اَبِیْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِیْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَيُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّكْبِيْرَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ -

৬৮৯২. সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-উমুবী (র) ... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এতে বর্ণিত রয়েছে যে, ' يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّكْبِيْرَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسُ ' -।

٨- بَابُ فِيْ دَوَامِ نَعِيْمِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَنُوْدُوْا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

৮. পরিচ্ছেদ : জান্নাতীগণের নিয়ামত চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহ্র বাণী : এবং তাদের আহ্বান করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে

٦٨٩٣- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَيَبْأَسُ لاَتَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ -

৬৮৯৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে আরাম আয়েশে থাকবে ও চিন্তামুক্ত থাকবে। তার কাপড় কখনো পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনো নিঃশেষ হবে না।

٦٨٩٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لاِسْحٰقَ) قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحٰقَ اَنَّ الاَغَرَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُنَادِيْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلاَ تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَن تَحْيَوا فَلاَ تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَن تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْأَسُوْا اَبَدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

৬৮৯৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন আহবানকারী জান্নাতী লোকদেরকে আহবান করে বলবে, এখানে (সর্বদা) তোমরা সুস্থ থাকবে, আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা যুবক থাকবে, কখনো আর তোমরা বৃদ্ধ হবে না। তোমরা (সর্বদা) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো আর তোমরা কষ্ট-ক্লেশে পতিত হবে না। এ মর্মে মহামহিম আল্লাহ্র বাণী : এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

٦٨٩٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ قُدَامَةَ (وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ) عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ

لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَهٍ طُوْلُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيْهَا اَهْلُوْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلاَيَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ـ

৬৮৯৫. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতে মু'মিনদের জন্য ভেতরে ফাঁকা একক মুক্তার একটি তাঁবু হবে। এর উচ্চতা (পরিধি) হবে ষাট মাইল। মু'মিনের স্ত্রীগণও সেখানে থাকবে। মু'মিন ঘুরে ঘুরে তাদের সাথে মেলামেশা করবে। তবে তারা একে অন্যকে দেখতে পাবে না।

٦٨٩٦ـ وَحَدَّثَنِى اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً وَفِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلٌ مَايَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ـ

৬৮৯৬. আবূ গাস্‌সান আল মিসমাঈ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে মু'মিনদের জন্য ভেতরে ফাঁকা মুক্তার তাঁবু হবে। এর প্রস্থ (পরিধি) হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক প্রান্তেই পরিবার (স্ত্রী) থাকবে। তারা মু'মিনরা ঘুরে ঘুরে তাদের সাথে মেলামেশা করবে অন্যদের দেখতে পাবে না।

٦٨٩٧ـ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِى عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَبِى مُوْسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِى السَّمَاءِ سِتُّوْنَ مَيلاً فِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلٌ لِلْمُؤْمِنِ لاَيَرَاهُمُ الْاٰخَرُوْنَ ـ

৬৮৯৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মণি-মুক্তার তাঁবু হবে। আকাশের দিকে এর উচ্চতা হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক কোণে মু'মিনের স্ত্রীগণ থাকবে। তবে তারা অন্যদের দেখতে পাবে না।

١٠ـ بَابُ مَا فِىْ الدُّنْيَا مِنْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ

১০. পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতে (বিদ্যমান) জান্নাতের নহরসমূহ

٦٨٩٨ـ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَعَلِىُّ بنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِنْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ ـ

৬৮৯৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সায়হান, জায়হান, ফুরাত ও নীল এসব জান্নাতের নহর সমূহেরই অন্তর্ভুক্ত।

١١ـ بَابُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ

১১. পরিচ্ছেদ : জান্নাতে এমন অনেক দল জান্নাতে যাবে যাদের হৃদয় পাখির হৃদয়ের ন্যায়

٦٨٩٩ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ (يَعْنِى اُبْنَ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامُ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ ـ

৬৮৯৯. হাজ্জাজ ইব্‌নু শা'ইর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এমন বহুদল জান্নাতে যাবে, যাদের হৃদয় পাখির হৃদয়ের ন্যায়।

٦٩٠٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَابِهِ اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰدَمَ عَلَى صُوْرَتِهٖ طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى اُولٰئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَايُجِيْبُوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ قَالَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ اٰدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْاٰنَ ـ

৬৯০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে (সে সব হাদীস) যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের শুনিয়েছেন। (এভাবে) তিনি কয়েকটি হাদীসে উল্লেখ করেন। এর মধ্যে একটি হল এ-ই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তার দৈর্ঘ্য হল ষাট হাত। তাকে সৃষ্টি করার পর তিনি তাকে বললেন, যাও, ঐ দলটিকে সালাম কর। তারা হচ্ছে ফেরেশতাদের উপবিষ্ট একটি দল। সালামের জবাবে তারা কি বলে তা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কেননা তোমার এবং তোমার বংশধরদের অভিবাদন এ-ই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি গেলেন ও বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। তারা বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্'। তাঁরা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বাড়িয়ে বলেছেন। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে সে আদম (আ)-এর আকৃতিতে যাবে। তার দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত। নবী ﷺ বলেন : এরপর হতে সৃষ্টি (-র দেহের পরিমাণ দিন দিন) কমতে থাকে আজ.পর্যন্ত।

١٢- بَابُ فِى شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَعْرِهَا

১২. পরিচ্ছেদ : জাহান্নামের আগুনের প্রবল উত্তাপ এবং তার গভীরতা

٦٩٠١- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ـ

৬৯০১. উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন তাতে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তারা তা টেনে নিয়ে যাবে।

٦٩٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِىَّ) عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ هٰذِهِ الَّتِى يُوْقِدُ ابْنُ اٰدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْأً مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللّٰهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْأً كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا ـ

৬৯০২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের এ আগুন যা আদম সন্তানগণ প্রজ্বলিত করে তা জান্নামের আগুনের তাপমাত্রার সত্তর ভাগের একভাগ। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আল্লাহ্‌র কসম! এ আগুন যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন : (তবুও) সে আগুনকে এ আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুণ বেশি তাপমাত্রা সম্পন্ন করা হয়েছে। এর (উনসত্তরের) প্রতিটি গুণ তার তাপের (দুনিয়ার আগুনের) সমমানের।

٦٩٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِى الزِّنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ـ

৬৯০৩ . মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবুয্ যিনাদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে হাম্মাম (র) (‘ كُلُّهَا ’ এর স্থলে) كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ’ -বলেছেন।

٦٩٠٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَدْرُوْنَ مَا هٰذَا قَالَ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ هٰذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِىْ فِى النَّارِ اَلْاٰنَ حَتّٰى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا ـ

৬৯০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বসাছিলাম। হঠাৎ একটি 'ধপাস' আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : এ কিসের আওয়াজ, তোমরা কি জান? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এ একটি পাথর যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অতঃপর তা কেবল গড়াতে থাকে। যেতে যেতে এখন তা তার অতল তলে গিয়ে পৌঁছেছে।

٦٩٠٥- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ هٰذَا وَقَعَ فِى اَسْفَلِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا -

৬৯০৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে যে, এ সে (পাথরটি) এখন জাহান্নামের অতল তলে গিয়ে পৌঁছেছে, তাই তোমরা তার (ধপাস করে) আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

٦٩٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ اِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ اِلَى عُنُقِهِ -

৬৯০৬. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তাদের (জাহান্নামীদের) কাউকে তো আগুন তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে; আবার কাউকে তার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে এবং কাউকে তার গর্দান পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে।

٦٩٠٧- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِىْ اِبْنَ عَطَاءَ) عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى تَرْقُوَتِهِ -

৬৯০৭. আমর ইব্ন যুরারা (র) ... সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আগুন তাদের (জাহান্নামীদের) কাউকে তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, কাউকে তার দুই হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, কাউকে তার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, আবার কাউকে তার হাঁসুলী (কণ্ঠা) পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে।

٦٩٠٨- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَجَعَلَ مَكَانَ حُجْزَتِهِ حَقْوَيْهِ -

৬৯০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... সাঈদ (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে ' حجزته ' এর পরিবর্তে ' حقويه ' (তার কোমরের দুই পাশ) শব্দটি বর্ণিত আছে।

١٣- بَابُ النَّارِ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُوْنَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ

১৩. পরিচ্ছেদ : দুর্দান্ত প্রতাপশালীরা জাহান্নামে এবং দুর্বলেরা জান্নাতে যাবে

٦٩٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هٰذِهِ يَدْخُلُنِى الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ وَقَالَتْ هٰذِهِ يَدْخُلُنِى الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهٰذِهِ اَنْتِ عَذَابِى اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَرُبَّمَا قَالَ اُصِيْبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَقَالَ لِهٰذِهِ اَنْتِ رَحْمَتِى اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا

৬৯০৯. ইব্ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম ও জান্নাত পরস্পর বিতর্ক করল। অতঃপর জাহান্নাম বলল, প্রতিপত্তি সম্পন্ন অহংকারী লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল, দুর্বল ও নিঃস্ব লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা শাস্তি দেব। কোন কোন সময় তিনি (রাবী) বলেছেন, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা বিপদগ্রস্ত করব। এরপর তিনি জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা করুণাসিক্ত করব। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে ভরপুর (খোরাক)।

٦٩١٠- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِىْ وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتِ النَّارُ اُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَالِى لَايَدْخُلُنِى اِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ فَقَالَ اللّٰهُ لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِى اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَقَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِى اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا فَاَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ -

৬৯১০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদা) জাহান্নাম ও জান্নাত বিতর্কে লিপ্ত হল। জাহান্নাম বলল, অহংকারী এবং প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন লোক দ্বারা আমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলল, আমার কি হল, মানুষের মাঝে যারা দুর্বল, (বাহ্যত) নীচু স্তরের এবং অক্ষম, তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। (এ কথা শুনে) আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত, আমার বান্দাদের যার প্রতি ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা করুণা বর্ষণ করব। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব, আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা শাস্তি দেব। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে ভরপুর হিস্সা। তবে (প্রথমে) জাহান্নাম পূর্ণ হবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এতে তাঁর (কুদরতী) 'পা' মুবারক রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, ব্যাস্, ব্যাস্। এ সময়ই জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং তার (জাহান্নামীদের) এক অংশ অপর অংশের সাথে প্রচণ্ড চাপ খাবে।

٦٩١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُفْيَانَ (يَعْنِى مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اَبِىْ الزِّنَادِ -

৬৯১১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আউন হিলালী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হল। অতঃপর (ইব্‌ন সীরীন (র)) আবূয্ যিনাদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٩١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ اُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَالِىْ لَايَدْخُلُنِىْ اِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُم وَغِرَّتُهُمْ قَالَ اللّٰهُ لِلْجَنَّةِ اِنَّمَا اَنْتِ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِى وَقَالَ لِلنَّارِ اِنَّمَا اَنْتِ عَذَابِىْ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِن عِبَادِىْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَاَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتّٰى يَضَعَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى رِجْلَهُ تَقُوْلُ قَطِ قَطِ قَطِ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ وَلاَ يَظْلِمُ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِهِ اَحَدًا وَاَمَّا الْجَنَّةُ فَاِنَّ اللّٰهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا -

৬৯১২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর তর্কযুদ্ধ করেছে। জাহান্নাম বলল, প্রতিপত্তিশালী ও দম্ভকারীদের দ্বারা আমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলল, আমার কি হল, আমাতে কেবল দুর্বল ও নগণ্য সাদাসিধা (নির্বোধ) লোকেরাই প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি আমি রহমত নাযিল করব এবং তিনি জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব। তোমার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আযাব দিব। বস্তুতঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে ভরপুর হিস্‌সা। কিন্তু জাহান্নাম পূর্ণ হবে না। অবশেষে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর কুদরতী পা তাতে স্থাপন করবেন। তখন সে (জাহান্নাম) বলবে ব্যস্, ব্যস্। তখনই জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে চেপে সংকুচিত হয়ে আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টির কারো উপর জুলুম করবেন না। আর জান্নাত পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা (নতুন করে) মাখলূক সৃষ্টি করবেন।

٦٩١٣- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِلَى قَوْلِهِ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَىَّ مِلْؤُهَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ -

৬৯১৩. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্ক করল। অতঃপর তিনি আবূ হুরায়রা (রা) -এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে ' ولكليكما علىَّ ملؤها '-এর পরিবর্তে ' وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا ' - (অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেককে ভরপুর হিস্‌সা প্রদান করা আমার দায়িত্ব) কথাটি বর্ণিত আছে। কিন্তু এর পরবর্তী বর্ধিত অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

٦٩١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطِ قَطِ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ -

৬৯১৪. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো অধিক আছে কি? (আরো চাই আরো চাই!) শেষ পর্যন্ত বরকতময় মহান রাব্বুল ইয্‌যত তাঁর (কুদরতী) 'পা' তাতে স্থাপন করবেন। তখন সে বলবে, আপনার ইয্‌যতের কসম! ব্যস, ব্যস। তখন এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে চেপে গিয়ে সংকুচিত হয়ে আসবে।

٦٩١٥- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ شَيْبَانَ -

৬৯১৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে .... শায়বান (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٩١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّزِّىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ فَاَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقٰى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ وَتَقُوْلُ قَطِ قَطِ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلاَيَزَالُ فِىْ الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتّٰى يُنْشِئَ اللّٰهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ -

৬৯১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রুয্‌যী (র) আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন 'আতা (র) থেকে ....মহান আল্লাহ্‌র বাণী : '(স্মরণ কর সে দিনটি) যেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি (পেট) পূর্ণ হয়েছে কী এবং সে বলতে থাকবে, আরো আছে কি ?' يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امتلئت وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ -এর ব্যাখ্যায় আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন : অব্যাহতভাবে (জাহান্নামীদেরকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তবুও জাহান্নাম বলবে, আরো অধিক আছে কি? শেষ পর্যন্ত (আল্লাহ্) রাব্বুল ইয্‌যত এতে তাঁর (কুদরাতী) পা স্থাপন করবেন। তখন এর এক অংশ অপর অংশের সাথে মিলে গিয়ে সংকুচিত হয়ে আসবে এবং বলবে, তোমার ইয্‌যত ও অনুগ্রহের কসম! ব্যস, ব্যস। আর সর্বদা জান্নাতের মধ্যে স্থান খালি থেকে যাবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য (নতুন) মাখলূক পয়দা করবেন এবং খালি স্থানে তাদেরকে আবাসন দিবেন।

٦٩١٧- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ) اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَبْقَى ثُمَّ يُنْشِئُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ ـ

৬৯১৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বলেন : আল্লাহ্‌র যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ স্থান জান্নাতে খালি থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা মুতাবিক এর জন্য (নতুন) মাখলূক সৃষ্টি করবেন।

٦٩١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ) قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ كَبْشٌ اَمْلَحُ زَادَ اَبُوْ كُرَيْبٍ فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقَا فِىْ بَاقِى الْحَدِيْثِ فَيُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ قَالَ وَيُقَالُ يَا اَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَلْ هٰذَا قَالَ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلاَمَوْتَ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الاَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الدُّنْيَا ـ

৬৯১৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে একটি সাদা (বা ছাই বর্ণের) মেষের আকারে। আবূ কুরায়ব অধিক বর্ণনা করেন, অতঃপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে দাঁড় করানো হবে। এরপর উভয়ই অবশিষ্ট হাদীস একই রকম বর্ণনা করেছেন। .... তখন কেউ বলবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা কি একে চিনো? তখন তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে এবং বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামিগণ! তোমরা কি একে চিনো? তখন তারা মাথা তুলে দেখবে এবং বলবে, হ্যাঁ, এতো মৃত্যু। অতঃপর আদেশ দেয়া হবে এবং উহাকে যবাহ্ করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বলা হবে, হে জান্নাতিগণ! মৃত্যু নেই, (তোমরা) অনন্তকাল (এখানে থাকবে)। হে জাহান্নামীরা! মৃত্যু নেই, (তোমরা) অনন্তকাল (এখানেই থাকবে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করলেন : "তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও-পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন তারা গাফিল এবং তারা বিশ্বাস করে না।" এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত দ্বারা দুনিয়ার প্রতি ইংগিত করলেন।

٦٩١٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُدْخِلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ قِيْلَ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اَبِى مُعَاوِيَةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ اَيْضًا وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الدُّنْيَا ـ

৬৯১৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন জান্নাতী লোকদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে এবং জাহান্নামী লোকদেরকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, তখন বলা হবে, হে জান্নাতবাসিগণ! .... অতঃপর [জারীর (র)] আবূ মু'আবিয়া (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে ' ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ' এর পরিবর্তে ' فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ ' - কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং এতে 'অতঃপর তিনি তার হাত দ্বারা দুনিয়ার দিকে ইংগিত করেছেন' এ কথাটিও তিনি উল্লেখ করেননি।

٦٩٢٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِيْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُدْخِلُ اللّٰهُ اَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ اَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لَامَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ لَامَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيْمَا هُوَ فِيْهِ -

৬৯২০. যুহায়র ইব্‌ন হারব, হাসান ইব্‌ন আলী-আল হুলওয়নী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর তাদের মধ্যখানে জনৈক ঘোষণাকারী দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসিগণ! (এখন) মৃত্যু নেই, হে জাহান্নামীরা! (এখন) মৃত্যু নেই। অনন্তকাল তোমরা স্ব-স্ব-স্থানেই (চিরস্থায়ী) থাকবে।

٦٩٢١- حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَى الْجَنَّةِ وَصَارَ اَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ اُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ لَامَوْتَ فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا اِلٰى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلٰى حُزْنِهِمْ -

৬৯২১. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আইলী ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে আনা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে যবাহ্ করে দেয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসিগণ! এখানে তোমাদের আর মৃত্যু নেই। অনুরূপভাবে জাহান্নামীদেরকেও বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এতে জান্নাতীদের খুশির সাথে আরো খুশি বৃদ্ধি পাবে এবং জাহান্নামীদের দুঃখের সাথে আরো দুঃখ সংযোজিত হবে।

٦٩٢٢- حَدَّثَنِيْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ اَوْنَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ -

৬৯২২. সুরায়জ ইব্ন ইউনূস (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কাফিরদের দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমতুল (বড়) হবে এবং তাদের চামড়ার পুরুত্ব হবে তিন দিনের (পথের দূরত্ব পর্যন্ত)।

٦٨٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيْعِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَابَيْنَ مَنْكِبَى الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْوَكِيْعِىُّ فِى النَّارِ -

৬৯২৩ . আবূ কুরায়ব ও আহ্‌মাদ ইব্ন উমার ওয়াকিঈ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে হিসাবে বর্ণিত। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামে কাফিরদের দুই কাঁধের মধ্যখানে দ্রুতগামী আরোহী ব্যক্তির তিন দিনের সফরের পথ হবে। তবে ওয়াকিঈ (র) ' فِى النَّارِ ' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٩٢٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ اَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ -

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ -

৬৯২৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আনবারী (র) ... হারিসা ইব্ন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীরদের সম্পর্কে অবহিত করব? তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন : (তারা) প্রত্যেকে দুর্বল এবং নম্র স্বভাবের লোক, যারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে দোযখবাসীদের সম্পর্কে অবহিত করবো? তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, (তারা হবে) প্রত্যেক অত্যাচারী, দাম্ভিক (ঝগড়াটে) ও অহংকারী লোক।
মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)..... শু'বা (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে, অনুরূপ। তবে, তিনি اَلاَ اُخْبِرُكُمْ স্থলে اَدُلُّكُمْ বলেছেন।

٦٩٢٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُتَكَبِّرٍ

৬৯২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুদল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহাব খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতী লোকদের পরিচয় আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব? (তারা হলো) সব দুর্বল-নম্র স্বভাবের লোক, যারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে আল্লাহ্ (তা পূরণ করেন) তাকে দায়মুক্ত করেন। তিনি পুনরায় বললেন : আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় অবহিত করব? তারা হবে দাম্ভিক, অবৈধ জন্মসূত্রে যুক্ত এবং অহংকারী লোক।

٦٩٢٦- حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لأَبَرَّهُ ـ

৬৯২৬. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বহুলোক লোক এমন আছে, যারা ধুলায় ধূসরিত, দ্বার দ্বার হতে বিতাড়িত। তারা যদি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা (তা পূরণ করেন) তাকে (শপথের) দায়মুক্ত করেন।

٦٩٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انْبَعَثَ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ إِلاَمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ جَلْدَ الأَمَةِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ إِلاَمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ـ

৬৯২৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা দানকালে সালিহ্ (আ)-এর উষ্ট্রী সম্পর্কে এবং যে ব্যক্তি তার পা কেটেছিল তার সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন : যখন ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য তাদের কাওমের সবচেয়ে দুর্ভাগা লোকটি উদ্যত হয়েছিল, তখন এ কাজের জন্য উদ্যত হয়েছিল ঐ কাওমের সবচে শক্তিশালী, নিষ্ঠুর, বিদ্রোহী ও দুর্ভাগা লোকটি। সে ছিল,এ যুগের আবূ যাম'আর মত ব্যক্তি। এ খুতবায় তিনি মহিলাদের সম্পর্কেও আলোচনা করলেন এবং তাদের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে তার স্ত্রীকে মারপিট করে। আবূ বকরের বর্ণনায় আছে, ক্রীতদাসীর মত মারপিট। আবূ কুরায়বের বর্ণনায় আছে, ক্রীতদাসের মত মারপিট। কিন্তু আবার ঐ দিন শেষে রাতের বেলা তার সাথে মিলিত হয়। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণের কারণে হাসি দেয়া সম্পর্কে ওয়ায করলেন এবং বললেন : এমন কাজের ব্যাপারে তোমরা কেন হাসবে যা নিজেও করবে।

٦٩٢٨- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ (أَخَا أَبَا) بَنِي كَعْبٍ هٰؤُلاَءِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ـ

৬৯২৮. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি বনী কা'বের সদস্য (পিতৃপুরুষ) আমর ইব্‌ন লুহায় ইব্‌ন কাম'আ ইব্‌ন খিন্‌দাফকে জাহান্নামের মধ্যে দেখেছি। (পেট হতে তার সব) নাড়ি-ভুঁড়ি (বেরিয়ে পড়ছে, আর সে সেগুলো) টেনে টেনে হাঁটছে।

٦٩٢٩- حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ الْبَحِيرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَأَمَّا السَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السُّيُوبَ -

৬৯২৯. আমর নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বাহীরা' তথা সে উষ্ট্রী, যা কোন দেবতার নামে মানত করে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত এবং) দেবতার সন্তুষ্টির জন্য তার দুধ খাওয়া নিষিদ্ধ হত। তাকে মানুষ দোহন করত না। আর 'সাইবা' সেই উষ্ট্রী, যা তারা (কাফিররা) তাদের দেবতার নামে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত। এর পিঠে কোন বোঝা বহন করা হতো না। ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি জাহান্নামের মধ্যে আমর ইব্‌ন আমির খুযাঈকে দেখেছি, সে তার নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে টেনে হাঁটছে। দেবদেবীর নামে সে-ই সর্বপ্রথম উট ছেড়ে ছিল।

٦٩٣٠- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا -

৬৯৩০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুই প্রকার মানুষ যারা জাহান্নামী হবে, আমি তাদেরকে দেখিনি। এক প্রকার ঐ সমস্ত মানুষ যাদের নিকট গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকদের প্রহার করবে। আর (দ্বিতীয় প্রকার) ঐ সমস্ত নারী, যারা বস্ত্র পরিহিতা কিন্তু উলঙ্গ, আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা। যাদের মাথার খোপা বুখতী (মনিবের) উটের উঁচু কুঁজোর ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এতো-এতো দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

٦٩٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ (يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ) حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ -

৬৯৩১. ইব্ন নুমায়র (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : অচিরেই দীর্ঘ হায়াত পেলে তুমি দেখতে পাবে এমন এক সম্প্রদায়, যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক। সকাল হবে তাদের আল্লাহ্র গযবের মধ্যে এবং সন্ধ্যা হবে তাদের আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে।

٦٩٣٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ اَوْشَكْتَ اَنْ تَرٰى قَوْمًا يَغْدُوْنَ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ وَيَرُوْحُوْنَ فِيْ لَعْنَتِهِ فِيْ اَيْدِيْهِمْ مِثْلُ اَذْنَابِ الْبَقَرِ -

৬৯৩২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্ন নাফি‘ ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি, দীর্ঘ হায়াত পেলে অচিরেই তুমি এমন এক সম্প্রদায় দেখতে পাবে, যাদের সকাল হবে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে এবং সন্ধ্যা হবে আল্লাহ্র অভিসম্পাতের মধ্যে। তাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক।

١٤- بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৪. পরিচ্ছেদ : দুনিয়া বিনাশ হওয়া ও কিয়ামতের দিন হাশর (সমবেত) করার বিবরণ

٦٩٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا مُوْسٰى بْنُ اَعْيَنَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا اَخَا بَنِيْ فِهْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَاالدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مِثْلُ مَايَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ هٰذِهِ وَاَشَارَ يَحْيٰى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ وَفِيْ حَدِيْثِهِمْ جَمِيْعًا غَيْرِ يَحْيٰى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ اُسَامَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ اَخِيْ بَنِيْ فِهْرٍ وَفِيْ حَدِيْثِهِ اَيْضًا قَالَ وَاَشَارَ اِسْمَاعِيْلُ بِالْاِبْهَامِ -

৬৯৩৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) ইব্ন নুমায়র (অন্য সনদে) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... বনূ ফিহ্রের অন্যতম সদস্য মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র শপথ! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় অতটুকুই, যেমন তোমাদের কেউ তার এ আঙ্গুলটি সাগরে ভিজিয়ে দেখলো যে, এতে কি পরিমাণ পানি লেগেছে। এ সময় বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ব্যতীত সকলের বর্ণনায় আছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি। আবূ উসামার বর্ণনার মধ্যে এ কথাও উল্লেখিত রয়েছে যে, (রাবী) ইসমাঈল বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা ইশারা করেছেন।

٦٩٣٤- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِى صَغِيْرَةَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَالنِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالَ يَاعَائِشَةُ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ۔

৬৯৩৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন লোকদেরকে একত্রিত করা হবে খালি পা, উলংগ দেহ এবং খাত্‌না বিহীন অবস্থায়। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নারী ও পুরুষ এবং নারীরা এক সাথেই উত্থিত হবে কি? তবে তো তারা একে অন্যকে দেখবে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! তখনকার অবস্থা তারা একে অন্যের প্রতি দেখার অবস্থা থেকে অধিক কঠিন হবে।

٢٩٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِى صَغِيْرَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيْثِهِ غُرْلاً۔

৬৯৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ... হাতিম ইব্‌ন সাগীরা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ (হাদীস বর্ণনা করেছেন)। তবে তিনি এতে ' غُرْلاً ' 'খাতনাবিহীন' শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

٦٩٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ عُمَرَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مَلاَقُوْ اللّٰهِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرُ فِى حَدِيْثِهِ يَخْطُبُ۔

৬৯৩৬. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে খুতবায় একথা বলতে শুনেছেন যে, অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে পায়ে হেঁটে, খালি পা, নগ্নদেহ ও খাতনাহীন অবস্থায়। তবে যুহায়র (র) তাঁর হাদীসে 'খুতবায়' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٦٩٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِى كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ

اَلاَ وَاِنَّ اَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) اَلاَ وَاِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمَّتِى فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِى فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ قَالَ فَيُقَالُ لِىْ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ وَفِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَمُعَاذٍ فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ـ

৬৯৩৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপদেশ সম্বলিত ভাষণদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্র সামনে খালি পা এবং নগ্নদেহ অবস্থায় উপস্থিত হবে। যেমন প্রথম দিন সৃষ্টি শুরু করেছিলাম, তেমনি তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটা আমার একটা ওয়াদা, তা অবশ্যই আমি (সম্পাদন) করব। শুনে রাখ, কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মাঝে সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে পোশাক পরানো হবে। ওহে! আমার উম্মতের অনেক লোককে আনা হবে এবং তাদেরকে বাঁ দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! (এরা তো) আমার সাথী (উম্মাত)। (আমাকে) বলা হবে, তুমি জানো না তোমার পরে এরা কি কি নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছিল। আমি তখন আল্লাহ্র নেক বান্দা (ঈসা-আ)-এর মত বলবো, এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী, তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তখন বলা হবে, তুমি তাদের থেকে বিদায় গ্রহণের পর তারা সর্বদা উল্টো পথে চলছিল। ওয়াকী' এবং মুআযের হাদীসের মধ্যে রয়েছে ' فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ

٦٨٣٨ـ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ تَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَ تُمْسِىْ مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا ـ

৬৯৩৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে একত্রিত (হাশর) করা হবে। প্রথম দল (জান্নাতের) আশাবাদী এবং (জাহান্নামের ভয়ে) ভীত লোকদের দল। দ্বিতীয় দলে সে সব লোক যাদের দু'জন থাকবে এক উটের উপর, কোন উটের উপর তিনজন, কোনটির উপর চারজন, আর কোনটির উপর সাওয়ার হবে

দশজন। অবশিষ্টদের আগুন তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানে রাত্রিযাপন করবে আগুনও তাদের সঙ্গে রাত কাটাবে। তারা যেখানে দিবা শয়ন (বিশ্রাম) করবে আগুনও তাদের সাথে বিশ্রাম করবে। যেখানে তারা সকাল করবে আগুনও তাদের সাথে সকাল করবে। আর যেখানে তারা সন্ধ্যা করবে আগুনও তাদের সাথে সন্ধ্যা করবে।

١٥- بَابُ فِىْ صِفَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (اَعَانَنَا اللّٰهُ عَلٰى اَهْوَالِهَا)

১৫. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত দিবসের বিবরণ। (এদিনের ভয়ংকর বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহায্য করুন।)

٦٩٣٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنُوْنَ ابْنَ سَعِيْدٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فِىْ رَشْحِهِ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةِ الْمُثَنّٰى قَالَ يَقُوْمُ النَّاسُ لَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ -

৬৯৩৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ' يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ' (মানুষ উত্থিত হবে সেদিন যেদিন মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে-এর ব্যাখ্যায় নবী ﷺ বলেন, সেদিন মানুষ তার দুই কানের মাঝ বরাবর কর্ণ পর্যন্ত ঘামের মধ্যে (ডুবন্ত) দণ্ডায়মান হবে। ইব্‌ন মুসান্নার বর্ণনামতে তিনি ' يَوْمَ ' শব্দটি উল্লেখ করা ব্যতিরেকে শুধু ' يَقُوْمُ النَّاسُ ' উল্লেখ করেছেন।

٦٩٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِىُّ حَدَّثَنَا اَنَسٌ (يَعْنِىْ ابْنَ عِيَاضٍ) ح وَحَدَّثَنِىْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ وَعِيْسَ بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ ح وَحَدَّثَنِى اَبُوْ نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ وَصَالِحٍ حَتّٰى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِىْ رَشْحِهِ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ -

৬৯৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুসায়্যিবী (অন্য সনদে) সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (অন্য সনদে) আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (অন্য সনদে) আবূ নাসর তাম্মার (অন্য সনদে) হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে .... নাফি' (র) উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মূসা ইব্‌ন উকবা ও সালিহ্ (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে, ' حَتّٰى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِىْ رَشْحِهِ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ ' (يقوم স্থলে يغيب আছে)।

٦٩٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَزِيْزِ (يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ بَاعًاوَاِنَّهُ لَيَبْلُغُ اِلٰى اَفْوَاهِ النَّاسِ اَوْ اِلٰى اٰذَانِهِمْ يَشُكُّ ثَوْرٌ اَيَّهُمَا قَالَ -

৬৯৪১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন ঘাম সত্তর বাঁও (উভয় হাতের প্রশস্ততা) পরিমিত ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে এবং তা মানুষের মুখ পর্যন্ত বা কান পর্যন্ত পৌছে যাবে। (আবুল গায়ছ র) 'মুখ' ও 'কান' এ দুইবার কোন্‌টির কথা বলেছেন, এ বিষয়ে (বর্ণনাকারী) ছাওর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

٦٩٤٢- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِى الْمِقْدَادُ بْنُ الاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللّٰهِ مَااَدْرِى مَايَعْنِى بِالْمِيْلِ أَمَسَافَةَ الْاَرْضِ اَمِ الْمِيْلَ الَّذِىْ تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدَرِ اَعْمَالِهِمْ فِىْ الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِلٰى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا قَالَ وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ اِلٰى فِيْهِ -

৬৯৪২. হাকাম ইব্‌ন মূসা আবূ সালিহ্ (র) ... মিকদাদ ইব্‌নুল আস্‌ওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। ফলে তা মানুষের থেকে 'মীল' পরিমাণ দূরত্বে চলে আসবে। বর্ণনাকারী সুলায়মান ইব্‌ন আমির (র) বলেন, আমি জানিনা, ' ميل ' বলে কি বুঝানো হয়েছে, ভূমির দূরত্ব, (অর্থাৎ ১৭৬০ গজের মাইল) না চোখে সুরমা দেয়ার শলাকা (কেননা, ميل শব্দ দুই অর্থেই ব্যবহৃত)। মানুষ তাদের আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে (ডুবন্ত) থাকবে। কেউ তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত ঘামের মধ্যে থাকবে, কেউ তার দুই হাঁটু পর্যন্ত (ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে), কেউ কোমরের দুই পাশ পর্যন্ত (ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে) আর কারো মুখ পর্যন্ত ঘাম লাগাম পরিয়ে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূল ﷺ তার মুখের প্রতি ইশারা করলেন।

١٦- بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِىْ يُعْرَفُ بِهَا فِى الدُّنْيَا اَهْلُ الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ

১৬. পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামী লোকদের পরিচয় প্রদায়ক গুণ (বিষয়)-সমূহ

٦٩٤٣- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ غَسَّانَ وَابْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ خُطْبَتِهِ اَلاَ اِنَّ رَبِّيْ اَمَرَنِيْ اَنْ اُعَلِّمَكُمْ مَاجَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هٰذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ وَاِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَاِنَّهُمْ اَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَااَحْلَلْتُ لَهُمْ وَاَمَرَتْهُمْ اَنْ يُشْرِكُوْابِيْ مَالَمْ اُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اِلاَّ بَقَايَا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُكَ لاَبْتَلِيَكَ وَاَبْتَلِيَ بِكَ وَاَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَيَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ اِذًا يَثْلَغُوْا رَأْسِيْ فَيَدَعُوْهُ خُبْزَةً قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَاَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ اَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ قَالَ وَاَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ قَالَ وَاَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيْفُ الَّذِيْ لاَزَبْرَلَهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعًا لاَيَتْبَعُوْنَ اَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِيْ لاَيَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَاِنْ دَقَّ اِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَيُصْبِحُ وَلاَيُمْسِيْ لاَ يَتْبَعُوْنَ اِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ اَوِ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيْرُ الْفَحَّاشَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ غَسَّانَ فِيْ حَدِيْثِهِ وَاَنْفِقْ فَسَيُنْفَقُ عَلَيْكَ ـ

৬৯৪৩. আবূ গাস্‌সান আল-মিসমাঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ইয়ায ইব্‌ন হিমার আল-মুজাশিঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ভাষণরত অবস্থায় বললেন : শোন, আমার প্রতিপালক আজ আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে তোমাদেরকে এমন বিষয়ের শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, যে বিষয়ে তোমরা অজ্ঞ। তা হল এই যে, আমি আমার বান্দাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছ তা সবই হালাল। আমি আমার সমস্ত বান্দাকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসাবে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দীন হতে বিচ্যুত করে দেয় । আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম সে তা হারাম করে দেয়। অধিকন্তু সে তাদেরকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শির্‌ক করার জন্য নির্দেশ দেয়, যে বিষয়ে আমি কোন সনদ পাঠাইনি। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কিতাবীদের কতিপয় লোক ব্যতীত আরব-আজম সকলকে অপসন্দ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং তোমার দ্বারা অন্যদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি এবং তোমার প্রতি আমি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানি কখনো ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারবে না। ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তুমি তা পাঠ করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কুরায়শ গোত্রের লোকদেরকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তখন বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আমি যদি এ কাজ করি তবে তারা তো আমার মাথা ভেঙ্গে রুটির ন্যায় টুকরা টুকরা (চ্যাপটা) করে ফেলবে। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : তারা যেমনিভাবে তোমাকে বহিষ্কার করেছে ঠিক তদ্রূপ তুমিও তাদেরকে বহিষ্কার করে দাও। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব। ব্যয় কর (আল্লাহ্‌র পথে), তোমার জন্যও ব্যয় করা হবে। তুমি একটি বাহিনী প্রেরণ কর, আমি অনুরূপ পঞ্চ-বাহিনী প্রেরণ করব। যারা তোমার আনুগত্য করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যারা তোমর বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের সাথে লড়াই কর। তিন প্রকার মানুষ জান্নাতী হবে। (এক

প্রকার মানুষ) তারা, যারা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী (দানশীল) এবং নেক কাজের তাওফীক লাভে ধন্য লোক। (দ্বিতীয়) ঐ সমস্ত মানুষ, যারা দয়ালু এবং আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি কোমলচিত্ত। (তৃতীয়) ঐ সমস্ত মানুষ, যারা পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যাঞ্চাকারী নয় এবং সন্তানাদি সম্পন্ন লোক। অতঃপর তিনি বললেন : পাঁচ প্রকার মানুষ জাহান্নামী হবে। (এক.) এমন দুর্বল মানুষ, যাদের মাঝে (ভাল-মন্দ) পার্থক্য করার বুদ্ধি নেই, যারা তোমাদের এমন তাবেদার যে, না তারা পরিবার-পরিজন চায়, না ধনৈশ্বর্য। (দুই.) এমন খিয়নতকারী মানুষ, সাধারণ বিষয়েও যে খিয়ানত করে যার লোভ কারো নিকটই লুক্কায়িত নেই। (তিন.) ঐ লোক, যে তোমার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের ব্যাপারে তোমার সাথে সকাল-সন্ধ্যা প্রতারণা করে। তিনি (চার.) কৃপণতা ও (পাঁচ.) মিথ্যাবলার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন : 'শিনজীর' হল চরম অশ্লীলতাবাদী। তবে আবূ গাস্‌সান (র) তার হাদীসের মধ্যে ' وَاَنْفِقْ فَسَيُنْفَقْ عَلَيْكَ ' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٩٤٤- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَدِى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيْثِهٖ كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ -

৬৯৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র) ... কাতাদা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি ' كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ ' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٩٤٥- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْ اٰخِرِهِ قَالَ يَحْيٰى قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ -

৬৯৪৫. আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশ্‌র আল-আবদী (র) ... ইয়ায ইব্‌ন হিমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিলেন। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে এর শেষাংশে রয়েছে, কাতাদা (র) বলেন, আমি মুতাররিফকে বলতে শুনেছি ....।

٦٩٤٦- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَطَرٍ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ اَخِيْ بَنِيْ مُجَاشِعٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيْبًا فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ فِيْهِ وَاِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَايَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَايَبْغِيْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهٖ وَهُمْ فِيْكُمْ تَبَعًا لَايَبْغُوْنَ اَهْلاً وَلَامَالاً فَقُلْتُ فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعٰى عَلَى الْحَيِّ مَابِهِ اِلاَّ وَلِيْدَتُهُمْ يَطَؤُهَا -

৬৯৪৬. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) ... বনূ মুজাশি' এর সদস্য ইয়ায ইব্‌ন হিমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দানকালে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। অতঃপর তিনি কাতাদা (র) থেকে হিশাম (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি (রাবী) অধিক বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা নম্রতা প্রদর্শন কর, যেন কেউ কারো উপর গর্ব না করে এবং যেন কেউ কারো প্রতি সীমালংঘন না করে। এ হাদীসে একথাও রয়েছে যে, তারা তোমাদের এমন অনুগামী যে, না তারা স্ত্রী চায় আর না তারা ধন-সম্পদ চায়। কাতাদা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আবদুল্লাহ্! এমনটি কি হবেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি তাদেরকে পেয়েছি। এক গোত্রে কোন এক ব্যক্তি ছিল। সে তাদের বকরী চরাতো। মনিবের দাসী ব্যতীত সেখানে তার নিকট কেউ যেতো না। তার সাথেই সে সহবাস করতো।

١٧- بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلَيْهِ وَاِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّذُ مِنْهُ -

১৭. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিকে তার জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ঠিকানা প্রদর্শন করানো, কবর আযাবের প্রমাণ এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'আ করা

٦٩٤٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৯৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ...ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার ঠিকানা প্রদর্শন করা হয়। যদি সে জান্নাতবাসী হয় তবে জান্নাতবাসীদের (ঠিকানা) থেকে আর যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামীদের (ঠিকানা) থেকে। আর তাকে বলা হয়, এটাই তোমার বাসস্থান, কিয়ামতে তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত (এ অবস্থা চলতে থাকবে)।

٦٩٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ الَّذِى تُبْعَثُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৯৪৮. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার ঠিকানা প্রদর্শন করা হয়। যদি সে জান্নাতবাসী হয় তবে জান্নাত আর যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নাম (এর ঠিকানা)। অতঃপর তাকে বলা হয়, এটাই তোমার ঐ বাসস্থান যেথায় তুমি কিয়ামতের দিন প্রেরিত হবে।

٦٩٤٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَاَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَاَخْبَرَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَلَمْ اَشْهَدْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِىْ حَائِطٍ لِبَنِى النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ اِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَاِذَا اَقْبُرٌ سِتَّةٌ اَوْ خَمْسَةٌ اَوْ اَرْبَعَةٌ قَالَ كَذَا كَانَ يَقُوْلُ الْجُرَيْرِىُّ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ اَصْحَابَ هٰذِهِ الْاَقْبُرِ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ فَمَتٰى مَاتَ هٰؤُلَاءِ قَالَ مَاتُوْا فِى الْاِشْرَاكِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلَى فِى قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا اَنْ لَاتَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِىْ اَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ـ

৬৯৪৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম না, বরং আমাকে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর সাওয়ার ছিলেন। এ সময় আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ সেটি (খচ্চর) লাফিয়ে উঠলো এবং তাঁকে ফেলে দেয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, সেখানে ছয়টি কিংবা পাঁচটি অথবা চারটি কবর রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, জুবায়রী অনুরূপ বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এ কবরবাসীদেরকে কে চিনে? তখন এক ব্যক্তি বললেন, আমি (চিনি)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে? তিনি বললেন, তারা শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ উম্মাতকে তাদের কবরের মধ্যে বিপদগ্রস্ত করা হবে। তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করবে, এ আশংকা না হলে আমি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আযাব শুনান যা আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি আমাদের প্রতি তাঁর মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নিয়ে বললেন : তোমরা সকলে জাহান্নামের শাস্তি হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, জাহান্নামের শাস্তি হতে তোমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা সকলে কবরের আযাব হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, কবরের আযাব হতে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সমুদয় ফিতনা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তার বললেন, প্রকাশ্য ও গোপন সমুদয় ফিতনা হতে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। এরপর তিনি আবারো বললেন : তোমরা দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, দাজ্জালের ফিতনা হতে আমরা আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই।

٦٩٥٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَوْلَا اَنْ لَا تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

৬৯৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বললেন : তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করবে এ ভয় না থাকলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনিয়ে দেন।

٦٩٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ عَوْنُ بْنُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِىْ قُبُوْرِهَا -

৬৯৫১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (অন্য সনদে) যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য অস্তমিত হবার পর বের হলেন। এ সময় তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন : ইয়াহূদী লোকদেরকে তাদের কবরের মধ্যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

٦٩٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ قَالَ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا اَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِرًا اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -

৬৯৫২. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বান্দাকে যখন তার কবরের মধ্যে রেখে তার সঙ্গী-সাথীরা তথা হতে ফিরে আসে এবং সে (তখনও) তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়, তিনি বলেন, তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসায়। অতঃপর তাকে তারা প্রশ্ন করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? মু'মিন বান্দা তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, জাহান্নামে তুমি তোমার বাসস্থান দেখে নাও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ আসনকে জান্নাতের আসনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। নবী ﷺ বলেছেন : তখন সে তার উভয় আসন দেখে নেয়। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমাদের নিকট এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতঃপর তার কবরকে (দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে) সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সবুজ (শ্যামল গাছের) দ্বারা ভরপুর করে দেয়া হয়, কিয়ামতে তাদের (মানুষের) উত্থিত হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলবে।

٦٩٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا -

৬৯৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল দারীর (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে যখন তার কবরে রাখা হয় তখন সে তার সঙ্গী-সাথীদের প্রত্যাবর্তন-কালে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।

٦٩٥٤- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ) عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ -

৬৯৫৪. আমর ইব্ন যুরারাহ্ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গী-সাথিগণ ফিরে আসে। .... অতঃপর সাঈদ (র) শায়বান (র) সূত্রে কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٩٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ -

৬৯৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ইব্ন উসমান আবদী (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আল্লাহ্র বাণী : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ - "যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত (অবিচল) রাখবেন" - সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কবরে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তোমার রব কে? সে বলে, আমার রব আল্লাহ্ এবং আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ। এটাই আল্লাহ্র এ বাণীর বাস্তবায়ন— "যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ্ ইহ-জগতে ও পর-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন"।

٦٩٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ (يَعْنُونَ ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ -

৬৯৫৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে আল্লাহ্র বাণী : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

٦٩٥٧- حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِيْبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسكَ قَالَ وَيَقُوْلُ اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِن قِبَلِ الْاَرْضِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ فَيُنْطَلَقُ بِهِ اِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُوْلُ انْطَلِقُوْا بِهِ اِلَى اٰخِرِ الْاَجَلِ قَالَ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا وَيَقُوْلُ اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ جَاءَتْ مِن قِبَلِ الْاَرْضِ قَالَ فَيُقَالُ انْطَلِقُوْا بِهِ اِلَى اٰخِرِ الْاَجَلِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَيطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلٰى اَنْفِهِ هٰكَذَا ـ

৬৯৫৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারিরী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈমানদার ব্যক্তির রূহ্ কব্য করার পর দু'জন ফেরেশতা এসে তার রূহ্ ঊর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নিয়ে যায়। বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) এখানে ঐ রূহের সুগন্ধির কথা এবং মিশ্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আকাশের বাসিন্দারা বলতে থাকে, কোন্ পবিত্রাত্মা পৃথিবী হতে আগমন করেছে! আল্লাহ্ তোমার প্রতি এবং তোমার আবাদকৃত শরীরের প্রতি রহমত নাযিল করুন। অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের নিকট নিয়ে যায় এবং তারা বলতে থাকে, তাকে তার স্থানে নিয়ে যাও, কিয়ামত পর্যন্ত (তোমরা এখানেই বসবাস করবে)। আর যখন কোন কাফির ব্যক্তির রূহ্ বের হয়– বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) এখানে তার দুর্গন্ধ এবং তার প্রতি অভিসম্পাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তখন আকাশের অধিবাসীরা বলতে থাকে, কোন খবীস আত্মা পৃথিবী হতে এসেছে। অতঃপর বলা হয়, তাকে তার স্থানে নিয়ে যাও, কিয়ামত পর্যন্ত (তারা এখানেই বসবাস করবে)। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পওয়ার জন্য) গায়ে জড়ানো একটি পাতলা কাপড় দ্বারা নিজের নাকটি এভাবে ধরলেন।

٦٩٥٨- حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيْطٍ الْهُذَلِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَرَائَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيْدَ الْبَصَرِ فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ اَحَدٌ يَزْعُمُ اَنَّهُ رَاٰهُ غَيْرِى قَالَ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ لِعُمَرَ اَمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُوْلُ عُمَرُ سَاَرَاهُ وَاَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِى ثُمَّ اَنْشَاَ يُحَدِّثُنَا عَنْ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُرِيْنَا مَصَارِعَ اَهْلِ بَدْرٍ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اَخْطَؤُا الْحُدُودَ الَّتِىْ حَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجُعِلُوْا فِى بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَهَى اِلَيْهِمْ فَقَالَ يَافُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَافُلَانُ بْنَ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ حَقًّا فَاِنِّى قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِى اللّٰهُ حَقًّا قَالَ عُمَرُ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تُكَلِّمُ اَجْسَادًا لاَ اَرْوَاحَ فِيْهَا قَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَ اَنَّهُمْ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَرُدُّوْا عَلَيَّ شَيْئًا ـ

৬৯৫৮. ইসহাক ইব্ন উমর ইব্ন সালীত আল্-হুযালী (অন্য সনদে) শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর সাথে একদা আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। তখন আমরা চাঁদ দেখছিলাম। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম, তাই আমি চাঁদ দেখে ফেললাম। আমি ব্যতীত কেউ বলেনি যে, সে চাঁদ দেখেছে। তিনি বলেন : আমি উমর (রা)-কে বলছিলাম, আপনি কি চাঁদ দেখছেন না? এ-ই তো চাঁদ। কিন্তু তিনি দেখছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রা) বলছিলেন, অচিরেই আমি দেখতে পাব। আনাস (রা) বলেন, আমি বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আমাদের নিকট বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফিরদের ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। বললেন, আগের দিন বদর যোদ্ধাদের ধরাশায়ী হবার স্থান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে দেখাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, ইনশাআল্লাহ্ এটা আগামীকাল অমুকের ধরাশায়ী হবার স্থান। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা) বলেছেন, শপথ সে সত্তার, যিনি তাঁকে সত্য বাণীসহ প্রেরণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সীমারেখা বলে দিয়েছেন, তারা সে সীমারেখা একটুও অতিক্রম করেনি। অতঃপর তাদেরকে একটি কূপে এক জনের উপর অপর জনকে নিক্ষেপ করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট গিয়ে বললেন : হে অমুকের ছেলে অমুক, হে অমুকের ছেলে অমুক! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যে ওয়াদা তোমাদের সাথে করেছেন তোমরা কি তা সঠিক পেয়েছো? আমার প্রতিপালক আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন আমি তা সঠিক পেয়েছি। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে সব দেহে প্রাণ নেই, আপনি তাদের সাথে কিভাবে কথা বলছেন? নবী ﷺ বললেন : আমি যা বলছি, তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুনছ না। তবে তারা আমার কথার উত্তর দিতে সক্ষম নয়।

٦٩٥٩ـ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلاَثًا ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَااَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ يَاشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَاِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَاوَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَسْمَعُوْا وَاَنَّى يُجِيْبُوْا وَقَدْ جَيَّفُوْا قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَااَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ لاَيَقْدِرُوْنَ اَنْ يُجِيْبُوْا ثُمَّ اَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوْا فَاُلْقُوْا فِي قَلِيْبِ بَدْرٍ ـ

৬৯৫৯. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর যুদ্ধে নিহত লোকদেরকে তিন দিন পর্যন্ত ফেলে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের নিকট এসে তাদের (লাশের) সামনে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, হে হিশামের পুত্র আবূ জাহল, হে উমায়্যা ইব্ন খাল্ফ, হে উত্বা ইব্ন রাবীআ, হে শায়বা ইব্ন রাবীআ! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করেছেন তোমরা কি তা সঠিক পাওনি? আমার প্রতিপালক আমার সাথে যা ওয়াদা করেছেন আমি তা সঠিক পেয়েছি। নবী ﷺ-এর এ কথা উমা (রা) শুনে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ! তারা তো দুর্গন্ধময় মৃত (লাশ) কিভাবে

তারা শুনবে এবং কিভাবে তারা উত্তর দিবে? তিনি বললেন : আমি তাদেরকে যা বলছি এ কথা তাদের থেকে তোমরা অধিক শুনছ না। তবে তারা জবাব দিতে সক্ষম নয়। অতঃপর তিনি তাদের সম্পর্কে আদেশ দিলে তাদেরকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বদরের (পরিত্যক্ত) কূপে নিক্ষেপ করা হল।

٦٩٦٠- حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِي طَلْحَةَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَلَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِي طَلْحَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلاً وَفِي حَدِيْثِ رَوْحٍ بِاَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَاُلْقُوْا فِي طَوِيٍّ مِنْ اَطْوَاءِ بَدْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ -

৬৯৬০. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী ﷺ যখন কাফিরদের উপর জয়লাভ করলেন, তখন তিনি বিশের অধিক কুরায়শ নেতৃবৃন্দ-রাওহ (রা) বলেন, চব্বিশ জন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাদের লাশ বদর প্রান্তরের একটি কূপে নিক্ষেপ করা হল। অতঃপর তিনি আনাস (রা) হতে বর্ণিত সাবিত (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨- بَابُ اِثْبَاتِ الْحِسَابِ

১৮. পরিচ্ছেদ : হিসাব নিকাশের বাস্তবতার বিবরণ

٦٩٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حُوْسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا فَقَالَ لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ اِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ -

৬৯৬১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে তার আযাব অবধারিত। আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি : "فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا "তার হিসাব-নিকাশ সহজেই করা হবে"। (একথা শুনে) তিনি বললেন : এ তো হিসাব নয় বরং এ তো শুধু নামেমাত্র উপস্থাপন করা। আর কিয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে তার আযাব অবধারিত।

٦٩٦٢- حَدَّثَنِي اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৯৬২. আবূ রাবী' আল-আতাকী ও আবূ কামিল (র) ... আইউব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٩٦٣- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ) حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ الْقُشَيْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ اِلاَّ هَلَكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ حِسَابًا يَسِيْرًا قَالَ ذَاكِ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ -

৬৯৬৩. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র ইব্নুল হাকাম আল্-আবদী (র) ... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যারই হিসাব যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কথা শুনে আমি প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্ কি সহজ হিসাবের কথা বলেন নি? তিনি বললেন : এ তো শুধু নামেমাত্র উপস্থাপন করা। কারণ যার হিসাব যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

٦٩٦٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَىْ (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِي يُوْنُسَ -

৬৯৬৪. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র (র) ... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যার হিসাব যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর উসমান ইব্ন আসওয়াদ (র) আবূ ইউনুস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩- بَابُ الْاَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللّٰهِ تَعَالٰى عِنْدَ الْمَوْتِ

১৯. পরিচ্ছেদ : মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করা

٦٩٦٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلاَثٍ يَقُوْلُ لاَيَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللّٰهِ الظَّنَّ -

৬৯৬৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ওফাতের তিন দিন পূর্বে তাঁকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

٦٩٦٦- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬৯৬৬. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) আবূ কুরায়ব (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٩٦٧- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ عَارِمُ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ اَيَّامٍ يَقُوْلُ لاَيَمُوْتَنَّ اَحَدُكُم اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৬৯৬৭. আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন মা'বাদ (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের তিন দিন পূর্বে আমি তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ করা অবস্থায় মারা যায়।

٦٩٦٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَامَاتَ عَلَيْهِ -

৬৯৬৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক বান্দা কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উত্থিত হবে, (আস্থা ও বিশ্বাসের) যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে।

٦٩٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ -

৬৯৬৯. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ' سَمِعْتُ ' না বলে- ' عَنِ النَّبِىِّ ' বর্ণনা করেছেন।

٦٩٧٠- وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى حَمْزَةُ بنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ -

৬৯৭০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তুজিবী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়কে আযাব দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন এ আযাব ঐ সম্প্রদায়ে অবস্থিত সকলকেই গ্রাস করে নেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাদের আমলের (নিয়্যাতের) উপর উত্থিত হবে।

كِتَابُ الْفِتَنِ وَاَشْرَاطِ السَّاعَةِ

অধ্যায় : ফিতনা ও দুর্যোগসমূহ এবং কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

١- بَابُ اقترابِ الْفِتَنِ وَ فَتْحِ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ

১. পরিচ্ছেদ : ফিতনা ও দুর্যোগসমূহ সন্নিকট হওয়া এবং ইয়াজূজ মাজূজের প্রাচীর খুলে দেয়া প্রসঙ্গে

٦٩٧١- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ مِنْ نُوْمِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأجُوْجَ وَمَأجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنُهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ-

৬৯৭১. আমর নাকিদ (র) ... উম্মু হাবীবা (রা) সূত্রে যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) নবী ﷺ ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। এ সময়ে তিনি বললেন : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ । নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত দুর্যোগের কারণে আরবদের জন্য দুর্ভাগ্য। আজ ইয়াজুজ-মা'জূজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলে দেয়া (ছিদ্র করা) হয়েছে। এ সময় সুফিয়ান (র)-এর হাত (এর আঙ্গুল দিয়ে তৈরি বৃত্ত) দ্বারা দশের চক্র বানালেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ যখন পাপাচার বেশি হবে।

٦٩٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الاَشْعَثِىُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَاالاِسْنَادِ وَزَادُوْا فِى الْاِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوْا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ-

৬৯৭২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা , সাঈদ ইব্ন আমর আশআশী, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমর (র) ... যুহরী (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তারা সুফয়ান থেকে বর্ণিত সনদে عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوْا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ অধিক বর্ণনা করেছেন।

٧٩٧٣- حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِىْ سُفْيَانَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَزِعًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعِهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ -

৬৯৭৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ান (রা) সূত্রে নবী ﷺ-এর স্ত্রী যায়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হলেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারক লাল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলছিলেন : لا اله الا الله, নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত দুর্যোগে আরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ ইয়াজূজ মা'জূজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এ সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলীর দ্বারা চক্র বানালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেশি হবে।

٦٩٧٤- حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِاِسْنَادِهِ -

৬৯৭৪. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়ছ (র) (অন্য সনদে) আমর নাকিদ (র) ... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে ইউনুস (র)-এর সূত্রে যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٩٧٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِيْنَ -

৬৯৭৫. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আজ ইয়াজূজ ও মা'জূজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। এ সময় উহায়ব (র) তাঁর হাত দ্বারা নব্বই (সংখ্যা) নির্দেশক বৃত্ত তৈরি করে দেখালেন।

٢- بَابُ الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِىْ يَوْمَ الْبَيْتَ

২. পরিচ্ছেদ : যে বাহিনী (আল্লাহ্র) ঘরের উদ্দেশ্যে অভিযান করবে তাদের ধসিয়ে দেয়া হবে

٦٩٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةُ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ اَبِى رَبِيْعَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بنُ صَفْوَانَ وَاَنَا مَعَهُمَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِىْ يُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذٰلِكَ فِى اَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ اِلَيْهِ بَعْثٌ فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلٰكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى نِيَّتِهِ وَقَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ هِىَ بَيْدَاءُ الْمَدِيْنَةِ -

৬৯৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন কিব্তিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিছ ইব্ন আবূ রাবীআ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুফিয়ান (র) উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। তাঁরা তাকে ঐ বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যাদের ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। তখন ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জনৈক আশ্রয় গ্রহণকারী বায়তুল্লাহ্ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তখন তার বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণ করা হবে। তারা যখন বায়দায় (ময়দানে) অবস্থান নিবে তখন তাদের ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে এ কি করে প্রযোজ্য হতে পারে যে অসন্তুষ্ট চিত্তে এ অভিযানে শরীক হয়েছে? তিনি বললেন, তাদের সাথে তাকেসহ ধসিয়ে দেয়া হবে। তবে কিয়ামতের দিন তার উত্থান হবে তার নিয়্যাতের ভিত্তিতে। বর্ণনাকারী আবূ জা'ফর (র) বলেন, এ হল মদীনার বায়দা (যা যুল হুলায়ফার সন্নিকটে অবস্থিত)।

٦٩٧٧- حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ رُفَيْعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ فَلَقِيْتُ اَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ اِنَّهَا اِنَّمَا قَالَتْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ فَقَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ كَلَّا وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِيْنَةِ -

৬৯৭৭. আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ... আবদুল আযীয ইব্ন রুফায় (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে, আমি আবূ জা'ফর (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, উম্মু সালামা (রা) তো কোন এক বায়দার (ময়দানের) কথা বলেছেন। আবূ জা'ফর (র) বললেন, কখনো নয়, আল্লাহ্র কসম! তা অবশ্যই মদীনার বায়দা (ময়দান)।

٦٩٧٨- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ

ﷺ يَقُوْلُ لَيَؤُمَّنَّ هٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُوْنَهُ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِيْ اَوَّلُهُمْ اٰخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَايَبْقٰى اِلاَّ الشَّرِيْدُ الَّذِيْ يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ اَشْهَدُ عَلَيْكَ اَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلٰى حَفْصَةَ وَاَشْهَدُ عَلٰى حَفْصَةَ اَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৬৯৭৮. আমর নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ...আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান (র) হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একটি সৈন্যদল এ (আল্লাহ্‌র) ঘরের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। অতঃপর তারা যখন এ ভূমির এক বায়দায় (ময়দানে) পদার্পণ করবে তখন তাদের মাঝের অংশটি ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। এ সময় অগ্রভাগের সৈন্যরা পেছনের সৈন্যদেরকে চিৎকার করে ডাকতে থাকবে। অতঃপর সকলেই ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। পালিয়ে বেঁচে যাওয়া একটি লোক ব্যতীত তাদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না। সে-ই তাদের সম্পর্কে অন্যদেরকে সংবাদ দিবে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি (আবদুল্লাহ্) নামে হাফসা (রা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করনি এবং হাফসা (রা)-এর ব্যাপারেও আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিও নবী ﷺ-এর নামে মিথ্যা আরোপ করেননি।

٦٩٧٩- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيِّ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَيَعُوْذُ بِهٰذَا الْبَيْتِ يَعْنِى الْكَعْبَةَ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنْعَةٌ وَلَاعَدَدٌ وَلَاعُدَّةٌ يُبْعَثُ اِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قَالَ يُوسُفُ وَاَهْلُ الشَّامِ يَوْمَئِذٍ يَسِيْرُوْنَ اِلٰى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَفْوَانَ اَمَا وَاللّٰهِ مَاهُوَ بِهٰذَا الْجَيْشِ قَالَ زَيْدٌ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِيْ رَبِيْعَةَ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْجَيْشَ الَّذِيْ ذَكَرَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَفْوَانَ -

৬৯৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র) ... উম্মুল মু'মিনীন (হাফসা অথবা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এমন সম্প্রদায় এ গৃহ তথা কা'বার আশ্রয় গ্রহণ করবে, যাদের প্রতিরোধ শক্তি থাকবে না, থাকবে না তাদের উল্লেখযোগ্য সৈন্য সংখ্যা এবং থাকবে না তাদের আসবাব সামগ্রী। তাদের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে। তারা উদ্ভিদ শূন্য এক ময়দানে (বায়দায়) আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী ইউসুফ (র) বলেন, এ সময় সিরিয়াবাসীরা মক্কাবাসীদের সাথে লড়াই করার জন্য আসছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান (র) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তারা এ সৈন্যবাহিনী নয়। বর্ণনাকারী যায়দ (র) উম্মুল মু'মিনীন থেকে ইউসুফ ইব্‌ন মাহাকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান (র) যে বাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সে বাহিনীর কথা উল্লেখ করেননি।

٦٩٨٠- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ عَبِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِى مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ الْعَجَبُ اِنَّ نَاسًا مِنْ اُمَّتِى يَؤُمُّوْنَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الطَّرِيْقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ فِيْهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُوْرُ وَابْنُ السَّبِيْلِ يَهْلِكُوْنَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شَتّٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ -

৬৯৮০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, (এক রাতে) ঘুমন্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত পা নাড়ালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! (আজ রাতে) ঘুমন্ত অবস্থায় আপনি এমন আচরণ করেছেন, যা পূর্বে আপনি কখনো করেননি। তিনি বললেন : আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কুরায়শ বংশীয় এক ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করবে, তার কারণে আমার উম্মাতের একদল লোক বায়তুল্লাহ্‌র অভিযানের ইচ্ছা করবে। তারা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে (বায়দায়) আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! বিভিন্ন রকমের মানুষকেই তো রাস্তা একত্রিত করে। জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাদের মধ্যে কেউ তো দর্শক-পর্যবেক্ষক, কেউ অপারগ, আবার কেউ পথিক মুসাফির। তারা সকলে এক সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তাদের উত্থান হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিয়্যাতের ভিত্তিতে উত্থিত করবেন।

٣- بَابُ نُزُوْلِ الْفِتَنِ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ

৩. পরিচ্ছেদ : বৃষ্টিধারার ন্যায় দুর্যোগ নেমে আসা

٦٩٨١- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُوْ النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِى شَيْبَةَ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُسَامَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَشْرَفَ عَلٰى اُطُمٍ مِنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى اِنِّى لاَرٰى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ -

৬৯৮১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর নাকিদ, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) নবী ﷺ মদীনার সুউচ্চ এক দালানের (দুর্গের) উপর আরোহণ করে বললেন, আমি যা কিছু দেখছি তোমরা কি তা দেখছ? আমি তোমাদের গৃহের অভ্যন্তরে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় বিপদাপদ পতিত হবার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি।

٦٩٨٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৯৮২. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٩٨٣- حَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنِى وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِىْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ -

৬৯৮৩. আমর নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শীঘ্রই এমন ফিতনা দেখা দিবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ান ব্যক্তি হতে ভাল থাকবে। আর দাঁড়ান ব্যক্তি তখন চলমান ব্যক্তি হতে ভাল থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি তখন দ্রুতগামী ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। যে ব্যক্তি তার (ফিতনার) দিকে চোখ তুলে তাকাবে (ফিতনা) তাকে ধ্বংস করে দিবে। আর যে তখন কোন আশ্রয়স্থল পাবে, সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

٦٩٨٤- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنِى وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُطِيْعِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا اِلاَّ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ يَزِيْدُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ -

৬৯৮৪. আমর নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... নাওফাল ইব্ন মুআবিয়া (র) থেকে আবূ হুরায়রা (রা)-এর এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে (রাবী) আবূ বকর (র) তার রিওয়ায়াতে অধিক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সালাতের মধ্যে এমন এক সালাত যে, যার তা ছুটে গেল তার যেন পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেয়া হল।

٦٩٨٥- حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَكُوْنُ فِتْنَةُ النَّائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَالْيَقْظَانُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ -

৬৯৮৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, অচিরেই ফিতনা দেখা দিবে। তখন ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। আর জাগ্রত ব্যক্তি তখন দাঁড়ান ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। এবং দাঁড়ান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি হতে তখন ভাল থাকবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি আশ্রয়স্থল অথবা রক্ষাস্থান পায় তবে সে যেন আশ্রয় গ্রহণ করে।

٦٩٨٦- حَدَّثَنِى اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَفَرْقَدُ السَّبَخِىُّ اِلَى مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ وَهُوَ فِىْ اَرْضِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا هَلْ سَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ فِى الْفِتَنِ حَدِيْثًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلاَ ثُمَّ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ اِلَيْهَا اَلاَ فَاِذَا نَزَلَتْ اَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ اِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِاِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِاَرْضِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِبِلٌ وَلاَ غَنَمٌ وَلاَ اَرْضٌ قَالَ يَعْمِدُ اِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ اِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ اِنْ اُكْرِهْتُ حَتّٰى يُنْطَلَقَ بِىْ اِلَى اَحَدِ الصَّفَّيْنِ اَوْ اِحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَنِىْ رَجُلٌ بِسَيْفِهِ اَوْ يَجِئُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِى قَالَ يَبُوْءُ بِاِثْمِهِ وَاِثْمِكَ وَيَكُوْنُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ -

৬৯৮৬. আবূ কামিল জাহদারী ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন (র) ... উসমান আশ-শাহ্‌হাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম ইব্‌ন আবূ বাকরা (র) তার তাঁর ভূমিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি ও ফারকাদ সাবাখী তার নিকট গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আপনার আব্বাকে ফিতনা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আবূ বাক্‌রা (রা)-কে এ কথা বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: অচিরেই ফিতনা দেখা দিবে। সাবধান, আবার ফিতনা দেখা দিবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি তখন দ্রুতগামী ব্যক্তি হতে ভাল থাকবে। সাবধান যখন ফিতনা আপতিত হবে অথবা (বললেন) সংঘটিত হবে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি উটের মালিক সে তার উট নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর যার বকরী আছে সে তার বকরী নিয়ে ব্যস্ত থাকুক এবং যার যমীন আছে সে তার যমীন নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! বলে দিন যার উট, বকরী ও যমীন কিছুই নেই, সে কি করবে? তিনি বললেন, সে তার তরবারি হাতে নিয়ে প্রস্তরাঘাতে তার ধারাল তীক্ষ্ণ অংশ চূর্ণ করে ফেলবে। অতঃপর সে রক্ষা পেতে সক্ষম হলে রক্ষা লাভ করবে। অতঃপর তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এ সময় জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি বাধা সৃষ্টি করে দুই সারির কোন একটিতে অথবা দুই দলের কোন এক দলে আমাকে নিয়ে যায়, আর কোন এক ব্যক্তি তার তরবারি দ্বারা আমাকে আঘাত করে বা তীর এসে আমার গায়ে লাগে এবং আমাকে সে মেরে ফেলে, তবে আমার (অবস্থা) কি হবে? তিনি বললেন : তবে সে তার পাপ এবং তোমার পাপের ভার বহন করবে এবং জাহান্নামী হবে।

٦٩٨٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ كِلاَهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ حَدِيْثُ ابْنِ اَبِى عَدِىٍّ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ اِلَى اٰخِرِهِ وَانْتَهَى حَدِيْثُ وَكِيْعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ اِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ -

৬৯৮৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... উসমান আশ্‌-শাহহাম (র) থেকে এ সনদে ইব্‌ন আবূ আদী (র)-এর হাদীসটি হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ শেষ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। তবে ' اِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ ' পর্যন্ত ওয়াকী' (র)-এর হাদীসটি শেষ হয়েছে। এর পরবর্তী অংশটি তিনি আর উল্লেখ করেননি।

٤- بَابُ اِذَ تَوَجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

৪. পরিচ্ছেদ : যখন দুই মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখী হয়

٦٩٨٨- حَدَّثَنِى اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَاَنَا اُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِى اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَحْنَفُ قَالَ قُلْتُ اُرِيْدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِى عَلِيًّا قَالَ فَقَالَ لِىْ يَااَحْنَفُ ارْجِعْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قَالَ فَقُلْتُ اَوْقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ قَدْ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ -

৬৯৮৮. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন আল-জাহ্‌দারী (র) ... আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি বের হলাম। এই লোকটিকে (হযরত আলী রা) সাহায্য করা আমার ইচ্ছা ছিল। এ সময় আবূ বকর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তখন তিনি বললেন, হে আহ্‌নাফ! তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাচাত ভাই আলী (রা)-এর সাহায্য করার জন্য আমি যেতে চাচ্ছি। আহ্‌নাফ (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে আহ্‌নাফ! চলে যাও। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি একথা বলতে শুনেছি, যখন দু'জন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে তখন হত্যাকারী ও হত্যাকৃত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হবে। একথা শুনে আমি বললাম অথবা বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হত্যাকারীর অবস্থা তো এ-ই, তবে নিহত ব্যক্তির অবস্থা কি? উত্তরে তিনি বললেন, সে তার সাথীকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

٦٩٨٩- وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَالْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ -

৬৯৮৯. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আব্‌দা আযযাব্বী (র) ... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি দু'জন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী হবে।

٦٩٩٠- وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ كِتَابِهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ كَامِلٍ عَنْ حَمَّادٍ اِلَى اٰخِرِهِ -

৬৯৯০. হাজ্জাজ ইব্ন শাঈর (র) ... আইউব (র) থেকে এ সনদে আবূ কামিল (র)-এর সূত্রে হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

٦٩٩١ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ اَحَدُهُمَا عَلٰى اَخِيْهِ السِّلاَحَ فَهُمَا فِىْ جُرُفِ جَهَنَّمَ فَاِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيْعًا ـ

৬৯৯১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যদি দু'জন মুসলমানের একজন তার অন্য ভাইয়ের উপর অস্ত্রধারণ করে তবে তারা উভয়ই জাহান্নামের তীরে উপনীত। অতঃপর যখন তাদের একজন তার অপর সঙ্গীকে হত্যা করে ফেলে, তখন তারা উভয়ই জাহান্নামে দাখিল হয়ে যায়।

٦٩٩٢ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ وَتَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ـ

৬৯৯২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ (হাদীস) সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর একটি হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি বড় দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাদের মাঝে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। অথচ তাদের উভয়ের দাবী একই হবে।

٦٩٩٣ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ـ

৬৯৯৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। তারা (সাহাবিগণ) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'হারজ' কি? তিনি বললেন, হত্যা, হত্যা।

٥ـ بَابُ هَلاَكِ هٰذِهِ الاُمَّةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ

৫. পরিচ্ছেদ : এ উম্মতের পরস্পরে ধ্বংস করার বিবরণ

٦٩٩٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ

زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاِنَّ اُمَّتِىْ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِىَ لِىْ مِنْهَا وَاُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ وَاِنِّىْ سَأَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِى اَنْ لَايُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَاَن لَايُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَاِنَّ رَبِّىْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنِّى اِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَانَّهُ لَايُرَدُّ وَاِنِّىْ اَعْطَيْتُكَ لِاُمَّتِكَ اَن لَا اُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَاَنْ لَا اُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوٰى اَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِاَقْطَارِهَا اَوْقَالَ مَنْ بَيْنَ اَقْطَارِهَا حَتّٰى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ـ

৬৯৯৪. আবূ রাবী' আল-আতাকী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে গুটিয়ে আমার সামনে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর আমি এর পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্ত দেখে নিয়েছি। পৃথিবীর যে পরিমাণ অংশ গুটিয়ে আমার সম্মুখে রাখা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌছবে। আমাকে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং কিসরা ও কায়সারের) দুই ধনাগার দেয়া হয়েছে। আমি আমার উম্মাতের জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট এ দু'আ করেছি, যেন তিনি তাদেরকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন এবং যেন তিনি তাদের উপর নিজেদের ব্যতীত কোন (বাহ্যরের) শত্রুকে চাপিয়ে না দেন যারা তাদের দলবদ্ধ তাকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিবে। এ কথা শুনে আমার প্রতিপালক বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি যা সিদ্ধান্ত করি তা কখনো প্রতিহত হয় না। আমি আপনার দু'আ কবূল করেছি। আমি তোমার উম্মাতকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করবো না এবং তাদের উপর তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য এমন কোন শত্রুকে চাপিয়ে দেবো না যারা তাদের সমষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে লোক সমবেত হয়ে চেষ্টা করে না কেন। তবে তারা (মুসলমানগণ) পরস্পর একে অপরকে ধ্বংস করবে এবং একে অপরকে বন্দী করবে।

٦٩٩٥ـ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَوٰى لِىَ الاَرْضَ حَتّٰى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاَعْطَانِى الْكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ ـ

৬৯৯৫. যুহায়র ইব্ন হারব, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : পৃথিবীকে গুটিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমার সামনে রেখেছেন। আমি এর পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্ত দেখে নিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে লাল ও সাদা দুই ধন-ভাণ্ডার দান করেছেন।.... অতঃপর কাতাদা (র) আইউব (র) সূত্রে আবূ কিলাবা (র) হতে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٩٩٦ـ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ

ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتّٰى اِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَيْنَا فَقَالَ ﷺ سَأَلْتُ رَبِّىْ ثَلاَثًا فَاَعْطَانِى ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِىْ وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّىْ اَنْ لاَيُهْلِكَ اُمَّتِىْ بِالسَّنَةِ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ اَنْ لاَيُهْلِكَ اُمَّتِى بِالْغَرَقِ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ اَنْ لاَيَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا ـ

৬৯৯৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) আলিয়া (মদীনার উঁচু অঞ্চল) হতে এসে বনূ মুআবিয়ায় অবস্থিত মসজিদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি সেখানে প্রবেশ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। এ সময় তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট দীর্ঘ দু'আ করলেন। এবং দু'আ শেষে আমাদের দিকে ফিরে বললেন : আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি। এর মধ্যে তিনি আমাকে দু'টি প্রদান করেছেন এবং একটি প্রদান করেননি। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম, যেন তিনি আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দু'আ কবুল করেছেন। তাঁর নিকট এ-ও প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মাতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দু'আও কবূল করেছেন। আমি তাঁর নিকট এ মর্মেও প্রার্থনা করেছিলাম যে, যেন মুসলমান পরস্পর একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। তিনি আমার এ দু'আ কবূল করেননি।

٦٩٩٧ـ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ الاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَقْبَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِىْ مُعَاوِيَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ ـ

৬৯৯৭ . ইব্‌ন আবূ উমর (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবীদের একটি দলের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কোথাও থেকে আসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ মু'আবিয়ায় অবস্থিত মসজিদের নিকট গেলেন। ..... অতঃপর তিনি ইব্‌ন নুমায়রের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٩٩٨ـ حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا اِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىَّ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ حُذَيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِىَ كَائِنَةٌ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَمَابِىْ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسَرَّ اِلَىَّ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثْهُ غَيْرِىْ وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا اَنَا فِيْهِ عَنِ الْفِتَنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ ثَلاَثٌ لاَيَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ قَالَ حُذَيفَةُ فَذَهَبَ اُوْلٰئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِىْ ـ

৬৯৯৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তুজিবী (র) ... আবূ ইদরীস খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) বলতেন, আমার ও কিয়ামত সংঘটিত হবার সময়কালের মাঝে ঘটমান ফিতনা সম্পর্কে আমি সকল মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞাত। বস্তুতঃ বিষয়টি এমন নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্যদের নিকট বর্ণনা না করে কেবল আমার নিকটই এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক মজলিসে আমি ছিলাম। এতে তিনি ফিতনা সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন এবং গুণে গুণে বর্ণনা করছিলেন। এগুলোর তিনটি এমন, যা কোন কিছুকেই অব্যাহতি দিবে না। এর কতেকটি গ্রীষ্মের (ঝঞ্ঝা) বায়ুর ন্যায়। আবার কতেকটি ছোট এবং কতেকটি বড়। হুযায়ফা (রা) বলেন, মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি ব্যতীত অন্য সকলেই এ পৃথিবী হতে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন।

٦٩٩٩- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهٖ ذٰلِكَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلاَّ حَدَّثَ بِهٖ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ اَصْحَابِىْ هٰؤُلاَءِ وَاِنَّهُ لَيَكُوْنُ مِنْهُ الشَّئُ قَدْ نَسِيْتُهُ فَاَرَاهُ فَاَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ اِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ اِذَا رَاٰهُ عَرَفَهُ ـ

৬৯৯৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমস্ত ফিত্‌নার কথাই বর্ণনা করলেন। অতঃপর যে স্মরণ রাখবার সে স্মরণ রাখল এবং যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেল। তিনি বলেন, আমার এই সাথিগণ জানেন বিষয়টি। তার কতিপয় বিষয় এমন আছে, যা আমি ভুলে গিয়েছি। কিন্তু তা সংঘটিত হতে দেখে আমার তা পুনরায় স্মরণ হয়ে যায়। বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির চেহারা দেখে, অতঃপর সে তার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পুনরায় দেখে সে তাকে চিনে নেয়।

٧٠٠٠- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلٰى قَوْلِهٖ وَنَسِيَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ ـ

৭০০০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে ' وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ' পর্যন্ত অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের পরবর্তী অংশটি উল্লেখ করেননি।

٧٠٠١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى اَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَئٌ اِلاَّ قَدْسَاَلْتُهُ اِلاَّ اَنِّىْ لَمْ اَسْاَلْهُ مَايُخْرِجُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ـ

৭০০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (অন্য সনদে) আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমুদয় ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অবহিত করেছেন। ফিতনা সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় সম্পর্কে আমি তাকে প্রশ্ন করেছি। তবে মদীনাবাসীকে কোন বিষয় মদীনা হতে বের করবে এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি।

٧٠٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِيْ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৭০০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٠٠٣- وَحَدَّثَنِي يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ عَاصِمٍ قَالَ حَجَّاج حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ اَخْبَرَنَا عِلبَاءُ بْنُ اَحْمَرَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ زَيدٍ (يَعنِى عَمْرَو بْنَ اَخطَبَ) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا -

৭০০৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওরাকী ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ... আবূ যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা দিলেন। অবশেষে যুহরের সালাতের সময় হল। তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন। এরপর আবার মিম্বরে আরোহণ করতঃ তিনি খুতবা দিলেন। এবার আসরের সালাতের সময় হল। তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে সালাত আদায় করে পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং আমাদেরকে লক্ষ্য করে খুতবা দিতে দিতে সূর্য অস্তমিত হল। (এ খুতবায়) তিনি আমাদেরকে যা হয়েছে এবং যা হবে ইত্যাকার বিষয়ে অবহিত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ কথাগুলো সর্বাধিক স্মরণ রেখেছেন আমাদের মাঝে এ বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٦- بَابُ فِى الْفِتْنَةِ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

৬. পরিচ্ছেদ : যে ফিত্না সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গায়িত হবে

٧٠٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ (ابن) اَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ : قَالَ فَقُلْتُ اَنَا قَالَ اِنَّكَ لَجَرِئٌ وَكَيْفَ قَالَ فَقُلْتُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هٰذَا اُرِيْدُ اِنَّمَا اُرِيْدُ الَّتِى تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ فَقُلْتُ مَالَكَ وَلَهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ اَمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لاَبَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذٰلِكَ اَحْرٰى اَنْ لاَيُغْلَقَ اَبَدًا قَالَ فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدٍ

اللَّيْلَةَ اِنِّىْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ قَالَ فَهِبْنَا اَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ ـ

৭০০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইব্‌নুল আ'লা (ইব্‌ন) আবূ কুরায়ব (র) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর হাদীস তোমাদের কার স্মরণ আছে? আমি বললাম, আমার স্মরণ আছে। তিনি বললেন, ব্যাস, তুমি তো খুব সাহসী। তিনি কি বলেছেন, বল। অতঃপর আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, নিজ সত্তা, সন্তান-সন্ততি এবং প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুষ যে ফিতনায় আক্রান্ত হয়, তার সিয়াম, সালাত, সাদাকা এবং সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দানই হল এগুলোর জন্য কাফ্‌ফারা। তখন উমর (র) বললেন, আমি তো এ ফিত্‌না সম্পর্কে শুনতে চাইনি। বরং সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় যে ফিতনা তরঙ্গায়িত হবে, আমি তো কেবল তাই শুনতে চেয়েছি। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? এর ও আপনার মাঝে এক রুদ্ধদ্বার অন্তরায় রয়েছে। তিনি বললেন, তা (দ্বার) কি ভাঙ্গা হবে, না খোলা হবে? আমি বললাম, না, বরং ভাংগা হবে। তখন উমর (রা) বললেন, তবে তো তা আর কখনো বন্ধ হবে না। বর্ণনাকারী [শাকীক (র)] বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-কে বললাম, কে সে দ্বার, উমার (রা) তা কি জানতেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আগামী দিনের পর রাত, এ কথাটি যেমন জানতেন, ঠিক তদ্রূপ ঐ বিষয়টিও তিনি জানতেন। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি তাঁকে ভুল হাদীস শুনাইনি। রাবী [শাকীক (র)] বলেন, কে সে দ্বার, এ সম্পর্কে হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা রাবী মাসরূক (র)-কে বললাম, আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি [হুযায়ফা (রা)] বললেন, (এ দ্বার) উমর (রা) নিজেই।

٧٠٠٥ـ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَفِىْ حَدِيْثِ عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ ـ

৭০০৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (অন্য সনদে) উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (অন্য সনদে) ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে আবূ মুআবিয়া (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ঈসা (র)-এর সূত্রে শাকীক (র) হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে তিনি (অধিক) বলেছেন, আমি হুযায়ফা (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি।

٧٠٠٦ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ اَبِىْ رَاشِدٍ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الْفِتْنَةِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ ـ

৭০০৬. ইব্‌ন আবূ উমর (রা) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, ফিতনা সম্পর্কে আমাকে কে হাদীস শুনাতে পারবে? অতঃপর পূর্ববর্তীদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٠٠٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ جُنْدُبٌ جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ فَاِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ فَقُلْتُ لَيُهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هٰهُنَا دِمَاءٌ فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ كَلاَّ وَاللّٰهِ قُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ قُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَحَدِيْثُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنِيْهِ قُلْتُ بِئْسَ الْجَلِيْسُ لِيْ اَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ تَسْمَعُنِيْ اُخَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَتَنْهَانِيْ ثُمَّ قُلْتُ مَاهٰذَا الْغَضَبُ فَاَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَاَسْأَلُهُ فَاِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةُ ـ

৭০০৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুনদুব (র) বলেছেন, 'জার'আর' দিন আমি আসলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি উপবিষ্ট আছে। আমি বললাম, আজ তো এখানে রক্ত ঝরানো হবে। এ কথা শুনে লোকটি বলল, কখনো না। আল্লাহ্র কসম! (খুন হবে না)। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! অবশ্যই খুন হবে। সে আবারো বলল, আল্লাহ্র কসম! (কখনো খুন হবে না)। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! (অবশ্যই খুন হবে)। পুনরায় সে বলল, আল্লাহ্র কসম! (খুন) কখনো হবে না। এ বিষয়টি অবশ্যই একটি হাদীস (দ্বারা প্রমাণিত), যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আমি বললাম, আজ দিনভার আপনি আমার একজন মন্দ সাথী (হলেন)। কারণ আপনি শুনতে পাচ্ছেন যে, আমি আপনার বিরুদ্ধাচরণ (কারবার হলফ) করছি। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে হাদীস শুনা সত্ত্বেও আপনি আমাকে বারণ করছেন না। অতঃপর আমি বললাম, এত রাগারাগি কেন? তখন আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। পরে জানতে পেলাম, তিনি হলেন হুযায়ফা (রা)।

٧- بَابُ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ

৭. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না ফোরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পর্বত বের করে দিবে

٧٠٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّىْ اَكُوْنُ اَنَا الَّذِىْ اَنْجُوْ ـ

৭০০৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না ফোরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পর্বত বের করে দিবে। লোকেরা এ নিয়ে লড়াই করবে এবং এক শতের মধ্যে নিরানব্বই জন মারা যাবে। তাদের প্রত্যেকেই বলবে (মনে করবে), সম্ভবত আমি বেঁচে যাব।

٧٠٠٩- وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ فَقَالَ أَبِي إِنْ رَأَيْتَهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ -

৭০০৯. উমায়্যা ইব্‌ন বিস্‌তাম (র) .... সুহায়ল (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতে অধিক বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা বলেছেন, যদি তুমি তা (ঐ পর্বত) দেখ তবে তুমি কিছুতেই এর কাছেও যাবে না।

٧٠١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا -

৭০১০. আবূ মাসঊদ সাহল ইব্‌ন উসমান (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন : অচিরেই ফোরাত তার মধ্যস্থিত এত এত স্বর্ণ(খনি) বের করে দিবে। সুতরাং এ সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন এ থেকে কিছুই না নেয়।

٧٠١١ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا -

৭০১১. সাহ্‌ল ইব্‌ন উসমান (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন : অচিরেই ফোরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বের করে দিবে। সুতরাং এ সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন এ থেকে কিছুই না নেয়।

٧٠١٢- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي مَعْنٍ) قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا قُلْتُ أَجَلْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ قَالَ فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَقَفْتُ أَنَا وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فِي ظِلِّ أُجُمِ حَسَّانَ -

৭০১২. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন ও আবূ মা'ন রাক্কাশী (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। এমতাবস্থায়

তিনি বললেন, বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে (নেতৃস্থানীয়) মানুষ পার্থিব সম্পদ উপার্জনের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। আমি বললাম, হাঁ, ঠিকই। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই ফোরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বের করে দিবে। তা শুনামাত্রই লোকজন সেদিকে চলতে আরম্ভ করবে। সেখানকার লোকেরা বলবে, আমরা যদি লোকদেরকে ছেড়ে দেই তবে তারা সবই নিয়ে চলে যাবে। এ নিয়ে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে একশতের মধ্যে নিরানব্বই জন লোকই নিহত হবে। বর্ণনাকারী আবূ কামিল (র) তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, আমি এবং উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) হাস্‌সান (রা)-এর কিল্লার ছায়ায় দাঁড়ানো ছিলাম।

٧٠١٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيْشَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيْزَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِيْنَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ اِرْدَبَهَا وَدِيْنَارَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ شَهِدَ عَلٰى ذٰلِكَ لَحْمُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ -

৭০১৩. উবায়দ ইব্‌ন ইয়াঈশ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক সময় ইরাক তার (দিরহাম) রৌপ্য মুদ্রা এবং 'কাফীয্' দিতে অস্বীকার করবে।সিরিয়াও তার 'মুদ' এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে অস্বীকার করবে। অনুরূপভাবে মিসরও তাদের 'ইরদাব' এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করবে। অবশেষে তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। আবূ হুরায়রার গোশত ও রক্ত এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

٩- بَابُ فِىْ فَتْحِ قُسْطُنْطُنِيَّةَ وَخُرُوْجِ دَجَّالٍ وَنُزُوْلِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

৯. পরিচ্ছেদ : ইস্তাম্বুল বিজয়, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-এর অবতরণ

٧٠١٤- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْاَعْمَاقِ اَوْ بِدَابِقٍ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ اَهْلِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَاِذَا تَصَافُّوْا قَالَتِ الرُّوْمُ خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبُوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ لاَنُخَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لاَيُفْتَنُوْنَ اَبَدًا فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ فَبَيْنَمَاهُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوْا سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ اِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ اِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِىْ اَهْلِيْكُمْ فَيَخْرُجُوْنَ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ فَاِذَا جَاؤُا الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَمَاهُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ

الصُّفُوْفَ اِذْ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاَمَّهُمْ فَاِذَا رَاٰهُ عَدُوُّ اللّٰهِ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَنْذَابَ حَتّٰى يَهْلِكَ وَلٰكِنْ يُقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِىْ حَرْبَتِهِ ـ

৭০১৪. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না রোমান সেনাবাহিনী 'আ'মাক' অথবা 'দাবিক' নগরীতে অবতরণ করবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনা হতে এ পৃথিবীর সে যুগের সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। অতঃপর উভয় দল যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হবার পর রোমানরা বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের পৃথক করে দাও, আমাদের লোকদের মধ্যে যাদের বন্দী করা হয়েছে। আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো। তখন মুসলমানগণ বলবে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না। অবশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা কখনো তাদের তাওবা কবূল করবেন না। সৈন্যদের এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহ্‌র নিকট শহীদদের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে আর কখনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। তারাই ইস্তাম্বুল জয় করবে। তারা নিজেদের তরবারি যায়তুন গাছে লটকিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলমানরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা খবর (গুজব)। তারা যখন সিরিয়া পৌঁছবে তখন তার (দাজ্জালের) আবির্ভাব হবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধ হতে শুরু করবে তখন সালাতের সময় হবে। অতঃপর 'ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) অবতরণ করবেন এবং (সালাতে) তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহ্‌র শত্রু (দাজ্জাল) তাকে দেখামাত্রই বিগলিত হতে শুরু করবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা (আ) তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সে বিগলিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা (আ)-এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন।

١٠ـ بَابُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ اَكْثَرُ النَّاسِ

১০. পরিচ্ছেদ : রোমানদের সংখ্যাধিক্যের অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে

٧٠١٥ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى مُوْسٰى بْنُ عُلَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ اَكْثَرُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو اَبْصِرْ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ اِنَّ فِيْهِمْ لَخِصَالاً اَرْبَعًا اِنَّهُمْ لاَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَاَسْرَعُهُمْ اِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيْبَةٍ وَاَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِيْنٍ وَيَتِيْمٍ وَضَعِيْفٍ وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيْلَةٌ وَاَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوْكِ ـ

৭০১৫. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়স (র) ... মুসতাওরিদ আল্-কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রোমানদের (খ্রিস্টানদের) সংখ্যা যখন সর্বাধিক হবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। (এ কথা শুনে) আমর (রা) তাকে বললেন, কি বলছ, ভেবে-চিন্তে বল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছি আমি তাই বলছি। অতঃপর তিনি [আমর ইবনুল আ'স (রা)] বললেন, তুমি যদি তা বল, (তবে সত্যই বলছ)। কেননা তাদের (খ্রিস্টানদের) মাঝে চারটি বৈশিষ্ট্য আছে। দুর্যোগের সময় তারা সর্বাধিক ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে এবং মুসীবতের পর তড়িৎ তাদের মধ্যে চেতনা (স্বাভাবিকতা) ফিরে আসে। পলায়নের পর অতি দ্রুত তারা পাল্টা হামলা করে এবং মিসকীন, ইয়াতীম ও দুর্বলের জন্য তারা সর্বাধিক কল্যাণকামী। তাদের পঞ্চম সুন্দর হৃদয়গ্রাহী গুণটি হল এই যে, তারা রাজন্যবর্গের যুলুম প্রতিহত করণে অধিক তৎপর।

٧٠١٦- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ شُرَيْحٍ اَنَّ عَبْدَ الْكَرِيْمِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ اَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْقُرَشِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ اَكْثَرُ النَّاسِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ مَاهٰذِهِ الاَحَادِيْثُ الَّتِىْ تُذْكَرُ عَنْكَ اَنَّكَ تَقُوْلُهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ قُلْتُ الَّذِىْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ عَمْرٌو لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ اِنَّهُمْ لاَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَاَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ وَخَيْرُ النَّاسِ لِمَسَاكِيْنِهِمْ وَضُعَفَائِهِمْ-

৭০১৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... মুসতাওরিদ আল্-কুরাশী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, রোমানরা যখন সংখ্যায় সর্বাধিক হবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ সংবাদ আমর ইবনুল আ'স (রা)-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, এ কেমন হাদীস, যা সম্বন্ধে লোকেরা বলছে যে, এ নাকি তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করছো? মুস্তাওরিদ (রা) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছি আমি তাই বলছি। আমর (রা) বললেন, তুমি যদি তা বলে থাক তা ঠিকই আছে। কেননা তারা দুর্যোগের সময় সর্বাধিক ধৈর্যশীল এবং মুসীবতের পর দ্রুত স্থিরতা লাভকারী হবে। সর্বোপরি তারা হলো মিস্‌কীন এবং দুর্বল মানুষের জন্য অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী।

٧٠١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حُجْرٍ) حَدَّثَنَااِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتْ رِيْحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوْفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيْرَى - اَلاَّ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ جَاءَتِ السَّاعَةُ قَالَ فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اِنَّ السَّاعَةَ لاَتَقُوْمُ حَتّٰى لاَ يُقْسَمَ مِيْرَاثٌ وَلاَيُفْرَحَ بِغَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَ (وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّامِ) فَقَالَ عَدُوٌّ يَّجْمَعُوْنَ لاَهْلِ الْاِسْلاَمِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ اَهْلُ الْاِسْلاَمِ قُلْتُ الرُّوْمَ تَعْنِىْ؟ قَالَ نَعَمْ وَتَكُوْنُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيْدَةٌ،

فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ اِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيْءُ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، لاَ تَرْجِعُ اِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيْءُ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، لاَ تَرْجِعُ اِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يُمْسُوْا فَيَفِيْءُ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ اِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَيَجْعَلُ اللّٰهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُوْنَ مَقْتَلَةً اِمَّا قَالَ لاَيُرٰى مِثْلُهَا وَاِمَّا قَالَ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا حَتّٰى اِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنْبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتّٰى يَخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَادُّ بَنُوْ الْاَبِ كَانُوْا مِائَةً فَلاَ يَجِدُوْنَه بَقِيَ مِنْهُمْ اِلاَّ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِاَيِّ غَنِيْمَةٍ يُفْرَحُ اَوْ اَيُّ مِيْرَاثٍ يُقَاسَمُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ سَمِعُوْا بِبَاسٍ هُوَ اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيْخُ اِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِيْ ذَرَارِيْهِمْ فَيَرْفُضُوْنَ مَافِيْ اَيْدِيْهِمْ وَيُقْبِلُوْنَ فَيَبْعَثُوْنَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لاَعْرِفُ اَسْمَاءَ هُمْ وَاَسْمَاءَ اٰبَائِهِمْ وَاَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ اَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ قَالَ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ رِوَايَتِهِ عَنْ اُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ -

৭০১৭. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) ... ইউসায়র ইব্‌ন জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কূফা নগরীতে লাল (উত্তপ্ত) ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হল। এ সময় এক ব্যক্তি কূফায় আসল। তার কথার 'মুদ্রাদোষ' ছিল–'আলা' 'হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ! কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ অবণ্টিত থাকবে এবং যতক্ষণ না লোক গনীমতে আনন্দিত হবে না। অতঃপর তিনি তার হস্ত দ্বারা সিরিয়ার প্রতি ইংগিত করে বললেন, আল্লাহ্‌র শত্রুরা সমবেত হবে মুসলমানদের সাথে লড়াই করার জন্য এবং মুসলমানগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হবে। (এ কথা শুনে) আমি বললাম, (আল্লাহ্‌র শত্রু বলে) আপনাদের উদ্দেশ্য রোমান (খ্রীস্টান) সম্প্রদায় ? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তখন মুসলিম সম্প্রদায় একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সামনে অগ্রসর হবে। (এ সিদ্ধান্ত নিয়ে) জয়লাভ করা ব্যতিরেকে তারা পেছনে ফিরবে না। এরপর তাদের মাঝে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত হয়ে যাবে। অতঃপর এ দল এবং ঐ দল (উভয় পক্ষের সৈন্য) জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই ফিরে চলে যাবে। যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যে দলটি অগ্রে গিয়েছিল তারা সকলেই শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর পূর্ববর্তী দিন মুসলমানগণ মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে। (এ সিদ্ধান্ত নিয়ে) তারা বিজয়ী না হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে না। এদিনও তাদের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হবে। অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। এ দল ও ঐ দল (উভয় বাহিনী) জয়লাভ করা ব্যতীতই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে আসবে। দলটি শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তৃতীয় দিন পুনরায় মুসলমানগণ মৃত্যুর জন্য একটি বাহিনী পাঠাবে, যারা বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না। সে দিন পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা। এ যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকবে। অবশেষে জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই এ দল ও ঐ দল ফিরে যাবে। (তবে মুসলিম বাহিনীর সামনের) সেনাদলটি শেষ হয়ে যাবে। এরপর যুদ্ধের চতুর্থ দিবসে অবশিষ্ট

মুসলমানগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সম্মুখ পানে এগিয়ে যাবে। সেদিন কাফিরদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অমঙ্গলের (পরাজয়) চক্র চাপিয়ে দিবেন। অতঃপর এমন যুদ্ধ হবে যা (কখনো) দেখা যায় না যা দেখা যায়নি। জীবনে কেউ দেখবে না অথবা যা জীবনে কেউ দেখেনি। অবশেষে তাদের লোমের উপর পাখি উড়তে থাকবে। পাখি তাদেরকে অতিক্রম করবে না; এমতাবস্থায় তা মাটিতে পড়ে মরে যাবে। একশ' মানুষ বিশিষ্ট এক পিতার একটি গোত্র, সন্তানের এদের থেকে মাত্র এক ব্যক্তি বেঁচে আছে। এমতাবস্থায় কেমন করে গনীমতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা আনন্দ উৎসব করবে এবং কেমন করে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করা হবে। মুসলমানগণ এ সময় আরেকটি ভয়াবহ বিপদের সংবাদ শুনতে পাবে এবং এ মর্মে একটি আওয়াজ তাদের নিকট পৌছবে যে, দাজ্জাল তাদের পেছনে তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওনা হয়ে যাবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে (গোপন) সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : দাজ্জালের সংবাদ সংগ্রাহক দলের প্রতিটি ব্যক্তির নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের অশ্বের রং সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। এ পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সেদিন তারাই হবে। অথবা (বলেছেন) ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) তাঁর রিওয়াতের মধ্যে ' يسير بن جابر ' এর পরিবর্তে ' اسير بن جابر ' বর্ণনা করেছেন।

٧٠١٨ـ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهَبَّتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ ـ

৭০১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ গুবারী (র) ... ইউসায়র ইব্‌ন জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন লাল উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হল। ...... অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন উলায়্যার হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ এবং তৃপ্তিদায়ক।

٧٠١٩ـ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ (يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَيْتُ مَلآنُ قَالَ فَهَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ

৭০১৯. শায়বান ইব্‌ন ফাররুখ (র) ... উসায়র ইব্‌ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর বাড়িতে ছিলাম। বাড়িটি তখন লোকে লোকারণ্য ছিল। ইব্‌ন উসায়র এর মত তিনিও বললেন, তখন কূফা নগরীতে লাল উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হল।

١٢ ـ بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوحَاتِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَّالِ

১২. পরিচ্ছেদ : দাজ্জালের (আত্মপ্রকাশের) পূর্বে মুসলিমগণ যেসকল বিজয় লাভ করবেন

٧٠٢٠ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ

الْمَغْرِبِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوْفِ فَوَافَقُوْهُ عِنْدَ اَكَمَةٍ فَاِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ فَقَالَتْ لِىْ نَفْسِىْ اُئْتِهِمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لاَيَغْتَالُوْنَهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَعَلَّهُ نَجِىٌّ مَعَهُمْ فَاَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قَالَ فَحَفِظْتُ مِنْهُ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ اَعُدُّهُنَّ فِىْ يَدِىْ قَالَ تَغْزُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تَغْزُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللّٰهُ قَالَ فَقَالَ نَافِعٌ يَاجَابِرُ لاَنَرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتّٰى تُفْتَحَ الرُّوْمُ ـ

৭০২০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... নাফি‘ ইব্‌ন উত্‌বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন পশ্চিম দিক হতে এক দল লোক নবী ﷺ-এর নিকট আসল। তাদের গায়ে ছিল পশমের কাপড়। তারা এক টিলার নিকট এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলো। এসময় তারা ছিল দণ্ডায়মান এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন উপবিষ্ট। আমার মন তখন আমাকে বলল, তুমি যাও এবং তাদের ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে গিয়ে দাঁড়াও, যেন তারা প্রতারণা করে তাকে হত্যা করতে না পারে। পুনরায় আবার আমার মনে আসল, সম্ভবতঃ তিনি তাদের সাথে কোন গোপন আলাপ করবেন। তথাপি আমি গেলাম এবং তাদের ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ সময় আমি তাঁর থেকে চারটি কথা মুখস্থ করলাম। কথাগুলো আমার হাতে গণনা করছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা জাযিরাতুল আরবে (আরব উপদীপ) যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তা বিজিত করে দিবেন। অতঃপর পারস্যবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তাও বিজিত করে দিবেন। এরপর রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তা‘আলা এতেও তোমাদের বিজয়ী করে দিবেন। অবশেষে তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে, এখানেও আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। বর্ণনাকারী নাফি‘ (র) বললেন, হে জাবির! আমাদের বিশ্বাস রোম বিজয়ের পূর্ব দাজ্জালের আবির্ভাব হচ্ছে না।

١٣ـ بَابُ فِى الْاٰيَاتِ الَّتِىْ تَكُوْنُ قَبْلَ السَّاعَةِ

১৩. পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের পূর্বে যে সব আলামত দেখা দিবে

٧٠٢١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ الْغِفَارِىِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَاتَذَاكَرُوْنَ قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاٰخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى مَحْشَرِهِمْ ـ

৭০২১. আবূ খায়সামা যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবূ উমর মাক্কী (র) ... হুযায়ফা ইব্ন আসীদ আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা আলোচনা করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছো? তাঁরা বললেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ নিদর্শন দেখবে। অতঃপর তিনি ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বা (মানুষরূপী পশু), পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্য উদিত হওয়া, মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ইয়াজূজ মা'জূজ এবং তিনবার ভূমি ধসে যাওয়া তথা পূর্ব প্রান্তে একটি ভূমি ধস, পশ্চিম প্রান্তে একটি ভূমি ধস, এবং আরব উপদ্বীপে একটি ভূমি ধসের কথা উল্লেখ করলেন। এ নিদর্শনসমূহের শেষ হল এক আগুন যা প্রকাশিত হবে, ইয়ামান থেকে এবং মানুষকে তাড়িয়ে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে।

٧٠٢٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ اَبِىْ سَرِيْحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى غُرْفَةٍ وَنَحْنُ اَسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَاتَذْكُرُوْنَ قُلْنَا السَّاعَةَ قَالَ اِنَّ السَّاعَةَ لَاتَكُوْنُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشْرُ اٰيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الاَرْضِ وَيَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ اَبِىْ سَرِيْحَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ لَايَذْكُرُ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اَحَدُهُمَا فِى الْعَاشِرَةِ نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَرِيْحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ -

৭০২২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আনবারী (র) ... আবূ সারীহা হুযায়ফা ইব্ন আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কামরার ভেতর ছিলেন। তখন আমরা তাঁর নীচু স্থানে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, তোমরা কি আলোচনা করছিলে। আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দশটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। পূর্বাঞ্চলে ভূমি ধস, পশ্চিম অঞ্চলে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস, ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, ইয়াজূজ-মা'জূজ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং সর্বশেষ (ইয়ামানের) আদ্ন (এডেন) এর গর্ত হতে আগুন প্রকাশিত হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিবে। শু'বা (র) বলেন, ... আবূ সারীহা (রা) থেকে .... অনুরূপ। তবে এতে নবী ﷺ উল্লেখ করেন। তবে দশম নিদর্শন হিসাবে একজন ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-এর অবতরণের কথা বলেছেন, অন্যজন বলেছেন যে, এমন ঝঞ্ঝা বায়ু (প্রবাহিত হবে), যা লোকদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।

٧٠٢٣- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَرِيْحَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ تَنْزِلُ مَعَهُمْ اِذَا نَزَلُوْا وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ

قَالُوْا قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِى رَجُلٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى الطُّفَيلِ عَنْ اَبِى سَرِيْحَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ اَحَدُ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَالَ الْاٰخَرُ رِيْحٌ تُلْقِيْهِمْ فِى الْبَحْرِ ـ

৭০২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবূ সারীহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক কামরায় ছিলেন। আমরা তার নীচে ছিলাম। ..... অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসটি পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন : তারা যেখানে অবতরণ করবে তা (আগুনও) সেখানে অবতরণ করবে এবং তারা যেখানে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করবে আগুনও সেখানে তাদের সঙ্গে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করবে। বর্ণনাকারী শু'বা (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবূ সারীহার এ হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তা মারফূ' (হিসাবে উল্লেখ) করেননি। এতে এক ব্যক্তি বলেছেন, দশম নিদর্শনটি হল, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-এর অবতরণ। অপর ব্যক্তি বলেছেন, (দশম নির্দশনটি হল, তখন) এমন ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।

٧٠٢٤ـ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعِجْلِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى سَرِيْحَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ فَاَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ اَبِى سَرِيْحَةَ بِنَحْوِهِ قَالَ وَالْعَاشِرَةُ نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ـ

৭০২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... আবূ সারীহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপর থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। ..... অতঃপর তিনি মুআয ও ইব্‌ন আবূ জা'ফরের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (তার হাদীসের শেষাংশে) বলেছেন যে, দশম নিদর্শনটি হল, মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-এর অবতরণ। বর্ণনাকারী শু'বা (র) বলেন, আবদুল আযীয (র)-এ হাদীসটি মারফূ' (হিসাবে বর্ণনা) করেন নি।

١٢ـ بَابُ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ

১২. পরিচ্ছেদ : হিজায ভূমি থেকে আগুন প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না

٧٠٢٥ـ حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَنِى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْءُ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِبُصْرٰى ـ

١٣- بَابُ فِيْ سُكْنَى الْمَدِيْنَةِ وَعِمَارَتِهَا قَبْلَ السَّاعَةِ

১৩. পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের পূর্বে মদীনার বসতি ও আবাদী

٧٠٢٦ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ اِهَابَ اَو يَهَابَ قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ فَكَمْ ذٰلِكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ كَذَا وَكَذَا مِيْلاً ـ

৭০২৬. আম্‌র আন্-নাকিদ (রা) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মদীনার বাড়ি বসতি ইহাব অথবা ইয়াহাব পর্যন্ত পৌছে যাবে। যুহায়র (র) বলেন, আমি সুহায়ল (র)-কে বললাম, তা মদীনা হতে কত দূরে অবস্থিত? তিনি বললেন, এতো-এতো মাইল দূরে অবস্থিত।

٧٠٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَتِ السَّنَةُ بِاَنْ لاَتُمْطَرُوا وَلٰكِنِ السَّنَةُ اَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلاَتُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا ـ

৭০২৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ নয়। বরং দুর্ভিক্ষ কেবল বৃষ্টি হতে থাকবে, বৃষ্টিই হতে থাকবে। আর ভূমি কোন কিছুই উৎপন্ন করবে না।

١٤ - بَابُ الْفِتْنَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ

১৪. পরিচ্ছেদ : ফিতনা পূর্ব দিক থেকে (আত্মপ্রকাশ করবে), যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়

٧٠٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا اَلاَ اِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ـ

৭০২৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্বমুখী ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, ফিতনা এদিক থেকে, ফিতনা এদিক থেকে- যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

٧٠٢٩- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ

الْمَشْرِقِ اَلْفِتْنَةُ هٰهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ فِى رِوَايَتِهِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ ـ

৭০২৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারিরী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (অন্য সনদে) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র).. ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাফসা (রা)-এর দরজার নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা পূর্ব দিকে ইংগিত করে বললেন, ফিতনা এ দিক থেকে–যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। এ কথাটি তিনি দুই বা তিনবার বলেছেন। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) তার বর্ণনায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-এর দরজার নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন।

٧٠٣٠ـ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ـ

৭০৩০. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্বমুখী অবস্থায় বললেন : শোন! ফিতনা এদিকে– শোন! ফিতনা এদিকে– শোন! ফিত্না এদিকে–যেদিকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

٧٠٣١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هٰهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ الْمَشْرِقَ ـ

৭০৩১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-এর ঘর থেকে বের হয়ে বললেন : কুফরীর মাথা এদিক থেকে—যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়। অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে।

٧٠٣٢ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ (يَعْنِىْ ابْنَ سُلَيْمَانَ) اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُوْلُ هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا ثَلاَثًا حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ ـ

৭০৩২. ইব্ন নুমায়র (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্ব দিকে ইংগিত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, সাবধান! ফিতনা এদিক থেকে, সাবধান !ফিত্না এদিক থেকে, তিনবার বলে তিনি বললেন, যেদিক থেকে শয়তানের দুই শিং উদিত হয়।

٧٠٣٣ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيْعِىُّ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبَانَ) قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ

يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ مَا اَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيْرَةِ وَارْكَبَكُمْ لِلْكَبِيْرَةِ سَمِعْتُ اَبِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيْئُ مِنْ هٰهُنَا وَاَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ وَاَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَاِنَّمَا قَتَلَ مُوْسَى الَّذِىْ قَتَلَ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا قَالَ اَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ فِى رِوَايَتِهِ عَنْ سَالِمٍ لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ ـ

৭০৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবান, ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও আহমাদ ইব্‌ন উমর ওয়াকীঈ (র) ... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হে ইরাকবাসী! আশ্চর্য! (তোমাদের কাণ্ড!) সগীরা (গুনাহ) সম্পর্কে তোমাদের কতই প্রশ্ন, অথচ কাবীরা (গুনাহ) করতে তোমাদের কোন দ্বিধা নেই। আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইংগিত করে বলতে শুনেছি, ফিতনা এদিক থেকে আসবে–যেদিক থেকে শয়তানের দুই শিং উদিত হয়। অথচ তোমরা পরস্পর হানাহানি করছো। মূসা (আ) ফিরআউন গোষ্ঠীর ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। তিনি সে হত্যা করেছিলেন অনিচ্ছাক্রমে। মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দেই। আমি তোমাকে বহু সংকটের সম্মুখীন করেছি।" বর্ণনাকারী আহমাদ ইব্‌ন উমর (র) তাঁর বর্ণনায় ' سَمِعْتُ سَالِمًا ' না বলে ' عن سالم ' বলেছেন।

١٧ـ بَابُ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَعْبُدَ دَوْسٌ ذَالْخَلَصَةِ

১৫. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রীয় লোকেরা যুল-খালাস (মন্দিরে প্রতীমা)-এর পূজা করবে

٧٠٣٤ـ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ اَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ ـ

৭০৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব যুলখালাসা মূর্তির চারপাশে আন্দোলিত হবে। যুলখালাসা একটি মূর্তি ছিল, দাউস গোত্রীয় লোকেরা প্রাক-ইসলামী যুগে 'তাবালা' নামক স্থানে এর পূজা করত।

٧٠٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاَبُوْ مَعْنٍ زَيْدُ بْنُ يَزِيْدَ الرَّقَاشِىُّ (وَاللَّفْظُ لاَبِى مَعْنٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزّٰى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لاَظُنُّ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ : هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ اَنَّ ذٰلِكَ تَامًّا قَالَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذٰلِكَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَوَفّٰى كُلَّ مَنْ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَيَبْقٰى مَنْ لاَخَيْرَ فِيْهِ فَيَرْجِعُوْنَ اِلٰى دِيْنِ اٰبَائِهِمْ -

৭০৩৫. আবূ কামিল আল-জাহদারী, আবূ মা'আন যায়দ ইব্‌ন ইয়াযীদ রাকাশী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রাত দিন খতম হবে না (কিয়ামত হবে না), যতক্ষণ না লাত ও উয্যা (দেবতা)র পূজা (পুনরায় আরম্ভ) করা হয়। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীন সহ, সকল দীনের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।" এ আয়াত নাযিলের পর আমি তো মনে করছিলাম যে, এটি অবশ্যই পূর্ণ হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা অবশ্যই হবে। তবে যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন ততদিন পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। অতঃপর তিনি মোলায়েম বায়ু প্রবাহিত করবেন। ফলে তা যাদের হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের প্রত্যেককেই তুলে নিবে। অবশেষে যাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই তারাই কেবল বেঁচে থাকবে। তখন তারা পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে যাবে।

٧٠٣٦- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ (وَهُوَ الْحَنَفِىُّ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৭০৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... আবদুল হামীদ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦- بَابُ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنّٰى اَنْ يَكُوْنَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ الْبَلاَءِ

১৬. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না (বিপদাপদের কারণে) এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির স্থানে হওয়ার বাসনা করবে

٧٠٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِىْ مَكَانَهُ -

৭০৩৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে বলবে, হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম।

٧٠٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الرِّفَاعِيُّ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبَانَ) قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَتَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِيْ كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ اِلاَّ الْبَلاَءُ-

৭০৩৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবান ইব্ন সালিহ্ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ রিফাঈ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, দুনিয়া খতম হবে না যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার উপর গড়াগড়ি দিয়ে বলবে, হায়! এই কবরবাসীর স্থানে যদি আমি হতাম। তার নিকট দীন থাকবে না; থাকবে কেবল বালা-মুসীবত (অর্থাৎ এ বাসনা দীন রক্ষার চিন্তায় হবে না, বরং দুনিয়ার অসহনীয় বালা মুসীবতের কারণ হবে।

٧٠٣٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيْدَ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيَدْرِيْ الْقَاتِلُ فِيْ اَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلاَيَدْرِيْ الْمَقْتُوْلُ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ-

৭০৩৯. ইব্ন আবূ উমর মাক্কী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি কারণে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি কারণে সে নিহত হয়েছে।

٧٠٤٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْ اِسْمَاعِيْلَ الاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَتَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَيَدْرِيْ الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلاَ الْمَقْتُوْلُ فِيْمَ قُتِلَ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَالَ الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ وَفِيْ رِوَيَةِ ابْنِ اَبَانَ قَالَ هُوَ يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْمَاعِيْلَ لَمْ يَذْكُرِ الاَسْلَمِيَّ-

৭০৪০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবান, ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, দুনিয়া খতম হবে না যে পর্যন্ত না মানুষের নিকট আসে এমন এক যুগ, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি কারণে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি কারণে সে নিহত হয়েছে। বলা হল, এমন (যুলুম) কিভাবে হবে? তিনি বললেন : সে যুগটা হবে খুনাখুনির যুগ। এরূপ যুগের হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামী হবে। বর্ণনাকারী ইব্ন আবানের রিওয়ায়াতে ইয়াযীদ ইব্ন কায়সান, তিনি ইসমাঈল (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আসলামী শব্দটি তিনি উল্লেখ করেননি।

٧٠٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوْالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ -

৭০৪১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেছেন : ছোট ছোট পায়ের গোছা বিশিষ্ট আবিসিনিয়ার এক ব্যক্তি কা'বা গৃহকে ধ্বংস করবে।

٧٠٤٢- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوْ السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ -

৭০৪২. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আবিসিনিয়ার এক ব্যক্তি কা'বা গৃহকে ধ্বংস করবে; তার পায়ের গোছা ছোট ছোট হবে।

٧٠٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِىْ الدَّرَاوَرْدِىَّ) عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ يُخَرِّبُ بَيْتَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৭০৪৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : ছোট ছোট গোছা বিশিষ্ট আবিসিনিয়ার এক ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ঘরকে ধ্বংস করবে।

٧٠٤٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ -

৭০৪৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কাহ্‌তান গোত্র হতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যে লোকদেরকে লাঠি দ্বারা পরিচালিত করবে।

٧٠٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيْرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتَذْهَبُ الاَيَّامُ وَاللَّيَالِىْ حَتّٰى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ *

قَالَ مُسْلِم هُمْ اَرْبَعَةُ اِخْوَةٍ شَرِيْكٌ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ وَعُمَيْرٌ وَعَبْدُ الْكَبِيْرِ بَنُوْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ -

৭০৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার আল-আব্‌দী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাত দিন খতম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহ্‌জাহ্‌ নামক এক ব্যক্তি বাদশাহ হবে।

মুসলিম (র) বলেন, তারা চার ভাই– শরীক, উবায়দুল্লাহ্‌, উমায়র ও আবদুল কবীর, তারা সকলেই আবদুল মজীদের সন্তান।

٧٠٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ عُمَرَ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ -

৭০৪৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না, তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে চামড়া দিয়ে তৈরি ঢালের ন্যায় (পশমযুক্ত চামড়ার) মাংসল এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা এমন জাতির সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।

٧٠٤٧- وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلَكُمْ اُمَّةٌ يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعْرَ وُجُوْهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ -

৭০৪৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা এমন দলের সাথে যুদ্ধ করবে যারা পশমযুক্ত জুতা পরিধান করবে। তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে চামড়া দিয়ে তৈরি ঢালের ন্যায় (মাংসল)।

٧٠٤٨ - وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ ذُلْفَ الاَنُفِ -

৭০৪৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত সনদে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করবে, যাদের জুতা হবে পশমযুক্ত চামড়ার। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করবে যাদের চোখ হবে ছোট ছোট এবং নাসিকা হবে অনুন্নত (চ্যাপটা)।

٧٠٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوْهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُوْنَ الشَّعْرَ وَيَمْشُوْنَ فِى الشَّعْرِ -

৭০৪৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ না করবে। তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে চামড়া দিয়ে তৈরি ঢালের ন্যায় (মাংসল)। তারা পশমী পোশাক পরবে এবং পশমের উপর (পশমযুক্ত জুতা পায়ে) হাঁটবে।

٧٠٥٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُقَاتِلُوْنَ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ حُمْرُ الْوُجُوْهِ صِغَارُ الاَعْيُنِ ـ

৭০৫০. আবূ কুরায়ব ও আবূ উসামা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের (পশমযুক্ত চামড়ার)। তাদের মুখণ্ডল চামড়া পেটানো ঢালের ন্যায় (মাংসল), এবং রক্ত বর্ণ হবে এবং তাদের চোখ হবে ছোট ছোট।

٧٠٥١ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ يُوْشِكُ اَهْلُ الْعِرَاقِ اَنْ لاَيُجْبٰى اِلَيْهِمْ قَفِيْزٌ وَلاَدِرْهَمٌ قُلْنَا مِنْ اَيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُوْنَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ يُوْشِكُ اَهْلُ الشَّامِ اَنْ لاَيُجْبٰى اِلَيْهِمْ دِيْنَارٌ وَلاَمُدْىٌ قُلْنَا مِنْ اَيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّوْمِ ثُمَّ أَسْكَتَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ أُمَّتِىْ خَلِيْفَةٌ يَحْثِىْ الْمَالَ حَثْيًا لاَيَعُدُّهُ عَدَدًا قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ نَضْرَةَ وَاَبِى الْعَلاَءِ أَتَرَيَانِ اَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالاَ لاَ ـ

৭০৫১. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই এমন হবে যে, ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে না দিরহাম পাবে। আমরা বললাম, কোন্ দিক থেকে এ বিপদ আসবে? তিনি বললেন, অনারবদের পক্ষ থেকে। তারা তা (খাদ্য শস্য ও দিরহাম) আসতে বাধা দিবে। তিনি আবার বললেন, অচিরেই সিরিয়াবাসীর নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা বললাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আগমন করবে? তিনি বললেন, রোমের দিক থেকে। অতঃপর তিনি (রাবী) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের শেষভাগে একজন খলীফা হবে। সে হাত ভরে ভরে অর্থ সম্পদ দান করবে, গণনা করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ নাদরা ও আবুল আলাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি মনে করেন যে, ইনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয? তারা জবাবে বললেন, না।

٧٠٥٢ـ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ (يَعْنِى الْجُرَيْرِىَّ) بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ ـ

৭০৫২. ইব্‌ন মুসান্না (র) ... জুরায়রী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٠٥٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ (يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ) ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ (يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ) كِلاَهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُلَفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثْيًا لاَيَعُدُّهُ عَدَدًا وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ يَحْثِى الْمَالَ -

৭০৫৩. নাস্‌র ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী (অন্য সনদে) আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী (র) ... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের খলীফাদের মধ্যে একজন খলীফা এমন হবে, যে হাত ভরে ভরে দান করবে এবং মালের কোন গণনাই করবে না। ইব্‌ন হুজর (র)-এর রিওয়ায়েতে ' يَحْثُو الْمَالَ ' এর পরিবর্তে ' يَحْثِى الْمَالَ ' বর্ণিত আছে।

٧٠٥٤- وَحَدَّثَنِى زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا دَاوِدُ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلاَيَعُدُّهُ -

৭০৫৪. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ সাঈদ ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আখেরী যুগে এমন খলীফা পয়দা হবে, যে মাল বণ্টন করবে কিন্তু মোটেই গণনা করবে না।

٧٠٥٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৭০৫৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ حِيْنَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ -

৭০৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমাকে অবহিত করেছেন যে, আম্মার (রা) যখন পরিখা খনন করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে (তাঁকে সম্বোধন করে) বলেছেন : সুমাইয়ার পুত্রের জন্য ভয়াবহ সংকট (আপতিত হবে) এবং একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।

٧٠٥٧- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادِ الْعَنْبَرِىُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ

قُدَامَةَ قَالُوْا اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى مَسْلَمَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ النَّضْرِ اَخْبَرَنِى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى اَبُوْ قَتَادَةَ وَفِى حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اُرَاهُ يَعْنِى اَبَا قَتَادَةَ وَفِى حَدِيْثِ خَالِدٍ وَيَقُوْلُ وَيْسَ اَوْ يَقُوْلُ يَاوَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ ـ

৭০৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুআয ইব্ন আব্বাদ আল-আনবারী ও হুরায়ম ইব্ন আবদুল আ'লা (র) (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, ইসহাক ইব্ন মানসূর, মাহমূদ ইব্ন গায়লান ও মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) ... আবূ মাসলামা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে নাদরের হাদীসের রয়েছে যে, اخبرني من هو خير مني ابو قتادة এবং খালিদ ইবনুল হারিসের হাদীসের আছে, ' اراه يعني ابا قتادة '। আমার মনে হয় যে, তিনি আবূ কাতাদা (রা)-কে বুঝিয়েছেন। খালিদের হাদীসে ' بؤس ابن سمية' এর স্থলে ' وَيْسَ ' বা ' ياويس ابن سمية ' বর্ণিত আছে।

٧٠٥٨ـ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ عُقْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ـ

৭০৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা (অন্য সনদে) উক্বা ইব্ন মুক্রাম আম্মী ও আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র) ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আম্মার (রা)-কে বলেছেন : তোমাকে বিদ্রোহী (রাষ্ট্রদ্রোহী) দল হত্যা করবে।

٧٠٥٩ـ وَحَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ وَالْحَسَنُ عَنْ اُمِّهِمَا عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

৭০৫৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ... উম্মু সালমা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٠٦٠ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ـ

৭০৬০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আম্মার (রা)-কে রাষ্ট্রদ্রোহী লোকেরা হত্যা করবে।

٧٠٦١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُهْلِكُ اُمَّتِى هٰذَا الْحَىُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوْهُمْ ـ

৭০৬১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কুরায়শের এ গোত্রটি আমার উম্মাতকে ধ্বংস করবে। (এ কথা শুনে) তারা বললেন, আপনি আমাদের (এ বিষয়ে) কি আদেশ দিচ্ছেন। তিনি বললেন : তখন যদি লোকেরা তাদের থেকে দূরে সরে যায়!

٧٠٦٢- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ فِيْ مَعْنَاهُ -

৭০৬২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) ... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٠٦٣- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِيْ عُمَرَ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ مَاتَ كِسْرٰى فَلاَكِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৭০৬৩. আমর আন-নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কিসরা (পারস্য রাজ) মারা গেছে। তারপর আর কোন কিসরা নেই(পারস্য রাজ আর হবে না)। এবং যখন কায়সার (রোম সম্রাট) মারা যাবে তারপর আর কোন কায়সার (রোম সম্রাট) হবে না। শপথ ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা তাদের ধন-ভাণ্ডার অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করবে ।

٧٠٦٤- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِ سُفْيَانَ وَمَعْنٰى حَدِيْثِهِ -

৭০৬৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া অন্য সনদে ইব্‌ন রাফি' ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... যুহরী (র) থেকে সুফয়ান (র)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٠٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلَكَ كِسْرٰى ثُمَّ لاَيَكُوْنُ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لاَيَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৭০৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এগুলো সে সব হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিসরা (পারস্য রাজ) নিপাত গিয়েছে, এরপর আর কেউ কিসরা (পারস্য রাজ) হবে না। কায়সার (রোম সম্রাট) অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর আর কোন কায়সার (রোম সম্রাট) হবে না। তোমরা তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র পথে বণ্টন করবে।

٧٠٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَكِسْرٰى بَعْدَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَوَاءً -

৭০৬৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কিসরা (পারস্য রাজ) মারা যাবে। এরপর আর কেউ কিসরা (পারস্য রাজ) হবে না। অতঃপর রাবী আবূ হুরায়রা (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٠٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْا عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَنْزَ اٰلِ كِسْرَى الَّذِىْ فِىْ الاَبْيَضِ قَالَ قُتَيْبَةُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يَشُكَّ -

৭০৬৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ কামিল আল-জাহ্‌দারী (র) ... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মুসলমান অথবা বললেন, মু'মিনদের একটি দল শ্বেত প্রাসাদে সংরক্ষিত কিসরা পারস্য রাজ্য পরিবারের ধনভাণ্ডার জয় করবে। বর্ণনাকারী কুতায়বা দ্বিধাহীনভাবে মুসলমানদের কথা উল্লেখ করেছেন।

٧٠٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ عَوَانَةَ -

৭০৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... সিমাক ইব্‌ন হার্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি ....আবূ আওয়ানা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٧٠٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ثَوْرٍ (وَهُوَابْنُ زَيْدٍ الدِّيْلِىُّ) عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِى الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِىْ الْبَحْرِ قَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَغْزُوَهَاسَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنْ بَنِىْ اِسْحٰقَ فَاِذَا جَاؤُهَا نَزَلُوْا فَلَمْ يُقَاتِلُوْا بِسِلاَحٍ وَلَمْ يَرْمُوْا بِسَهْمٍ قَالُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحَدُ جَانِبَيْهَا قَالَ ثَوْرٌ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ الَّذِىْ فِى الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُوْلُوْا الثَّانِيَةَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الاٰخَرُ ثُمَّ يَقُوْلُوْا الثَّالِثَةَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَكْبَرُ فَيُفَرَّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوْهَا فَيَغْنَمُوْا فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْمَغَانِمَ اِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيْخُ فَقَالَ اِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُوْنَ كُلَّ شَىْءٍ وَيَرْجِعُوْنَ -

৭০৬৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কি ঐ শহরের কথা শুনেছ, যার এক প্রান্ত স্থল ভাগে এবং এক প্রান্ত সাগরে? তাঁরা (সাহবিগণ) বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! শুনেছি। অতঃপর তিনি বললেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসহাক (ইসমাঈল) (আ)-এর সন্তানদের সত্তর হাজার লোক এ শহরের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করবে। তারা শহরের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়ে কোন অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবে না এবং কোন তীরও চালাবে না; বরং তারা একবার لاَ الٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে; অমনি এর একপ্রান্ত পতিত (পদানত) হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী সাওর (র) বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার কাছে বর্ণনাকারী ব্যক্তি সাগর প্রান্তের কথা বলেছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার তারা لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে। এতে শহরের অপর প্রান্ত পতিত (পদানত) হয়ে যাবে। এরপর তারা তৃতীয় বার "لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ" বলবে তখন তাদের জন্য (নগর তোরণ) খুলে দেয়া হবে। তখন তারা সেখানে (প্রচুর) গনীমত লাভ করবে। তারা যখন গনীমতের মাল বণ্টনে ব্যস্ত থাকবে, তখন কেউ চীৎকার করে ঘোষণা করবে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। এ কথা শুনতেই তারা সব কিছু ফেলে প্রত্যাবর্তন করবে।

٦٩٧٠- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزُّهْرَانِىُّ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيْلِىُّ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهٖ -

৭০৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মারযূক (র) ... সাওর ইব্‌ন যায়দ দীলী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٠٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُوْدَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ -

৭০৭১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : অবশ্যই তোমরা ইয়াহূদীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এমনও হবে যে, পাথর বলবে, হে মুসলিম! এ-ই তো একটা ইয়াহূদী। তুমি তাকে হত্যা কর।

٧٠٧٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِهٖ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَائِىْ -

৭০৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাঈদ (র) ....এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে ' هٰذَا يَهُوْدِىْ وَرَائِى ' অর্থাৎ এই তো আমার পশ্চাতে এক ইয়াহূদী (লুকিয়ে) আছে।

٧٠٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَقْتَتِلُوْنَ اَنْتُمْ وَيَهُوْدُ حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَائِىْ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ -

৭০৭৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবী শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা এবং ইয়াহূদী সম্প্রদায় লড়াই করবে। অবশেষে পাথরও বলবে, হে মুসলিম! এই তো ইয়াহূদী আমার পশ্চাতে (লুকিয়ে আছে), এসো তাকে তুমি হত্যা কর।

٧٠٧٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَائِىْ فَاقْتُلْهُ -

৭০৭৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী সম্প্রদায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর তাদের উপর তোমাদের প্রাধান্য দেয়া হবে। এমনকি পাথর বলবে, হে মুসলিম! এই তো ইয়াহূদী আমার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে, তাকে তুমি হত্যা কর।

٧٠٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى يَخْتَبِئَ الْيَهُوْدِىُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ اَوِ الشَّجَرُ يَامُسْلِمُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ خَلْفِىْ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ اِلاَّ الْغَرْقَدَ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ -

৭০৭৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই না করবে। মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এই তো ইয়াহূদী আমার পশ্চাতে। এসো, তাকে হত্যা কর। কিন্তু 'গারকাদ' গাছ এ কথা বলবে না। কারণ তা হচ্ছে ইয়াহূদীদের গাছ।

٧٠٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِى الاَحْوَصِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ -

৭০৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) আবূ কামিল আল-জাহদারী (র) ... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে কতিপয় মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তবে আবুল আহ্ওয়াসের হাদীসে অধিক বলেছেন যে, আমি তাকে [জাবির (রা)]-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, (শুনেছি)।

٧٠٧٧- وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ سِمَاكٌ وَسَمِعْتُ اَخِي يَقُوْلُ قَالَ جَابِرٌ فَاحْذَرُوْهُمْ -

৭০৭৭. ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... সিমাক (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সিমাক (র) বলেন, আমি আমার ভাইকে বলতে শুনেছি, জাবির (রা) বলেছেন, তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।

٧٠٧٨- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

৭০৭৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের (প্রতারকের) আবির্ভাব হয়। তারা প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহ্‌র রাসূল।

٧٠٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَنْبَعِثَ -

৭০৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রাবী 'حَتَّى يُبْعَثَ' স্থলে 'حَتَّى يَنْبَعِثَ' বলেছেন।

١٧- بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

১৭. পরিচ্ছেদ : ইব্‌ন সায়্যাদের আলোচনা

٧٠٨٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانٍ فِيْهِمْ ابْنُ صَيَّادٍ فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ فَكَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَرِهَ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَرِبَتْ يَدَاكَ أَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ بَلْ تَشْهَدُ اَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَرْنِي يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَتَّى اَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَى فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ قَتْلَهُ -

৭০৮০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমরা কতিপয় বালকের নিকট দিয়ে গেলাম, তাদের মধ্যে ইব্‌ন সায়্যাদও ছিল। বালকেরা পালিয়ে গেল এবং ইব্‌ন সায়্যাদ বসে রইল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেন কিছুটা বিরক্তিবোধ করলেন। অতঃপর নবী ﷺ তাকে বললেন : তোমার দুই হাত ধূলায়

ধূসরিত হোক! তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? সে বলল, না। বরং আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমাকে সুযোগ দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি যা মনে করছো, যদি সে সে-ই হয়, তবে তো তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।

٧٠٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ كُرَيْبٍ) قَالَ اِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا فَقَالَ دُخٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعْنِى فَاَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنْ يَكُنِ الَّذِى تَخَافُ لَنْ تَسْتَطِيْعَ قَتْلَهُ -

৭০৮১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে হাঁটছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি ইব্ন সায়্যাদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তোমার জন্য আমি একটি কথা (মনে মনে) গোপন রেখেছি। বল তো তা কি? সে (ইব্ন সায়্যাদ) বলল, (আপনার অন্তরে) ' دخ ' (ধুঁয়া) শব্দটি লুক্কায়িত আছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দুর্ভাগা হও! তুমি তোমার পরিধি অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সুযোগ দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে রেখে দাও, যার সম্পর্কে তুমি আশংকা করছো সে যদি ঐ ব্যক্তিই হয়ে থাকে তবে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।

٧٠٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ لَقِيَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فِىْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ هُوَ أَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ مَاتَرٰى قَالَ اَرٰى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرٰى عَرْشَ اِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَاتَرٰى قَالَ اَرٰى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا اَوْكَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُبِسَ عَلَيْهِ دَعْوُهُ -

৭০৮২. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) ... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মদীনার কোন এক গলিতে তার (অর্থাৎ ইব্ন সায়্যাদের) সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর ও উমর (রা) এর সামনাসামনি দেখা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহ্র রাসূল? জবাবে সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তো আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের

প্রতি ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমি পানির উপর 'আরশ' দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তো সমুদ্রে ইব্‌লীসের আরশ (সিংহাসন) দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা তুমি আর কি দেখতে পাচ্ছ? সে বলল, আমি দু'জন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদীকে অথবা দুইজন মিথ্যাবাদী ও একজন সত্যবাদীকে দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একে (তার অবস্থায়) ছেড়ে দাও। সে অস্পষ্টতার শিকার (সঠিক বিষয় বুঝতে পারছে না)।

٧٠٨٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَقِىَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ ابْنَ صَائِدٍ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ صَائِدٍ مَعَ الْغِلْمَانِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْجُرَيْرِىِّ -

৭০৮৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল আ'লা (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ ইব্‌ন সায়্যাদকে দেখলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আবূ বকর ও উমর (রা)ও ছিলেন। আর ইব্‌ন সায়্যাদ ছিল বালকদের সাথে। .... অতঃপর তিনি জুরায়রী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٠٨٤- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ صَائِدٍ اِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِىْ اَمَا قَدْ لَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُوْنَ اَنِّى الدَّجَّالُ أَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ لاَيُوْلَدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ وُلِدَلِىْ أَوَلَيْسَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَلاَمَكَّةَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَقَدْ وُلِدْتُ بِالْمَدِيْنَةِ وَهٰذَا اَنَا اُرِيْدُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِىْ فِىْ اٰخِرِ قَوْلِهِ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَعْلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ وَاَيْنَ هُوَ قَالَ فَلَبَسَنِىْ -

৭০৮৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার আল-কাওয়ারীরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা যাওয়ার পথে) ইব্‌ন সায়্যাদ মক্কা পর্যন্ত আমার সফর সঙ্গী ছিল। সে আমাকে বলল, মানুষের কানাঘুষায় আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তারা মনে করছে, আমিই দাজ্জাল। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে বলতে শুনেননি যে, দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, (শুনেছি)। তখন সে বলল, আমার তো সন্তানাদি রয়েছে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেননি যে, দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, (শুনেছি)। সে বলল, (দেখুন), আমি তো মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং এখন মক্কা যাবার ইচ্ছা করছি। এ সব কথা বলার পর শেষে সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তবে আমি জানি. সে (দাজ্জাল) কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে, তার বাড়ি কোথায় এবং এখন সে কোথায় আছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, (এহেন কথা বলে) সে আমাকে মহা ফাঁপরে ফেলে দিল।

٧٠٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ لِىَ ابْنُ صَائِدٍ وَاَخَذَتْنِى مِنْهُ ذَمَامَةٌ هٰذَا

عَذَرْتُ النَّاسَ مَالِىْ وَلَكُمْ يَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ أَلَمْ يَقُلْ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ يَهُوْدِىٌّ وَقَدْ اَسْلَمْتُ قَالَ وَلَايُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ وُلِدَلِىْ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَكَّةَ وَقَد حَجَجْتُ قَالَ فَمَا زَالَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يَأْخُذَ فِىَّ قَوْلُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ الْاٰنَ حَيْثُ هُوَ وَاَعْرِفُ اَبَاهُ وَاُمَّهُ قَالَ وَقِيْلَ لَهُ أَيَسُرُّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرِضَ عَلَىَّ مَاكَرِهْتُ ۔

৭০৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন সায়্যাদ আমার সাথে কিছু কথাবার্তা বলল। এতে আমি লজ্জিত হচ্ছিলাম। (সে বলল), লোকদের নিকট ওযর পেশ করছি, হে মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথীরা! আমার ব্যাপারে তোমাদের কি হল? আল্লাহ্র নবী ﷺ কি এ কথা বলেননি যে, দাজ্জাল ইয়াহূদী হবে? আমি তো মুসলমান হয়েছি। তিনি তো বলেছেন : তার (দাজ্জালের) কোন সন্তান হবে না। আমার তো সন্তানাদি রয়েছে। তিনি তো এ-ও বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জালের উপর মক্কায় প্রবেশ করা হারাম করে দিয়েছেন। অথচ আমি তো হজ্জও করেছি। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, সে বলে যেতে লাগল, যার ফলে তার কথা আমার ভিতরে ক্রিয়া করতে শুরু করল। আমি তাকে সত্যবাদী মনে করার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। অতঃপর সে বলল, আল্লাহ্র শপথ! অবশ্যই আমি জানি, সে (দাজ্জাল) এখন কোথায় আছে। আমি তার পিতামাতাকেও চিনি। লোকেরা ইব্ন সায়্যাদকে প্রশ্ন করল, 'তুমিই দাজ্জাল হবে, তা কি তুমি পসন্দ কর? জবাবে সে বলল, যদি আমাকে দাজ্জাল হওয়ার প্রস্তাব করা হয়, তবে আমি তা অপসন্দ করব না।

٧٠٨٦۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ اَخْبَرَنِى الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا اَوْعُمَّارًا وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيْتُ اَنَا وَهُوَ فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيْدَةً مِمَّ يُقَالُ عَلَيْهِ قَالَ وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِىْ فَقُلْتُ اِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسٍّ فَقَالَ اشْرَبْ اَبَا سَعِيْدٍ فَقُلْتُ اِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ مَابِى اِلاَّ اَنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ اَوْقَالَ اٰخُذَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ اَبَا سَعِيْدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰخُذَ حَبْلاً فَاُعَلِّقَهُ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ اَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُوْلُ لِىَ النَّاسُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ مَنْ خَفِىَ عَلَيْهِ حَدِيْثُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاخَفِىَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ أَلَسْتَ مِنْ اَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ كَافِرٌ وَاَنَا مُسْلِمٌ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ عَقِيْمٌ لَايُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِى بِالْمَدِيْنَةِ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَلَامَكَّةَ وَقَدْ اَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَاَنَا اُرِيْدُ مَكَّةَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ حَتّٰى كِدْتُ اَنْ اَعْذِرَهُ ثُمَّ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْرِفُهُ وَاَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَاَيْنَ هُوَ الْاٰنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ۔

৭০৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমাদের সাথে ছিল ইব্‌ন সাঈদ। অতঃপর এক স্থানে আমরা অবতরণ করলাম। লোকেরা এদিক-ওদিক চলে গেল। কেবল আমি এবং সে রয়ে গেলাম। লোকেরা ইব্‌ন সাইয়াদ সম্পর্কে যে কথা বলাবলি করেছে, সে কারণে আমি তার থেকে ভীষণ একাকীত্ব (আতংক)-বোধ করছিলাম। তিনি বলেন, সে তার মাল-পত্র আমার মালের সাথে এনে রাখল। আমি বললাম, গরম খুব প্রচণ্ড। তুমি যদি তোমার মালামাল ঐ গাছের নীচে নিয়ে রাখতে। সে তাই করল। অতঃপর আমাদের সামনে কতগুলো বকরী এল। সে সেদিকে গেল এবং এক পাত্র দুধ নিয়ে এল। এরপর সে আমাকে বলল, হে আবূ সাঈদ। তুমি দুধ পান করে নাও। আমি বললাম, গরম খুব প্রচণ্ড। দুধও গরম। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, দুধ পান না করার কারণ এটাই ছিল যে, তার হাতে দুধ পান করা বা তার হাত থেকে দুধ গ্রহণ করা আমি পসন্দ করিনি। এ দেখে ইব্‌ন সাইয়াদ বলল, হে আবূ সাঈদ! লোকেরা আমার সম্পর্কে যে কথা কানাঘুষা করে বলছে, এ কারণে এখন আমার ইচ্ছা যে, আমি একটি রশি নিয়ে ওটা গাছে লটকিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাই। অতঃপর সে বলল, হে আবূ সাঈদ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস ওটা কারো নিকট লুক্কায়িত থাকলেও আনসার সম্প্রদায়ের নিকট তা লুকায়িত নয়। আর আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস সম্পর্কে তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত নও? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলেননি যে, দাজ্জাল কাফির হবে? অথচ আমি মুসলমান। তিনি কি বলেননি যে, দাজ্জাল (বন্ধ্যা এবং) সন্তানহীন হবে? অথচ মদীনায় আমি আমার সন্তান রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলেননি যে, দাজ্জাল মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না? অথচ আমি মদীনা থেকে এসেছি এবং মক্কা যাবার ইচ্ছা করছি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, তার কথায় আমি তার আপত্তি গ্রহণ করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। অতঃপর সে (ইব্‌ন সাইয়াদ) বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাকে (দাজ্জালকে) চিনি, তার জন্মস্থান চিনি এবং এখন সে কোথায় আছে, তাও আমি জানি। এ কথা শুনে আমি বললাম, তোমার সমস্ত দিন ধ্বংস হোক, অকল্যাণকর হোক।

٧٠٨٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ) عَنْ اَبِىْ مَسْلَمَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاِبْنِ صَائِدٍ مَاتُرْبَةُ الْجَنَّةِ قَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ قَالَ صَدَقْتَ ـ

৭০৮৭. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী (র) ... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইব্‌ন সাইদকে বললেন, জান্নাতের মাটি কিরূপ হবে? সে বলল, হে আবূল কাসিম! (জান্নাতের মাটি) সাদা ময়দা এবং মিশক-এর মত সুগন্ধিযুক্ত হবে। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তুমি সত্য বলেছ।

٧٠٨٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ ـ

৭০৮৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্‌ন সাইদ জান্নাতের মাটি সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : জান্নাতের মাটি ময়দার মত সাদা এবং খাঁটি মিশক-এর ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত হবে।

٧٠٨٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَحْلِفُ بِاللّٰهِ اَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ فَقُلْتُ أَتَحْلِفُ بِاللّٰهِ قَالَ اِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ -

৭০৮৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আল-আনবারী (র) ... মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্কে আল্লাহ্র নামে শপথ করে এ কথা বলতে শুনেছি যে, ইব্ন সাইদই দাজ্জাল। আমি বললাম, আপনি আল্লাহ্র নামে শপথ করছেন? তিনি বললেন, আমি উমর (রা)-কে নবী ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে শপথ করতে শুনেছি। তখন নবী ﷺ তার এ কথা প্রত্যাখ্যান করেননি।

٧٠٩٠- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِابْنِ صَيَّادٍ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَفَضَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاذَا تَرٰى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَاتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوْ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَرْنِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ -

وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِيُّ اِلَى النَّخْلِ الَّتِيْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشٍ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ يَاصَافِ (وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ) هٰذَا مُحَمَّدٌ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ -

قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ النَّاسِ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ لَاُنْذِرُكُمُوْهُ مَامِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنْ اَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ تَعَلَّمُوْا اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَيْسَ بِاَعْوَرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الاَنْصَارِىُّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حَذَّرَ النَّاسَ الدَّجَّالَ اِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ اَوْ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَقَالَ تَعَلَّمُوْا اَنَّهُ لَنْ يَرَى اَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى يَمُوْتَ -

৭০৯০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারমালা ইব্‌ন ইমরান আত্‌তুজীবী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একদল মানুষসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ইব্‌ন সাইয়াদের (বাড়ির) দিকে গেলেন। তখন তাকে বনী মাগালার কিল্লার নিকট একদল বালকের সাথে ক্রীড়ারত অবস্থায় পেলেন। তখন ইব্‌ন সাইয়াদ বালিগ হবার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত দ্বারা তার পিঠে আঘাত করার পূর্ব পর্যন্ত সে (তাঁর আগমন) টের পেল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? তখন ইব্‌ন সাইয়াদ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। অতঃপর ইব্‌ন সাইয়াদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন এবং এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে) বললেন : আমি ঈমান আনয়ন করেছি আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি দেখতে পাও? ইব্‌ন সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী লোক আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার বিষয়টি সঠিক অঠিক মিশ্রিত (হযবরল) হয়ে গিয়েছে। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জন্য একটি কথা আমি মনে মনে গোপন রেখেছি। ইব্‌ন সাইয়াদ বলল, তা হচ্ছে ‘ دُخٌّ ’ (ধুয়া)। তৎপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দূর হও! তুমি তোমার পরিধি অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সুযোগ (অনুমতি) দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি সে (দাজ্জাল) হয়, তবে তো তাকে হত্যা করার ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হবে না। আর যদি সে দাজ্জাল না হয় তবে তাকে হত্যা করার মাঝে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

সালাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) সেই খেজুর বাগানের দিকে চললেন, যেখানে ইব্‌ন সাইয়াদ বসবাস করত। বাগানের মধ্যে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করছিলেন, যাতে ইব্‌ন সাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বেই তিনি তার কথা শুনে নেয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখলেন যে, সে তার বিছানায় একটি চাদরে আবৃত অবস্থায় ছিল এবং গুনগুন করে কি যেন বলছিল। এদিকে ইব্‌ন সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখল যে, তিনি গাছের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন। সে ইব্‌ন সাইয়াদকে বলে উঠল : হে সাফ! এটা ইব্‌ন সাইয়াদের নাম। এ মুহাম্মদ এসে গেছে। (এ কথা শুনতেই) ইব্‌ন সাইয়াদ উঠে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার মা তাকে সাবধান না করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেত।

সালিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন : আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিৎনা সম্পর্কে সতর্ক করছি, যেমন প্রত্যেক নবী তাঁর সম্প্রদায়কে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এমনকি নূহ (আ)-ও তাঁর কাওমকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি। তা হল এই যে, তোমরা জেনে রাখ, দাজ্জাল কানা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কানা নন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উমর ইব্ন ছাবিত আনসারী অবহিত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী তাকে অবহিত করেছেন যে, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন সেদিন তিনি বলেছেন, যে তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে 'কাফির' (كافر) অথবা (ك ف ر) লেখা থাকবে। যে ব্যক্তি তার কার্যক্রম অপসন্দ করবে সে উহা পাঠ করতে পারবে অথবা বলেছেন, প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই তা পাঠ করতে সক্ষম হবে। তিনি এ-ও বলেছেন যে, তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতিপালককে দেখতে সক্ষম হবে না।

٧٠٩١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتّٰى وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ غُلاَمًا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِيْ مُعَاوِيَةَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ اِلٰى مُنْتَهٰى حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيْ الْحَدِيْثِ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ اُبَيٌّ يَعْنِيْ فِيْ قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ قَالَ لَوْتَرَكَتْهُ اُمُّهُ بَيَّنَ اَمْرَهُ -

৭০৯১. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকজন সাহাবীসহ চললেন। তাদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। তিনি ইব্ন সাইয়াদকে বালিগ হওয়ার কাছাকাছি অবস্থার বালক রূপে অন্য বালকদের সাথে ক্রীড়ারত অবস্থায় বনী মুআবিয়্যার কিল্লার নিকট দেখতে পেলেন। ... অতঃপর তিনি উমর ইব্ন ছাবিতের হাদীসের শেষ পর্যন্ত ইউনুসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে ইয়াকূব থেকে অধিক বর্ণিত রয়েছে যে,উবায় (রা) ' لو تركته بين ' এর স্থলে ' لو تركته امه بين امره ' (যদি তার মা তাকে তার অবস্থায় রেখে দিত তবে তার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেতো) বর্ণিত আছে।

٧٠٩٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِيْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَهُوَ غُلاَمٌ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَصَالِحٍ غَيْرَ اَنَّ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ انْطِلاَقِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اِلَى النَّخْلِ -

৭০৯২. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও সালামা ইব্ন শাবীব (র) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল সাহাবীসহ ইব্ন সাইয়্যাদের পাশ দিয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)ও ছিলেন। এ সময় সে বনী মাগালার কিল্লার নিকট এক দল বালকের সাথে খেলাধূলা করছিল। তখন সে বালক ছিল। বর্ণনাকারী এ হাদীসটি ইউনুস এবং সালিহ্ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীস তথা উবায় ইব্ন কা'বের সাথে নবী ﷺ-এর খেজুর বাগানের দিকে যাওয়ার হাদীসটি উল্লেখ করেননি।

٧٠٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً اَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلأَ السِّكَّةَ فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللّٰهُ مَا اَرَدْتَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا يَخْرُجُ مِن غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا ـ

৭০৯৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও উবাদা (র) ... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার কোন রাস্তায় ইব্ন উমর (রা) ইব্ন সাইয়াদের সাক্ষাৎ পান। তিনি তাকে এমন কিছু কথা বলেন, যার ফলে সে রাগে ফুলতে থাকে। সে এমন ফুলল যে, সমগ্র গলি যেন পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর ইব্ন উমর (রা) হাফসা (রা)-এর নিকট গেলেন। তার কাছে এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। তাকে (ইব্ন উমর)-কে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন। ইব্ন সাইয়াদের কাছে তোমার এমন কী প্রয়োজন ছিল ? তুমি কেন তাকে খোঁচা দিতে গেলে? তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণেই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

٧٠٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ (يَعْنِى ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ نَافِعُ يَقُوْلُ ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقِيْتُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَلَقِيْتُهُ فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ هَلْ تَحَدَّثُوْنَ اَنَّهُ هُوَ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ قَالَ قُلْتُ كَذَبْتَنِي وَاللّٰهِ لَقَدْ اَخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ اَنَّهُ لَنْ يَمُوْتَ حَتّٰى يَكُوْنَ اَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَدًا فَكَذٰلِكَ هُوَ زَعَمُوْا الْيَوْمَ قَالَ فَتَحَدَّثْنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ قَالَ فَلَقِيْتُهُ اُخْرٰى وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَتٰى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا اَرٰى قَالَ لاَ اَدْرِى قَالَ قُلْتُ لاَتَدْرِىْ وَهِىَ فِىْ رَأْسِكَ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هٰذِهِ قَالَ فَنَخَرَ كَاَشَدِّ نَخِيْرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ قَالَ فَزَعَمَ بَعْضُ اَصْحَابِى اَنِّى ضَرَبْتُهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعِىَ حَتّٰى تَكَسَّرَتْ وَاَمَّا اَنَا فَوَاللّٰهِ مَاشَعَرْتُ قَالَ وَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَحَدَّثَهَا فَقَالَتْ مَاتُرِيْدُ اِلَيْهِ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّهُ قَدْ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَايَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُهُ ـ

৭০৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) বলেন, ইব্ন সাইয়াদের সাথে আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার সাক্ষাতের সময় আমি জনৈক ব্যক্তিকে বললাম,

আপনারা কি বলেন যে, সে-ই সে (ইব্‌ন সাইয়াদ)-ই দাজ্জাল? জবাবে সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ, কখনো না। আমি বললাম, তাহলে তো আমাকে মিথ্যা বলেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আপনাদের জনৈক ব্যক্তি তো আমাকে এ মর্মে অবহিত করেছে যে, সে মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আপনাদের মধ্যে সর্বাধিক বিত্তশালী এবং সন্তান-সন্ততি সম্পন্ন না হবে। আজ তো অনুরূপই হয়েছে বলে তারা বলছে। অতঃপর (ইব্‌ন সাইয়াদ) আমাদের সাথে আলোচনা করল। এরপর আমি তাকে ছেড়ে চলে আসলাম। ইব্‌ন সাইয়াদের সাথে আরেকবার আমার সাক্ষাৎ হল। তখন তার চোখ ফুলে উঠে ছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার চোখের এ অবস্থা কখন হল, যা আমি দেখতে পাচ্ছি? সে বলল, আমি জানি না। আমি বললাম, সেটি তোমার মাথায়ই রয়েছে অথচ তুমি জান না! সে বলল, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার এ লাঠিতেও তিনি তা (চোখ) পয়দা করে দিতে পারেন। এরপর সে গাধার ন্যায় এমন বিকট আওয়াজে চিৎকার করল। তিনি (ইব্‌ন উমর রা) বলেন, পরে আমার কোন সাথী বলেছে যে, আমি তাকে আমার সাথে থাকা লাঠি দ্বারা তাকে এমন প্রহার করেছি যে, লাঠিটি টুকরা টুকরা হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌র কসম অথচ এ সম্পর্কে আমি তা অনুভব করতে পারি নি। নাফি' (র) বলেন, তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) উম্মুল মু'মিনীন [হাফসা (রা)]-এর নিকট এলেন এবং তার নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। একথা শুনে তিনি বললেন, ইব্‌ন সাইয়াদের নিকট তোমার কি প্রয়োজন ছিল? তুমি কি জান না যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেছেন : কারো প্রতি ক্রোধই দাজ্জালের প্রথম প্রকাশ ঘটাবে।

١٨ـ بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ وَصِفَتُهُ وَمَا مَعَهُ

১৮. পরিচ্ছেদ : দাজ্জাল, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে তার বিবরণ

٧٠٩٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانِى النَّاسِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيْسَ بِاَعْوَرَ اَلاَ وَاِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ ـ

৭০৯৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) ইব্‌ন নুমায়র (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানুষের মাঝে দাজ্জালের আলোচনা করে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা 'কানা' (এক চোখা) নন। শোন! দাজ্জালের ডান (চোখ) কানা হবে। তার চোখ যেন আঙুরের ন্যায় ফোলা হব। (থোকা থেকে উত্থিত আঙুর।

٧٠٩٦ـ حَدَّثَنِى اَبُوْ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ اَيُّوْبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ) عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

৭০৯৬. আবুর রাবী' ও আবূ কামিল (র) (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلاَ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ مَكْتُوْبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر -

৭০৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীই তার উম্মাতকে কানা মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। জেনে রাখ! দাজ্জাল কানা হবে। তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে – ك – ف – ر লেখা থাকবে।

٧٠٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدَّجَّالُ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر اَىْ كَافِرُ -

৭০৯৮. ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে ك – ف – ر অর্থাৎ كَافِرُ (কাফির) লেখা থাকবে।

٧٠٩٩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوْبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرُ ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ -

৭০৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের চক্ষু বিকৃত হবে। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে كَافِرْ (কাফির) লেখা থাকবে। পরে তিনি 'বানান' করে বলেন, ك – ف – ر প্রত্যেক মুসলমানই তা পাঠ করতে পারবে।

٧١٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاِسْحٰقُ بنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالُ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرٰى جُفَالُ الشَّعْرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَار فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارُ -

৭১০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা' ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের বাম চোখ কানা হবে। (তার দেহে) ঘন চুল হবে। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। (মূলতঃ) তার জাহান্নাম জান্নাত হবে এবং তার জান্নাত জাহান্নাম হবে।

٧١٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنَا اَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ

اَحَدُهُمَا رَأْىَ الْعَيْنِ مَاء اَبْيَضُ وَالاٰخَرُ رَأْىَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ فَاِمَّا اَدْرَكَنَّ اَحَد فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِىْ يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغَمِّضْ ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَاِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيْظَةٌ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ ـ

৭১০১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের সাথে কি থাকবে, এ সম্পর্কে আমি তার চেয়ে অধিক অবগত আছি। তার সাথে প্রবাহমান দু'টি নহর থাকবে। একটি দৃশ্যত সাদা পানি এবং অপরটি দৃশ্যত লেলিহান আগুন মনে হবে। যদি কেউ (তাকে) পেয়েই যায় তবে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাকে দৃশ্যত আগুন মনে হবে এবং (এই) চক্ষু বন্ধ করতঃ মাথা অবনমিত করে সে যেন তা থেকে পানি পান করে। তা হবে ঠাণ্ডা পানি। দাজ্জালের এক চোখ বিকৃত হবে এবং তার চোখের উপরে ঝুলন্ত চামড়া থাকবে এবং দুই চোখের মাঝখানে كافر অথবা ك ف ر লেখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মু'মিন ব্যক্তি তা পাঠ করতে পারবে।

٧١٠٢ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى الدَّجَّالِ اِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ فَلاَتَهْلِكُوْا قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَاَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৭১০২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (রা) ... হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের সাথে পানি ও আগুন থাকবে। (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে) তার আগুনই হবে সুশীতল পানি এবং তার পানিই হবে আগুন। সুতরাং তোমরা ভুল সিদ্ধান্ত করে নিজেদের ধ্বংস করো না। আবূ মাসঊদ (রা) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদীস শুনেছি।

٧١٠٣ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ اِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ حَدِّثْنِىْ مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الدَّجَّالِ قَالَ اِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَاِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَاَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ وَاَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِى الَّذِىْ يَرَاهُ نَارًا فَاِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ فَقَالَ عُقْبَةُ وَاَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ تَصْدِيْقًا لِحُذَيْفَةَ ـ

৭১০৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ... আবূ মাসঊদ, উকবা ইব্‌ন আমর আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রিবঈ ইব্‌ন হিরাশ (র) বলেন, আমি তার [(উক্‌বা ইব্‌ন আমির আবূ মাসঊদ আনসারী (রা)]-এর সাথে হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা)-এর নিকট গেলাম। তারপর উকবা (রা) হুযায়ফা (রা)-কে বললেন, আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা যা শুনেছেন তা আমাকে শোনান। তিনি বললেন, দাজ্জাল যখন আবির্ভূত হবে তখন

তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। কিন্তু মানুষ যাকে পানি দেখবে সেটা হবে দাহনশীল আগুন। আর যেটাকে মানুষ আগুন দেখবে সেটা হবে সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানি। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ তা পায় সে যেন যাকে আগুন আগুন দেখতে পাচ্ছে তাতেই প্রবেশ করে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সেটা হবে সুপেয় সুমিষ্ট পানি। তারপর হুযায়ফা (রা)-এর সত্যয়নে উক্‌বা [আবূ মাসউদ (রা)] বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদীস শুনেছি।

٧١٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حُجْرٍ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لاَنَابِمَا مَعَ الدَّجَّالِ اَعْلَمُ مِنْهُ اِنَّ مَعَهُ نَهْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَاَمَّا الَّذِىْ تَرَوْنَ اَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَاَمَّا الَّذِىْ تَرَوْنَ اَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَاَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِىْ يَرَاهُ اَنَّهُ نَارٌ فَاِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ هٰكَذَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ -

৭১০৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... রিব'ঈ ইব্‌ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ও আবূ মাসউদ (রা) একত্রিত হলেন। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, দাজ্জালের সাথে যা থাকবে এ সম্পর্কে আমি তার থেকে অধিক জ্ঞাত। তার সাথে একটি পানির নহর এবং একটি আগুনের নহর থাকবে। যেটাকে তোমরা আগুন (রূপে) দেখতে পাবে সেটাই (হবে) পানি। আর যেটাকে তোমরা পানি (রূপে) দেখবে সেটাই (হবে) আগুন। তোমাদের কেউ যদি তা পায় এবং সে পানি পান করার ইচ্ছা করে তবে সে যেন যা সে আগুন (রূপে) দেখতে পাবে তা থেকে পান করে। কেননা সেটিকেই সে পানিরূপে পাবে। আবূ মাসউদ (রা) বললেন, আমিও নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি।

٧١٠٥- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيْثًا مَاحَدَّثَهُ نَبِىٌّ قَوْمَهُ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّهُ يَجِيْئُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِىْ يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ وَاِنِّىْ اَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا اَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ -

৭১০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শোন আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন বিষয় বলছি, যা কোন নবী তার কাওমকে (আজ পর্যন্ত) বলেননি? শোন, দাজ্জাল কানা হবে এবং তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিকৃতির ন্যায় কিছু বস্তু থাকবে। সে যেটিকে জান্নাত বলবে সেটি (আসলে হবে) জাহান্নাম। দেখ, দাজ্জালের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি, যেমন নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন।

٧١٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِىُّ قَاضِىْ حِمْصَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ

عَنْ اَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَّ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيْهِ وَرَفَّعَ حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا اِلَيْهِ عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ مَاشَأْنُكُمْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَرَفَّعْتَ حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ اَخْوَفُنِيْ عَلَيْكُمْ اِنْ يَخْرُجْ وَاَنَا فِيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَاِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَاَنِّيْ اُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ اِنَّه خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا وَعَاثَ شِمَالاً يَاعِبَادَ اللّٰهِ فَاثْبُتُوْا قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لَبْثُهُ فِىْ الْاَرْضِ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِه كَاَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ اقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَااِسْرَاعُهُ فِى الْاَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اِسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ فَيَأْتِىْ عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ بِه وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ فَيَاْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْاَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَطْوَلَ مَاكَانَتْ ذُرًا وَاَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَاَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِى الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِاَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا اَخْرِجِىْ كُنُوْزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِىَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤْءِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ اِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِىْ حَيْثُ يَنْتَهِىْ طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِىْ الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ اِذْ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى عِيْسٰى اِنِّى قَدْ اَخْرَجْتُ عِبَادًا لِىْ لاَيَدَانِ لاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِىْ اِلَى الطُّوْرِ وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ اَوَائِلُهُمْ عَلٰى

দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতই হবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যেদিন এক বছরের সমান হবে, তাতে এক দিনের সালাতই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না, বরং তোমরা সে সময় হিসাব করে ঐ দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! পৃথিবীতে তার গতির দ্রুততা কেমন হবে? তিনি বললেন, বাতাসের পরিচালিত মেঘের ন্যায়। সে এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদেরকে (কুফরীর দিকে) আহ্বান করবে। তারা তার উপর ঈমান আনয়ন করবে এবং তার ডাকে সাড়া দিবে। অতঃপর সে আকাশকে হুকুম করলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং ভূমিকে নির্দেশ দিলে সে (গাছ-পালা ও শষ্য) উৎপাদন করবে। এরপর সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের তুলনায় অধিক লম্বা, কু'জ, প্রশস্ত স্তন এবং উদরপূর্ণ অবস্থায় তাদের নিকট ফিরে আসবে। অতঃপর (দাজ্জাল) অপর এক সম্প্রদায়ের নিকট আসবে এবং তাদেরকে (কুফ্‌রীর প্রতি) আহ্বান করবে। তারা তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করবে। সে তাদের নিকট হতে ফিরে চলে যাবে। তখন তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ (ও পানির অনটন) দেখা দিবে এবং তাদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ কিছুই থাকবে না। তখন সে (দাজ্জাল) এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে তাকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি তোমার গুপ্তধন বের করে দাও। তখন তার ধন-ভাণ্ডার বের হয়ে তার অনুগমন করবে, যেমন মৌমাছি তাদের সর্দারের অনুগমন করে। অতঃপর দাজ্জাল এক পূর্ণাঙ্গ যুবক ব্যক্তিকে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তীরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দু'ফাঁক করে ফেলবে। অতঃপর সে পুনরায় তাকে ডাকবে। যুবক দেদীপ্যমান হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার দিকে এগিয়ে আসবে। এ সময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মারয়াম তনয় মাসীহ ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দুই ফেরেশতার কাঁধের উপর ভর করে লাল-গোলাপী (জাফরানী) রং এর জোড়া পরিহিত অবস্থায় দামেশ্‌ক নগরীর পূর্ব দিকের শ্বেত মিনারের উপর অবতরণ করবেন। যখন তিনি তাঁর মাথা ঝুঁকাবেন তখন মুক্তার ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম তাঁর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোন কাফিরের নিকট যাবেন সেই তাঁর শ্বাসের বায়ুতে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি তাকে (দাজ্জালকে) তালাশ করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে 'লুদ্দ' নামক অরণ্যের কাছে পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর ঈসা (আ) ঐ সম্প্রদায়ের নিকট যাবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তার কবল (দাজ্জালের ফিতনা) থেকে হিফাযত করেছেন। তাদের নিকট গিয়ে তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের স্থানসমূহ সম্পর্কে অবহিত করবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-এর প্রতি এ মর্মে ওহী নাযিল করবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বিশেষ বান্দা আবির্ভূত করেছি, যাদের সাথে কারোই যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের তূর পর্বতে সমবেত কর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজূজ-মা'জূজ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করবেন। তারা প্রতি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। তাদের প্রথম দলটি তব্‌রিস্তান উপসাগরের নিকট এসে এর সমুদয় পানি পান করে নিঃশেষ করে দিবে। অতঃপর তাদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে যাত্রাকালে বলবে, এখানে (উপসাগরে) এক সময় অবশ্যই পানি ছিল। আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে অবরোধ করে রাখা হবে। ফলে তাদের নিকট একটি বলদের মাথা বর্তমানে তোমাদের নিকট একশ' দীনারের মূল্যের চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হবে। তখন আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হবেন (প্রার্থনা করবেন)। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ) সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব প্রেরণ করবেন। তাদের ঘাড়ে এক প্রকার পোকা লাগিয়ে দিবেন। এতে একজন মানুষের মৃত্যুর ন্যায় (অর্থাৎ এক সঙ্গে) তারা সবাই মরে খতম হয়ে যাবে। অতঃপর ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীগণ (পাহাড় হতে) যমীনে নেমে আসবেন। কিন্তু তারা অর্ধ হাত জায়গাও এমন পাবেন না যথায় তাদের পঁচা লাশ ও লাশের দুর্গন্ধ নেই।

অতঃপর ঈসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ পুনরায় আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হবেন (প্রার্থনা করবেন)। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা এক ধরনের পাখি প্রেরণ করবেন। তারা তাদেরকে বহন করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মাফিক স্থানে নিয়ে ফেলবে। এরপর আল্লাহ্ এমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, কাঁচা-পাকা কোন ঘরই তাকে (বৃষ্টিধারাকে) বাধাগ্রস্ত করবে না। এতে যমীন বিধৌত হয়ে পরিচ্ছন্ন পিচ্ছিল মৃত্তিকায় পরিণত হবে। অতঃপর পুনরায় যমীনকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হবে যে, হে যমীন! তুমি আবার শস্য উৎপন্ন কর এবং তোমার বরকত ফিরিয়ে দাও। সেদিন একদল মানুষ একটি ডালিম ভক্ষণ করবে এবং এর বাকলের নীচে তারা ছায়া গ্রহণ করবে। দুধের মধ্যে বরকত হবে। ফলে দুগ্ধবতী একটি উটই ছোট ছোট অনেক গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে, দুগ্ধবতী একটি গাভী এক বড় গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যথেষ্ট হবে দুগ্ধবতী একটি বকরী এক দাদার সন্তানের (গোষ্ঠীর) জন্য। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত আরামদায়ক একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। এ বাতাস সমস্ত ঈমানদার লোকদের বগলে গিয়ে লাগবে এবং সমস্ত মু'মিন এ সকল মুসলমানের রূহ্ কবয করে নিয়ে যাবে। তখন একমাত্র মন্দ লোকেরাই এ পৃথিবীতে বাকী থাকবে। তারা গাধার ন্যায় পরস্পর প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

٧١٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ دُخَلَ حَدِيْثُ اَحَدِهِمَا فِى حَدِيْثِ الْاٰخَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَ مَاذَكَرْنَا وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيْرُوْنَ حَتّٰى يَنْتَهُوْا اِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ وَهُوَجَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِى الْاَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلُ مَنْ فِىْ السَّمَاءِ فَيَرْمُوْنَ بِنُشَّابِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوْبَةً دَمًا وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ فَاِنِّى قَدْ اَنْزَلْتُ عِبَادًا لِىْ لاَيَدَى لاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ -

৭১০৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র) ... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন জাবির (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে "এখানেও এক সময় পানি ছিল" এ কথার পর অধিক এ কথাও বর্ণিত আছে যে, অতঃপর তারা এগুতে থাকবে। অবশেষে যেতে যেতে তারা 'খামার পর্বত' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছবে। এ হল, বায়তুল মুকাদ্দাসের (একটি) পাহাড়। এখানে পৌঁছে তারা বলবে, আমরা তো দুনিয়াবাসীদেরকে খতম করে দিয়েছি। এসো, আসমানের সত্তাকেও খতম করে দেই। এ বলেই তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তীর রক্তে রঞ্জিত করে তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিবেন। বর্ণনাকারী ইব্‌ন হুজরের বর্ণনায় রয়েছে যে, (আল্লাহ্ বলবেন,) আমি আমার এমন কিছু বিশেষ বান্দাদের অবতরণ করেছি, যাদের সাথে যুদ্ধ করা ক্ষমতা কারো নেই।

١٩- بَابُ فِىْ صَفَةِ الدَّجَّالِ وَتَحْرِيْمِ الْمَدِيْنَةِ عَلَيْهِ وَقَتْلِهِ الْمُؤْمِنَ وَأَحْيَاءُهُ

১৯. পরিচ্ছেদ : দাজ্জালের পরিচিতি, মদীনা (প্রবেশ) তার জন্য হারাম হওয়া এবং একজন মু'মিনকে হত্যা ও তাকে জীবিত করার বিবরণ

٧١٠٨- حَدَّثَنِى عَمْرُوَالنَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ

صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّلِ فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا قَالَ يَأْتِىْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَنْتَهِىْ اِلَى بَعْضِ السِّبَاخِ الَّتِىْ تَلِى الْمَدِيْنَةَ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُوْلُ لَهُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِىْ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَأَيْتُمْ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ اَتَشُكُّوْنَ فِى الْاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ فَيَقْتُلُه ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللّٰهِ مَاكُنْتُ فِيْكَ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّى الْاٰنَ قَالَ فَيُرِيْدُ الدَّجَّالُ اَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْاِسْحٰقَ يُقَالُ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ

৭১০৮. আমর আন-নাকিদ, হাসান হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন। দাজ্জাল সম্পর্কে তিনি এ-ও বললেন যে, দাজ্জাল আসবে, কিন্তু মদীনার রাস্তা ঘাটে প্রবেশ করা তার জন্য নিষিদ্ধ হবে। কাজেই সে মদীনার আশে পাশে কোন লবণাক্ত অনুর্বর ভূমিতে অবতরণ করবে। তার মুকাবিলার জন্য সেদিন মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার কাছে যাবে, যে শ্রেষ্ঠ মানব অথবা (বললেন,) শ্রেষ্ঠ মানবদের অন্যতম হবে। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সে দাজ্জাল, যার কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন। দাজ্জাল বলবে, লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করি অতঃপর জীবিত করি তবে তোমাদের মনে (আমার) ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে কি? লোকেরা বলবে, না। অতঃপর সে তাকে হত্যা করবে; অতঃপর জীবিত করবে। জীবিত করার পর সে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! এখন তো তোমার ব্যাপারে আমার জ্ঞান আরো বেড়ে গেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। দাজ্জাল আবারো তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু করতে সক্ষম হবে না। (আবূ ইসহাক (র) বলেন, কথিত আছে যে, এ ব্যক্তিই হলেন খাদির (খিজির) আলাইহিস সালাম।

٧١٠٩ـ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ـ

৭১০৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧١١٠ـ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ اَهْلِ مَرْوَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُوْلُ اَعْمِدُ اِلَى هٰذَا الَّذِىْ خَرَجَ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَوَمَاتُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُوْلُ مَابِرَبِّنَا خَفَاءٌ فَيَقُوْلُوْنَ اُقْتُلُوْهُ فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ اَنْ تَقْتُلُوْا اَحَدًا

دُوْنَهُ قَالَ فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهِ اِلَى الدَّجَّالِ فَاِذَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِىْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ فَيَقُوْلُ خُذُوْهُ وَشُجُّوْهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُوْلُ أَوَمَا تُؤْمِنُ بِىْ قَالَ فَيَقُوْلُ أَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ يَقُوْلُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوِىْ قَائِمًا قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ أَتُؤْمِنُ بِىْ فَيَقُوْلُ مَا ازْدَدْتُ فِيْكَ اِلاَّ بَصِيْرَةً قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لاَيَفْعَلُ بَعْدِىْ بِاَحَدٍمِنَ النَّاسِ قَالَ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلُ مَابَيْنَ رَقَبَتِهِ اِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا فَلاَ يَسْتَطِيْعُ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ اَنَّمَا قَذَفَهُ اِلَى النَّارِ وَاِنَّمَا اُلْقِىَ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا اَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

৭১১০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুহ্যায (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : দাজ্জালের আবির্ভাবের পর জনৈক মু'মিন ব্যক্তি তার দিকে অগ্রসর হবে। অতঃপর রাস্তায় অস্ত্রধারী দাজ্জাল বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাৎ হবে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় যাবে? সে বলবে, আবির্ভূত এ লোকটির নিকট যাব। তারা তাকে আবারো জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কি আমাদের রবের উপর ঈমান আনয়ন করনি? সে বলবে, আমাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। দাজ্জালের লোকেরা বলবে, তোমরা তাকে হত্যা কর। তখন তারা একে অপরকে বলবে, আমাদের রব কাউকে তার সামনে নেয়া ব্যতিরেকে হত্যা করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেননি? অতঃপর তারা তাকে নিয়ে দাজ্জালের নিকট যাবে। তাকে দেখামাত্রই সে ব্যক্তি বলবে, হে লোক সকল! এ-তো সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর দাজ্জাল (তার লোকদেরকে) আদেশ করলে তাকে টানা হেঁচড়া করা হবে। তখন সে বলবে, তাকে ধর এবং তাকে ক্ষত-বিক্ষত কর। অতঃপর তার পেট ও পৃষ্ঠে আঘাত করা হবে। পুনরায় দাজ্জাল তাকে বলবে, তুমি কি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না। সে বলবে, তুমি তো মিথ্যাবাদী মাসীহ্ (দাজ্জাল)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর দাজ্জাল তার সম্পর্কে হুকুম দিবে। দাজ্জালের হুকুমে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে করাতে চিরে দু'ফাঁক করে দেয়া হবে। অতঃপর দাজ্জাল দুই টুকরার মধ্যস্থলে হেঁটে গিয়ে তাকে সম্বোধন করে বলবে, উঠ। তখন সে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর সে (দাজ্জাল) তাকে বলবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান রাখ না? সে বলবে, তোমার ব্যাপারে প্রতীতি আমার মাঝে কেবল বেড়েই চলছে। তিনি (নবী ﷺ) বলেছেন, অতঃপর আগন্তুক ব্যক্তি বলবে, হে লোক সকল! আমার পর দাজ্জাল আর কারো সাথে এমন আচরণ করতে সক্ষম হবে না। এরপর যবাহ্ করার জন্য দাজ্জাল তাকে পাকড়াও করবে। কিন্তু তার গলা হতে হাসুলী পর্যন্ত শরীর তামায় পরিণত হয়ে যাবে। ফলে দাজ্জাল তাকে যবাহ্ করতে সক্ষম হবে না। তিনি বলেছেন, (উপায় না দেখে) দাজ্জাল তখন তার হাত-পা ধরে তাকে ছুঁড়ে মারবে। লোকেরা মনে করবে, দাজ্জাল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। বস্তুতঃ সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট এ ব্যক্তিই হবে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম শহীদ।

٧١١١- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَاسَأَلَ اَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ قَالَ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ اِنَّهُ لاَيَضُرُّكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالاَنْهَارَ قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ -

৭১১০. শিহাব ইব্ন আব্বাদ আল-আব্দী (র) ... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার চেয়ে অধিক আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি বলেছেন : তার ব্যাপারে তোমার এত কিসের চিন্তা? সে তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকেরা বলাবলি করছে যে, তার সাথে খাদ্য এবং (পানির) নহর থাকবে। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন : সে তো আল্লাহ্র নিকট তার চাইতেও অনেক তুচ্ছ।

٧١١٢- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَاسَأَلَ اَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ قَالَ وَمَا سُؤَالُكَ قَالَ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ -

৭১১২. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র) .... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে নবী ﷺ-এর নিকট আমার চাইতে অধিক জিজ্ঞাসা আর কেউ করেনি। আর তিনি আমাকে বলেছেন, কেন তোমার প্রশ্ন? তিনি বলেন, উত্তরে আমি বললাম, যেহেতু লোকেরা বলাবলি করছে যে, তার সাথে রুটি ও গোশ্তের পাহাড় এবং (পানির) নহর থাকবে। তখন নবী ﷺ বললেন : সে তো আল্লাহ্র নিকট তার চাইতেও তুচ্ছ।

٧١١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُمَيْدٍ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ فَقَالَ لِيْ اَيْ بُنَيَّ -

৭১১৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (অন্য সনদে) ইব্ন আবূ উমর (অন্য সনদে) আবূ বকর ইব্ন শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) .... ইসমাঈল (র) থেকে এ সনদে ইবরাহীম ইব্ন হুমায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইয়াযীদের হাদীসে অধিক রয়েছে যে, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে বৎস'!

٢٠- بَابُ فِىْ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ وَمَكْثِهٖ فِى الْاَرْضِ وَنُزُوْلِ عِيْسَى وَقَتْلِهٖ اِيَّاهُ وَذَهَابِ اَهْلِ الْخَيْرِ وَالْاِيْمَانِ وَبَقَاءِ شِرَارَ النَّاسِ وَعِبَادَتِهِمَ الْاَوْثَانَ وَالنَّفْخِ فِىْ الصُّوْرِ وَبَعْثٍ مِنَ الْقُبُوْرِ

২০. পরিচ্ছেদ : দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং দুনিয়াতে তার অবস্থান, ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং তাঁর দ্বারা দাজ্জালকে হত্যা করা, দুনিয়া থেকে ভাল লোক এবং ঈমানের বিদায় গ্রহণ, এবং মন্দ লোকদের অবস্থান, তাদের মূর্তিপূজা, শিংগায় ফুৎকার এবং কবর থেকে (সকলের) উত্থান

٧١١٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰه بْنَ عَمْرٍو وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَاهٰذَا الْحَدِيْثُ الَّذِىْ تُحَدِّثُ بِهٖ تَقُوْلُ اِنَّ السَّاعَةَ تَقُوْمُ اِلَى كَذَاوَكَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَوْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لَا اُحَدِّثَ اَحَدًا شَيْئًا اَبَدًا اِنَّمَا قُلْتُ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيْلٍ اَمْرًا عَظِيْمًا يُحَرقُ الْبَيْتَ وَيَكُوْنُ وَيَكُوْنُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِىْ اُمَّتِىْ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ لَا اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ لَا اَدْرِى اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَاَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عداوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ فَلَايَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ اَوْ اِيْمَانٍ اِلَّا قَبَضَتْهُ حَتّٰى لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ دَخَلَ فِىْ كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَقْبِضَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِىْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَاَحْلَامِ السِّبَاعِ لَايَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ اَلَا تَسْتَجِيْبُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ فَمَاتَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَلَا يَسْمَعُهُ اَحَدٌ اِلَّا اَصْغَى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا قَالَ وَاَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ اِبِلِهٖ قَالَ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰه أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللّٰه مَطَرًا كَاَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ (نُعْمَانُ الشَّاكُ) فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ اُخْرَى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَااَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْؤُلُوْنَ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ اَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ قَالَ فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا وَذٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ -

৭১১৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আল-আনবারী (র) ... ইয়াকুব ইব্ন আসিম ইব্ন উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, যখন এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললেন, এ কেমন হাদীস আপনি বর্ণনা করছেন যে, এতো এতো দিনের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হবে। তিনি বললেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানআল্লাহ্) অথবা لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) অথবা অনুরূপ কোন বাক্য। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তো কেবল এ কথাই বলেছিলাম যে, অচিরেই তোমরা এমন ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে যা ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিবে এবং এমন ঘটবে এমন ঘটবে ....। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। রাবী বলেন, আমি জানি না চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। এ সময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি (তাঁর আকৃতি) যেন উরওয়া ইব্ন মাসউদের অনুরূপ হবেন। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করে তাকে ধ্বংস করে দিবেন। অতঃপর সাতটি বছর লোকেরা এমনভাবে অতিবাহিত করবে যে, দুই ব্যক্তির মাঝে কোন দুশমনী থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ার দিক হতে এক ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত করবেন। ফলে যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান থাকবে, এ ধরনের কোন ব্যক্তিই এ পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকবে না। বরং (এ ধরনের) প্রত্যেকের জান সে কবয করে নিবে। এমন কি তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি পাহাড়ের অভ্যন্তরে গিয়েও আত্মগোপন করে তবে সেখানেও তা (বায়ু) তার নিকট পৌঁছে তার জান কবয করে নিবে। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, তখন মন্দ লোকগুলো দুনিয়াতে বাকী থাকবে। দ্রুতগামী পাখি এবং জ্ঞানশূন্য হিংস্রপ্রাণীর ন্যায় তাদের স্বভাব-চরিত্র হবে। তারা কল্যাণকে কল্যাণ বলে জানবে না এবং অকল্যাণকে অকল্যাণ বলে মনে করবে না। এ সময় শয়তান এক আকৃতিতে তাদের নিকট এসে বলবে, তোমরা কি ডাকে সাড়া দিবে না? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে কোন্ বিষয়ে আদেশ দিচ্ছেন? তখন সে তাদেরকে মূর্তি পূজার আদেশ দিবে। সে সময় তাদের জীবনোপকরণে প্রাচুর্য থাকবে এবং তারা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করবে। অতঃপর শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। যেই এ আওয়ায শুনবে সেই তার ঘাড় একদিকে অবনমিত করবে এবং অন্য দিকে উত্তোলন করবে। এ আওয়ায সর্বপ্রথম এক ব্যক্তি শুনতে পাবে, যে তার উটের হাউয মেরামতের কাজে মগ্ন থাকবে। আওয়ায শুনমাত্রই সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে। সাথে সাথে অনান্য লোকেরাও বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতঃপর মহান আল্লাহ্ শুক্র বিন্দুর মত গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি প্রেরণ করবেন বা ছায়ার বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বর্ণনাকারী নু'মান (র) طَلٌّ ও ظِلٌّ শব্দে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এতে মানুষর শরীর উদ্গত হবে। পুনরায় সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অতঃপর আহ্বান করা হবে যে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আস। অতঃপর বলা হবে– তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। এরপর বলা হবে, জাহান্নামী দল বের কর। জিজ্ঞাসা করা হবে, কত জন থেকে কত জন? বলা হবে, প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শ' নিরানব্বই জন। অতঃপর তিনি বললেন, এ-ই তো সে দিন, যেদিন শিশুদের বৃদ্ধে পরিণত করবে এবং এ-ই চরম সংকটের দিন।

٧١١٥- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اِنَّكَ تَقُولُ اِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ اِلٰى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لاَ اُحَدِّثَكُمْ بِشَيْئٍ اِنَّمَا قُلْتُ اِنَّكُمْ تَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ اَمْرًا عَظِيمًا فَكَانَ حَرِيقَ الْبَيْتِ قَالَ شُعْبَةُ هٰذَا اَوْ نَحْوَهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِىْ أُمَّتِىْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ فَلاَ يَبْقَى اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ اِلاَّ قَبَضَتْهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مَرَّاتٍ وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ـ

৭১১৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... ইয়াকূব ইব্ন আসিম ইব্ন উরওয়া ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনলাম, এক ব্যক্তিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা)-কে বলছে, আপনি কি বলেন, অমুক অমুক সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে? একথা শুনে তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি, তোমাদেরকে কোন কথাই (হাদীস) আমি আর বলব না। আমি তো একথাই বলেছি যে, অল্প কিছু দিন পরেই তোমরা একটি ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে। যা ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিবে। বর্ণনাকারী শু'বা (র) এ কথা বা অনুরূপ কথাই বলেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। .... অতঃপর তিনি মুআয (র)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, যার অন্তরে অণুপরিমাণ ঈমান থাকবে, এ ধরনের কোন ব্যক্তিই তখন আর বাকী থাকবে না, বরং তা (বায়ু) তার জান কবয করে নেবে। মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) বলেন, শু'বা (র) এ হাদীস আমার নিকট কয়েকবার বর্ণনা করেছেন এবং আমিও তাঁকে কয়েকবার পড়ে শুনিয়েছি।

٧١١٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا لَمْ اَنْسَهُ بَعْدُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ الْاٰيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَاَيُّهُمَا مَاكَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْاُخْرٰى عَلٰى اِثْرِهَا قَرِيْبًا ـ

৭১১৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমি একটি হাদীস মুখস্থ করেছি, যা আমি জানি আমি ভুলিনি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হল, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং পূর্বাহ্নের সময় মানুষের সামনে 'দাব্বা' (মানুষ রূপ পশু–গরু) বের হওয়া। এ দু'টির যে কোনটি প্রথমে সংঘটিত হবে তার পরেই অবিলম্বে দ্বিতীয়টিও তড়িৎ প্রকাশিত হবে।

٧١١٧ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ قَالَ جَلَسَ اِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بِالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعُوْهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاٰيَاتِ اَنَّ اَوَّلَهَا خُرُوْجًا الدَّجَّالُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو لَمْ يَقُلْ مَرْوَانُ شَيْئًا قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا لَمْ اَنْسَهُ بَعْدُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ ـ

৭১১৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ... আবূ যুর'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট তিনজন মুসলমান উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের বিবরণ দিচ্ছিলেন এবং তারা তা শুনছিলেন। (আলোচনায় তিনি বলছিলেন যে,) কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের প্রথম নিদর্শন

হল, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বললেন, মারওয়ানের কথা কিছুই হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এমন একটি হাদীস আমি মুখস্থ করেছি, যা আজ পর্যন্ত আমি ভুলিনি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি। .... অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧١١٨- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى حَيَّانَ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ قَالَ تَذَاكَرُوْا السَّاعَةَ عِنْدَ مَرْوَانَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ ضُحًى -

৭১১৮. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহ্যামী (র) ... আবূ যুর'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মারওয়ানের নিকট লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি .... পূর্বোক্ত হাদীস দু'টোর অনুরূপ। তবে এতে তিনি 'পূর্বাহ্নে'র শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٧١١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ) حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ جَدِّىْ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِى عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ شَعْبُ هَمْدَانَ اَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ اُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلِ فَقَالَ حَدِّثِيْنِى حَدِيْثًا سَمِعْتِيْهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُسْنِدِيْهِ اِلَى اَحَدٍ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَئِنْ شِئْتَ لاَفْعَلَنَّ فَقَالَ لَهَا اَجَلْ حَدِّثِيْنِى فَقَالَتْ نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ فَاُصِيْبَ فِى اَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا تَاَيَّمْتُ خَطَبَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَطَبَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مَوْلاَهُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّنِى فَلْيُحِبَّ اُسَامَةَ فَلَمَّا كَلَّمَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اَمْرِىْ بِيَدِكَ فَاَنْكِحْنِى مَنْ شِئْتَ فَقَالَ انْتَقِلِىْ اِلَى اُمِّ شَرِيْكٍ وَاُمُّ شَرِيْكٍ اِمْرَاَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الاَنْصَارِ عَظِيْمَةُ النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيْفَانُ فَقُلْتُ سَاَفْعَلُ فَقَالَ لاَتَفْعَلِىْ اِنَّ اُمَّ شَرِيْكٍ امْرَاَةٌ كَثِيْرَةُ الضِّيْفَانِ فَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ اَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَاتَكْرَهِيْنَ وَلٰكِنِ انْتَقِلِى اِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فِهْرٍ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِىْ هِىَ مِنْهُ فَانْتَقَلْتُ اِلَيْهِ فَلَمَا انْقَضَتْ عِدَّتِى سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِى مُنَادِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُنَادِىْ الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنْتُ فِىْ صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِى تَلِى ظُهُوْرَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَتَهُ جَلَسَ عَلَى

الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ اِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اِنِّيْ وَاللّٰهِ مَاجَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ وَلٰكِنْ جَمَعْتُكُمْ لاَنَّ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَاَسْلَمَ وَحَدَّثَنِيْ حَدِيْثًا وَافَقَ الَّذِيْ كُنْتُ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِيْ اَنَّهُ رَكِبَ فِيْ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاَثِيْنَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِى الْبَحْرِ ثُمَّ اَرْفَؤُا اِلَى جَزِيْرَةٍ فِى الْبَحْرِ حَتّٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوْا فِى اقْرُبِ السَّفِيْنَةِ فَدَخَلُوْا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ اَهْلَبُ كَثِيْرُ الشَّعْرِ لاَيَدْرُوْنَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ فَقَالُوْا وَيْلَكِ مَا اَنْتِ فَقَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوْا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ اَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوْا اِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فِيْ الدَّيْرِ فَاِنَّهُ اِلَى خَبَرِكُمْ بِالاَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا اَن تَكُوْنَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتّٰى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَاِذَا فِيْهِ اَعْظَمُ اِنْسَانٍ رَاَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَاَشَدُّهُ وِثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ اِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا اَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِيْ فَاَخْبِرُونِيْ مَا اَنْتُمْ قَالُوْا نَحْنُ اُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِى سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَحِيْنَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ اَرفَأنَا اِلَى جَزِيْرَتِكَ هٰذِهِ فَجَلَسنَا فِى اَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ اَهْلَبُ كَثِيْرُ الشَّعْرِ لاَيُدْرٰى مَاقُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ فَقُلْنَا وَيلَكِ مَا اَنْتِ فَقَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ قُلْنَا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتِ اعْمِدُوْا اِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فِىْ الدَّيْرِ فَاِنَّهُ اِلَى خَبَرِكُمْ بِالاَشْوَاقِ فَاَقْبَلْنَا اِلَيكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأمَنْ اَن تَكُوْنَ شَيْطَانَةً فَقَالَ اَخْبِرُوْنِى عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ قُلنَا عَنْ اَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ اَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ اَمَا اِنَّهُ يُوْشِكُ اَنْ لاَ تُثْمِرَ قَالَ اَخْبِرُونِىْ عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ قُلنَا عَنْ اَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيْهَا مَاءٌ قَالُوْا هِىَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ قَالَ اَمَا اِنَّ مَاءَهَا يُوْشِكُ اَنْ يَذْهَبَ قَالَ اَخْبِرُوْنِىْ عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالُوْا عَنْ اَىِّ شَأنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِى الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ اَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلنَالَهُ نَعَمْ هِىَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ وَاَهْلُهَا يَزْرَعُوْنَ مِنْ مَائِهَا قَالَ اَخْبِرُوْنِى عَنْ نَبِىِّ الأُمِّيِّيْنَ مَا فَعَلَ قَالُوْا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَاَخْبَرْنَاهُ اَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلٰى مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الْعَرَبِ وَاَطَاعُوْهُ قَالَ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَمَا اِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ اَنْ يُطِيْعُوهُ وَاِنِّى مُخْبِرُكُمْ عَنِّى اِنِّى اَنَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ وَاِنِّى اُوْشِكُ اَنْ يُؤْذَنَ لِى فِىْ الْخُرُوْجِ فَاَخْرُجُ فَاَسِيْرُ فِى الاَرْضِ فَلاَ اَدَعُ قَرْيَةً اِلاَّ هَبَطْتُهَا فِىْ اَرْبَعِيْنَ

لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا اَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَ وَاحِدَةً اَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَاِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُوْنَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هٰذِهِ طَيْبَةُ هٰذِهِ طَيْبَةُ هٰذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ اَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَاِنَّهُ اَعْجَبَنِي حَدِيْثُ تَمِيْمٍ اَنَّهُ وَافَقَ الَّذِيْ كُنْتُ اُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِيْنَةِ وَمَكَّةَ اَلاَ اِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ اَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ اَلاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَاهُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَاهُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَاهُوَ وَاَوْمَأَ بِيَدِهِ اِلَى الْمَشْرِقِ قَالَتْ فَحَفِظْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৭১১৯. আবদুল ওয়ারিছ ইব্‌ন আবদুস্ সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিস ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ... আমির ইব্‌ন শারাহীল শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সের বোন ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। যে মহিলাগণ প্রথম হিজরত দিকে করেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি বললেন, আপনি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে হাদীস শুনেছেন, অন্যের সাথে সম্বন্ধিত (অর্থাৎ পরোক্ষ) করা ব্যতিরেকে, (সরাসরি আপনার প্রতি) একটি হাদীস আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যদি শুনতে চাও, তবে অবশ্যই আমি বর্ণনা করবো। সে বলল, হ্যাঁ, আপনি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি ইব্‌ন মুগীরাকে বিবাহ করলাম। তিনি কুরায়শী যুবকদের উত্তম ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে প্রথম যুদ্ধে শরীক হয়েই তিনি শহীদ হয়ে যান। আমি বিধবা হয়ে যাবার পর আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আরো কতিপয় সাহাবীও আমার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেও তাঁর আযাদকৃত গোলাম উসামা ইব্‌ন যায়দের জন্য পয়গাম পাঠান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ হাদীসটি আমি পূর্বেই শুনেছিলাম যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে সে যেন উসামাকেও ভালবাসে। ফাতিমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করার পর আমি তাকে বললাম, আমার বিষয়টি আপনার ইখ্‌তিয়ারে ছেড়ে দিলাম। আপনি যার সাথে ইচ্ছা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি উম্মু শারীকের নিকট চলে যাও। উম্মু শারীক একজন আনসারী বিত্তশালী মহিলা, আল্লাহ্‌র পথে সে অধিক ব্যয় করতে এবং তার নিকট অধিক অতিথি আসত। একথা শুনে আমি বললাম, আমি তাই করব। তখন (আবার) তিনি বললেন, তুমি উম্মু শারীকের নিকট যেয়োনা। কেননা উম্মু শারীকের কাছে অনেক মেহমান আনাগোনা এবং আমি এটাও পসন্দ করি না যে, তোমার উড়না পড়ে যাবে বা তোমার পায়ের গোছা হতে কাপড় খসে যাবে আর লোকেরা তোমার শরীরের এমন স্থান দেখে নিবে যা তুমি কখনো পসন্দ কর না। তবে তুমি তোমার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মু মাক্‌তূম (রা)-এর নিকট চলে যাও। তিনি বনী ফিহ্‌রের এক ব্যক্তি। ফিহ্‌র কুরায়শেরই একটি শাখা গোত্র। ফাতিমা যে খান্দানের তিনিও সে খান্দানেরই মানুষ। আমি তার নিকট চলে গেলাম। অতঃপর আমার ইদ্দত সমাপ্ত হলে আমি জনৈক আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত আহবানকারী ছিলেন। তিনি এ মর্মে আহবান করছিলেন যে, সালাতের জামাআতে তোমরা হাযির হয়ে যাও। অতঃপর আমি মসজিদের দিকে রওনা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি বললেন, জামাআতের (পুরুষের) কাতারে মহিলাগণ ছিলেন আমি সে কাতারেই ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামাযান্তে হাসিমুখে মিম্বরে বসে গেলেন। অতঃপর বললেন : প্রত্যেকেই নিজ

নিজ সালাতের স্থানে বসে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, আমি কি জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করেছি? তাকে (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে কোন আশা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করিনি। তবে আমি তোমাদেরকে কেবল এ জন্য একত্রিত করেছি যে, তামীমদারী (রা) (যে) প্রথমে খ্রীস্টান ছিল। সে আমার নিকট এসে বায়আত গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। সে আমার কাছে এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যদ্বারা আমার সেই বর্ণনার সত্যায়ন হয়ে যায়, যা আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের বর্ণনা করেছিলাম। সে আমাকে বলেছে যে, একবার সে লাখ্ম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকসহ একটি সামুদ্রিক নৌযানে আরোহণ করেছিল। সামুদ্রিক তুফান এক মাস পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। অতঃপর (একদিন) সূর্যাস্তের সময় তারা সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর তারা (জাহাজের) ছোট ছোট নৌকায় বসে ঐ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই একটি জন্তু তাদের দৃষ্টিগোচর হল। তার সমগ্র দেহ লোমে আবৃত ছিল। লোমের কারণে তার সম্মুখ অংগ ও পশ্চাত অংগ চিনা যাচ্ছিল না। লোকেরা তাকে বলল, হতভাগা, তুই কে? সে বলল, আমি দাজ্জালের গুপ্তচর। লোকেরা বলল, গুপ্তচর আবার কি? সে বলল! লোক সকল! ঐযে গির্জা দেখা যায়, সেখানকার লোকটির কাছে চল। সে অধীর আগ্রহে তোমাদের সংবাদের অপেক্ষা করছে। তামীমদারী (রা) বলেন, তার মুখে এক ব্যক্তির কথা শুনে আমরা ভীত হলাম যে, সে আবার শয়তান (জিন-প্রেত) তো নয়! আমরা দ্রুত হেঁটে গির্জায় প্রবেশ করতঃ এক বিশালদেহী ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। ইতিপূর্বে এমন আমরা আর কখনো দেখিনি। লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় দুই হাঁটুর মধ্য দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো। আমরা তাকে বললাম, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কে? সে বলল, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ। এখন তোমরা বল, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বলল, আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলাম। আমরা সমুদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পেয়েছি। এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থেকে আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করে এ দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা একটি সর্বাঙ্গ লোমে আবৃত জন্তুকে দেখতে পেয়েছি। লোমের আধিক্যের কারণে আমরা তার সম্মুখ অংগ ও পশ্চাত অংগ চিহ্নিত করতে পারছিলাম না। আমরা তাকে বলেছি, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বলেছে, আমি দাজ্জালের গুপ্তচর। আমরা বললাম, গুপ্তচর আবার কি? তখন সে বলেছে, ঐ যে গির্জা দেখা যায়, তোমরা সেখানকার লোকটি কাছে চল। অধীর আগ্রহে তোমাদের খবরের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে এসে গেছি। আমরা তার কথায় আতংকিত হয়ে পড়েছি; না জানি এ আবার কোন শয়তান (জ্বীন ভূত) কিনা? অতঃপর সে বলল, তোমরা আমাকে বায়সানের খেজুর বাগানের খবর বল। আমরা বললাম, এর কোন্ বিষয়টি সম্পর্কে তুমি সংবাদ জানতে চাও? সে বলল, বায়সানের খেজুর বাগানে ফল দেয় কি না, এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। তাকে আমরা বললাম, হ্যাঁ, (ফল দেয়)। সে বলল, সেদিন নিকটেই যেদিন এগুলোতে ফল ধরবে না। অতঃপর সে বলল, আচ্ছা, তাবারিয়া উপসাগর (হ্রদ) সম্পর্কে আমাকে অবগত কর। আমরা বললাম, এর কোন বিষয় সম্পর্কে তুমি আমাদের থেকে জানতে চাও? সে বলল, এর মধ্যে পানি আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ, সেখানে বহু পানি আছে। অতঃপর সে বলল, সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন এতে পানি থাকবে না। সে আবার বলল, 'যুগার' এর প্রস্রবণ সম্পর্কে তোমরা আমাকে অবহিত কর। তারা বলল, তুমি এর কি সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাও? সে বলল, এতে পানি আছে কি? এবং এ জনপদের লোকেরা এ প্রস্রবণের পানির দ্বারা চাষাবাদ করে কি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এ তে বহু পানি আছে এবং এ জনপদের লোকেরা এ পানি দ্বারাই চাষাবাদ করে। সে পুনরায় বলল, তোমরা আমাকে উম্মীদের নবী সম্পর্কে সংবাদ দাও। সে এখন

কি করছে? তারা বলল, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়াছরিবে (মদীনায়) চলে এসেছেন। সে বলল, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে বলল, সে তাদের সাথে কিরূপ (আচরণ) করেছে। আমরা তাকে সংবাদ দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তাঁরা তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সে বলল, এ কি হয়েই গেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, আনুগত্য স্বীকার করে নেয়াই জনগণের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। এখন আমি নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মাসীহ্ দাজ্জাল। অতিসত্বরই আমি এখান থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পেয়ে যাব। বাইরে যেয়ে আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করবো। চল্লিশ রাতের (দিনের ভেতর) এমন কোন জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে মক্কা ও তায়বা এ দু'টি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ দু'টির কোন একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন এক ফেরেশতা উম্মুক্ত তরবারি হাত সামনে এসে আমাকে বাধা দিবে। এ দু'টি স্থানের সকল রাস্তায় ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ছড়ি দ্বারা মিম্বরে আঘাত করে বললেন, এই হচ্ছে তায়বা, এই হচ্ছে তায়বা, এই হচ্ছে তায়বা। অর্থাৎ তায়বা অর্থ এই মদীনাই। সাবধান! আমি কি এ বিষয়টি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে বলিনি? তখন লোকেরা বলল, হ্যাঁ, (আপনি বলেছেন)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তামীমদারীর বর্ণনাটি আমাকে বিমোহিত করেছে। যেহেতু তা সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার ঐ বর্ণনার, যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল, মাদীনা ও মক্কা সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি। তিনি আরো বললেন, সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়ামান সাগরে বরং পূর্বদিকে রয়েছে, পূর্বদিকে রয়েছে, পূর্বদিকে রয়েছে। এসময় তিনি তাঁর হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) বলেন, এ হাদীস আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুখস্থ করেছি।

٧١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ الهُجَيْمِيُّ اَبُوْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ اَبُوْ الحَكَمْ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَاتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ رُطَبُ ابْنِ طَابٍ وَاَسْقَتْنَا سَوِيْقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ المُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا اَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَّقَنِيْ بَعْلِي ثَلاَثًا فَاَذِنَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اَعْتَدَّ فِيْ اَهْلِيْ قَالَتْ فَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ اِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فِيْمَنِ انْطَلَقَ مِنَ النَّاسِ قَالَتْ فَكُنْتُ فِيْ الصَّفِّ المُقَدَّمِ مِنَ النِّسَاءِ وَهُوَ يَلِي الْمُؤَخَّرَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ اِنَّ بَنِيْ عَمِّ لِتَمِيْمٍ الدَّارِيِّ رَكِبُوْا فِي الْبَحْرِ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فِيْهِ قَالَتْ فَكَأَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاَهْوَى بِمِخْصَرَتِهِ اِلَى الْاَرْضِ وَقَالَ هٰذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ ـ

৭১২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিছী (র) ... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বিন্‌ত কায়স (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের তাজা খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন করণে। এ খেজুরকে ' رطب ابن طاب ' 'ইব্‌ন তাব খেজুর' নামে পরিচিতি এবং যবের ছাতু পান করালেন। এরপর আমি তাকে তিন তালাক-প্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে কোথায় ইদ্দত পালন করবে? জবাবে তিনি বললেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আমার পরিবারের (বাপের বাড়িতে) ইদ্দত পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন। ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) বলেন, তখন (একদিন) লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয়া হল,

সালাতের জামাআত দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর (এ ঘোষণা শুনে) যারা (সালাতে) চললেন তাদের সাথে আমিও গেলাম এবং মহিলাদের কাতারের প্রথম সারিতে অর্থাৎ পুরুষের শেষ কাতারের পেছনে আমি দাঁড়ালাম। তিনি বলেন (সালাতান্তে) নবী ﷺ-কে মিম্বরে বসে খুৎবারত অবস্থায় বলতে শুনলাম যে, তামীমদারীর জ্ঞাতি ভাইয়েরা একবার সমুদ্রে নৌযান ভ্রমণ করেছিল। অতঃপর তিনি হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে (রাবী) অনেক বলেছেন যে, তিনি (ফাতিমা) বলেন, আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর লাঠি দিয়ে মাটির দিকে ইশারা করে বলেছেন, এই হচ্ছে তায়বা অর্থ মদীনা।

٧١٢١- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ غَيْلاَنَ بْنَ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَمِيْمٌ الدَّارِىُّ فَاَخْبَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَتَاهَتْ بِهِ سَفِيْنَتُهُ فَسَقَطَ اِلَى جَزِيْرَةٍ فَخَرَجَ اِلَيْهَا يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَقِىَ اِنْسَانًا يَجُرُّ شَعْرَهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ قَدْ اُذِنَ لِىْ فِى الْخُرُوْجِ قَدْ وَطِئْتُ الْبِلاَدَ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ فَاَخْرَجَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى النَّاسِ فَحَدَّثَهُمْ قَالَ هٰذِهِ طَيْبَةُ وَذَاكَ الدَّجَّالُ -

৭১২১. হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান নাওফিলী (র) ... ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তামীমদারী আসল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ মর্মে অবহিত করল যে, সে সমুদ্রে নৌযান আরোহণ করেছিল। তখন তার জাহাজ পথ হারিয়ে এক দ্বীপে গিয়ে ভিড়ল। অতঃপর সে পানির উদ্দেশ্যে দ্বীপ অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। সেখানে পৌছে সে এমন এক ব্যক্তিকে দেখল, যে তার লোম টানছিল। ....অতঃপর তিনি হাদীসটি পূর্ণ রূপে বর্ণনা করলেন। তবে এতে এও রয়েছে যে, সে (দাজ্জাল) বলল, আমাকে যদি বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় তবে আমি তায়বা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামীমদারীকে লোকদের মাঝে নিয়ে এলেন। তখন তিনি তাদেরকে পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শুনালেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : এই তায়বা এবং ঐ ব্যক্তিই দাজ্জাল।

٧١٢٢- حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِى الْحِزَامِىَّ) عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ حَدَّثَنِى تَمِيْمٌ الدَّارِىُّ اَنَّ اُنَاسًا مِنْ قَوْمِهِ كَانُوْا فِى الْبَحْرِ فِى سَفِيْنَةٍ لَهُمْ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَخَرَجُوْا اِلَى جَزِيْرَةٍ فِى الْبَحْرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ -

৭১২২. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে বসে বললেন, হে লোক সকল! তামীমদারী আমার নিকট বর্ণনা করেছে যে, এক সময় তাঁর গোত্রের কতিপয় লোক জাহাজে করে সমুদ্রে ভ্রমণ করছিল। অতঃপর তাদের জাহাজটি ভেঙ্গে যায়। তখন তাদের কেউ কেউ জাহাজের কাঠে চড়ে সাগরের কোন দ্বীপে গিয়ে পৌছে। ...... অতঃপর আবুয্ যিনাদ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧١٢٣- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي اَبُوْ عَمْرٍو (يَعْنِي الْاَوْزَاعِيَّ) عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ اَنْقَابِهَا اِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسِّبْخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ يَخْرُجُ اِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ -

৭১২৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মক্কা মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত জনপদেই দাজ্জাল বিচরণ করবে। (তবে মক্কা মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না)। এর (মদীনার) প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এর পাহারাদারীতে নিয়োজিত থাকবে। অবশেষে দাজ্জাল মদীনার এক লবণাক্ত অনাবাদ স্থানে অবতরণ করবে। তখন মদীনাতে তিনবার ভূ-কম্পন হবে। যার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক ও কাফির সেখান থেকে বের হয়ে তার নিকট চলে যাবে।

٧١٢٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ وَقَالَ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ -

৭১২৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অতঃপর (হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ্) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, দাজ্জাল এসে জুরুফের এক অনুর্বর লবণাক্ত ভূমিতে অবতরণ করবে এবং এখানেই সে তার আস্তানা স্থাপন করবে এবং প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী তার নিকট চলে যাবে।

٢١- بَابٌ فِيْ بَقِيَّةٍ مِنْ اَحَادِيْثِ الدَّجَّالِ

২১. পরিচ্ছেদ : দাজ্জাল সম্পর্কে আরো কতিপয় হাদীস

٧١٢٥- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِيْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمِّهِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ اَصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ -

৭১২৫. মানসূর ইব্‌ন আবী মুযাহিম (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইয়াহূদী দাজ্জালের অনুগামী হবে, তাদের গায়ে থাকবে তায়লাসান চাদর।

٧١٢٦- حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِي اُمُّ شَرِيْكٍ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَفِرَّنَّ

النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِى الْجِبَالِ قَالَتْ اُمُّ شَرِيْكٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيْلٌ -

৭১২৬. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ... উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাবে। উম্মু শারীক (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! সেদিন আরবের লোকেরা কোথায় থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন : তখন তারা সংখ্যায় কম হবে।

٧١٢٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ -

৭১২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧١٢٨- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ (يَعْنِى ابْنَ الْمُخْتَارِ) حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمْ اَبُوْ الدَّهْمَاءِ وَاَبُوْ قَتَادَةَ قَالُوْا كُنَّا نَمُرُّ عَلٰى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ نَأْتِىْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ اِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُوْنِىْ اِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوْا بَاَحْضَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّىْ وَلاَ اَعْلَمَ بِحَدِيْثِهِ مِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَابَيْنَ خَلْقِ اٰدَمَ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ -

৭১২৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আবূ দাহমা ও আবূ কাতাদা ও আরো কতিপয় ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, হিশাম ইব্‌ন আমির (র)-এর সম্মুখ দিয়ে আমরা ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (র)-এর নিকট যেতাম। একদিন তিনি হিশাম (র) বললেন, তোমরা আমাকে অতিক্রম করে এমন মানুষের নিকট যাও, যারা আমার তুলনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে অধিক উপস্থিত হয়নি এবং যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক জ্ঞাত নয়। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আদম (আ)-এর সৃষ্টির পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মাঝে দাজ্জালের তুলনায় মারাত্মক আর কোন সৃষ্টি হবে না।

٧١٢٩- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَلاَثَةِ رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ فِيْهِمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالُوْا كُنَّا نَمُرُّ عَلٰى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ اِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُخْتَارٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَمْرٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ -

৭১২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... হুমায়দ (র)-এর সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, এদের মধ্যে আবূ কাতাদা (র)-ও আছেন, তারা আবদুল আযীয ইব্‌ন মুখতারের মতই বলেছেন যে, আমরা হিশাম ইব্‌ন আমির (র)-এর সম্মুখ দিয়ে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (র)-এর নিকট যেতাম। তবে এতে (' خَلْقٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ '-এর স্থলে) ' اَمْرٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ ' মারাত্মক বিষয় কথাটি উল্লেখ আছে।

٧١٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا بِالاَعْمَالِ سِتًّا طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا اَوِ الدُّخَانَ اَوِ الدَّجَّالَ اَوِ الدَّابَّةَ اَوْ خَاصَّةَ اَحَدِكُمْ اَوْ اَمْرَ الْعَامَّةِ -

৭১৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা নেক আমলের প্রতিযোগিতা কর, (তা হল)—পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অথবা ধুঁয়া, অথবা দাজ্জাল, অথবা দাব্বাতুল আরদ, মানুষরূপী পশু অথবা তোমাদের কারো খাস বিষয় (অর্থাৎ মৃত্যু) ও আম (ব্যাপক) বিষয় (অর্থাৎ কিয়ামত)।

٧١٣١- حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتًّا الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الاَرْضِ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَاَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُوَيْصَّةَ اَحَدِكُمْ -

৭১৩১. উমায়্যা ইব্‌ন বিস্‌তাম (র) .. আবূ হুরায়রা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা প্রতিযোগিতার সাথে নেক আমল করতে আরম্ভ কর। তা হল দাজ্জাল, ধোঁয়া, দাব্‌বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া ব্যাপক বিষয় (কিয়ামত) এবং খাস বিষয় (ব্যক্তির মৃত্যু)।

٧١٣٢- وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৭১৩২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ... কাতাদা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢- بَابُ فَضْلُ الْعِبَادَةِ فِىْ الْهَرْجِ

২২. পরিচ্ছেদ : ফিতনা-দুর্যোগকালে ইবাদত করার ফযীলত

٧١٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ رَدَّهُ اِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ رَدَّهُ اِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعِبَادَةُ فِى الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَىَّ - وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৭১৩৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (অন্য সনদে) কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : ফিতনা-দুর্যোগের সময় ইবাদত করা আমার নিকট হিজরত করার সমতুল্য। আবূ কামিল (র) ... হাম্মাদ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣ـ بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া

٧١٣٤ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (يَعْنِيْ ابْنَ مَهْدِيٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الاَقْمَرِ عَنْ اَبِيْ الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ـ

৭১৩৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়িম হবে।

٧١٣٥ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ اَبِى حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُشِيْرُ بِاَصْبَعِهِ الَّتِىْ تَلِىْ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَهُوَ يَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا ـ

৭১৩৫. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (অন্য সনদে) কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে (বৃদ্ধাংগুলীর সংলগ্ন মধ্যমা আঙুল) ও শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে (এ কথা) বলতে শুনেছি যে, আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টির মত (কাছাকাছি)।

٧١٣٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُوْلُ فِىْ قَصَصِهِ كَفَضْلِ اِحْدِهِمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَلاَ اَدْرِىْ أَذَكَرَهُ عَنْ اَنَسٍ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُوْلُ فِىْ قَصَصِهِ كَفَضْلِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَلاَ اَدْرِى أَذَكَرَهُ عَنْ اَنَسٍ اَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ ـ

৭১৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টির মত। শু'বা (র) বলেন, আমি কাতাদা (র)-এর নিকট শুনেছি, তিনি তার ওয়াজে বলতেন, এক আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের তুলনায় যতটুকু বড়। অতঃপর শু'বা (রা) বলেন, এ কথাটি কাতাদা (র) আনাস (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করছেন না নিজের থেকেই বলছেন, তা আমি নিশ্চিত জানি না।

٧١٣٧ـ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ وَاَبَا التَّيَّاحِ يُحَدِّثَانِ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَنَسًا يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ الْمُسَبَّحَةِ وَالْوُسْطٰى يَحْكِيْهِ ـ

৭১৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিছী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আমি এবং কিয়ামত এ দু'টির মত প্রেরিত হয়েছি। এ কথাটির বিবরণ দিয়ে শু'বা তার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলিকে এক সাথে মিলালেন।

٧١٣٨- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا -

৭১৩৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (এ সনদে) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧١٣٩- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ حَمْزَةَ (يَعْنِى الضَّبِّىَّ وَاَبِى التَّيَّاحِ) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ -

৭১৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাদের হাদীসের অনুরূপ (হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

٧١٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى -

৭১৪০. আবূ গাস্সান মিসমাঈ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি এবং কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টির মত। রাবী বলেন (এ সময়) তিনি তার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলিকে একত্রিত করেছেন।

٧١٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الاَعْرَابُ اِذَا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَأَلُوْهُ عَنِ السَّاعَةِ مَتٰى السَّاعَةُ فَنَظَرَ اِلٰى اَحْدَثِ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَقَالَ اِنْ يَعِشْ هٰذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ -

৭১৪১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেদুঈনরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলে তাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, (তারা বলত), কিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের মাঝের সবচেয়ে কম বয়সের লোকটির প্রতি নজর করে বলতেন, এ যদি বেঁচে থাকে তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই আমাদের উপর তোমাদের কিয়ামত সংঘটিত হবে।

٧١٤٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ مِنَ الاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ يَعِشْ هٰذَا الْغُلاَمُ فَعَسٰى اَنْ لاَيُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ -

৭১৪২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামত কবে হবে? তখন তাঁর নিকট মুহাম্মদ নামক এক আনসারী বালক উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ বালক যদি বেঁচে থাকে তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই কিয়মত সংঘটিত হয়ে যাবে।

٧١٤٣- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ هُنَيْهَةً ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ فَقَالَ إِنْ عُمِّرَ هٰذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ ذَاكَ الْغُلَامُ مِنْ أَتْرَابِي يَوْمَئِذٍ -

৭১৪৩. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কিয়ামত কবে হবে? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে থাকেন। অতঃপর তিনি সম্মুখস্থ আয্‌দ-শানূআ গোত্রের এক বালকের প্রতি তাকালেন। অতঃপর তিনি বললেন : এ বালক যদি দীর্ঘ হায়াত পায় তবে তার বার্ধক্যে পদার্পণ করার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আনাস (রা) বলেন, তখন এ বালক আমার সমবয়স্ক ছিল।

٧١٤٤- حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يُؤَخَّرْ هٰذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ -

৭১৪৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর এক গোলাম একদা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে ছিল আমার সমবয়স্ক। তখন নবী ﷺ বললেন : যদি এর হায়াত দীর্ঘায়িত হয় তবে সে বার্ধক্যে পৌছার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

٧١٤٥- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّقْحَةَ فَمَا يَصِلُ الْإِنَاءُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ وَالرَّجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُومَ وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ -

৭১৪৫. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রী দোহন করতে থাকবে; কিন্তু পাত্র তার মুখের কাছে পৌছার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে দুই ব্যক্তি কাপড় বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকবে। তারা বেচা-কেনা শেষ না করতেই কিয়ামত কায়িম হয়ে যাবে। এমনিভাবে এক ব্যক্তি তার হাউয মেরামত করতে থাকবে। কিন্তু মেরামত শেষ করার পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে।

٢٤- بَابُ مَابَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ

২৪. পরিচ্ছেদ : দুই ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান

٧١٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَبَيْتُ ثُمَّ يُنْزِلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ شَيْءٌ اِلاَّ يَبْلَى اِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৭১৪৬. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা' (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুইবার ফুঁৎকারের মাঝে চল্লিশ হবে। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, হে আবূ হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারা বললেন, এ কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারা বললেন, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, অস্বীকার করলাম (অর্থাৎ আমারও জানা নেই)। অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, এতে তারা উদ্‌গত হবে যেমন সবজী উদগত হয়। অতঃপর তিনি বললেন, তখন একটি হাড় ব্যতীত মানুষের সমস্ত শরীর জীর্ণ হয়ে (পঁচে) যাবে। আর সে হাড়টি হল, মেরুদণ্ডের (সর্বনিম্নভাগের এবং নিতম্বের উপরের হাড়। কিয়ামতের দিন এ হাড় থেকেই আবার মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।

٧١٤٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (يَعْنِىْ الْحِزَامِىَّ) عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ اِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيْهِ يُرَكَّبُ -

৭১৪৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেক বর্ণি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের সব কিছুই মাটি খেয়ে ফেলবে। কেবল মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন হাড় বাকী (থাকবে)। এর দ্বারাই (প্রথমতঃ) মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর দ্বারাই (আবার তাদেরকে) সংযোজন (সৃষ্টি) করা হবে।

٧١٤٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْاِنْسَانِ عَظْمًا لاَتَأْكُلُهُ الْاَرْضُ اَبَدًا فِيْهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا اَىُّ عَظْمٍ هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَجْبُ الذَّنَبِ -

৭১৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে তা যা আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের শুনিয়েছেন, তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের শরীরে এমন একটি অস্থি (হাড়) আছে, যা যমীন কখনো ভক্ষণ করবেনা। কিয়ামতের দিন এর দ্বারাই সংযোজিত (পুনরায় মানুষ সৃষ্টি) করা হবে। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটি কোন্ হাড়? তিনি বললেন, এ হল, মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নের হাড়।

كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

অধ্যায় : যুহ্‌দ ও দুনিয়ার প্রতি অনীহা

٧١٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ

৭১৪৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত (স্বরূপ)।

٧١٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوْقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْىٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَاَخَذَ بِاُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوا مَانُحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ اَتُحِبُّوْنَ اَنَّهُ لَكُمْ قَالُوْا وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيْهِ لاَنَّهُ اَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ ـ

৭১৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলীয়া (অঞ্চল) হতে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা নিতে আগ্রহী হবে। লোকেরা বললেন, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা তা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : (বিনা পয়সায়) তোমরা কি তা নিতে আগ্রহী? তারা বললেন, এ যদি জীবিত হত তবুও তো এটা দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আর এখন তো তা মৃত, কিভাবে আমরা তা গ্রহণ করব? এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ।

٧١٥١- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِيَانِ الثَّقَفِىَّ) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ الثَّقَفِىِّ فَلَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ هٰذَا السَّكَكُ بِهِ عَيْبًا ـ

৭১৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা সামী (র) ... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সাকাফীর হাদীসের মধ্যে আছে যে, এটি যদি জীবিতও হত, তবুও ক্ষুদ্র কান তার জন্য একটি দূষণীয় ব্যাপার।

٧١٥٢- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مِنْ مَالِكَ اِلاَّ مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْتَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ -

৭১৫২. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র) ... মুতাররিফ (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নবী ﷺ -এর নিকট আসলাম। তখন তিনি ' الهاكم التكاثر ' পাঠ করছিলেন। তিনি বললেন, আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল', 'আমার মাল'। বস্তুতঃ হে, আদাম সন্তান! তোমার মাল তো তা-ই যা তুমি শেষ করে দিয়েছে, অথবা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ অথবা দান করেছ ও কার্যকর (সঞ্চয়) করেছ।

٧١٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اَبِى كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هَمَّامٍ -

৭১৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্ন ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (অন্য সনদে) ইব্‌ন মুছান্না (র) ... মুতার্‌রিফ (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। ....অতঃপর তিনি হাম্মামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧١٥٤- حَدَّثَنِىْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ اِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنَى وَلَبِسَ فَاَبْلَى اَوْ اَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ *

وَحَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৭১৫৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বান্দা বলে, 'আমার মাল', 'আমার মাল'। অথচ তিনটিই হল তার মাল। যা সে ভক্ষণ করল এবং শেষ করে দিল। অথবা যা সে পরিধান করল এবং পুরাতন করে দিল। কিংবা যা সে দান করল এবং সঞ্চয় করল। এ ছাড়া বাকীগুলো শেষ হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।

আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) ... 'আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧١٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰه ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ـ

৭১৫৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও যুহায়র ইব্ন হার্‌ব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরূপে তার সাথে যায়। দু'টি তো ফিরে আসে এবং একটি (তার সঙ্গে) থেকে যায়। তার সঙ্গে যায় আত্মীয় স্বজন, ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার আপনজন ও মাল-দৌলত ফিরে আসে আর থেকে যায় শুধু আমল।

٧١٥٦ـ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (يَعْنِى ابْنَ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِىَّ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِىْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِىِّ فَقَدِمَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِىْ عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَىْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا أَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوْا مَايَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّىْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَابُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ـ

৭১৫৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) সূত্রে বনূ আমির ইব্ন লুওয়াই এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র আমর ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি (মিসওয়ার রা-কে) অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ উবায়দা ইব্নুল জার্‌রাহ্ (রা)-কে বাহ্‌রায়নে জিযিয়া আদায় করতে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহ্‌রায়নবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের জন্য 'আলা ইব্ন হাযরামী (রা)-কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর আবূ উবায়দা (রা) বাহ্‌রায়ন থেকে মাল নিয়ে এলে, আনসারিগণ তাঁর আগমন খবর শুনলেন, এরপর তারা উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতান্তে মুখ ফিরিয়ে বসলে তারা তাঁর নিকট হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে দেখে মুচ্‌কি হেসে বললেন, আমার মনে হচ্ছে আবূ উবায়দা বাহরায়ন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে, এ খবর তোমরা শুনেছ? তারা বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে এমন কিছু আশা রাখ। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যকে আমি ভয় করি না। আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে তোমাদের জন্যও দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হবে। অতঃপর তোমরা তাতে তেমনি প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। অবশেষে তা তোমাদেরকেও ধ্বংস করে দিবে যেমনিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

٧١٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ وَمِثْلِ حَدِيْثِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ صَالِحٍ وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا اَنْهَتْهُمْ -

৭১৫৭. হাসান হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (অন্য সনদে) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... যুহরী (র) থেকে ইউনুসের সনদে তার হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সালিহ্ (র)-এর হাদীসের মধ্যে ' وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ ' -এর স্থলে ' وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا اَلْهَتْهُمْ ' অবশেষে তোমাদেরকে নিমগ্ন (গাফিল) করে দিবে যেমন তাদের নিমগ্ন (গাফিল) করে দিয়েছিল) কথাটি বর্ণিত আছে।

٧١٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ رَبَاحٍ (هُوَ اَبُوْ فِرَاسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّوْمُ اَىُّ قَوْمٍ اَنْتُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ نَقُوْلُ كَمَا اَمَرَنَا اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْغَيْرَ ذٰلِكَ تَتَنَافَسُوْنَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُوْنَ ثُمَّ تَتَدَابَرُوْنَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُوْنَ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُوْنَ فِى مَسَاكِيْنِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَتَجْعَلُوْنَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ -

৭১৫৮. আমর ইব্‌ন আস্ সাওয়াদ আমিরী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন রোম ও পারস্য বিজিত হবে তখন তোমরা কোন (কেমন) সম্প্রদায় হবে? জবাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে যেরূপ আদেশ দিয়েছেন আমরা তাই বলব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : অন্য কিছু (কি বলবে না)? তখন তোমরা পরস্পর ঈর্ষা করবে, তারপর হিংসা করবে, অতঃপর সম্পর্ক ছিন্ন করবে (একে অন্যের পিছনে লাগবে), এরপর শত্রুতা করবে। অথবা এরূপ কিছু কথা তিনি বলেছেন। অতঃপর তোমরা নিঃস্ব মুহাজির লোকদের নিকট যাবে এবং একজনকে অপরের শাসক বানিয়ে দিবে।

٧١٥٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِىِّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ -

৭১৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি মাল ও দেহ আকৃতির দিক থেকে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির

প্রতি দৃষ্টি করে তবে সে যেন সঙ্গে সঙ্গে তার তুলনায় নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য করে, যাদের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

٧١٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى الزِّنَادِ سَوَاءً ـ

৭১৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাদ ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) সূত্রে, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবুয্ যিনাদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧١٦١- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْظُرُوْا اِلَى مَنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَتَنْظُرُوا اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ ـ

৭১৬১. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (অন্য সনদে) আবূ কুরায়ব (অন্য সনদে) আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের তুলনায় নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি নযর কর। এবং তোমাদের তুলনায় উপরের স্তরের লোকদের প্রতি নযর করো না। কেননা আল্লাহ্‌র নি'আমতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা। আবূ মু'আবিয়ার বর্ণনায় হাদীসের শেষ ' عليكم ' (শব্দটি অতিরিক্ত) বলেছেন।

٧١٦٢- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ ثَلاَثَةً فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَاَقْرَعَ وَاَعْمى فَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّى الَّذِىْ قَدْ قَذِرَنِى النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَاُعْطِىَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْاِبِلُ اَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ اِسْحٰقُ اِلاَّ اَنَّ الْاَبْرَصَ اَوْ الْاَقْرَعَ قَالَ اَحَدُهُمَا الْاِبِلُ وَقَالَ الْاٰخِرُ الْبَقَرُ قَالَ فَاُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَاَتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اُحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيُذْهَبُ عَنِّى هٰذَا الَّذِىْ قَدْ قَذِرَنِىْ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَاُعْطِىَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَاُعْطِىَ بَقَرَةً حَامِلاً فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ (تَعَالٰى) لَكَ فِيْهَا قَالَ فَاَتَى الْاَعْمٰى فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ اَنْ يَرُدَّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِى فَاُبْصِرَبِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَاُعْطِىَ شَاةً وَالِدًا

فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْاِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلاَ بَلاَغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْأَلُكَ بِالَّذِىْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَاَنِّىْ اَعْرِفُكَ اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ اِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ قَالَ وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِىْ صُوْرَتِهٖ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدَّ عَلٰى هٰذَا فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ قَالَ وَاَتَى الْاَعْمٰى فِىْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلاَبَلاَغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْأَلُكَ بِالَّذِىْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِىْ فَخُذْ مَاشِئْتَ وَدَعْ مَاشِئْتَ فَوَاللّٰهِ لاَ اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ فَقَالَ اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رُضِىَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ ـ

৭১৬২. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয় জন টাক মাথা এবং তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা এ তিনজনকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে কুষ্ঠরোগীর কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, উত্তম বর্ণ, উত্তম চর্ম এবং আমার এ ব্যাধি যেন নিরাময় হয়ে যায়, যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। অতঃপর ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলালেন। এতে তার এ কুৎসিত ব্যাধি নিরাময় হল এবং তাকে উত্তম বর্ণ ও উত্তম চর্ম প্রদান করা হল। ফেরেশতা আবার তাকে বললেন, তোমার নিকট প্রিয় মাল কি? সে বলল, উট অথবা (বলল) গাভী। বর্ণনাকারী ইসহাক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তবে কুষ্ঠরোগী বা টাক মাথা দু'জনের একজন বলল, উট আর অপর জন বলল গাভী। অতঃপর তাকে গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রদান করা হল এবং বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে এতে বরকত দান করুন। এরপর ফেরেশতা টাক মাথা ব্যক্তির নিকট এসে তাকে বললেন, তোমার নিকট অধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এই ব্যাধি নিরাময় হয়ে যায় যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করছে। ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলালে তার ব্যাধি নিরাময় হয়ে যায়। অতঃপর তাকে প্রদান করা হয় সুন্দর চুল। পুনরায় ফেরেশতা তাকে বললেন যে, কোন্ মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, গাভী। অতঃপর তাকে গর্ভবতী গাভী দান করা হল এবং ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে এতে বরকত দান করুন। অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের কাছে এসে বললেন, কোন জিনিস তোমার কাছে অধিক প্রিয়। সে বলল, আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি মানুষদের দেখতে পাব। তিনি বলেন, তখন তার চোখের উপর হাত বুলালে আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। এরপর ফেরেশতা পুনরায় তাকে বললেন, কোন্ মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, বকরী। তাকে গর্ভবতী বকরী দান করা হল। অতঃপর উষ্ট্রী, গাভী বাচ্চা দিল এবং বক্‌রীও বাচ্চা দিল। ফলে তার এক মাঠ উট, তার এক মাঠ গাভী এবং তার এক মাঠ বকরী

হয়ে গেল। অতঃপর ফেরেশতা (অনতিকাল পরে) তার প্রথম আকৃতিতে কুষ্ঠরোগীর নিকট এসে বলল, আমি একজন মিসকীন ও নিঃস্ব ব্যক্তি, সফরে আমার সমস্ত অবলম্বন শেষ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং অতঃপর তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে বাড়ি পৌছানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং যে আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বর্ণ, সুন্দর চামড়া এবং মাল দান করেছেন তার নামে আমি তোমার নিকট একটি উট প্রার্থনা করছি, যেন এ সফরে আমি তার সাহায্যে বাড়ি পৌছতে পারি। (এ কথা শুনে) সে বলল, দায়-দায়িত্ব (দেনা-পাওনা) অনেক বেশি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি তোমাকে চিনি বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি নিঃস্ব, কুষ্ঠরোগী ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দান করেছেন। সে বলল, বাহ্! আমি তো বাপ-দাদার কাল হতেই ক্রমাগত এ সম্পদের ওয়ারিস হয়ে আসছি। অতঃপর ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। এবার ফেরেশতা তার পূর্বের আকৃতিতে টাক মাথা ব্যক্তির নিকট এসে ঐ ব্যক্তির মত তাকেও বললেন এবং সে-ও প্রথম ব্যক্তির মতই উত্তর দিল। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে যেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। এরপর ফেরেশতা তাঁর পূর্বের আকৃতিতে অন্ধ ব্যক্তির নিকট এসে বলল, আমি একজন নিঃস্ব, মুসাফির ব্যক্তি। আমার সফরের সমস্ত আসবাব অবলম্বন শেষ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এবং পরে তোমার সহযোগিতা ব্যতীত আজ বাড়ি পৌঁছা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্ তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন তার নামে তোমার নিকট আমি একটি বকরী চাই যেন আমি তার সাহায্যে সফর শেষে বাড়ি পৌছতে পারি। লোকটি বলল, হ্যাঁ, আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার ইচ্ছামত আপনি নিয়ে যান এবং যা মনে চায় রেখে যান। আল্লাহ্‌র কসম! আজ আল্লাহ্‌র নামে আপনি যা নিবেন এ ব্যাপারে আমি আপনাকে (ফিরিয়ে দিতে) চাপ সৃষ্টি করব না। অতঃপর ফেরেশতা বললেন, তুমি তোমার মাল রেখে দাও। তোমাদের (তিন জনকে) পরীক্ষা করা হল। আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দুই সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

٧١٦٣- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ (وَاللَّفْظُ لاِسْحٰقَ) قَالَ عَبَّاسُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ حَدَّثَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِىْ اِبِلِهِ فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَاٰهُ سَعْدُ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ اَنَزَلْتَ فِىْ اِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُوْنَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ فَضَرَبَ سَعْدُ فِىْ صَدْرِهِ فَقَالَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِىَّ الْغَنِىَّ الْخَفِىَّ -

৭১৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম (র) ... আমির ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তার উটপালের মাঝে ছিলেন, এমতাবস্থায় তার পুত্র উমর আসল। সা'দ (রা) তাকে দেখামাত্রই পাঠ করলেন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الرَّاكِبِ (অর্থাৎ এই আরোহী ব্যক্তির অকল্যাণ হতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই)। তখন সে তার সাওয়ারী হতে অবতরণ করল এবং বলল, আপনি উট এবং বকরীর মাঝে এসে গেছেন কি? অথচ রাজত্ব নিয়ে লোকেরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত। সা'দ (রা) তার বুকে আঘাত করে বললেন, চুপ থাক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মুত্তাকী (আল্লাহ্‌ভীরু), স্বাবলম্বী ও লোকালয় হতে নির্জনে বাসকারী বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন।

٧١٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَابْنُ بِشْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّى لاَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ اِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهٰذَا السَّمُرُ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِىْ عَلَى الدِّيْنِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَضَلَّ عَمَلِىْ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ نُمَيْرٍ اِذًا -

৭১৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আরবের বাসিন্দাদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্র পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করতাম। তখন 'হুবলা' এবং 'সমর' গাছের (বাকলা জাতীয়) পাতা ব্যতিরেকে আমাদের নিকট খাবার মত কোন খাদ্যই থাকত না। ফলে আমাদের এক একজন বকরীর মত মল ত্যাগ করত। আর এখন বনূ আসাদের লোকেরা দীনী ব্যাপারে আমাদেরকে সবক দিচ্ছে, এমনই যদি হয় তবে তো আমরা অকৃতকার্য এবং আমাদের আমল সবই ব্যর্থ। ইব্ন নুমায়র তার বর্ণনায় 'اًذًا' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٧١٦٥- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ حَتّٰى اِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الْعَنْزُ مَايَخْلِطُهُ بِشَىْءٍ -

৭১৬৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, ফলে আমাদের এক একজন বকরীর মত মল ত্যাগ করত। এর সাথে কোন কিছুই মিশ্রিত থাকত না (অর্থাৎ মল নরম হত না)।

٧١٦٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِىِّ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الدُّنْيَا قَدْ اٰذَنَتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْاِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا وَاِنَّكُمْ مُنْتَقِلُوْنَ مِنْهَا اِلَى دَارٍ لاَزَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوْا بِخَيْرِ مَابِحَضْرَتِكُمْ فَاِنَّهُ قَدْ ذُكِرَلَنَا اَنَّ الْحَجَرَ يُلْقٰى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِىْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا لاَيُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَوَاللّٰهِ لَتُمْلاَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا اَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْظٌ مِنَ الزِّحَامِ وَلَقَدْ رَاَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتّٰى قَرِحَتْ اَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَّزَرَسَعْدٌ بِنِصْفِهَا فَمَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ اَصْبَحَ اَمِيْرًا عَلٰى

مِصْرٍ مِنَ الْاَمْصَارِ وَاِنِّى اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ فِىْ نَفْسِىْ عَظِيْمًا وَعِنْدَ اللّٰهِ صَغِيْرًا وَاِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ اِلاَّ تَنَاسَخَتْ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا فَسَتَخْبُرُوْنَ وَتُجَرِّبُوْنَ الْاُمَرَاءَ بَعْدَنَا ـ

৭১৬৬. শায়বান ইব্‌ন ফররূখ (র) ... খালিদ ইব্‌ন উমায়র আদাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান (র) একদা আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন এবং প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বললেন, 'আম্মা বা'দ! (অতঃপর) দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবার সংবাদ দিয়েছে ও দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। দুনিয়ার (সামান্য) তলানী বাকী রয়েছে, যেমন খানা খাওয়ার পর বাসনে তলানী থাকে, যা ভক্ষণকারী অল্প অল্প করে খায়। একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে তোমরা অবিনশ্বর জগতের দিকে রওনা করবে। সুতরাং তোমরা ভবিষ্যতের জন্য কিছু নেকী নিয়ে রওনা কর। কেননা আমাকে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের প্রান্ত থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, অতঃপর তা সত্তর বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে যেতে থাকে, তথাপিও তা তার তলদেশে পৌঁছে না। আল্লাহ্‌র শপথ! জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা কি এতে বিস্ময় বোধ করছ? এবং আমার নিকট এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার দুই পাল্লার মাঝে চল্লিশ বছরের সফরের পথ। অচিরেই একদিন এমন আসবে, যখন তা মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ থাকবে। আমি আমার প্রতি লক্ষ্য করেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাত ব্যক্তির সপ্তম জন ছিলাম। তখন আমাদের নিকট গাছের পাতা ব্যতীত আর কোন খাদ্যই ছিল না। ফলে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গেল। এ সময় আমি একটি চাদর পেয়েছিলাম। অতঃপর আমার ও সা'দ ইব্‌ন মালিকের জন্য আমি তাকে দু'টুকরা করে নেই। এক টুকরা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানিয়েছি এবং অপর টুকরা দিয়ে লুঙ্গি বানিয়েছে সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা)। আজ আমাদের সকলেই কোন না কোন নগরের আমীর। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার নিকট বড় এবং আল্লাহ্‌র নিকট ছোট হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। সমস্ত পয়গাম্বরের নবুওয়াতই এক পর্যায়ে নির্বাপিত হয়ে পড়েছে। অবশেষে তা বাদশাহীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের পর আগমনকারী আমীর-উমারাদের সংবাদ তোমরা অচিরেই পাবে এবং তাদেরকে যাচাই করতে পারবে।

٧١٦٧ـ وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيْطٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَدْ اَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَكَانَ اَمِيْرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ شَيْبَانَ ـ

৭১৬৭. ইসহাক ইব্‌ন উমর ইব্‌ন সালীত (র) ... খালিদ ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাহিলী যুগ পেয়েছিলেন, খালিদ (র) বলেন, (একদা) উতবা ইব্‌ন গায্‌ওয়ান (রা) বক্তৃতা দিলেন। তখন তিনি বসরার আমীর ছিলেন। অতঃপর ইসহাক (র) সূত্রে শায়বানি (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧١٦٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ يَقُوْلُ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاطَعَامُنَا اِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ حَتّٰى قَرِحَتْ اَشْدَاقُنَا ـ

৭১৬৮. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র) ... খালিদ ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথী সাতজনের সপ্তম ব্যক্তি রূপে দেখেছি, তখন হুবলা গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের কোন খাদ্য ছিল না। পাতা খেতে খেতে অবশেষে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে যায়।

٧١٦٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِى سَحَابَةٍ قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ تُضَارُوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِىْ سَحَابَةٍ قَالُوْا لاَ قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَتُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ اِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُوْلُ اَىْ فُلْ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالاِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُوْلُ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ أَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلاَقِىَّ فَيَقُوْلُ لاَ فَيَقُوْلُ فَاِنِّى اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِىَ فَيَقُوْلُ اَىْ فُلْ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْلَكَ الْخَيْلَ وَالاِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُوْلُ بَلَى يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلاَقِىَّ فَيَقُوْلُ لاَ فَيَقُوْلُ اِنِّى اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُوْلُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَيَقُولُ يَارَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِىْ بِخَيْرٍ مَا اَسْتَطَاعَ فَيَقُوْلُ هٰهُنَا اِذًا قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِى فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذٰلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذٰلِكَ الْمُنَافِقُ وَذٰلِكَ الَّذِىْ يَسْخَطُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ

৭১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা (সাহাবিগণ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন, আকাশে মেঘ না থাকা অবস্থায় দুপুরের সময় সূর্য দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কি? তারা (সাহাবিগণ) বললেন, জী না। অতঃপর তিনি বললেন, আকাশে মেঘ না থাকা অবস্থায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কি? তাঁরা বললেন, জী না। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! চন্দ্র সূর্যের কোন একটি দেখতে তোমাদের যেরূপ সমস্যা হয় , তোমাদের প্রতিপালককেও দেখতে তোমাদের ঠিক তদ্রূপ সমস্যা হবে। (অর্থাৎ রাবী বলেন, কোন সমস্যাই হবে না) আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সাক্ষাত হবে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে ইয্‌যত দান করিনি, নেতৃত্ব দান করিনি, জোড়া মিলিয়ে (বিয়ে করিয়ে) দেইনি, ঘোড়া,উট তোমার বশীভূত করে দেইনি এবং নেতৃত্ব ও (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) এক-চতুর্থাংশ ভোগের মাধ্যমে প্রাচুর্যের মাঝে তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করিনি? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! অতঃপর তিনি বলবেন, তুমি কি বিশ্বাস করতে যে, তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যেমনিভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে অনুরূপভাবে আমিও তোমাকে ভুলে যাচ্ছি। অতঃপর দ্বিতীয় (অপর এক) ব্যক্তির আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত হবে। তখন তিনি তাকেও বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি, নেতৃত্ব দেই নি, তোমার জোড়া মিলিয়ে (বিয়ে করিয়ে) দেইনি, উট-ঘোড়া তোমার বশীভূত করে দেইনি এবং নেতৃত্ব ও চতুর্থাংশ সম্পদের মাধ্যমে (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহারের জন্য) তোমাকে কি সুযোগ করে দেই নি? সে বলবে, হ্যাঁ করেছেন, হে আমার প্রতিপালক! অতঃপর তিনি বলবেন, আমার সাথে

তোমার সাক্ষাৎ হবে এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে অনুরূপভাবে আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হচ্ছি। অতঃপর তৃতীয় (অপর এক) ব্যক্তির আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হবে। অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ বলবেন। তখন লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার প্রতি এবং আপনার কিতাব ও আপনার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। আমি সালাত আদায় করেছি, সাওম পালন করেছি এবং সাদাকা (যাকাত) প্রদান করেছি। এমনিভাবে সে যথাসম্ভব (নিজের) স্তুতি বর্ণনা করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তাহলে এখানে একটু (অপেক্ষা কর) এখনই তোমার মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এরপর তাকে বলা হবে, এখনই আমি তোমার বিপরীতে আমার সাক্ষ্য দাঁড় করব। তখন যে (বান্দা) মনে মনে চিন্তা করতে থাকবে যে, কে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে? তখন তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। এবং তার উরু, গোশত ও হাড্ডিকে বলা হবে, কথা বল। ফলে তার উরু, গোশত ও হাড্ডি তার আমল সম্পর্কে বলতে থাকবে। এ ব্যবস্থা এ জন্য করা হবে যেন, আপত্তিতে (আত্মপক্ষ সমর্থন) করার কোন অবকাশ তার আর বাকী না থাকে (দোষ স্বীকারে বাধ্য হয়)। এই ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক। তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন।

٧١٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِىْ النَّضْرِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ اَضْحَكُ قَالَ قُلْنَا اللّٰهُ رَسُوْلَهُ اَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُوْلُ يَا رَبِّ اَلَمْ تُجِرْنِىْ مِنَ الظُّلْمِ قَالَ يَقُوْلُ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ لاَاُجِيْزُ عَلٰى نَفْسِى اِلاَّ شَاهِدًا مِنِّى قَالَ فَيَقُوْلُ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ فَيُقَالُ لاَرْكَانِهِ انْطِقِىْ قَالَ فَتَنْطِقُ بِاَعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُخَلّٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ قَالَ فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ اُنَاضِلُ -

৭১৭০. আবূ বকর ইব্ন নায্র ইব্ন আবূ নায্র (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এ সময় তিনি হাসলেন এবং পরে বললেন, তোমরা কি জান, আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বললেন : বান্দা তার প্রতিপালকের সাথে যে কথা বলবে, এ জন্য হাসছি। সে (বান্দা) বলবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি দাওনি আমাকে যুল্ম হতে আশ্রয় (সুরক্ষা) প্রদান করেন নি ? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে (বান্দা) বলবে, আমি আমার ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্য ব্যতীত অন্য কারো সাক্ষী হওয়ার অনুমোদন করি না। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেন : তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং কিরামুন কাতিবীন (সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ) ও সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। অতঃপর বান্দার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হবে যে, তোমরা বল। তারা তার আমল সম্পর্কে বলবে। এরপর বান্দাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে। তখন বান্দা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করে বলবে, অভিশাপ তোমাদের প্রতি, তোমরা দূর হয়ে যাও। আমি তো তোমাদের জন্যই লড়াই করছিলাম।

٧١٧١- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا -

৭১৭১. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (দু'আ) হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে নূন্যতম প্রয়োজন পরিমাণে জীবিকা দান কর।

٧١٧٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُوْ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ -

৭১৭২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (দু'আয়) বলেছেন : হে আল্লাহ্! তুমি (জীবন রক্ষার জন্য) নূন্যতম প্রয়োজনীয় পরিমাণকে মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনের জন্য রিযিক নির্ধারণ কর। আমরের বর্ণনায় ' اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ ' শব্দটি বর্ণিত আছে।

٧١٧٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْاُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ كَفَافًا -

৭১৭৩. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... উমারা ইব্‌ন কা'কা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়েতে (' قوتا ' এর স্থলে) ' كفافا ' শব্দ (প্রয়োজন মেটানো পরিমাণ) বর্ণিত আছে।

٧١٧٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ -

৭১৭৪. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিজন মদীনায় আসার পর লাগাতার তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। তাঁর ওফাত পর্যন্ত– (এ অবস্থায় ছিল।)

٧١٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ -

৭১৭৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ধারাবাহিক তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি, এ অবস্থায়ই তিনি তাঁর পথে চলে যান।

٧١٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৭১৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধারাবাহিক দুই দিন মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার যবের রুটি তৃপ্ত হয়ে আহার করেননি। এ অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়ে যায়।

٧١٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ فَوْقَ ثَلاَثٍ -

৭১৭৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার লাগাতার তিন দিনের অধিক গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি।

٧١٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِالْبُرِّ ثَلاَثًا حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ -

৭১৭৮. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাগাতার তিন দিন মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। এ অবস্থায়ই তিনি তাঁর পথে চলে যান।

٧١٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ اِلاَّ وَاَحَدُهُمَا تَمْرٌ -

৭১৭৯. আবূ কুরায়ব (রা) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার দুই দিন পরিতৃপ্ত হয়ে গমের রুটি ভক্ষণ করেননি। দু'দিনের এক দিন খুরমাই (আহার করতেন) হত।

٧١٨٠- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنَّا اٰلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَانَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ اِنْ هُوَ اِلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ -

৭১৮০. আমর আন-নাকিদ (রা) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার মাস-পূর্ণ এমনভাবে অতিবাহিত করতাম যে, আমরা আগুন জ্বালাতাম না। (আমরা) শুধু খুরমা ও পানিই ছিল যা খেয়েই কাটিয়ে দিতাম।

٧١٨١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ وَلَمْ يَذْكُرْ اٰلَ مُحَمَّدٍ وَزَادَ اَبُوْ كُرَيْبٍ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ اِلاَّ اَنْ يَاْتِيَنَا اللُّحَيْمُ -

৭১৮১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও কুরায়ব (র) ... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে যে, ' اِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ '; কিন্তু ' اٰلَ مُحَمَّدٍ ' কথাটির উল্লেখ নেই। আবূ কুরায়বের বর্ণনায় অধিক রয়েছে যে, হ্যাঁ, যখন আমাদের কাছে গোশ্‌ত আসত (তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করা হত)।

٧١٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مَحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَافِيْ رَفِّيْ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِيْ رَفٍّ لِيْ فَاَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ -

৭১৮২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা ইব্‌ন কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, তখন আমার আলনায় (পাত্রে) সামান্য কিছু যব ব্যতীত কোন কলিজাধারী (প্রাণী) খেতে পারে এমন কিছুই আমার তাকে ছিল না। আমি তা থেকেই খেতাম। এভাবে অনেক দিন চলে গেল আমি তা মেপে দেখলাম। ফলে তা শেষ হয়ে গেল।

٧١٨٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَا ابْنَ اُخْتِيْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَ فِيْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَةُ ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ ؟ قَالَتْ الاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الاَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوْا يُرْسِلُوْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَلْبَانِهَا فَيَسْقِيْنَاهُ -

৭১৮৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হে আমার বোনের ছেলে! আমরা (নতুন) চাঁদ দেখতাম। এরপর পুনরায় নতুন চাঁদ, এরপর নতুন চাঁদ (দেখতাম) অর্থাৎ দু'মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে আগুন জ্বলত না। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে খালা! আপনারা কিভাবে দিনাতিপাত করতেন? তিনি বললেন : দু'ই কাল জিনিষ-খুরমা ও পানি (দ্বারা)। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কতিপয় আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের ছিল (দুধ দান করার জন্য) কিছু দুগ্ধবতী উট্‌নী ও বক্‌রী। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য সেগুলো দোহন করে এর দুধ তাঁর নিকট পাঠাতেন এবং তিনি আমাদের তাই পান করাতেন।

٧١٨٤- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَاشَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ -

৭১৮৪. আবূ তাহির (অন্য সনদে) হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওফাতবরণ করেছেন। অথচ একই দিন দু'বেলা তিনি রুটি ও যায়তুন দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত (সহকারে আহার করেন নি) হননি।

٧١٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِّىُّ الْعَطَّارُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَجْبِىُّ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الاَسْوَدَيْنَ التَّمْرِ وَالْمَاءِ -

৭১৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (অন্য সনদে) সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো বিদায় গ্রহণ করেছেন, অথচ লোকেরা তখন দু'টি কাল বস্তু তথা খুরমা ও পানি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে।

٧١٨٦- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الاَسْوَدَيْنِ الْمَاءِ وَالتَّمْرِ -

৭১৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়েছে, অথচ আমরা দু'টি কাল বস্তু তথা পানি ও খুরমা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছি।

٧١٨٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْاَشْجَعِىُّ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ سُفْيَانَ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْاَسْوَدَيْنِ -

৭১৮৭. আবূ কুরায়ব (অন্য সনদে) নসর ইব্ন আলী (র) ... সুফিয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে ' وماشبعنا من اسودين ' এ কথাটি (আমরা তো দুই কাল দিয়ে পরিতৃপ্ত হইনি) বর্ণিত আছে।

٧١٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيَانِ الْفَزَارِىَّ) عَنْ يَزِيْدَ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّادٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا اَشْبَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا -

৭১৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবূ উমর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! বর্ণনাকারী ইব্ন আব্বাদ (র) বলেন, (আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন,) ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ। এক নাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পরিবার-পরিজনকে পরিতৃপ্ত করেননি। এ অবস্থায়ই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

٧١٨٩- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ مِرَارًا يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَاشَبِعَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا -

৭১৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে তার আঙ্গুল দ্বারা বার বার ইশারা করে বলতে শুনেছি যে, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ, লাগাতার তিন দিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নবী ﷺ ও তাঁর পরিবার গমের রুটি দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত হননি। এমতাবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

٧١٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَلَسْتُمْ فِىْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَاشِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَايَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَايَمْلأُبِهِ بَطْنَهُ وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْبِهِ -

৭১৯০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার করছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে দেখেছি যে, পেট ভরা পরিমাণ নিম্নমানের খেজুরও তিনি পাননি। বর্ণনাকারী কুতায়বা ' بِـه ' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٧١٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُلاَئِىُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ وَمَاتَرْضَوْنَ دُوْنَ اَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزَّبَدِ -

৭১৯১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... সিমাক (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে যুহায়রের হাদীসে অধিক বর্ণনা করেছেন যে, অথচ (বর্তমানে) তোমরা খুরমার বিভিন্ন প্রকার (খাবার) ও মাখন ব্যতীত তুষ্ট হও না।

٧١٩٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ مَا اَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِىْ مَايَجِدُ دَقَلاً يَمْلاَبِهِ بَطْنَهُ -

৭১৯২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্‌শার (র) ... সিমাক ইব্ন হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'মান (র)-কে বক্তৃতারত অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি যে, উমর (রা) বলেছেন, মানুষ কি পরিমাণ দুনিয়া ভোগ করেছে। অথচ রাসূল ﷺ-কে আমি দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারা দিন অস্থির অবস্থায় কাটিয়েছেন। পেট ভরার মত নিম্নমানের খেজুরও তিনি (খেতে) পাননি।

٧١٩٣- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هَانِىٍّ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِىْ اِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الاَغْنِيَاءِ قَالَ فَاِنَّ لِىْ خَادِمًا قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوْكِ -

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَجَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوْا يَااَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّا وَاللّٰهِ مَانَقْدِرُ عَلٰى شَيْئٍ لاَنَفَقَةٍ وَلاَدَابَّةٍ وَلاَمَتَاعٍ فَقَالَ لَهُمْ مَاشِئْتُمْ اِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ اِلَيْنَا فَاَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا اَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَاِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الاَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى الْجَنَّةِ بِاَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَالُوْا فَاِنَّا نَصْبِرُ لاَ نَسْأَلُ شَيْئًا ـ

৭১৯৩. আবূ তাহির আহ্‌মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্‌ (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর ইবনুল ‘আস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল সে বলল যে, আমরা কি মুহাজির ফকীরদের অন্তর্ভুক্ত নই? আবদুল্লাহ্‌ (রা) তাকে বললেন, তোমার কি স্ত্রী নেই, যার নিকট তুমি গিয়ে থাক? সে বলল, হ্যাঁ (আছে)। অতঃপর তিনি বললেন, বসবাস করার জন্য তোমার কি বাসস্থান নেই? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তখন তিনি বললেন, তবে তো তুমি ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে বলল, আমার একজন খাদিমও আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি বাদশাহ্‌।

আবূ আবদুর রহমান বলেন, একদা তিন ব্যক্তি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট এলেন। তখন আমি তার নিকট ছিলাম। এসে তারা বলল, হে আবূ মুহাম্মদ! আমাদের কোন কিছুই নেই। না ব্যয় করার মত অর্থ আছে, না আছে সাওয়ারী, না আছে কোন আসবাব সামগ্রী। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যা চাও (আমি তাই করব)। তোমরা চাইলে পুনরায় আমার নিকট চলে এসো। আল্লাহ্‌ তোমাদের ভাগ্যে যা রেখেছেন আমি তোমাদেরকে তা দান করব। তোমরা চাইলে, বাদশাহ্‌র (ক্ষমতাশীল খলীফার) নিকট আমি তোমাদের বিষয় আলোচনা করব। আর তোমরা চাইলে তোমরা সবর করবে। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ফকীর মুহাজিরগণ ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে পৌছে যাবে। একথা শুনে তারা বললেন, আমরা ধৈর্যধারণ করব, আমরা কিছুই চাই না।

١ـ بَابُ لاَتَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ

১. পরিচ্ছেদ : যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে (সামূদ সম্প্রদায়) ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত তাদের জনপদে প্রবেশ কর না

٧١٩٤ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيلَ قَالَ اِبْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلَ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصْحَابِ الْحِجْرِ لاَتَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ ـ

৭১৯৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ‘আসহাবে হিজ্‌র’ (সামূদ সম্প্রদায়) সম্পর্কে (সাহাবীদেরকে) বললেন : শাস্তি প্রাপ্ত

এ সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে কান্না জড়িত অবস্থা ব্যতীত তোমরা পথ অতিক্রম করবেন। অন্যথা (যদি তোমাদের কান্না না আসে) তাদের এলাকায় কিছুতেই প্রবেশ করবে না, যাতে এমনটি না ঘটে যে, যা (যে আযাব) তাদের উপর নাযিল হয়েছিল, অনুরূপ (আযাব) তোমাদের উপরও নাযিল হয়ে যায়।

٧١٩٥- حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَهُوَ يَذْكُرُ الْحِجْرَ مَسَاكِنَ ثَمُوْدَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْحِجْرِ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ حَذَرًا اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتّٰى خَلَّفَهَا -

৭১৯৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে একদা আমরা হিজর অধিবাসীদের (সামূদ সম্প্রদায়ের) এলাকা দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে তাদের জনপদ দিয়ে তোমরা কান্নারত অবস্থা ব্যতীত যাবে না। এ আশংকায় যে, তাদের উপর যে আযাব নাযিল হয়েছে অনুরূপ আযাব তোমাদের উপরও যেন নাযিল না হয়ে যায়। অতঃপর তাড়া দিয়ে তিনি তাকে (তার সাওয়ারীকে) আরো দ্রুতগতি করলেন এবং উক্ত অঞ্চল অতিক্রম করলেন।

٧١٩٦- حَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْحِجْرِ اَرْضِ ثَمُوْدَ فَاسْتَقَوْا مِنْ اٰبَارِهَا وَعَجَنُوْابِهِ الْعَجِيْنَ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُهْرِيْقُوْا مَااَسْتَقُوْا وَيَعْلِفُوْا الاِبِلَ الْعَجِيْنَ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِى كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ -

৭১৯৬. আবূ সালিহ্, হাকাম ইব্ন মূসা (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তাবূক অভিযানের) লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হিজর তথা সামূদ সম্প্রদায়ের জনপদে পৌঁছলেন। অতঃপর লোকেরা তথাকার কূয়া হতে পানি উঠালেন এবং এর দ্বারা আটার খামীর তৈরি করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এ সংগৃহীত পানি ফেলে দেয়ার এবং খামীর উটকে খাওয়াবার আদেশ দিলেন। আর তাদেরকে ঐ কূপ হতে পানি সংগ্রহ করার আদেশ দিলেন, যেখান হতে সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রী পানি পান করত।

٧١٩٧- وَحَدَّثَنَااِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوْابِهِ -

৭১৯৭. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র) ... উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি বলেছেন। এর স্থলে ' فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوْابِهِ ' (তারা সে কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করল এবং তা দিয়ে খামীর তৈরি করল)।

٢- بَابُ الْاِحْسَانِ اِلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْيَتِيْمِ

২. পরিচ্ছেদ : বিধবা, মিস্‌কীন ও ইয়াতীমের প্রতি অনুগ্রহ করা

٧١٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ لاَيَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَيُفْطِرُ ـ

৭১৯৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিধবা ও মিসকীনের প্রতি অনুগ্রহকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি অক্লান্ত (অবিরাম) সালাত আদায়কারী ও অনবরত (লাগাতার) সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির সমতুল্য।

٧١٩٩- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْغَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَاَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى ـ

৭১৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিজের (আত্মীয়) বা অনাত্মীয় ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী ও আমি জান্নাতে এ দুই (আঙ্গুল)-এর মত থাকব। বর্ণনাকারী মালিক (র) (হাদীস বর্ণনার সময়) শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলীর দ্বারা ইশারা করেছেন।

٣- بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

٧٢٠٠- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىْ يَذْكُرُاَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنٰى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ اِنَّكُمْ قَدْ اَكْثَرْتُمْ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِىْ بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ بَنٰى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ هٰرُوْنَ بَنٰى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ

৭২০০. হারূন ইব্‌ন সাঈদ ও আহমাদ ইব্‌ন ঈসা (র) ... উবায়দুল্লাহ্ খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যখন মুসজিদে নববী (পুন:) নির্মাণের ব্যাপারে লোকজন তার সমালোচনা করছিল; তোমরা আমার ব্যাপারে অনেক বেশি কথা বলছ, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করবে-বুকায়ব (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (আসিম র.) এও বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে; আল্লাহ্ আ'আলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ (ঘর) তৈরি করবেন। হারূনের বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

٧٠٠١ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كِلاَهُمَا عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذٰلِكَ وَاَحَبُّوْا اَنْ يَدَعَهُ عَلٰى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ ـ

৭২০১. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (র) মসজিদ (পুন:) নির্মাণের ইচ্ছা করলে লোকেরা এটাকে অপসন্দ করল। তারা চাচ্ছিল যে, তিনি তা পূর্বের অবস্থায় রেখে দেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ (ঘর) নির্মাণ করবেন।

٧٢٠٢ـ وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمَا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ

৭২০২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল হামীদ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে এ সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)। তবে তাদের হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

٤ـ بَابُ الصَّدَقَةِ فِى الْمَسَاكِيْنِ وَالْمُسَافِرِ

৪. পরিচ্ছেদ : মিসকীন ও মুসাফির লোকদের জন্য দান করার ফযীলত

٧٢٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِىْ سَحَابَةٍ اَسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَنٍ فَتَنَحَّى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَاَفْرَغَ مَاءَهُ فِىْ حَرَّةٍ فَاِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَالِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِى حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلاَنٌ لِلْاِسْمِ الَّذِىْ سَمِعَ فِى السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لِمَ تَسْاَلُنِى عَنِ اسْمِى فَقَالَ اِنِّى سَمِعْتُ صَوْتًا فِى السَّحَابِ الَّذِى هٰذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ اَسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَنٍ لاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ اَمَّا اِذْ قُلْتَ هٰذَا فَاِنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى مَايَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَاٰكُلُ اَنَا وَعِيَالِى ثُلُثًا وَاَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ ـ

৭২০২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদা) এক ব্যক্তি কোন এক শূন্য প্রান্তরে ভ্রমণ করছিলেন। হঠাৎ এক মেঘখণ্ড হতে তিনি এ আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। তখন ঐ মেঘখণ্ডটি একদিকে যেতে লাগল। অতঃপর এক প্রস্তরপূর্ণ ভূমিতে বারিপাত করল। ঐ স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তখন সে (লোকটি) পানির অনুসরণ করে চলল। যেতে যেতে সে এক ব্যক্তিকে তার বাগানে দাঁড়িয়ে কোদাল (বেলচা) দিয়ে পানি ফিরাতে, দেখতে পেল। সে তাকে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, (আমার নাম) অমুক, যে নামটি সে মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিল। অতঃপর সে (বাগানের মালিক তাকে) বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে কেন? জবাবে সে বলল, যে মেঘের এতে পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। অতঃপর বলল, তুমি এ (বাগানের ব্যাপারে) কি আমল কর? মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ, (তাই বলছি), আমি এ বাগানের উৎপাদিত ফসলের প্রতি লক্ষ্য করি। অতঃপর এর এক-তৃতীয়াংশ সাদাকা করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবারপরিজন আহার করি এবং এক-তৃতীয়াংশ এতে ফিরিয়ে দেই (চাষাবাদ ও বাগানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করি)।

٧٢٠٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَاَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِى الْمَسَاكِيْنِ وَالسَّائِلِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

৭২০৪. আহ্মাদ ইব্ন আবদা দাব্বী (র) ... ওয়াহাব ইব্ন কায়সান (র) থেকে এ সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)। তবে এতে একথা উল্লেখ রয়েছে যে, অতঃপর সে বলল, এর এক-তৃতীয়াংশ আমি মিসকীন, প্রার্থী ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করি।

٥- بَاب مَنْ اَشْرَكَ فِىْ عَمَلِه غَيْرَ اللّٰه

৫. পরিচ্ছেদ : আমলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে শরীক করা

٧٢٠٥- حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ -

৭২০৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি শির্ক হতে শরীকদের মধ্যে সর্বাধিক বেপরোয়া। যদি কোন ব্যক্তি কোন আমল করে এবং এতে আমি ব্যতিরেকে অন্য কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাকে ও তার শিরককে (শরীক ও শিরকী কাজকে) তার অবস্থায় দৌঁড় দেই।

٧٢٠٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللّٰهُ بِهِ-

৭২০৬. উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লোক সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে (নেক আমল) করে আল্লাহ্ তা'আলাও (কিয়ামতের ময়দানে) তার (কৃতকর্মের) উদ্দেশ্যের কথা লোকদেরকে জানিয়ে ও শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে (কোন সৎ কাজ) করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার (প্রকৃত উদ্দেশ্যের) কথা লোকদের মাঝে প্রকাশ করে দিবেন (অপদস্থ করবেন)।

٧٢٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللّٰهُ بِهِ-

৭২০৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... জুনদুব আল-আলাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (লোক সমাজে) প্রচারের উদ্দেশ্যে (নেক) আমল করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার (প্রকৃত উদ্দেশ্যের) কথা লোকদেরকে শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে (কোন সৎকাজ) করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার (প্রকৃত উদ্দেশ্যের) কথা লোকদের মাঝে প্রকাশ করে দিবেন।

٧٢٠٨- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْمُلاَئِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ وَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا غَيْرَهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ-

৭২০৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... সুফিয়ান (র) থেকে এ সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)। তবে এতে অধিক একথা আছে যে, রাবী বলেন, তাঁকে (সুফিয়ান) ব্যতীত অন্য কাউকে আমি একথা বলতে শুনিনি যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।"

٧٢٠٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَعِيْدٌ اَظُنُّهُ قَالَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا وَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرَهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الثَّوْرِىِّ-

৭২০৯. সাঈদ ইব্ন আমর আশআছী (র) ... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। অর্থাৎ তিনিই এ হাদীসটি মারফূ' বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি। সুফিয়ান সাওরীর হাদীসের অনুরূপ এ হাদীসটিও।

٧٢١٠- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ الْوَلِيْدُ بْنُ حَرْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৭২১০. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... সত্যবাদী আমানতদার ব্যক্তি ওয়ালীদ ইব্‌ন হারব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦- بَابُ التَّكَلُّمِ بِالْكَلِمَةِ يَهْوِيْ بِهَا فِى النَّارِ وَ حِفْظِ اللِّسَانِ

৬. পরিচ্ছেদ : এমন কোন শব্দ উচ্চারণ করা যা তাকে জাহান্নামে গড়িয়ে দেবে এবং রসনার সংযম

٧٢١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ (يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

৭২১১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, বান্দা এমন কথা বলে, যার ফলে সে জাহান্নামে এত দূরে নিক্ষিপ্ত হয় যা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যস্থিত ব্যবধানের চেয়ে অধিক।

٧٢١٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا يَهْوِىْ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

৭২১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমার মক্কী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বান্দা এমন কথা বলে, যার ক্ষতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা (গবেষণা) করে না। ফলে সে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষিপ্ত পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যস্থিত ব্যবধানের চেয়েও অধিক দূরে।

٧- بَاب عُقُوْبَةُ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ يَفْعَلُهُ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُهُ

৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ দেয়, কিন্তু নিজে করে না এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়, কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকেনা, তার শাস্তি

٧٢١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ كُرَيْبٍ) قَالَ يَحْيٰى وَاِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قِيْلَ لَهُ اَلا تَدْخُلُ عَلٰى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ أَتُرَوْنَ اَنِّىْ لاَ اُكَلِّمُهُ اِلاَّ اُسْمِعُكُمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ مَادُوْنَ اَنْ اَفْتَتِحَ اَمْرًا لاَ اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ اَقُوْلُ لاَحَدٍ يَكُوْنُ عَلَىَّ اَمِيْرًا اِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُ

بَطْنِهٖ فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ اَلْحِمَارُ بِالرَّحٰى فَيَجْتَمِعُ اِلَيْهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ يَافُلاَنُ مَالَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُوْلُ بَلٰى قَدْ كُنْتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ اٰتِيْهِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ ـ

৭২১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াই্ইয়া, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবূ কুরায়ব (র) ...... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী বলেন, তাঁকে (উসামা রা)-কে বলা হল, আপনি উসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে (আপত্তি উত্থাপিত বিষয়ে) আলাপ আলোচনা করেন না কেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি তার সাথে কথা বলি না, তোমরা কি এটা মনে করছ? তোমাদেরকে শুনিয়ে কথা বলব? আল্লাহ্র কসম! আমার ও তাঁর মধ্যকার যে কথা বলবার, আমি তাকে তা বলেছি। তবে আমি এমন কোন ব্যাপারের সূচনা করতে চাই না, যে ব্যাপারে আমিই হব এর সূচনাকারী। আর কোন ব্যক্তি আমার আমীর হলে তার সম্পর্কে আমি এ কথাও বলতে চাই না যে, তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার উদরস্থ নাড়ি-ভূঁড়ি বের হয়ে যাবে। এরপর গাধা যেমন চাক্কী নিয়ে ঘুরে অনুরূপভাবে সেও এগুলো নিয়ে ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি সৎকর্মের আদেশ দিতেনা এবং অসৎ কর্ম হতে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ, তবে আমি সৎকর্মের আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে তা পালন করতাম না এবং মন্দ কর্মে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম।

٧٢١٤ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ رَجُلٌ مَايَمْنَعُكَ اَنْ تَدْخُلَ عَلٰى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فِيْمَا يَصْنَعُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهٖ ـ

৭২১৪. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললেন, উসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে তিনি যা করছেন, এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করতে আপনাকে বাধা দিচ্ছে কিসে? .... অতঃপর [জারীর (র)] অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

٨ـ بَابُ النَّهْىِ عَنْ هَتْكِ الْاِنْسَانِ سِتْرِ نَفْسِهٖ

৮. পরিচ্ছেদ : মানুষের নিজের গোপন দোষ প্রকাশ করা নিষেধ

٧٢١٥ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِىْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِىْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافَاةٌ اِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ وَاِنَّ مِنَ الاِجْهَارِ اَنْ يَعْمَلَ

الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُوْلُ يَافُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيْتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ وَاِنَّ مِنَ الْهِجَارِ ـ

৭২১৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিজের অপরাধ প্রকাশকারী ব্যতীত আমার উম্মাতের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। নিজের অপরাধ প্রকাশ করার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষ রাতে কোন অপরাধ জনিত কাজ করে, অতঃপর সকাল হয় আর তার প্রতিপালক উহা গোপন করে রাখেন। অথচ সে নিজেই বলে, হে অমুক! গত রাতে আমি এই কাজ করেছি। অথচ রাত্রে তার প্রতিপালক উহাকে গোপন রেখেছেন এবং অবিরত তার প্রতিপালক তা গোপন রাখছিলেন আর সে রাত যাপন করছিল। কিন্তু সকালে সে তার প্রতিপালকের গোপন রাখা বিষয়টিকে প্রকাশ করে দিল। রাবী যুহায়র (র) ' الاجهار ' এর স্থলে ' الهجار ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

٩ـ بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ

৯. পরিচ্ছেদ : হাঁচির দাতাকে দু'আ করা (সন্তুষ্টি করা) এবং হাই তোলার অপসন্দনীয়তার বর্ণনা

٧٢١٦ـ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ (وَهُوَ اُبْنُ غِيَاثٍ) عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ فَقَالَ الَّذِى لَمْ يُشَمِّتْهُ عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ وَعَطَسْتُ اَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِى قَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ ـ

৭২১৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট হাঁচি দেয়ার পর তিনি এক জনের জন্য দু'আ করলেন। কিন্তু অপর জনের জন্য দু'আ করলেন না। এতে নবী ﷺ যাকে দু'আ করেন নি, সে বলল, অমুক হাঁচি দিয়েছে আপনি তাকে দু'আ করলেন। আর আমিও হাঁচি দিয়েছি কিন্তু আপনি আমাকে হাঁচির দু'আ করেন নি। নবী ﷺ বললেন : সে তো আল্লাহর প্রশংসা করেছে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলেছে; কিন্তু তুমি আল্লাহ্র কোন প্রশংসা করনি।

٧٢١٧ـ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ (يَعْنِى الْاَحْمَرَ) عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ـ

৭২১৭. আবূ কুরায়ব (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٢١٨ـ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِى مُوْسٰى وَهُوَ فِى بَيْتِ

بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ وَعَبَّاسٍ فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا فَرَجَعْتُ اِلَى اُمِّي فَاَخْبَرْتُهَا فَلَمَّا جَاءَ هَا قَالَتْ عَطَسَ عِنْدَكَ اَبْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا فَقَالَ اِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَمْ اُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللّٰهَ فَشَمَّتُّهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوهُ فَاِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ ـ

৭২১৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আবূ বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কন্যার ঘরে ছিলেন। তখন আমি হাঁচি দিলাম; কিন্তু আবূ মূসা (রা) আমাকে দু'আ করলেন না। অতঃপর সে (ফযলের কন্যা) হাঁচি দিল, তিনি তাকে দু'আ করলেন। আমি আমার মায়ের নিকট ফিরে এসে তাকে এ সম্পর্কে জানালাম। এরপর (কোন এক সময়) আবূ মূসা (রা) আমার আম্মার নিকট আসলে তিনি তাকে বললেন, তোমার নিকট আমার ছেলে হাঁচি দিয়েছিল, তুমি তাকে দু'আ করনি। কিন্তু সে (ফযলের কন্যা) হাঁচি দিলে তুমি তাকে দু'আ করেছ। আবূ মূসা (রা) বললেন, তোমার ছেলে হাঁচি দিয়েছে কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা করেনি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলেননি। তাই আমিও তাকে দু'আ দেইনি। আর সে (মহিলা) হাঁচি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছে, তাই আমিও তাকে দু'আ দিয়েছি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দেয় এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তাহলে তোমরা তাকে দু'আ দিবে। আর যদি সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বলে তবে তোমরাও তাকে দু'আ দিবে না।

৭২১৯ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ اُخْرٰى فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ ـ

৭২১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)... সালামা ইব্‌ন আক্ওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাঁচি দেয়ার পর তিনি তাকে বললেন : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ। (আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন)। অতঃপর সে আরেক বার হাঁচি দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার সর্দি লেগেছে।

৭২২ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَااسْتَطَاعَ ـ

৭২২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে (আসে)। তোমাদের কেউ যদি হাই তোলে তবে যথা সম্ভব সে যেন তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

٧٢٢١- حَدَّثَنِي أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنًا لِأَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ -

৭২২১. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ মালিক ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি হাই তোলে তবে সে যেন তার মুখের উপর হাত রাখে। কেননা এ সময় শয়তান (মুখের ভেতর) প্রবেশ করে।

٧٢٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ -

৭২২২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ হাই তোলে তবে সে যেন তার মুখের উপর হাত রেখে তাকে প্রতিহত করে। কেননা এ সময় শয়তান (মুখ দিয়ে) প্রবেশ করে।

٧٢٢٣- حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

৭২২৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সালাতের মধ্যে তোমাদের কেউ যদি হাই তোলে তবে সে যেন যথা সম্ভব তাকে প্রতিহত করে। কেননা, শয়তান এ সময় (মুখ দিয়ে) প্রবেশ করে।

٧٢٢٤- حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ وَعَنِ ابْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ بِشْرٍ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ -

৭২২৪. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... সুহায়লের পিতা ও আবূ সাঈদ (রা)-এর পুত্র আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বিশ্‌র ও আবদুল আযীযের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠- بَابٌ فِيْ أَحَادِيْثَ مُتَفَرِّقَةٍ

১০. পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা

٧٢٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ -

৬২২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে আর জ্বীন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নি শিখা হতে এবং আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের নিকট বর্ণিত বস্তু হতে।

١١ـ بَابُ الْفَارِ وَانَّهُ مَسْخٌ

১১. পরিচ্ছেদ : বানর প্রসঙ্গ এবং তা বিকৃত প্রাণী হওয়া প্রসঙ্গ

٧٢٢٦ـ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّزِّىُّ جَمِيْعًا عَنِ الثَّقَفِىِّ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُقِدَتْ اُمَّةٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لاَيُدْرٰى مَا فَعَلَتْ وَلاَ اُرَاهَا اِلاَّ الْفَأْرَ اَلاَ تَرَوْنَهَا اِذَا وُضِعَ لَهَا اَلْبَانُ الْاِبِلِ لَمْ تَشْرَبْهُ وَاِذَا وُضِعَ لَهَا اَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ كَعْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذٰلِكَ مِرَارًا قُلْتُ أَاَقْرَأُ التَّوْرَاةَ قَالَ اِسْحٰقُ فِىْ رِوَايَتِهِ لاَنَدْرِىْ مَافَعَلَتْ ـ

৭২২৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আম্বরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাযী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। জানা নেই তারা কোথায় গিয়েছে। আমার মনে হয় তারাই ইঁদুর (হয়ে গিয়েছে)। তোমরা কি দেখছ না যে, এদের জন্য যদি উষ্ট্রীর দুধ রাখা হয় তবে তারা তা পান করে না। কিন্তু বক্‌রীর দুধ রাখা হলে তারা তা পান করে নেয়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এ হাদীস আমি কা'ব (রা)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি আমাকে বললেন, এ হাদীসটি তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। কথটি তিনি আমাকে বারবার বললে অবশেষে আমি বললাম, আমি কি তাওরাত পাঠ করি? রাবী ইসহাক তার বর্ণনায় ' لايدرى ما فعلت ' এর স্থলে ' لاَنَدْرِىْ مَافَعَلَتْ ' বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

٧٢٢٧ـ وَحَدَّثَنِى اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَلْفَارَةُ مَسْخٌ وَاٰيَةُ ذٰلِكَ اَنَّهُ يُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَيُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْاِبِلِ فَلاَ تَذُوْقُهُ فَقَالَ لَهُ كَعْبُ أَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَفَاُنْزِلَتْ عَلَىَّ التَّوْرَاةُ ـ

৭২২৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইঁদুর (মানুষের) বিকৃত প্রাণী। এর নিদর্শন হচ্ছে এই যে, এদের সামনে বকরীর দুধ রাখা হলে তারা তা পান করে, আর উষ্ট্রীর দুধ রাখা হলে তারা তার একটু স্বাদ গ্রহণ করেও দেখেনা। এ কথা শুনে কা'ব (রা) তাকে বললেন, তুমি নিজে কি (এ হাদীসটি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছ? তিনি বললেন, তা না হলে, কি তাওরাত আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে?

١٢- بَابُ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنَ

১২. পরিচ্ছেদ : মু'মিন ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না

٧٢٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ *

وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৭২২৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একই ছিদ্র হতে মু'মিন দু'বার দংশিত হয় না।

আবূ তাহির ও হারমালা (অন্য সনদে) যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٢٢٩- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ (وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ -

৭২২৯. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ আযদী ও ফাররূখ ইব্‌ন শায়বান (র) ...... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিনের অবস্থা ভারী অদ্ভুত। তার সমস্ত কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য (এ কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা নেই। তারা আনন্দ (সুখ-শান্তি) লাভ করলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়, আর দুঃখকষ্টে আক্রান্ত হলে ধৈর্যধারণ করে, এও তার জন্য কল্যাণকর হয়।

١٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيْهِ إِفْرَاطٌ وَخِيْفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوْحِ

১৩. পরিচ্ছেদ : প্রশংসার মধ্যে যদি অতিশয়োক্তি থাকে এবং প্রশংসার ফলে যদি প্রশংসিত ব্যক্তির ফিতনায় পড়ার আশংকা থাকে তবে এ ধরনের প্রশংসা করা নিষিদ্ধ

٧٢٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَقَالَ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ

عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لاَمَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ اُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهُ اِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا ـ

৭২৩০. ইয়াহ্ইয়াহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। এ কথা শুনে তিনি বললেন : হতভাগা! তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে দিয়েছ, তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে ফেলেছ। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমাদের কারো যদি তার সঙ্গীর প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে 'অমুক সম্পর্ক আমার ধারণা' আল্লাহ্ তা'আলাই তার পূংখানুপুঙ্খ হিসাব জানেন, (আমি তার ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে জানি না)। আর আল্লাহ্র উপর খোদকারী করে কারো পরিশুদ্ধতা ঘোষণা করছি না। পরিণাম সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্রই আছে। (তবে) আমি মনে করি সে এরূপ। যদি তা জানে।

٧٢٣١ـ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا غُنْدَرُ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَامِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلَ مِنْهُ فِىْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَيحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا اَخَاهُ لاَمَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا اِنْ كَانَ يُرٰى اَنَّهُ كَذٰلِكَ وَلاَ اُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا ـ

وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا فَقَالَ رَجُلٌ مَامِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ مِنْهُ ـ

৭২৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন নাফি' (র) ... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) নবী ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন অপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক অমুক কাজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন ব্যক্তি নেই। নবী ﷺ বললেন : হতভাগা! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। বারবার তিনি কথাটি বললেন, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের কারো যদি তার ভ্রাতার প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, অমুক সম্পর্কে আমার ধারণা যে, সে এমন (বাস্তবে হলেই এ কথাটি বলতে পারবে), তবে আল্লাহ্র সামনে আমি কাউকে নির্দোষ বলছি না।

আমর আন-নাকিদ (অন্য সনদে) আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... শু'বা (র) থেকে এ সনদে ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরায়' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের (হাশিম ও শায়বা (র)-এর) হাদীসে এ কথাটি উল্লেখ নেই যে, অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলল যে, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ -এর পর তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেউ নেই।

٧٢٣٢- حَدَّثَنِي أَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسٰى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ -

৭২৩২. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্ (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করতে এবং তাতে অতিশয়োক্তি করতে শুনলেন। তিনি বললেন : তোমরা তো (ঐ ব্যক্তিকে) ধ্বংস করে দিয়েছ, অথবা বললেন, লোকাটির পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছে।

٧٢٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلٰى أَمِيْرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ -

৭২৩৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... আবূ মা'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোন এক আমীরের প্রশংসা করতে আরম্ভ করলে মিকদাদ (রা) তার মুখে মাটি ছুঁড়ে মারতে শুরু করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতিশয় প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।

٧٢٣٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ ابْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا فَجَعَلَ يَحْثُوْ فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَاشَأْنُكَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِي وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ -

৭২৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... হাম্মাম ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উসমান (রা)-এর প্রশংসা করতে শুরু করল। তখন মিকদাদ (রা) হাঁটুর উপর ভর করে বসলেন, (কারণ) তিনি মোটা (মানুষ) ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রশংসাকারীর মুখে নুড়ি পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। তখন উসমান (রা) তাকে বললেন, (হে মিকদাদ!) তুমি কি করছ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা অতিশয় প্রশংসাকারীদেরকে দেখলে তাদের মুখমণ্ডলে মাটি ছুঁড়ে মারবে।

٧٢٣٥- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ ابْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

৭২৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (অন্য সনদে) উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) মিকদাদ (রা) সূত্রে সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ (বর্ণনা করেছেন)।

١٥- بَابُ مُنَاوَلَةِ الْاَكْبَرِ

১৫. পরিচ্ছেদ : বড়কে আগে প্রদান করা

٧٢٣٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي اَبِيْ حَدَّثَنَا صَخْرُ (يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ) عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرَانِي فِي الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِيْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ -

৭২৩৬. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : স্বপ্নে দেখলাম, আমি মিস্‌ওয়াক করছি। তখন দুই ব্যক্তি এসে আমাকে আকর্ষণ করল। একজন বড় এবং অপর জন ছোট। অতঃপর তাদের ছোটজনকে আমি আমার মিস্‌ওয়াকটি দিতে গেলাম, তখন আমাকে বলা হল, বড়কে দাও। তখন সেটি আমি বড়জনকে দিয়ে দিলাম।

١٦- بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحَدِيْثِ وَحُكْمِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

১৬. পরিচ্ছেদ : ধীর-স্থিরভাবে হাদীস বর্ণনা করা এবং ইল্‌ম লিপিবদ্ধ করার হুকুম

٧٢٣٧- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ وَيَقُوْلُ اِسْمَعِيْ يَارَبَّةَ الْحُجْرَةِ اِسْمَعِيْ يَارَبَّةَ الْحُجْرَةِ وَعَائِشَةُ تُصَلِّيْ فَلَمَّا قَضَتْ صَلَاتَهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ اَلَا تَسْمَعُ اِلَى هٰذَا وَمَقَالَتِهِ اٰنِفًا اِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ -

৭২৩৭. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ (র) ... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আবূ হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন, হে হুজরাবাসিনী, শুনুন হে হুজরা বাসিনী! শুনুন। তখন আয়েশা (রা) সালাত আদায় করছিলেন। সালাতান্তে তিনি উরওয়া (রা)-কে বললেন, এ কি বলছে, তুমি তা শুনতে পেয়েছ কি? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনভাবে কথা বলতেন, যদি কোন গণনাকারী (তার শব্দ ও বর্ণ) গণনা করতে চাইতো তবে সে গুণতে পারত।

٧٢٣٨- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَكْتُبُوْا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوْا عَنِّيْ وَلَاحَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ اَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

৭২৩৮. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ আয্দী (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমার বাণী তোমরা লিপিবদ্ধ করোনা। কুরআন ব্যতীত কেউ যদি আমার বাণী লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে যেন তা মুছে ফেলে। আমার হাদীস বর্ণনা কর। এতে কোন অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে– হাম্মাম (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

١٧- بَابُ قِصَّةِ اَصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ وَالسَّاحِرِ وَالرَّاهِبِ وَالْغُلَامِ

১৭. পরিচ্ছেদ : অগ্নিকুণ্ডের অধিপতি এবং যাদুকর, পাদ্রী ও বালকের ঘটনা

٧٢٣٩- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ اِنِّيْ قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ اِلَيَّ غُلَامًا اُعَلِّمْهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ اِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِيْ طَرِيْقِهِ اِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ اِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَاَعْجَبَهُ فَكَانَ اِذَا اَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ اِلَيْهِ فَاِذَا اَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكٰى ذٰلِكَ اِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ اِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِيْ اَهْلِيْ وَاِذَا خَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ اَتٰى عَلٰى دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ اَلْيَوْمَ اَعْلَمُ السَّاحِرُ اَفْضَلُ اَمِ الرَّاهِبُ اَفْضَلُ فَاَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ اَمْرُ الرَّاهِبِ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ اَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هٰذِهِ الدَّابَّةَ حَتّٰى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَاَتَى الرَّاهِبَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ اَيْ بُنَيَّ اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْضَلُ مِنِّيْ قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرٰى وَاِنَّكَ سَتُبْتَلٰى فَاِنِ ابْتُلِيْتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْاَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَاَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَةٍ فَقَالَ مَاهٰهُنَا لَكَ اَجْمَعُ اِنْ اَنْتَ شَفَيْتَنِيْ فَقَالَ اِنِّيْ لَا اَشْفِيْ اَحَدًا اِنَّمَا يَشْفِي اللّٰهُ فَاِنْ اَنْتَ اٰمَنْتَ بِاللّٰهِ دَعَوْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكَ فَاٰمَنَ بِاللّٰهِ فَشَفَاهُ اللّٰهُ فَاَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ اِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ رَبِّيْ قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِيْ قَالَ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ فَاَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيْءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ اَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ اِنِّيْ لَا اَشْفِيْ اَحَدًا اِنَّمَا يَشْفِي اللّٰهُ فَاَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيْئَ بِالرَّاهِبِ فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ

فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِىْ مَفْرَقِ رَأْسِهٖ فَشَقَّهُ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيْئَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِىْ مَفْرَقِ رَأْسِهٖ فَشَقَّهُ بِهٖ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيْئَ بِالْغُلَامِ فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَدَفَعَهُ اِلٰى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اذْهَبُوْا بِهٖ اِلٰى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوْا بِهِ الْجَبَلَ فَاِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاِلاَّ فَاطْرَحُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهٖ فَصَعِدُوْا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوْا وَجَاءَ يَمْشِىْ اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَافَعَلَ اَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ فَدَفَعَهُ اِلٰى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اذْهَبُوْا بِهٖ فَاحْمِلُوْهُ فِىْ قُرْقُوْرٍ فَتَوَسَّطُوْا بِهِ الْبَحْرَفَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاِلاَّ فَاقْذِفُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهٖ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوْا وَجَاءَ يَمْشِىْ اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَافَعَلَ اَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ فَقَالَ لِلْمَلِكِ اِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِىْ حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اٰمُرُكَ بِهٖ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِىْ عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِىْ ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِىْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِىْ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِىْ فَجَمَعَ النَّاسَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ اَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهٖ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِىْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِىْ صُدْغِهٖ فَوَضَعَ يَدَهُ فِىْ صُدْغِهٖ فِىْ مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَاُتِىَ الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَاكُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ اٰمَنَ النَّاسُ فَاَمَرَ بِالْاُخْدُوْدِ فِىْ اَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَاَضْرَمَ النِّيْرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهٖ فَاَحْمُوْهُ فِيْهَا اَوْقِيْلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ اَنْ تَقَعَ فِيْهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ يَا اُمَّهْ اصْبِرِىْ فَاِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ـ

৭২৩৯. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র) ... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক বাদশাহ্ ছিল। তার ছিল এক যাদুকর। বার্ধ্যকে উপনীত হয়ে সে বাদশাহ্কে বলল, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, সুতরাং একজন কিশোরকে আপনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিব। তখন যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য বাদশাহ তার নিকট এক কিশোর (বালক)-কে পাঠাল। বালকের যাত্রা পথে ছিল এক পাদ্রী। বালক তার নিকট বসল এবং তার কথা শুনল। তার কথা বালকের পসন্দ হল। অতঃপর বালক যাদুকরের নিকট যাত্রাকালে সর্বদাই পাদ্রীর নিকট যেত এবং তার নিকট বসত। এরপর সে যখন যাদুকরের নিকট যেত তখন সে তাকে প্রহার করত। অবশেষে যাদুকরের ব্যাপারে সে পাদ্রীর নিকট অভিযোগ করল। তখন পাদ্রী বলল, তোমার যদি যাদুকরের ব্যাপারে আশংকা হয় তবে বলবে, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আসতে বাধা

দিয়েছে– আর যদি তুমি তোমার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে আশংকাবোধ কর তবে বলবে,যাদুকর আমাকে আসতে বাধা দিয়েছে। এমনি এক দিন হঠাৎ সে একটি ভয়ানক হিংস্র প্রাণীর সম্মুখীন হল, যা লোকদের পথ আটকিয়ে রেখেছিল। এ অবস্থা দেখে সে বলল, আজই জানতে পারব, যাদুকর উত্তম না পাদ্রী উত্তম। অতঃপর একটি পাথর হাতে নিয়ে সে বলল, হে আল্লাহ্! যদি যাদুকরের তরীকার তুলনায় পাদ্রীর তরীকা আপনার নিকট প্রিয় হয়, পসন্দনীয় হয়, তবে এ প্রস্তরাঘাতে এই হিংস্র প্রাণীটি নিহত করে দিন, যেন লোকজন চলাচল করতে পারে। অতঃপর সে তার প্রতি সেটি (পাথর) নিক্ষেপ করল এবং উহাকে মেরে ফেলল। ফলে লোকজন আবার যাতায়াত আরম্ভ করল। এরপর সে পাদ্রীর নিকট এসে এ সম্পর্কে পাদ্রীকে সংবাদ দিল। পাদ্রী বলল, বৎস! আজ তুমি তো আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়ে গিয়েছো। তোমার মর্যাদা এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি। তবে অচিরেই তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি পরীক্ষার মুখোমুখি হও তবে আমার কথা বলবে না। এ দিকে বালক জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে লাগল এবং লোকদের সমুদয় রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে লাগল। বাদশাহ্র পারিষদবর্গের এক ব্যক্তি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সংবাদ সে শুনতে পেয়ে বহু হাদিয়া ও উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে আসল এবং তাকে বলল, তুমি যদি আমাকে আরোগ্য দান করতে পার তবে এ সব মাল আমি তোমাকে দিয়ে দিব। এ কথা শুনে বালক বলল, আমি তো কাউকে আরোগ্য দান করতে পারি না। আরোগ্য তো দেন আল্লাহ্ তা'আলা। আপনি যদি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন করেন তবে আমি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করব, আল্লাহ্ আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রোগ মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর সে বাদশাহ্র নিকট এসে অন্যান্য সময়ের ন্যায় এবারও বসল। বাদশাহ্ তাকে বললেন। তোমার দৃষ্টি শক্তি কে ফিরিয়ে দিয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিপালক। এ কথা শুনে বাদশাহ্ বললেন, আমি ব্যতীত তোমার অন্য কোন প্রতিপালকও আছে কি? সে বলল, আমার ও আপনার সকলের প্রতিপালকই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। অতঃপর বাদশাহ্ তাকে পাকড়াও করে অব্যাহতভাবে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে বালকের কথা বলে দিল। তখন বালককে আনা হল। বাদশাহ তাকে বললেন, হে বৎস! তুমি তো যাদুতে এত দক্ষ হয়েছো যে, তুমি জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দাও এবং এই কর সেই কর ....। সে বলল আমি কাউকে নিরাময় করি না। আল্লাহ্ই শিফা দান করেন। তখন সে (বাদশাহ্) তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে থাকল। অবশেষে সে পাদ্রীর কথা বলে দিল। এরপর পাদ্রীকে ধরে আনা হল এবং তাকে বলা হল তুমি তোমার দীন পরিত্যাগ কর । সে অস্বীকার করল, ফলে তার মাথার তালুতে করাত রেখে তাকে বিদীর্ণ করে ফেলা হল। এতে তার দুই খণ্ড (মাটিতে) পড়ে গেল। অতঃপর বাদশাহ্র পারিষদকে আনা হল তাকে বলা হল, তোমার দীন থেকে ফিরে আস। সে তা অস্বীকার করলে তার মাথার মাঝখানে করাত রাখল এবং তাকে দুই টুকরা করল। পরিশেষে ঐ বালকটিকে আনা হল এবং তাকেও বলা হল। তুমি তোমার দীন থেকে ফিরে এসো। সেও অস্বীকার করল। অতঃপর বাদশাহ্ তাকে তার কতিপয় সহযোগী (কর্মচারী)-র হাওলা করে বলল, তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং তাকে সহ পাহাড়ে আরোহণ কর। পর্বত শৃঙ্গে পৌঁছার পর সে যদি তার দীন থেকে ফিরে আসে (তবে ভাল)। অন্যথা তাকে সেখান থেকে ছুঁড়ে মারবে। অতঃপর তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে সহ পাহাড়ে আরোহণ করল। তখন সে দু'আ করে বলল, হে আল্লাহ্! আপনার যেভাবে ইচ্ছা তাদের ব্যাপারে আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করুন) তৎক্ষণাৎ তাদেরকে সহ পর্বত প্রকম্পিত হতে লাগল। ফলে তারা পাহাড় হতে গড়িয়ে পড়ল। আর সে হেঁটে হেঁটে বাদশাহ্র নিকট চলে এলো। এ দেখে বাদশাহ্ তাকে বলা হল। তোমার সঙ্গীরা কোথায়? সে বলল, আল্লাহ্ আমার জন্য তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছেন। (আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করেছেন)। আবারো বাদশাহ্ তাকে তার কতিপয় সহচরের হাওলা

করে বলল, তোমরা তাকে নিয়ে নাও এবং ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়ে তাকে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে যাও। অতঃপর সে যদি তার দীন থেকে প্রত্যাবর্তন করে (তবে ভাল), অন্যথা তোমরা তাকে সমুদ্রে ফেলে দাও। তারা তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেল। এবারও সে দু'আ করে বলল, হে আল্লাহ্! তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি তাদের ব্যাপারে আমার জন্য যথেষ্ট হও। (আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা কর)। তৎক্ষণাৎ নৌকাটি তাদেরকে সহ উল্টে গেল। ফলে তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল। আর যুবক হেঁটে হেঁটে বাদশাহর নিকট চলে এলো। বাদশাহ্ তাকে বলল, তোমার সাথীরা কোথায়? সে বলল, আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। (আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করেছেন)।

অতঃপর সে বাদশাহ্কে বলল, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তুমি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি মুতাবিক কাজ করবে। বাদশাহ্ বলল, সে আবার কি? বালক বলল, একটি ময়দানে তুমি লোকদেরকে সমবেত কর। অতঃপর একটি কাষ্ঠের শূলিতে আমাকে উঠিয়ে আমার তীরদানী হতে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রাখো। এরপর ' بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ' (বালকের পালনকর্তা আল্লাহ্র নামে) বলে আমার দিকে তীর ছুঁড়ে মার। এ যদি কর তবে তুমি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে।

তার কথা মুতাবিক বাদশাহ্ লোকদেরকে এক ময়দানে সমবেত করল এবং তাকে একটি কাঠের শূলিতে চড়ালো। অতঃপর তার তীরদানী হতে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রেখে ' بسم الله رب الغلام ' বলে তার দিকে ছুঁড়ে মারল। তীর তার কানপট্টীতে গিয়ে বিঁধল। অতঃপর সে (বালক) কানপট্টীতে তীরের স্থানে নিজের হাত রাখল এবং মারা গেল। এ দেখে সমবেত লোকজন বলে উঠল,- امنا برب الغلام - امنا برب الغلام - امنا برب الغلام (আমরা এ বালকের রবের উপর ঈমান আনলাম)। এ সংবাদ বাদশাহ্কে জানানো হল এবং তাকে বলা হল, লক্ষ্য করেছেন কি? আপনি যে পরিস্থিতি হতে আশংকা করছিলেন, আল্লাহ্র কসম! সে আশংকাজনক পরিস্থিতিই আপনার মাথার উপর চেপে বসেছে। সমস্ত মানুষই বালকের রবের উপর ঈমান আনয়ন করেছে। তখন সে (বাদশাহ্) রাস্তার মাথায় গর্ত খননের নির্দেশ দিল। গর্ত খনন করা হল এবং তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হল। অতঃপর বাদশাহ হুকুম করল যে, যে ব্যক্তি তার ধর্মমত বর্জন না করবে তাকে তাতে নিক্ষেপ করবে। অথবা সে বলল, তাকে বলবে, যেন সে অগ্নিতে প্রবেশ করে। লোকেরা তাই করল। অবশেষে এক মহিলা আসল। তার সঙ্গে ছিল তার শিশু। সে অগ্নিতে পতিত হবার ব্যাপারে ইতস্তত করছিল। (এ দেখে দুধের) শিশু তাকে বলল, ওহে আম্মা জান, ধৈর্যধারণ করুন, আপনি তো সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

١٨- بَابُ حَدِيْثِ جَابِرِ الطَّوِيْلِ وَقِصَّةُ اَبِى الْيُسْرْ

১৮. পরিচ্ছেদ : জাবির (রা)-এর সুদীর্ঘ হাদীস এবং আবুল ইউসরের ঘটনা

٧٢٤۔ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ (وَتَقَارَبَا فِى لَفْظِ الْحَدِيْثِ) وَالسِّيَاقُ لِهٰرُوْنَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْل عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَاهِدٍ اَبِىْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَاَبِىْ نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِىْ هٰذَا الْحَىِّ مِنَ الْاَنْصَارِ قَبْلَ اَن يَهْلِكُوْا فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ لَقِيْنَا اَبَا الْيُسَرِ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى اَبِىْ الْيُسَرِ بُرْدَة وَمَعَافِرِىّ وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةُ وَمَعَافِرِىٌّ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ يَاعَمِّ اِنِّىْ اَرَى فِىْ وَجْهِكَ

سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ اَجَلْ كَانَ لِيْ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَاَتَيْتُ اَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ ثَمَّ هُوَ قَالُوْا لاَ فَخَرَجَ عَلَىَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ اَبُوْكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ اَرِيْكَةَ اُمِّيْ فَقُلْتُ اُخْرُجْ اِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ اَيْنَ اَنْتَ فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى اَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّيْ قَالَ اَنَا وَاللّٰهِ اُحَدِّثُكَ ثُمَّ لاَ اَكْذِبُكَ خَشِيْتُ وَاللّٰهِ اَنْ اُحَدِّثَكَ فَاَكْذِبَكَ اَنْ وَاَعِدَكَ فَاُخْلِفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُنْتُ وَاللّٰهِ مُعْسِرًا قَالَ قُلْتُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ فَاَتَى بِصَحِيْفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِيْ وَاِلاَّ اَنْتَ فِيْ حِلٍّ فَاَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمْعُ اُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ هٰذَا وَاَشَارَ اِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَنَا يَاعَمِّ لَوْ اَنَّكَ اَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلاَمِكَ وَاَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ وَاَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ اَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَقَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ يَا ابْنَ اَخِيْ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَسَمْعُ اُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ هٰذَا وَاَشَارَ اِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَكَانَ اَنْ اَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ مَضَيْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ اَتُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ اِلَى جَنْبِكَ قَالَ فَقَالَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ هٰكَذَا وَفَرَّقَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا اَرَدْتُ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الاَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِيْ كَيْفَ اَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ - اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَسْجِدِنَا هٰذَا وَفِيْ يَدِهِ عُرْجُوْنُ ابْنِ طَابٍ فَرَأَى فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُوْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُعْرِضَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُعْرِضَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُعْرِضَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْنَا لاَ اَيُّنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّيْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَيَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى فَاِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هٰكَذَا ثُمَّ طَوٰى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ اَرُوْنِيْ عَبِيْرًا فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ اِلَى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوْقٍ فِيْ رَاحَتِهِ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُوْنِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى اَثَرِ النُّخَامَةِ فَقَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوْقَ فِيْ مَسَاجِدِكُمْ -

سِرنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِىَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِىَّ وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ فَاَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ فَقَالَ لَهُ شَأْ لَعَنَكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا اللاَّعِنُ بَعِيْرَهُ قَالَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ انْزِلْ عَنْهُ فَلاَتَصْحَبْنَا بِمَلْعُوْنٍ لاَتَدْعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَلاَتَدْعُوْا عَلٰى اَوْلاَدِكُمْ وَلاَتَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ لاَتُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءُ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ ـ

سِرنَامَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ عُشَيْشِيَةَ وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ وَيَسْقِيْنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُمْتُ فَقُلْتُ هٰذَا رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَانْطَلَقْنَا اِلَى الْبِئْرِ فَنَزَعْنَا فِى الْحَوْضِ سَجْلاً اَوْ سَجْلَيْنِ ثُمَّ مَدَرْنَاهُ ثُمَّ نَزَعْنَا فِيْهِ حَتّٰى اَفْهَقْنَاهُ فَكَانَ اَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَتَأْذَنَانِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ شَنَقَ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتْ ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَاَنَاخَهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّأِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ اَنْ اُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِىْ وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ جِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَاَدَارَنِىْ حَتّٰى اَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمُقُنِىْ وَاَنَا لاَ اَشْعُرُ ثُمَّ فَطَنْتُ بِهِ فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ يَعْنِىْ شُدَّ وَسَطَكَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَاجَابِرُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَاِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ ـ

سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قُوْتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً فَكَانَ يَمَصُّهَا ثُمَّ يَصُرُّهَا فِىْ ثَوْبِهٖ وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيِّنَا وَنَأْكُلُ حَتّٰى قَرِحَتْ اَشْدَاقُنَا فَاُقْسِمُ اُخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا فَانْطَلَقْنَابِهٖ نَنْعَشُهُ فَشَهِدْنَا اَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا فَاُعْطِيهَا فَقَامَ فَاَخَذَهَا ـ

سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى نَزَلْنَا وَادِيًا اَفِيحَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِى حَاجَتَهُ فَاتَّبَعْتُهُ بِاِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ فَاِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِىْ فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اِحْدَاهُمَا فَاَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ اَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِىْ عَلَىَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَانقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيْرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِىْ يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتّٰى اَتَى الشَّجَرَةَ الاُخْرٰى فَاَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ اَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِى عَلَىَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَانقَادَتْ مَعَهُ كَذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمَ بَيْنَهُمَا يَعْنِى جَمَعَهُمَا فَقَالَ الْتَئِمَا عَلَىَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَالْتَأَمَتَا قَالَ جَابِر فَخَرَجْتُ اُحْضِرُ مَخَافَةَ اَنْ يُحِسَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُرْبِىْ فَيَبْتَعِد وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَيَتَبَعَّدَ فَجَلَسْتُ اُحَدِّثُ نَفْسِىْ فَحَانَتْ مِنِّىْ لَفْتَة فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُقْبِلاً وَاِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هٰكَذَا وَاَشَارَ اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ بِرَأْسِهِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَمَّا انْتَهٰى اِلَىَّ قَالَ يَاجَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِىْ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَانْطَلِقْ اِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا فَاَقْبِلْ بِهِمَا حَتّٰى اِذَا قُمْتَ مَقَامِىْ فَاَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِيْنِكَ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ قَالَ جَابِرُ فَقُمْتُ فَاَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ فَانذَلَقَ لِى فَاَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا ثُمَّ اَقْبَلْتُ اَجُرُّهُمَا حَتّٰى قُمْتُ مَقَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِيْنِى وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِىْ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَمَّ ذَاكَ قَالَ اِنِّىْ مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَاَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِى اَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَادَامَ الغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ ـ

قَالَ فَاَتَيْنَا العَسْكَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاجَابِرُ نَادِ بِوَضُوءٍ فَقُلْتُ اَلاوَضُوْءَ اَلاوَضُوْءَ اَلاوَضُوْءَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاوَجَدْتُ فِى الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَاءَ فِىْ اَشْجَابٍ لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ جَرِيْدٍ قَالَ فَقَالَ لِىَ انْطَلِق اِلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ الْاَنْصَارِىِّ فَانْظُر هَلْ فِىْ اَشْجَابِهِ مِنْ شَئٍ قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلَيْهِ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ اَجِدْ فِيْهَا اِلاَّ قَطْرَةً فِى عَزْلاَءِ شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ اَنِّى اُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اَجِدْ فِيهَا اِلاَّ قَطْرَةً فِىْ عَزْلاَءِ شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ اَنِّى اُفْرِغُهُ لَشْرِبَهُ يَابِسُهُ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِى بِهِ فَاَتَيْتُهُ بِهِ فَاَخَذَهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَئٍ لاَ اَدْرِىْ مَاهُوَ وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ ثُمَّ اَعْطَانِيْهِ فَقَالَ يَاجَابِرُ نَادِ بِجَفْنَةٍ فَقُلْتُ يَاجَفْنَةَ الرَّكْبِ فَاُتِيْتُ بِهَا تُحْمَلُ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ فِى الْجَفْنَةِ هٰكَذَا فَبَسَطَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ ثُمَّ وَضَعَهَا فِىْ قَعْرِ الْجَفْنَةِ وَقَالَ خُذْ يَاجَابِرُ فَصُبَّ عَلَىَّ وَقُلْ بِاسْمِ اللّٰهِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بِاسْمِ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَدَارَتْ حَتّٰى امْتَلأَتْ فَقَالَ يَاجَابِرُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءٍ قَالَ فَاَتَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتّٰى رَوُوْا قَالَ فَقُلْتُ هَلْ بَقِىَ اَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِىَ مَلأَى ـ

وَشَكَى النَّاسُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُوْعَ فَقَالَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يُطْعِمَكُمْ فَاَتَيْنَا سِيْفَ الْبَحْرِ فَزَخَرَ الْبَحْرُ زَخْرَةً فَاَلْقَى دَابَّةً فَاَوْرَيْنَا عَلَى شِقِّهَا النَّارَ فَاطَّبَخْنَا وَاشْتَوَيْنَا وَاَكَلْنَا حَتّٰى شَبِعْنَا قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلْتُ اَنَا وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ حَتّٰى عَدَّ خَمْسَةً فِىْ حِجَاجِ عَيْنِهَا مَايَرَانَا اَحَدٌ حَتّٰى خَرَجْنَا فَاَخَذْنَا ضِلْعًا مِنْ اَضْلاَعِهٖ فَقَوَّسْنَاهُ ثُمَّ دَعَوْنَا بِاَعْظَمِ رَجُلٍ فِى الرَّكْبِ وَاَعْظَمِ جَمَلٍ فِى الرَّكْبِ وَاَعْظَمِ كِفْلٍ فِى الرَّكْبِ فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَا يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ ـ

৭২৪০. হারূন ইব্ন মা'রূফ ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র.) ... উবাদা ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আনসারী সাহাবীদের শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে আমি এবং আমার পিতা ইল্ম দীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে আনসারী সাহাবীদের এই মহল্লায় বের হলাম। প্রথমে আমাদের যার সাথে সাক্ষাৎ হল, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবুল ইউস্র (রা)। এক বোঝা কিতাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর এক গোলাম। তখন আবুল ইউস্র (রা)-এর গায়ে ছিল একটি চাদর এবং একটি মু'আফিরী কাপড়। অনুরূপভাবে তাঁর গোলামের গায়েও একটি চাদর এবং একটি মু'আফিরী কাপড় ছিল। অতঃপর আমার আব্বা তাঁকে বললেন, হে চাচাজান! আপনার চেহারায় যে ক্রোধের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কারণ, হারাম গোত্রের অমুকের পুত্র অমুকের নিকট আমি মাল পাওনা আছি। তাগাদার উদ্দেশ্যে আমি তার বাড়িতে গিয়েছি। অতঃপর আমি সালাম দিয়ে বললাম, (অমুক কোথায়, সে) বাড়ি আছে কি? বাড়ির ভেতর হতে তারা বলল, সে বাড়ীতে নেই।

এমতাবস্থায় তার এক ছোট ছেলে বাইরে আমার নিকট এলো। আমি তাকে বললাম, তোমার বাবা কোথায়? সে বলল, আপনার আওয়াজ শুনে আমার আম্মার খাটের তলায় পালিয়ে রয়েছে। আমি তাকে বললাম, আমার কাছে এসো। অবশ্যই আমি জানি তুমি কোথায় আছো। অতঃপর সে বেরিয়ে আসল। আমি তাকে বললাম, আমার থেকে আত্মগোপন করার ব্যাপারে কিসে তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে বলব, তবে মিথ্যা বলবনা। আল্লাহ্র কসম, আপনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী, তাই এ বিষয়টিকে আমি ভয়ানক মনে করেছি যে, আমি আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলব অথবা অঙ্গীকার করে অঙ্গীকার ভঙ্গ করব। আল্লাহ্র কসম! আমি একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। আমি বললাম, সত্যিই তুমি আল্লাহ্র কসম করে বলছো? সে বলল, হ্যাঁ। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম করে বলছো? সে বলল, হাঁ আল্লাহ্র কসম করে বলছি। আমি আবারো বললাম, আল্লাহ্র কসম করে বলছো? সে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম করে বলছি। অতঃপর এতদসংশ্লিষ্ট দলীল আনা হল এবং আবুল ইউসর নিজ হাতে তা মুছে দিলেন। এরপর তিনি

বললেন, আমার ঋণ পরিশোধের মত টাকা যদি তোমার ব্যবস্থা হয় তবে তুমি তা পরিশোধ করবে। অন্যথায় তুমি আমার পক্ষ হতে মুক্ত। অতঃপর আবুল ইউসর (রা) দু'টি আঙ্গুল তার চক্ষুদ্বয়ের উপর রেখে বললেন, আমার উভয় চোখের দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে, আমার উভয় কান শ্রবণ করেছে এবং হৃদয় ধমণীর প্রতি ইশারা করে তিনি বললেন, আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করেছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় বা মাফ করে দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাঁর স্বীয় ছায়ার নীচে আশ্রয় প্রদান করবেন। উবাদা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, চাচাজান! যদি আপনি আপনার গোলামের শরীর থেকে চাদরটি নিয়ে তাকে আপনার মু'আফিরী কাপড়টি দিয়ে দেন অথবা তার মু'আফিরী কাপড়টি নিয়ে আপনি যদি তাকে আপনার চাদরটি দিয়ে দেন তবে তো আপনার এক জোড়া কাপড় এবং তারও এক জোড়া কাপড় হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি এদের মধ্যে বরকত দিন। এরপর বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার এ দু'চোখ প্রত্যক্ষ করেছে, আমার এ দু'কান শ্রবণ করেছে এবং হৃদয় ধমণীর প্রতি ইশারা করে তিনি বললেন, আমার এ হৃদয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে সংরক্ষণ করেছে, তিনি বলেছেন : তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তা খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান কর তাদেরকেও তা পরিধান করাও। অধিকন্তু তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন সে আমার নেকী নিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার তাকে পার্থিব সামগ্রী যা একেবারেই তুচ্ছ তা দান করা খুবই সহজ ব্যাপার।

অতঃপর আমরা সেখান থেকে রওনা হয়ে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট তার মসজিদে আসলাম। তখন তিনি (শুধু) একটি কাপড় শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। এ দেখে আমি লোকদের ডিংগিয়ে তাঁর ও কিব্লার মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে বসলাম। অতঃপর আমি বললাম, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করছেন। অথচ আপনার পাশেই আপনার চাদর পড়ে আছে। এ কথা শুনে তিনি আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করতঃ সেগুলো কামানের মত বাঁকা করে আমার বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে তোমার মত কোন আহ্মক (নির্বোধ) আমার নিকট এসে আমি যা করছি তা প্রত্যক্ষ করবে এবং পরে তার অনুরূপ করবে।

শোন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইব্ন তাবের (খেজুর গাছের) একটি ডালা হাতে আমাদের এ মসজিদে আসলেন এবং মসজিদের পশ্চিম দিকে কফ দেখে তিনি ডালার দ্বারা ঘষে তা পরিষ্কার করলেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : তোমাদের কে চায় যে, আল্লাহ্ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন? জাবির (রা) বলেন, এতে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি আবার বললেন : তোমাদের কেউ পসন্দ করবে কি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নেন? তিনি বলেন, এবারও আমরা শংকিত হয়ে গেলাম। তৎপর পুনরায় তিনি বললেন : তোমাদের কে চায় যে তার থেকে আল্লাহ্ তা'আলা মুখ ফিরিয়ে নেন? উত্তরে আমরা বললাম, না! হে আল্লাহ্র রাসূল! (আমাদের কেউ এমনটি চায় না)। অতঃপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়ে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারার সম্মুখ। সুতরাং মুসল্লী যেন সম্মুখের দিকে, ডান দিকে থু-থু না ফেলে; বরং সে যেন বাম দিকে বাম পায়ের নীচে থু-থু ফেলে আর যদি তড়িৎ কফ চলে আসে তবে সে যেন কাপড়ের উপর এভাবে থু-থু ফেলে, এবং পরে যেন এক অংশকে অন্য অংশের উপর এভাবে গুটিয়ে নেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমার নিকট আবির (সুগন্ধি) নিয়ে আসো। তখন আমাদের গোত্রের একজন যুবক লম্ফ দিয়ে উঠে দৌড়িয়ে তার বাড়িতে গেল এবং হাতের তালুতে করে সুগন্ধি নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে সুগন্ধি নিয়ে ডালার মাথায় মেখে যেখানে কফের দাগ ছিল তাতে তা লাগিয়ে দিলেন।

জাবির (রা) বলেন, এখান থেকেই তোমরা তোমাদের মসজিদে সুগন্ধি মাখতে আরম্ভ করেছ। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বুওয়াত প্রান্তরের যুদ্ধে রওনা হলাম। তিনি মাজ্‌দী ইব্‌ন আমর জুহানী কাফিরকে তালাশ করছিলেন। অবস্থা এই ছিল যে, আমাদের পাঁচ পাঁচ, ছয় ছয়, সাত সাত ব্যক্তি পালাক্রমে একটি উটের উপর আরোহণ করতো। অতঃপর এক আনসারী ব্যক্তির আরোহণের পালা আসলে সে তার উটটিকে বসিয়ে এর উপর আরোহণ করল এবং তাকে চালাল। চলমান অবস্থায় উটটি মন্থরগতি হল। ফলে সে ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠল– আল্লাহ্ তোমার প্রতি লা'নত করেন। এ কথা শুনে রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ লোকটি কে যে তার উটের প্রতি অভিসম্পাত করল? সে বলল, আমি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি এর থেকে নেমে যাও। আর অভিশপ্ত উটটি আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর বদ্‌দু'আ কর না। তোমাদের সন্তানদের উপর বদ দু'আ করো না এবং নিজের ধন-সম্পদের উপরও না। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এমন মুহূর্তে বদ দু'আ করবে যখন আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চাওয়া হয় এবং তিনি তা কবূল করেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আমরা আবার চললাম, সন্ধ্যা হলে আমরা আরবের এক পানির স্থানের (কূপের) নিকট পৌছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কে আছে, যে আমাদের আগে গিয়ে হাউজটি ঠিকঠাক করবে এবং নিজেও পান করবে আর আমাদেরকেও পান করাবে। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমি দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যক্তি (অগ্রে যাবে)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জাবিরের সাথে আর কে যাবে? তখন জাব্বার ইব্‌ন সাখ্‌র (রা) দাঁড়ালেন। অতঃপর আমরা দু'জন কূয়ার ধারে গেলাম এবং এক বা দু'বালতি তুললাম। এরপর আমরা সে (হাউজ) টি মাটি দ্বারা লেপলাম। পরে আমরা কূয়া হতে পানি উঠাতে আরম্ভ করলাম এবং পানি দ্বারা তা (হাউজ) কানায় কানায় ভরে দিলাম। অতঃপর সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে এলেন এবং বললেন, তোমরা কি আমাকে অনুমতি দাও? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রী ছাড়লেন পানি পানের জন্য। উষ্ট্রী পানি পান করল। অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম টান দিলে উহা পানি পান বন্ধ করল এবং পেশাব করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরে উহাকে আলাদা স্থানে নিয়ে গেলেন এবং বসালেন। এরপর পুনরায় তিনি হাউজের নিকট এসে উযূ করলেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম এবং পরে আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূর স্থান হতে উযূ করলাম। জাব্বার ইব্‌ন সাখ্‌র (রা) শৌচকার্যের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। আমার গায়ে ছিল একটি চাদর। আমি তার দুই প্রান্ত বিপরীত দিকে (কাঁধে) দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা সংকুলান হল না। তবে কতগুলো (ঝলমী) থোবা ছিল। তাই তাকে আমি তা উল্টো দিকে করলাম ও এর দুই পাশ বিপরীতভাবে দুই কাঁধের উপর রাখলাম এবং গর্দানের সাথে তাকে বাঁধলাম। অতঃপর আমি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। অতঃপর জাব্বার ইব্‌ন সাখর (রা) এসে উযূ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাম পাশে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দু'জনের হাত ধরে আমাদেরকে পেছনের দিকে সরিয়ে দিলেন এবং আমাদেরকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার প্রতি লাগাতার তাকাতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না, অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম। তখন তিনি আমাকে তার হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, তুমি তোমার (চাদর) কোমরে বেঁধে নাও। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতান্তে বললেন : হে জাবির! আমি বললাম, লাব্বায়কা হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আমি উপস্থিত)। তিনি বললেন : (চাদর) যখন প্রশস্ত হয় তখন এর দুই প্রান্ত বিপরীতভাবে দুই কাঁধের উপর রেখে দিবে, আর (চাদর) যখন সংকীর্ণ হয় তাকে তোমার কোমরে বেঁধে নিবে।

জাবির (রা) বলেন, (আর একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সফর (অভিযান) চলতে আরম্ভ করলাম। তখন (প্রতিদিনের) খাদ্য হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেই একটি করে খেজুর পেত, তা সে চুষত এবং পরে আবার তা কাপড়ের মধ্যে পেঁচিয়ে রেখে দিত। তখন আমরা আমাদের ধনুক দ্বারা গাছের পাতা পাড়তাম এবং তা ভক্ষণ করতাম। ফলে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গেল। এ সময় এক দিন এক ব্যক্তি খেজুর বণ্টন করল এবং বণ্টনের সময় এক ব্যক্তিকে তা প্রদান করতে ভুলে গেল। আমরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে চললাম এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বললাম, তাকে খেজুর দেয়া হয়নি। অবশেষে তাকেও খেজুর দেয়া হল। সে দাঁড়িয়ে খেজুর গ্রহণ করল।

জাবির (রা) বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আমরা সফর করলাম। আমরা এক প্রশস্ত উপত্যকায় অবতরণ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচকার্য সমাধানের উদ্দেশ্যে গমন করলেন আমিও পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নযর করে দেখলেন; কিন্তু পর্দা করবার জন্য কিছুই পেলেন না। হঠাৎ উপত্যকার এক প্রান্তে দু'টি বৃক্ষ দেখতে পেলেন। তাই তিনি এর একটির নিকট গেলেন এবং এর একটি ডাল হাতে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে তুমি আমার আনুগত্য কর। ডালটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বশ্যতা স্বীকার করে নিল, লাগাম পরিহিত ঐ উটের ন্যায় যা তার চালকের অনুসরণ করে। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় গাছটির নিকট এসে এর একটি ডাল হাতে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে তুমি আমার আনুগত্য কর। এটিও অনুরূপ তাঁর আনুগত্য করল। অতঃপর তিনি যখন দুই গাছের মধ্যবর্তী ছুরতে (ময়দানে) পৌছলেন, তখন তিনি সে দু'টোকে এক সাথে মিলিয়ে বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে তোমরা আমার সম্মুখে (একত্রিত হয়ে) মিলে যাও। তারা একত্রিত মিলে গেল। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমি এই ভয়ে সজোরে দৌড়িয়ে চলে এলাম যে, না জানি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সন্নিকটে হবার বিষয়টি জেনে ফেলেন এবং আরো দূরে চলে যান। ইব্ন আব্বাদ (র) ' يبتعد ' এর স্থলে ' فَيَتَبَعَّدُ ' বলেছেন। অতঃপর আমি বসে মনে মনে কিছু বলছিলাম। এমতাবস্থায় নযর উঠিয়েই আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্মুখ দিক হতে তাশরীফ আনছেন। উভয় গাছই তখন আলাদা হয়ে নিজ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল।

অতঃপর আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথা দ্বারা ডানে ও বামে ইশারা করলেন। এ স্থলে বর্ণনাকারী আবূ ইসমাঈলও তার মাথা দ্বারা ইশারা করেছেন। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে এসে আমার কাছে পৌছে আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি কি আমার অবস্থা দেখেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! তখন তিনি বললেন, তুমি ঐ গাছ দু'টির নিকট যাও এবং তাদের প্রত্যেকটির একটি একটি ডাল কেটে নিয়ে এসো। অতঃপর তুমি আমার এ স্থানে পৌছে একটি ডাল ডান দিকে এবং অপরটি বাম দিকে (গেড়ে) রেখে দিবে। জাবির (রা) বলেন, আমি উঠলাম এবং একটি পাথর হাতে নিয়ে তা ভেঙ্গে ধারাল করলাম। ফলে উহা ধারাল হল। অতঃপর আমি গাছ দু'টির নিকট আসলাম এবং এক এক গাছ হতে এক একটি করে ডাল কাটলাম। এরপর ডাল দু'টো টেনে নিয়ে আমি রওনা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থান স্থলে পৌছে একটি ডাল আমার ডান দিকে এবং অন্য ডালটি আমার বাম দিকে রেখে দিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যা বলেছেন আমি তা পূর্ণ করেছি। তবে এর কারণ কি? তিনি বললেন : দু'টি কবরের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে আমি দেখেছি, তাদের (কবরে) আযাব হচ্ছে। আমি তাদের জন্য সুপারিশ করার ইচ্ছা করছি। সম্ভবতঃ তাদের আযাবকে লঘু করে দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টো তাজা থাকবে। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমরা সৈন্যদের (ছাউনির) মাঝে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে জাবির! উযূর (পানির জন্য) ঘোষণা দাও। আমি ঘোষণা করলাম, (হে লোক সকল!) উযূর পানি

আছে! উযূর পানি আছে! উযূর পানি আছে। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাফেলার নিকট এক ফোঁটা পানিও নেই। কাফেলায় এক আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি কাঠের ডালাতে ঝুলন্ত পুরাতন মশকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য পানি ঠাণ্ডা করার খেদমতে আঞ্জাম দিতেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি অমুকের ছেলে অমুক অ নসারীর নিকট যাও এবং দেখ তার মশকে কিছু পানি আছে কিনা? আমি তার নিকট গেলাম এবং দেখলাম, একটি মশকের মুখে শুধু কয়েক ফোঁটা পানি আছে। তা যদি আমি ঢালতে চেষ্টা করি। তবে শুষ্ক মশকই তা খেয়ে নিঃশেষ করে দিবে। এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একটি মশকের মুখে কয়েক ফোটা পানি ব্যতীত আর কোন পানিই নেই। তাও যদি ঢেলে দেয়া হয় তবে মশকের শুষ্ক অংশই তা খেয়ে নিঃশেষ করে দিবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: যাও, তা (মশক) নিয়ে এসো। জাবির (রা) বলেন, আমি তা নিয়ে আসলাম। তিনি তা হাতে নিয়ে কি যেন পড়তে শুরু করলেন। আমি জানি না তা কি ছিল এবং সাথে সাথে তিনি তাঁর হাত মুবারক দ্বারা তা টিপতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর তিনি মশকটি আমাকে দিয়ে বললেন, হে জাবির! একটি বড় পাত্র নিয়ে আসার জন্য আওয়াজ দাও। আমি আওয়াজ দিলাম। ওহে কাফেলার একটি বড় পাত্র! অতঃপর বহন করে আমার কাছে তা নিয়ে আসা হলো! আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে নিয়ে রাখলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত মুবারক দ্বারা উক্ত পাত্রের দিকে এভাবে ইংগিত করলেন এবং পাত্রের তলায় নিজের হাত রেখে আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে রাখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে জাবির! ঐ মশকটি নিয়ে এসো এবং 'বিসমিল্লাহ্' বলে তার (পানি) আমার (হাতের) উপর ঢালো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ মুতাবিক 'বিসমিল্লাহ্' বলে আমি (পানি) ঢাললাম। অমনি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্য হতে পানি উথলিয়ে উঠছে। অবশেষে পাত্রও উথলিয়ে উঠল এবং (পানি) ঘুরতে শুরু করল। পরে তা পানিতে ভরপুর হয়ে গেল। তখন আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে জাবির! ঘোষণা দাও, যার যার পানির প্রয়োজন আছে। জাবির (রা) বলেন, লোকজন সকলেই আসলো, পানি পান করলো এবং পরিতৃপ্ত হলো। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, পানির প্রয়োজন আছে, এমন কোন লোক বাকী রয়েছে কি? অতঃপর পাত্র পানিতে ভরপুর এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হতে তাঁর হাত উত্তোলন করলেন। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ক্ষুধার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে খাদ্য দান করবেন।

অতঃপর আমরা সমুদ্র উপকূলে আসলাম। সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়ে একটি 'জন্তু' (বিশাল মাছ) আমাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করল। আমরা সমুদ্র তীরে আগুন জ্বালিয়ে তা পাকালাম, ভূনা করলাম এবং ভক্ষণ করলাম ও তৃপ্ত হয়ে ভক্ষণ করলাম। জাবির (রা) বলেন, আমি এবং অমুক অমুক পাঁচ ব্যক্তি এর চোখের গোলাকৃতির (কোটার) মাঝে প্রবেশ করলাম। আমাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। অতঃপর আমরা বের হয়ে এলাম। এরপর এর পাঁজরের হাড়সমূহের একটি হাড় আমরা হাতে নিলাম এবং তাকে ধনুকের মত বানিয়ে বৃহৎ জিন পরিহিত অবস্থায় কাফেলার সর্ব বৃহৎ উষ্ট্রীতে আরোহণ করতঃ কাফেলার বৃহদকায় এক ব্যক্তিকে এর তলদেশ দিয়ে প্রবেশ করার জন্য আমরা আহবান জানালাম। সে এর তলদেশ দিয়ে মাথা অবনমিত করা ব্যতিরেকেই প্রবেশ করে চলে গেল।

١٩ـ بَابُ فِىْ حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ

১৯. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিজরত সম্পর্কিত হাদীস

٧٢٤١ـ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ اِلٰى اَبِىْ فِىْ مَنْزِلِهِ فَاشْتَرٰى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبٍ اِبْعَثْ مَعِىَ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِىَ اِلٰى مَنْزِلِى فَقَالَ لِىْ اَبِى احْمِلْهُ فَحَمَلْتُهُ وَخَرَجَ اَبِىْ مَعَهُ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ يَا اَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِى كَيْفَ صَنَعْتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ اَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيْقُ فَلاَ يَمُرُّ فِيْهِ اَحَدٌ حَتّٰى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا فَاَتَيْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بِيَدِى مَكَانًا يَنَامُ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فِى ظِلِّهَا ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً ثُمَّ قُلْتُ نَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ اَنْفُضُ مَاحَوْلَهُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعِى غَنَمٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ اِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا الَّذِى اَرَدْنَا فَلَقِيْتُهُ فَقُلْتُ لِمَنْ اَنْتَ يَاغُلاَمُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ أَفِى غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ لِىْ قَالَ نَعَمْ فَاَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ لَهُ انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ الشَّعْرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذٰى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرٰى يَنْفُضُ فَحَلَبَ لِىْ فِى قَعْبٍ مَعَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ قَالَ وَمَعِى اِدَاوَةٌ اَرْتَوِى فِيْهَا لِلنَّبِىِّ ﷺ لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأَ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ فَوَافَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اشْرَبْ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ قَالَ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأنِ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَازَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ وَنَحْنُ فِىْ جَلَدٍ مِنَ الاَرْضِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيْنَا فَقَالَ لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ اِلَى بَطْنِهَا اُرٰى فَقَالَ اِنِّىْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَىَّ فَادْعُوْا لِىْ فَاللّٰهُ لَكُمَا اَنْ اَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا اللّٰهَ فَنَجٰى فَرَجَعَ لاَ يَلْقٰى اَحَدًا اِلاَّ قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَاهٰهُنَا فَلاَ يَلْقٰى اَحَدًا اِلاَّ رَدَّهُ قَالَ وَوَفٰى لَنَا ـ

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كِلاَهُمَا عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرٰى اَبُوْ بَكْرٍ مِنْ اَبِىْ رَحْلاً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا دَنَا دَعَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاخَ فَرَسُهُ فِى الْاَرْضِ اِلٰى بَطْنِهِ وَوَثَبَ عَنْهُ وَقَالَ يَامُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ هٰذَا عَمَلُكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُخَلِّصَنِىْ مِمَّا اَنَا فِيْهِ وَلَكَ عَلَىَّ لأُعَمِّيَنَّ عَلٰى مَنْ وَرَائِىْ وَهٰذِهِ كِنَانَتِىْ فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا فَاِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلٰى اِبِلِىْ وَغِلْمَانِىْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِىْ فِىْ اِبِلِكَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ لَيْلاً فَتَنَازَعُوْا اَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنْزِلُ عَلٰى بَنِى النَّجَّارِ اَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اُكْرِمُهُمْ بِذٰلِكَ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوْتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِى الطُّرُقِ يُنَادُوْنَ يَامُحَمَّدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ -

৭২৪১. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমার পিতার নিকট আসলেন এবং তাঁর থেকে একটি হাওদা খরিদ করলেন। অতঃপর তিনি (আমার পিতা) আযিবকে বললেন, তুমি তোমার ছেলেকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও, সে তা আমার সাথে বহন করে আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। আমার পিতা আমাকে বললেন, তুমি তা উঠিয়ে নাও। আমি তা উঠিয়ে নিলাম। অতঃপর মূল্য আদায়ের জন্য আমার পিতাও তাঁর সাথে বের হলেন। (পথিমধ্যে) আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবূ বকর! যে রাতে আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ভ্রমণ (হিজরাত) করেছিলেন তখন আপনারা কি করেছিলেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন।

তিনি বললেন, (হ্যাঁ হলে শোন), আমরা পূর্ণ রাত সফর করেছি। অবশেষে যখন দিন হল, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় হল রাস্তা সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেল এবং কোন মানুষ জন আর রাস্তা অতিক্রম করছে না, তখন আমরা একটি বৃহদাকায় পাথর খণ্ড দেখতে পেলাম। এর ছায়া মাটিতে পড়ছিল এবং তখনো পর্যন্ত সেখানে রৌদ্র আসেনি। তাই আমরা সেখানে গেলাম এবং আমি নিজে পাথরটির নিকট গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘুমানোর জন্য একটু স্থান সমান্তরাল করলাম। এরপর একটি কম্বল (চামড়া) সেখানে আমি বিছিয়ে দিলাম।

অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি আপনার আশেপাশের (শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে) অনুসন্ধান চালাচ্ছি। (পাহারাদারী করছি) তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং আমি তাঁর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে অনুসন্ধান চালালাম। হঠাৎ এক বকরীর রাখালকে দেখতে পেলাম। সে আমাদের মত উদ্দেশ্য নিয়েই পাথরটির দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে! তুমি কার (গোলাম)? সে বলল, আমি শহরবাসী এক ব্যক্তির গোলাম সে মদীনার বাসিন্দা। আমি বললাম, তোমার

বকরীতে দুধ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। আমি বললাম, তাহলে আমার জন্য তা দোহন করবে কি? সে বলল, হ্যাঁ (করব)। অতঃপর সে একটি বকরী নিয়ে এল। তখন আমি তাকে বললাম, প্রথমে পশম, মাটি এবং খড়কুটা হতে স্তনটি একবার ঝেড়ে নাও। রাবী বলেন, এ সময় আমি বারা' ইব্‌ন আযিব (রা)-কে এক হাত অন্য হাতের উপর মেরে ঝাড়তে দেখেছি। অতঃপর সে কাষ্ঠের একটি পেয়ালাতে আমার জন্য কিছু পরিমাণ দুধ দোহন করল। আবূ বকর (রা) বলেন, আমার নিকট একটি পাত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পান করা ও উযূ করার জন্য তাতে আমি পানি রাখতাম। অতঃপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। কিন্তু তাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করতে আমার ইচ্ছা ছিল না। তবে তাঁর কাছে পৌঁছে আমি দেখলাম যে, তিনি জাগ্রত হয়ে গিয়েছেন। এরপর দুধের মধ্যে আমি পানি ঢাললাম। ফলে তা নিচ পর্যন্ত শীতল হয়ে গেল। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! এ দুধ থেকে পান করে নিন। তিনি দুধ পান করলেন এবং খুব খুশি হলেন। অতঃপর তিনি বললেন : এখন কি যাত্রার সময় হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ হয়েছে।

দুপুর গড়াবার পর আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। এদিকে সুরাকা ইব্‌ন মালিক (রা) আমাদের অনুসরণ করে চলছিল। আমরা তখন এক শক্ত ভূমিতে ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আমরা তো ধরা পড়লাম। তিনি বললেন : চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর বদ্-দু'আ করলেন। এতে তার ঘোড়া পেট পর্যন্ত যমীনে ধসে গেল। আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর সে বলল, আমি জানি, তোমরা আমার জন্য বদ্-দু'আ করেছ। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমি তোমাদের তালাশকারীদের তোমাদের (এদিক) থেকে ফিরিয়ে দিব। সুতরাং তোমরা আমার জন্য দু'আ কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। এতে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর সে ফিরে গেল এবং যে কারো সাথে দেখা হলে সে বলত, এদিকে আমি সব দেখে এসেছি। এদিকে কোন কিছুই নেই। মোটকথা, যার সাথেই তার দেখা হত সে তাকে ফিরিয়ে দিত। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, সে (সুরাকা) তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিল।

যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমার পিতার নিকট হতে তের দিরহামের বিনিময়ে একটি হাওদা ক্রয় করেছেন। .... অতঃপর তিনি যুহায়রের সূত্রে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে (ইসরাঈল) উসমান ইব্‌ন উমর (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, সে নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য বদ্-দু'আ করলেন। এতে পেট পর্যন্ত তার ঘোড়ার পা যমীনে ধসে যায়। সুরাকা তার ঘোড়ার উপর থেকে লাফ দিল। পরে বলল, হে মুহাম্মদ! আমি জানি, এ তোমারই কাজ। আমি যে বিপদে আছি এ থেকে যেন আল্লাহ্ আমাকে মুক্তি দেন, এ ব্যাপারে তুমি আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর। আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, আমার পেছনে যারাই তোমার তালাশে থাকবে আমি তাদের থেকে তোমার অবস্থান গোপন রাখব এবং এ হচ্ছে আমার তীরদানী, এ থেকে তুমি একটি তীর নিয়ে যাও। কিছু দূর পরই অমুক স্থানে তুমি আমার উট ও গোলামদেরকে দেখতে পাবে, এর থেকে তুমি তোমার প্রয়োজন অনুপাতে নিয়ে যাবে।

তিনি (নবী সা) বললেন : তোমার উটের আমার কোন প্রয়োজন নেই। আবূ বকর (রা) বলেন, (পরবর্তী সময়ে) রাতে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কার বাড়িতে অবস্থান করবেন, এ নিয়ে লোকদের মাঝে বিতর্ক শুরু হল। তখন তিনি বললেন : আমি আবদুল মুত্তালিবের মামার বংশ বনূ নাজ্জারে অবতরণ করবো। এর দ্বারা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। অতঃপর পুরুষ লোকেরা (পাহাড়ে আরোহণ করে,) মহিলাগণ নিজ নিজ গৃহে এবং যুবক ও ক্রীতদাসগণ রাস্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে এ আওয়াজ দিতে লাগল যে, হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ !

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

অধ্যায় : তাফসীর

٧٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اُدْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَغْفِرْلَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُوْنَ عَلَى اَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا حَبَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ -

৭২৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে (সে সব হাদীস) যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : বনী ইসরাঈলদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা (বিজিত নগরীতে) দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজ্‌দাবনতঃ হয়ে প্রবেশ করো এবং বলো ' حِطَّةٌ (তওবা... মাফ করে দাও)। তাহলে আমি তোমাদের গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেবো। কিন্তু তারা শব্দটি পরিবর্তন করে নিতম্বের উপর হেচঁড়াতে হেঁচড়াতে প্রবেশ করল এবং বলল, ' حَبَّةٌ فِىْ شَعَرَةٍ –(অর্থাৎ যবের শীষে দানা দাও, যাব চাই, গম চাই)।

٧٢٤٣- حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِىْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (يَعْنُوْنَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْىَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتّٰى تُوُفِّىَ وَاَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْىُ يَوْمَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৭২৪৩. আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বুকায়র আন-নাকিদ, হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুল্‌ওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওফাতের পূর্ব (সময়) হতে ওফাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি অনবরত অওী নাযিল করেন। যে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্‌তিকাল করেন সেদিন তার প্রতি বিপুল পরিমাণ ওহী নাযিল হয়।

٧٢٤٤- حَدَّثَنِي اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اَنَّ الْيَهُوْدَ قَالُوْا لِعُمَرَ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ اٰيَةً لَوْ اُنْزِلَتْ فِيْنَا لاَتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّى لاَعْلَمُ حَيْثُ اُنْزِلَتْ وَاَىَّ يَوْمٍ اُنْزِلَتْ وَاَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ اُنْزِلَتْ اُنْزِلَتْ بِعَرَفَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ قَالَ سُفْيَانُ اَشُكُّ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ اَمْ لاَ يَعْنِى اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ -

৭২৪৪. আবূ খায়ছামা যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (রা) ... তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা উমর (রা)-কে বললো, আপনারা এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হতো, তবে এ দিনটিকে আমরা (জাতীয়) উৎসবের দিন হিসাবে গ্রহণ করতাম। উমর (রা) বললেন, আমি জানি, ঐ আয়াতটি কখন (কোথায়) ও কোন্ দিন নাযিল হয়েছিল, আর যখন তা নাযিল হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথায় অবস্থান করছিলেন (তাও জানি)। আয়াতটি আরাফার দিন নাযিল হয়েছিল; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আরাফাতে অবস্থান করছিলেন। রাবী সুফয়ান (র) বলেন, আয়াতটি যেদিন নাযিল হয়েছিল তা জুমুআর দিন ছিল কিনা, এ ব্যাপারে আমি সন্দিহান। অর্থাৎ এ আয়াতে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ -(আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে।)

٧٢٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا نَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ فِيْهِ لاَتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ فِيْهِ وَالسَّاعَةَ وَاَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ نَزَلَتْ نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ -

৭২৪৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদীরা উমর (রা)-কে বললো, ' اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا ' -এ আয়াতটি আমাদের ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের উপরে নাযিল হলে এ দিনটিকে আমরা উৎসব দিবস হিসাবে পালন করতাম। আমরা জানি, কোন দিন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। রাবী বলেন, তখন উমর (রা) বললেন, যে দিন, যে সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথায় ছিলেন, তাও আমি জানি। এ আয়াতটি মুযদালিফার পূর্ব রাতে (জুমুআর রাতে) নাযিল হয়েছে। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আরাফাতে ছিলাম।

٧٢٤٦- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰيَةٌ فِىْ كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ لاَتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ وَاَىُّ اٰيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لاَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ وَالْمَكَانَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ -

৭২৪৬. আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট এসে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবের মধ্যে এমন একটি আয়াত আপনারা পাঠ করে থাকেন। যদি তা আমাদের ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের কাছে নাযিল হত তাহলে ঐ দিনটিকে আমরা উৎসব দিবস হিসাবে গ্রহণ করতাম। উমর (রা) বললেন, কোন আয়াতটি? সে বলল, (আয়াতটি হল,) ' اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا ' -এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, যে দিন, যে স্থানে আয়াতটি নাযিল হয়েছে অবশ্যই আমি তা জানি। আয়াতটি জুমুআর দিন আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

٧٢٤٧- حَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ قَالَ اَبُوْ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَتُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِى هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِىْ مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُقْسِطَ فِىْ صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَايُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الاٰيَةِ فِيْهِنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِىْ لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ قَالَتْ وَالَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهُ يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ الاٰيَةُ الاُوْلٰى الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ فِيْهَا وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ فِى الاٰيَةِ الاُخْرٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ رَغْبَةَ اَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيْمَةِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَارَغِبُوْا فِىْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ -

৭২৪৭. আবূ তাহির আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সার্হ্ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে মহান আল্লাহ্র ইরশাদ : "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের মনঃপুত হয়, দুই, তিন অথবা চার" (এর ব্যাখ্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হে ভাগ্নে! যে ইয়াতীম মেয়েরা তাদের (তত্ত্বাবধানকারী) অভিভাবকের লালন পালনে থাকত এবং তার সম্পদে অংশীদার হতো তার সম্পদ ও রূপ-যৌবনের আকর্ষণ হেতু উক্ত অভিভাবক তাকে অন্যরা যে পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত, ইনসাফের দাবী অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে চাইতো না। এ আয়াতে তাদেরকে ইয়াতীমদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তাদের মোহরানা প্রদানের ব্যাপারে সর্বোত্তম রীতি প্রচলনের (মোহরে মিছিল) অনুসরণ করলে তা (স্বতন্ত্র কথা)। অন্যথা তাদের পসন্দমত অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু লোক বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জানতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : এবং লোকেরা আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ফারওয়া (আহারের ব্যবস্থা) জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে আইনের ব্যবস্থা জানাচ্ছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে, যাদের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও ও অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনান হয়, তাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। এবং যে সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।" আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র ইরশাদ ' وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ ' এর দ্বারা প্রথম আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তোমরা যদি আশংকা কর যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের মনঃপূত হয় দুই, তিন অথবা চার। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এর মানে হচ্ছে, অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন কম থাকার কারণে তোমাদের লালন-পালনে থাকা ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিবাহ করতে অপসন্দ করলে-তাদেরকে অর্থ সম্পদ ও রূপ যৌবনবতী ইয়াতীম নারীদের পসন্দ হলেও বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইনসাফের ভিত্তিতে (মোহরানা দেয়া) হয় তবে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।–এ বিধান (ধনহীনা রূপহীনা) ইয়াতীম মেয়ের প্রতি অনীহার কারণে দেয়া হয়েছে।

٧٢٤٨- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَتُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَزَادَ فِىْ اٰخِرِهِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ اِذَا كُنَّ قَلِيْلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ -

৭২৪৮. হাসান হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহ্র ইরশাদ : "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না" (এর ব্যাখ্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। .... অতঃপর রাবী ইউনুস (র) সূত্রে যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসের শেষাংশে তিনি ' من اجل رغبتهم عنهن اذا كن قليلات المال والجمال ' -বাক্যটি অধিক বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ তারা (ইয়াতীম মেয়েরা) কম সম্পদ ও কম রূপ-গুণের হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি তাদের অনীহার কারণে এ বিধান।)

٧٢٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِى قَوْلِهِ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَتُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى قَالَتْ اُنْزِلَتْ فِى الرَّجُلِ تَكُوْنُ لَهُ الْيَتِيْمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا وَلَهَا مَالُ وَلَيْسَ لَهَا اَحَدُ يُخَاصِمُ دُوْنَهَا فَلاَيُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيَضُرُّبِهَا وَيَسِيْئُ صُحْبَتَهَا فَقَالَ اِنْ خِفْتُمْ اَن لاَ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُوْلُ مَا اَحْلَلْتُ لَكُمْ وَدَعْ هٰذِهِ الَّتِى تَضُرُّ بِهَا -

৭২৪৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুবায়র (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র ইরশাদ, "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না" সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি ঐ পুরুষ সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে; যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে ইয়াতীম মেয়ে এবং এ পুরুষই হচ্ছে তাঁর অভিভাবক ও ওয়ারিস। আর এ মেয়েটির আছে ধন-সম্পদ। কিন্তু তার পক্ষ অবলম্বন করার জন্য তার কেউই নেই। অভিভাবক (ওয়ালী) এই ধরনের মেয়েকে তার সম্পদের উদ্দেশ্যে বিয়ে করে তাকে কষ্ট দিতে এবং তার সাথে নিষ্ঠুরভাবে জীবন যাপন করতে পারবে না। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পসন্দ হয় দুই, তিন অথবা চার। অর্থাৎ যে নারীদের আমি তোমদের জন্য হালাল করেছি তাদেরকে বিবাহ কর এবং এই (ইয়াতীম মেয়েকে) ছেড়ে দাও, যার প্রতি তুমি নিষ্ঠুর আচরণ করছ।

٧٢٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِىْ قَوْلِهِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ الّٰلاتِى لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ قَالَتْ اُنْزِلَتْ فِى الْيَتِيْمَةِ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِىْ مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا اَن يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ اَن يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ فَيَشْرَكُهُ فِىْ مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ -

৭২৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র ইরশাদ : "এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে, যাদের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও, অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনান হয়, তাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়" সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি ঐ ইয়াতীম মেয়ে সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যে এমন এক পুরুষের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, যার সাথে সে সম্পদের মধ্যে শরীক আছে। কিন্তু সে তাকে বিয়ে করা পসন্দ করছে না এবং অন্য কোন ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হোক এটাও পসন্দ করছে না এই আশংকায় যে, সে তার সম্পদের অংশীদার হয়ে যাবে। সুতরাং সে তাকে 'অকেজো' ছেড়ে রাখছে (আবদ্ধ করে রাখছে); নিজেও তাকে বিয়ে করছে না এবং অন্য কারো নিকট বিবাহ দিচ্ছেও না।

٧٢٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِى قَوْلِهِ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ الْاٰيَةَ قَالَتْ هِىَ الْيَتِيْمَةُ الَّتِى تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا اَنْ تَكُوْنَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِىْ مَالِهِ حَتّٰى فِى الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ يَعْنِى اَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ اَن يُنْكِحَهَا رَجُلاً فَيَشْرَكُهُ فِى مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا -

৭২৫১. আবূ কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র ইরশাদ : "এবং লোকেরা আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়, বলুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন" সম্পর্কে (এর ব্যাখ্যায়) বলেন, আয়াতটি ঐ ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে রয়েছে এমন এক পুরুষের তত্ত্বাবধানে যার সম্পদের এমনকি খেজুর বাগানেরও উক্ত নারী অংশীদার। সে তাকে বিয়ে করতেও আগ্রহী নয় এবং অন্যের নিকট বিয়ে দিতেও ইচ্ছুক নয়। কেননা তাহলে সে তার সম্পদের অংশীদার হয়ে যাবে। সুতরাং সে তাকে (এমনিই) ফেলে রাখছে (আবদ্ধ করে রাখছে)।

٧٢٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِى قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوْفِ قَالَتْ اُنزِلَتْ فِىْ وَلِىِّ مَالِ الْيَتِيْمِ الَّذِى يَقُوْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ -

৭২৫২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র ইরশাদ : "এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে" (এর ব্যাখ্যা) সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি ইয়াতীমের মালের ঐ অবিভাবক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যে তার সম্পদের তত্ত্বাবধান করছে এবং তা দেখাশুনা করছে। যদি তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি অভাবী হয় তবে সে তা হতে সংগত পরিমাণ ভোগ করবে।

٧٢٥٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَتْ اُنْزِلَتْ فِىْ وَلِىِّ الْيَتِيْمِ اَن يُصِيْبَ مِنْ مَالِهِ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ -

৭২৫৩. আবূ কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র ইরশাদ : "যে সচ্ছল সে যেন (লোভ থেকে) নিবৃত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, সে যদি বিত্তহীন হয় তবে সে যেন তার সম্পদ হতে সংগত পরিমাণ ভোগ করতে পারে।

٧٢٥٤ - وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الاِسْنَادِ

৭২৫৪. আবূ কুরায়ব (র) ... হিশামের সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٢٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَتْ كَانَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ -

৭২৫৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্র ইরশাদ : "যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল তোমাদের উচ্চাঞ্চল ও তোমাদের নিম্নাঞ্চল হতে— তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ মন্দ ধারণা পোষণ করছিলে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি খন্দকের দিন অবতীর্ণ হয়েছে।

٧٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا الاية قَالَتْ اُنْزِلَتْ فِى الْمَرْأَةِ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُوْلُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيْدُ طَلاَقَهَا فَتَقُوْلُ لاَ تُطَلِّقْنِى وَاَمْسِكْنِى وَاَنْتَ فِى حِلٍّ مِنِّى فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ -

৭২৫৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আল্লাহ্‌র ইরশাদ :) "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়") আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি ঐ মহিলা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যে এমন একজন পুরুষের নিকট ছিল, যার সান্নিধ্যে সে দীর্ঘ দিন ছিল। এখন সে তাকে তালাক দিতে চাচ্ছে। আর স্ত্রী বলছে, আমাকে তালাক দিও না বরং আমাকে তোমার কাছে (খাদিম রূপে) থাকতে দাও। তবে তুমি আমার পক্ষ হতে মুক্ত (কোন দাবী দাওয়া নেই)। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

٧٢٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِىْ قَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتْ نَزَلَتْ فِى الْمَرْأَةِ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَعَلَّهُ اَنْ لاَيَسْتَكْثِرَ مِنْهَا وَتَكُوْنُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ فَتَكْرَهُ اَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُوْلُ لَهُ اَنْتَ فِىْ حِلٍّ مِنْ شَأْنِىْ -

৭২৫৭. আবূ কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্‌র বাণী : "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (তবে তারা আপোষ -নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়") এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি ঐ নারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে একজন পুরুষের নিকট ছিল, অথচ (এখন বয়সের কারণে) সম্ভবতঃ সে তার প্রতি বড় একটা ভালবাসা ও আকর্ষণ অনুভব করে না। অথচ সে তার দীর্ঘ সাহচর্যে ছিল এবং তার সন্তান-সন্ততিও রয়েছে। এদিকে স্বামীও তাকে তালাক দিক, তাও সে পছন্দ করছে না। তখন সে (স্ত্রী) তাকে বলছে, তুমি আমার পক্ষ হতে দায় মুক্ত।

٧٢٥٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ لِىْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ اُخْتِى اُمِرُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِاَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَبُّوْهُمْ -

৭২৫৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন : হে ভাগ্নে! লোকদেরকে নবী ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার আদেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের সমালোচনা করেছে।

٧٢٥٩- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৭২৫৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... হিশামের সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٢٦٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ اَهلُ الكُوْفَةِ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَرَحَلْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ اٰخِرَ مَا اُنْزِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَئٌ -

৭২৬১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয আন্‌বারী (র) ... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফাবাসী লোকেরা এ আয়াত : ("কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করবেন") সম্পর্কে মতবিরোধ করলে আমি সফর করে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এ আয়াত শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং কোন আয়াত তাকে রহিত (মানসুখ) করেনি।

٧٢٦١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضرُ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ نَزَلَتْ فِىْ اٰخِرِ مَا اُنْزِلَ وَفِىْ حَدِيْثِ النَّضْرِ اِنَّهَا لَمِنْ اٰخِرِ مَا اُنْزِلَتْ -

৭২৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফরের বর্ণনায় আছে ' فى اخر ما انزل ' আর নযরের হাদীসের মধ্যে রয়েছে اِنَّهَا لَمِنْ اٰخِرِ مَا اُنْزِلَتْ -- ।

٧٢٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبْزٰى اَنْ اَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَئٌ وَعَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتْ فِى اَهْلِ الشِّرْكِ -

৭২৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) আমাকে নিম্নবর্ণিত আয়াত দু'টি সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। (প্রথমটি হলো :) "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে" তার শাস্তি জাহান্নামে..সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কোন কিছু.(আয়াত) এ (আয়াত)-টিকে রহিত করেনি। আর (দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে.) "এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না... আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং (ব্যভিচার করে না, যে এ গুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে"।) (এ সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে) তিনি বললেন, এ আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

٧٢٦٣- حَدَّثَنِي هرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ (يَعْنِى شَيْبَانَ) عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ بِمَكَّةَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِلَى قَوْلِهِ مُهَانًا فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ وَمَا يُغْنِى عَنَّا الْاِسْلاَمُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللّٰهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ وَاَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ فَاَمَّا مَنْ دَخَلَ فِى الْاِسْلاَمِ وَعَقَلَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ -

৭২৬৩. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এবং যারা আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্কে ডাকে না। (আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এ গুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।") উক্ত আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হবার পর মুশরিকরা বলতে আরম্ভ করল যে, ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের কি ফায়দা হবে, অথচ আমরা আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছি, যাদেরকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, আমরা তাদেরকে হত্যা করেছি এবং আমরা অবৈধ যৌন ব্যভিচার করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, কিন্তু ("তারা) নয় যারা তাওবা করে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" অতঃপর তিনি [ইব্ন আব্বাস (রা)] বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল এবং ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি হাসিল করল এরপর হত্যা করল, তার জন্য তাওবা নেই।

٧٢٦٤- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ اَبِى بَزَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ قَالَ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِى فِى الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ هٰذِهِ اٰيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا اٰيَةٌ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمٍ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ اِلاَّ مَنْ تَابَ -

৭২৬৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম ও আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র আব্দী (র) ... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করে তার তাওবা আছে (কবূল হবে) কি? তিনি বললেন, না। অতঃপর আমি তাঁর নিকট সূরা ফুরকানে বর্ণিত নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলাম, "যারা আল্লাহ্র সাথে কোন ইলাহ্কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না (এবং ব্যাভিচারও করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি

ভোগ করবে।") তিনি বললেন, এতো হচ্ছে মাক্কী আয়াত। মাদানী আয়াত তা রহিত করে দিয়েছে। আর তা হলো। "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম।" তবে ইব্‌ন হাশিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, অতঃপর আমি তার নিকট সূরা ফুরকানে উল্লেখিত (إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا) - আয়াতটি পাঠ করলাম।

٧٢٦٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْلَمُ وَقَالَ هٰرُوْنُ تَدْرِيْ آخِرَ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيْعًا قُلْتُ نَعَمْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ قَالَ صَدَقْتَ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ تَعْلَمُ أَيُّ سُوْرَةٍ وَلَمْ يَقُلْ آخِرَ -

৭২৬৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি কি জান? হারূন (র) বলেন, তিনি বলেছেন, কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা হল, 'إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ' -। তিনি বললেন, তুমি সঠিক বলেছো। ইব্‌ন আবূ শায়বার বর্ণনায় تَعْلَمُ أَيُّ سُوْرَةَ আছে। তিনি أُخِرَ ..... বলেন নি।

٧٢٦٦- وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَيْسٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ آخِرَ سُوْرَةٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَجِيْدِ وَلَمْ يَقُلِ ابْنَ سُهَيْلٍ -

৭২৬৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র) ... আবূ উমায়স (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ উমায়স তার বর্ণনায় ' آخِرَ سورة ' বলেছেন। এবং তিনি 'ইব্‌ন সুহায়ল' বলেনি নি (শুধু আবদুল মজীদ শব্দটি উল্লেখ করেছেন)।

٧٢٦٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ) قَالَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلاً فِيْ غُنَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَأَخَذُوْهُ فَقَتَلُوْهُ وَأَخَذُوْا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقٰى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ -

৭২৬৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আহ্‌মদ ইব্‌ন আব্‌দা আয্‌যাব্বী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র বকরীর পাল চরাচ্ছিল, এমন সময় কতিপয় মুসলমান তার নিকট পৌঁছলে সে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তাকে পাকড়াও করল।

অতঃপর তারা তাকে হত্যা করে তার এ ক্ষুদ্র বক্‌রীর পালটি নিয়ে নিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হলো : "যারা তোমাদেরকে সালাম করে, (ইহজীবনের সম্পদের আকাংক্ষায়) তাকে বলো না, তুমি মু'মিন নও"। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ' اَلسَّلَامُ ' বলেছেন, (তবে অন্যরা ' سَلَمَ ' - আলিফ ব্যতীত পাঠ করেছেন)।

٧٢٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ كَانَتِ الاَنْصَارُ اِذَا حَجُّوْا فَرَجَعُوْا لَمْ يَدْخُلُوْا الْبُيُوْتَ اِلاَّ مِنْ ظُهُوْرِهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ فَقِيْلَ لَهُ فِىْ ذٰلِكَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ لَيْسَ الْبِرَّ بِاَنْ تَاْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا -

৭২৬৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .. বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারী লোকেরা হজ্জ সমাপন করে বাড়ি প্রত্যাবর্তনের পর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে বাড়ির পেছন দিক থেকে প্রবেশ করতো। অতঃপর এক আনসারী সাহাবী (দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে) এ ব্যাপারে তাকে কিছু বলা (সমালোচনা করা) হলে "পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই" এ আয়াতটি নাযিল হল।

١- بَابُ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالَى : اَلَمْ يَاْنِ لَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

১. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : "যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি"

٧٢٦٩- حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى الصَّدَفِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَاكَانَ بَيْنَ اِسْلاَمِنَا وَبَيْنَ اَنْ عَاتَبَنَا اللّٰهُ بِهٰذِهِ الاٰيَةِ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ اِلاَّ اَرْبَعَ سِنِيْنَ -

৭২৬৯. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা সাদাফী (র) .... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণ করা ও নিম্নোক্ত আয়াত তথা- "যারা ঈমান আনে তাদের আল্লাহ্‌র স্মরণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি।"-এর দ্বারা আমাদেরকে ভর্ৎসনা করার মাঝে মাত্র চার বছরের ব্যবধান ছিল।

٢ - بَابُ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالَى : خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে

٧٢٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَهِىَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُوْلُ مَنْ يُعِيْرُنِىْ تِطْوَافًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُوْلُ : اَلْيَوْمَ يَبْدُوْ بَعْضُهُ اَوْ كُلُّهُ * فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ اُحِلُّهُ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ

৭২৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (অন্য সনদে) আবূ বকর ইব্‌ন নাফি‘ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীরা উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতো এবং বলতো কে আমাকে একটি তাওয়াফের কাপড় ধার দিবে? (উদ্দেশ্য) এর দ্বারা তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে এবং এ-ও বলতো, (কবিতা) আজ খুলে যাচ্ছে কিয়দংশ বা পূর্ণ অংশ। তবে যে অংশটা খুলে (দেখা) আমি হালাল করছি না। তখন নাযিল হল, ‘প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে’।

٣ ـ بَابُ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করবে না

٧٢٧١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ (وَاللَّفْظُ لاَبِى كُرَيْبٍ) حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَىِّ بْنُ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لِجَارِيَةٍ لَهُ اذْهَبِىْ فَابْغِيْنَا شَيْئًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ (لَهُنَّ) غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

৭২৭১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় (অর্থাৎ) ইব্‌ন সালূল তার দাসীকে বলতো, যাও, এবং আমাদের জন্য ব্যভিচারের মাধ্যমে পয়সা উপার্জন করে নিয়ে এসো। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করলেন, “তোমাদের দাসীদেরকে তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কর না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবর দস্তির পর, (বাধ্য হওয়ার কারণে তাদের প্রতি) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”।

٧٢٧٢ـ وَحَدَّثَنِى اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اُبَىِّ بْنِ سَلُوْلَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَاُخْرٰى يُقَالُ لَهَا اُمَيْمَةُ فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَا فَشَكَتَا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

৭২৭২. আবূ কামিল জাহদারী (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল এর দু'জন দাসী ছিল। একজনের নাম ছিল মুসায়কা এবং অপর জনের নাম ছিল উমায়মা। সে তাদের ব্যভিচারে বাধ্য করতে (উপার্জনের জন্য) তারা এ বিষয়ে নবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : "তোমাদের দাসীদের তারা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কর না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

٤. بَابُ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

৪. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে— প্রসঙ্গে

٧٢٧٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ قَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ اَسْلَمُوْا وَكَانُوْا يُعْبَدُوْنَ فَبَقِىَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ وَقَدْ اَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ ـ

৭২৭৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্‌র ইরশাদ "তারা যাদেরকে আহ্বান করে পূজা করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদল জ্বিন মুসলমান হলো। তাদের পূজা করা হতো। কিন্তু পূজাকারী এ লোকগুলো তাদের পূজাই আঁকড়ে থাকলো। অথচ জ্বিনের দলটি ইসলাম গ্রহণ করেছে।

٧٢٧٤. حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعْبُدُوْنَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَاَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ وَاسْتَمْسَكَ الْاِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ فَنَزَلَتْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ـ

وَحَدَّثَنِيْهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِى اِبْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ـ

৭২৭৪. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' আবাদী (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ : "তারা যাদেরকে আহ্বান করে (পূজা করে) তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদল মানুষ কতিপয় জিনের পূজা করতো। অতঃপর জিনের দলটি ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু এ লোকগুলো তাদের পূজায় আঁকড়ে থাকে। তখন নাযিল হলো : তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।

বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) ... সুলায়মান (রা) থেকে এ সনদে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

٧٢٧٥. وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ نَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَاَسْلَمَ الْجِنِّيُّوْنَ وَالْاِنْسُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ فَنَزَلَتْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ـ

৭২৭৫. হাজ্জাজ ইব্‌ন শা'ইর (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ : তারা যাদেরকে আহ্বান করে (পূজা করে) তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি আরবের এক দল লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কতিপয় জিনের পূজা করতো। অতঃপর জিনেরা তো মুসলমান হলো; কিন্তু তাদের পূজাকারী এ মানুষগুলো তা বুঝতে পারল না। তখন নাযিল হলো, "তারা যাদেরকে আহ্বান করে (পূজা করে) তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।"

٥ـ بَابُ فِيْ سُوْرَةِ بَرَاءَةٍ وَالْاَنْفَالِ وَالْحَشْرِ

৫. পরিচ্ছেদ : সূরা বারাআত, আনফাল ও হাশ্‌র

٧٢٧٦. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُطِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ قَالَ بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتّٰى ظَنُّوْا اَنْ لَايَبْقٰى مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا ذُكِرَ فِيْهَا قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ قَالَ تِلْكَ سُوْرَةُ بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ فَالْحَشْرُ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَنِيْ النَّضِيْرِ ـ

৭২৭৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী' (র) ... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বললাম, সূরা তাওবা .....। তিনি বললেন, তাওবা না বরং এ হচ্ছে অপদস্থকারী সূরা। এ সূরাতে কেবল ' مِنْهُم - مِنْهُم ' বলা হয়েছে। একদল, একদল .... (বলে রহস্য ফাঁস করা হয়েছে) ফলে লোকেরা মনে করতে লাগল যে, এ সূরায় আমাদের কেউ আলোচনা ছাড়া বাকী থাকবে না। অতঃপর আমি বললাম, সূরা আনফাল। তিনি বললেন, এ তো হচ্ছে সূরা বদর। এরপর আমি সূরা হাশ্‌রের কথা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এতো বনূ নযীর সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

٦ـ بَابُ فِيْ تَحْرِيْمِ نُزُوْلِ الْخَمْرِ

৬. পরিচ্ছেদ : মদ্যপান হারাম হওয়ার বিধান নাযিল

٧٢٧٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَلَا وَاِنَّ

الْخَمْرَنَزَلَ تَحْرِيْمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ اَشْيَاءَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَاخَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثَةُ اَشْيَاءَ وَدِدْتُ اَيُّهَا النَّاسُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ # كَانَ عَهِدَ اِلَيْنَا فِيْهَا اَلْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَاَبْوَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا ـ

৭২৭৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বরে বসে খুৎবা প্রদান করলেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করে বললেন, আম্মা বা'দ : (অতঃপর) মদ হারাম হওয়ার বিধান যেদিন নাযিল হওয়ার নাযিল হয়েছে। তা পাঁচটি জিনিস হতে (বানানো হয়,) গম, যব, খেজুর, (কিসমিস) আঙ্গুর এবং মধু হতে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লুপ্ত করে দেয়, তাই মদ। হে লোক সকল! আমার কামনা। তিনটি বিষয় যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট দাদা, কালালা (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) এবং সুদের কতিপয় অধ্যায় সম্পর্কে বলে যেতেন।

٧٢٧٨. وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثٌ اَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ اِلَيْنَا فِيْهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِيْ اِلَيْهِ اَلْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَاَبْوَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا ـ

৭২৭৮. আবূ কুরায়ব (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বরে বসে ভাষণরত অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছি যে, হে লোক সকল! মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। তা পাঁচটি জিনিস হতে (বানানো হয়)। আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব হতে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয় তাই মদ। হে লোক সকল! তিনটি বিষয়– আমার মনের আকাংক্ষা, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে (নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ে) সুস্পষ্ট বলে যেতেন তবে তো আমরা এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারতাম। আর তা হচ্ছে, দাদা, কালালা এবং সুদের কতিপয় বিষয়াদি সম্পর্কিত বিধান।

٧٢٨٩. وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا غَيْرَ اَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ فِيْ حَدِيْثِهِ الْعِنَبِ كَمَا قَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ وَفِيْ حَدِيْثِ عِيْسَى الزَّبِيْبِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ ـ

৭২৭৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আবূ হায়্যান (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন উলায়্যা আবূ ইদরীসের মত তার হাদীসে ' عِنَب ' (আঙ্গুর) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আর রাবী ঈসা ইব্‌ন মুস্‌হির (র)-এর মত তার হাদীসের মধ্যে ' زَبِيْبُ ' (কিসমিস) শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

٧- بَابُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ

৭. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : তারা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিতর্ক করে

٧٢٨٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا اِنَّ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ اِنَّهَا نَزَلَتْ فِى الَّذِيْنَ بَرَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِىٌّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ ـ

৭২৮০. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) ... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কসম করে বলতেন, "তারা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আল্লাহ্‌র এ ইরশাদ ঐ লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে, যারা বদরের দিন লড়াই (দ্বন্দ্ব যুদ্ধ) করার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেমেছিল। (এদের একদিকে ছিলেন) 'আলী, হামযা ও উবায়দা ইবনুল হারিস (রা) আর (অন্য দিকে ছিল,) রাবীআর দুই পুত্র উত্‌বা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা।

٧٢٨١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ هٰذَانِ خَصْمَانِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ ـ

৭২৮১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কসম করে বলতেন, ' هٰذَانِ خَصْمَانِ ' আয়াতটি নাযিল হয়েছে–অতঃপর হুশায়মের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইফা —(উন্নয়ন)২০০৯-২০১০/অঃসঃ/৪৩৮১— ৩২৫০